সহীহ্ আক্বীদার মানদণ্ডে তাবলীগী নিসাব

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

মুরাদ বিন আমজাদ

সহীহ্ আক্বীদার মানদণ্ডে

তাবলীগী নিসাব

www.pathagar.com

সহীহ আক্বীদার মানদণ্ডে

তাবলীগী নিসাব

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

মুরাদ বিন আমজাদ

www.pathagar.com

সহীহ্ আক্বীদার মানদণ্ডে **তাবলীগী নিসাব**

প্রকাশনায় : মফিদুল মুসলিম একাডেমী
গ্রাম : দিয়াপাড়া (বড় বাড়ী), ডাক : ভাঙ্গনপাড়া বাজার
থানা : ফকিরহাট, জেলা : বাগেরহাট
মোবাঃ ০১৭১২-৫১৫৭৫০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০০৫ ঈসায়ী
দ্বিতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০০৯ ঈসায়ী
তৃতীয় প্রকাশ : আগস্ট ২০১১ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ, গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ :
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১১০০।
ফোন : ৭১১২৭৬২, মোবাঃ ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

মূল্য : ১৭০/- (একশত সত্তর) টাকা মাত্র

পরিবেশনায় : তাওহীদ পাবলিকেশন্স

প্রাপ্তিস্থান :

তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল ঢাকা-১১০০।
ফোন : ৭১১২৭৬২, মোবাঃ ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬
www.tawheedpublications.com

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, ঢাকা, ফোন : ৭১১৪২৩৮।

মোহাম্মাদী জামে মসজিদ
গবরচাকা, খুলনা

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

কেন এই লেখা?

বড় কোন কাজ মনে করিনি, তবু বিব্রত হয়েছি অনভিজ্ঞতার শৃঙ্খলে। তবে বিষয়টিকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছি, তাই অযোগ্যতার অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও হাত গুটিয়ে নেইনি। বিষয়টি হলো, 'তাবলীগী নিসাব' ও তাবলীগী জামা'আতের অবয়ব, মান-মর্যাদা এবং যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে তার মূল্যায়ন, অবমূল্যায়ন সম্পর্কিত। বাস্তবতার নিরীখে 'তাবলীগী নিসাব' বা "ফাজায়েলে 'আমাল" গ্রন্থখানা ইসলামের সহীহ আক্বীদার সাথে কতটুকু মিল আছে তলিয়ে দেখা। আমরা জানি তাবলীগ জামা'আত একটি এমন জামা'আত যা সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে দ্বীনের দা'ওয়াতের নামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এমনকি পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই যেখানে তাবলীগী জামা'আত কাজ করছে না। শুনা যায় বিশ্বের যেখানে সত্যিকারের মুসলিমের প্রবেশ নিষেধ, সেখানেও এই জামা'আতের অবাধ বিচরণ। সে সাথে তাদের এই নিসাব গ্রন্থও (অর্থাৎ ফাজায়েলে আমল) বহুল প্রচলিত। এমনকি কথিত আছে যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন-এর পরে নাকি সারা বিশ্বে এই নিসাব গ্রন্থখানা বহুলভাবে পঠিত হয়। অন্য দেশের কথা আমার জানা নাই তবে ভারতবর্ষে (অর্থাৎ হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, বাংলাদেশে) এ গ্রন্থখানি প্রতিটি মাসজিদ এমনভাবে কজা করেছে যে মাসজিদ থেকে কুরআনের দরস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অথচ আল্লাহ তার নাবীকে কুরআন ও হাদীস-এর দরস্ দেয়ার জন্য নির্দেশ করেছেন। মাসজিদে ও ঘরে এক কথায় সর্বস্তরে– (সূরা জুমু'আহ ২, সূরা আহযাব ৩৪)। তাইতো আমরা দেখি নাবীর সোনালী যুগ থেকে মাসজিদে নাববী থেকে শুরু করে পৃথিবীর প্রতিটি মাসজিদে প্রতিধ্বনি হত ক্বালাল্লাহ ও ক্বালার রসূল। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এখন দেখা যায়, সে স্থান দখল করেছে 'তাবলীগী নিসাব' (বা ফাজায়েলে আমল) নামক গ্রন্থটি। যে গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত বা ভাষান্তরিত হয়েছে। কিন্তু আরবীতে ভাষান্তরিত হয়নি। কারণ আমরা জানতে পেরেছি আরবজগৎ বিশেষ করে মুসলিমদের তীর্থস্থান সৌদী আরব তাবলীগী জামা'আত ও তার নিসাবকে অবজ্ঞা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাবলীগী

www.pathagar.com

জামা'আতকে সৌদী আরবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারণ হিসেবে যতটুকু জানা যায়, তাহল এ জামা'আতের আক্বীদাগত ত্রুটি আছে। কথাটা কতটুকু সত্য তা তলিয়ে দেখার জন্য আমার এ লেখা। তাছাড়া তাবলীগী জামা'আতের সাথে আমার নিজের দিল্লীর নিজামউদ্দিন ও পাকিস্তানের রায়বণ্ড ও বাংলাদেশের কাকরাইলের সঙ্গে জড়িত থাকার বাস্তব অভিজ্ঞতাও তুলে ধরা উদ্দেশ্য। কারণ এ জামা'আতের সাথে জড়িত থাকা অবস্থায় কাজটিকে সহীহ মনে করে যাদেরকে এ পথে দা'ওয়াত দিয়েছি এবং ভুল বুঝিয়ে যাদের বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দিয়েছি। তার পাপ মোচনার্থে, জরিমানা আদায়ও আমার লক্ষ্য। তাছাড়া কুরআন হাদীস অনুযায়ী সহীহ আক্বীদার মানদণ্ডে কতটুকু বিশুদ্ধ তা তুলে ধরার উদ্দেশে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বিষয়বস্তু তুলে ধরতে গিয়ে কারো কারো নিকট অপছন্দ কতগুলো সত্যকে তুলে ধরতে হয়েছে। কারো মনে আঘাত দেয়া বা কারো অনুভূতিকে খাটো করে দেখানোর উদ্দেশ্যে এটা করা হয়নি। সত্যকে সত্য বলে প্রকাশ করার সদিচ্ছা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য যে এর পশ্চাতে নেই বইখানা একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করা হলে তা বুঝতে পারা যাবে বলে আশা করি। এছাড়া প্রত্যেকটি বিষয়ের উদ্ধৃতি পেশ করেছি। সুতরাং আমার প্রতি রাগান্বিত না হয়ে আমার দেয়া উদ্ধৃতিগুলো দেখার অনুরোধ রইল। আর আমার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌র সর্বশেষ ওয়াহীর প্রচার এবং তার বিরোধী বিষয়ের প্রতিকার। আমার লেখায় যদি ওয়াহীর বিরোধী কিছু থাকে তাহলে আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে পুনরায় ওয়াহীর দিকে প্রত্যাবর্তনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছি। আমার অজ্ঞাতাসরে অথবা ভাষা জ্ঞানের কারণে কারো মনে সামান্যতম আঘাত লাগলে সেজন্য গভীরভাবে দুঃখিত। আশা করি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে সেগুলোকে উপেক্ষা করা হবে।

বইটি লেখার ক্ষেত্রে এবং প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যে সব মুসলিম ভাইদের বিশেষ সহযোগিতা লাভ করেছি তাদের জন্য একটাই দু'আ, আল্লাহ তাদের উভয় জীবনে পুরস্কৃত করুন।

বিনীত

মুরাদ বিন আমজাদ

তাং- ২৫.১০.২০০৫ ঈসায়ী

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল 'আলামীনের জন্য যিনি তাঁর বান্দাদের হিদায়াতের উৎসরূপে সর্বোত্তম বাণী আল-কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। সালাত ও সালাম তদীয় রসূল রহমাতুল লিল 'আলামীন মুহাম্মাদ ﷺ'র উপর যার সুন্নাহকে (হাদীস) মহান আল্লাহ অভ্রান্ত সত্যের মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

উপমহাদেশে যতগুলো দ্বীনি জামাআত আছে তন্মধ্যে তাবলীগী জামাআতকে দেখা যায় নিষ্ঠার সাথে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে যাচ্ছে। কোন রকম বিনিময় ছাড়া নিজের বিছানা নিজে, নিজের খেয়ে আল্লাহ্ ভুলা বান্দাদের আল্লাহর দিকে আহবান করে থাকে। মহান রবের ভাষায় এর থেকে উত্তম কথা ও কর্ম আর হতেই পারে না (৪১ : ৩৩) তবে কাজটি যতই নিষ্ঠার সাথে হোক আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না যতক্ষণ তা তাওহীদ ও সুন্নাহ অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ ও নবী ﷺ প্রদর্শিত পন্থায় না হবে। আমরা তাবলীগী নিসাব, গ্রন্থ অধ্যয়ন ও বিশুদ্ধ আক্বীদার মানদণ্ডে যাচাই করে দেখেছি নিসাব গ্রন্থে অনেক কথা এমন আছে যা কুরআন ও সহীহ্ সুন্নাহর সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষশীল। আর কুরআন ও সুন্নাহর কথা কিছু থাকলেও তা অপব্যাখ্যায় ভরপুর। এছাড়া তাবলীগী নিসাব অনেক শিরক ও বিদ'আত রয়েছে। য'ঈফ হাদীস তো আছেই এমনকি মাওযূ' বা জাল হাদীসও রয়েছে। আরো আছে বিভ্রান্ত সূফিদের মনগড়া বেদলীল কথাও স্বপ্নের কিচ্ছা-কাহিনী। যাকে আক্বীদা বিধ্বংসী মাইন বলা যায় বরং তার থেকেও বিপদসঙ্কুল। কারণ মাইন তো শুধু জীবন শেষ করে, আর তাবলীগী নিসাবের যে সব আক্বীদাহ্ বিশ্বাস তাতো জান ও আখিরাত উভয় বরবাদকারী। যা আমরা আপনাদেরকে এই গ্রন্থে কিছুটা হলেও দেখানোর চেষ্টা করেছি। তাবলীগ জামাআতের সহিত আমার ব্যক্তিগত কোন ক্রোধ ও বিদ্বেষ নেই। এবং তাদের প্রতি শত্রুতার মনভাব নিয়ে আমার এই লেখা নয়। বরং বিশ্বব্যাপী চলনেওয়ালা জামা'আতের সংশধোনই আমার উদ্দেশ্য। কারণ দ্বীন হল কল্যাণ কামিতার নাম। এক মু'মিন অন্য মুমিনের জন্য দর্পন স্বরূপ' এই জন্য আমার সাধ্যমত কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী যে ভুল আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছি মাত্র। বইটির প্রথম সংস্করণ

www.pathagar.com

সল্প সময়ে শেষ হয়েছে। বইটি পড়ে পাঠক মহল থেকে বিভিন্ন সময় আমাকে বিভিন্ন রকম সুপরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এজন্য আমি সম্মানিত পাঠকদের নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাদের দলীল ভিত্তিক পরামর্শ যথাযত সাদরে গহণ করা হয়েছে বইটির অধ্যয়নের পরে কিছু পাঠক যে সব অভিযোগ করেছেন যেমন একই বইয়ে দুই রকম বানান বা ভাষারীতি কেন? এর কারণ হ'ল তাবলীগী নিসাবের যে বানান পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে ভুল হলেও আমরা হুবহু তাই রেখেছি। আমাদের লেখায় বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ বানান বাংলা একাডেমীকে অনুসরণ করা হয়েছে। তবে আরবীর বানান পদ্ধতিক্ষেত্রে মাখরাজ এর প্রতি খেয়াল রেখে কিছু শব্দ লেখা হয়েছে যা অনেকের নিকট নতুন বা অস্বাভাবিক মনে হলেও ঠিক হয়েছে বলে মনে হয়, যেমন নবীর পরিবর্তে যবর উচ্চারণে 'নাবী' লেখা হয়েছে। প্রকাশনার ভিন্নতার কারণে অনেক সময় তাবলীগী নিসাব থেকে আমাদের লেখা উদ্ধৃতি পেতে পাঠকের কিছুটা কষ্ট হয়েছে জেনে, আমরা যে সব গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি তা তুলে ধরছি, যাতে খুঁজতে কষ্ট না হয়। "ফাযায়েলে আমাল" যার মধ্যে ফাযায়েলে তাবলীগ, নামাজ, কুরআন, যিকর, রমজান হেকায়েতে সাহাবা ও পুস্তিকা ওয়াহেদ এলাজ নামে ৭টি অধ্যায়ের ফযীলত রয়েছে। এটি সংশোধিত সংস্করণ ১৭ জমাঃ সানি ১৪১৬ হিজরী ১১নভেম্বর ১৯৯৫ ইং প্রকাশক মুহাম্মাদ মাহবুব ও মানজুর-এ-ইলাহী পরিবেশক : তাবলীগী কুতুব খানা ৬০, চকবাজার, ঢাকা ১২১১। ফাযায়েলে ছাদাকাত ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে সংশোধিত সংস্করণ ৪ মহরম ১৪২৩ হিঃ ১৯ মার্চ ২০০২ইং প্রকাশনায় মোসাম্মাৎ বেগম শামছুন্নেছা তাবলীগী প্রকাশনায় বেগম নুজহাত তাহছিনা মায়মুনা ছিদ্দীক, সংশোধিত সংস্করণ, ১৭ ই জানুয়ারী ১৯৯২ ইং ফাযায়েলে হজ্ব, প্রকাশনায় আলহাজ্ব মোহাম্মাদ নুজহাত তাহছীনা, এস,এম, এস, এ, বাংলাদেশ এম্বেসী জেদ্দা, সৌদি আরব, সংশোধিত সংস্করণ : অক্টোবর, ২০০২ ইং। মালফুজাত মাওঃ ইলিয়াছ প্রকাশনায় : মাহমুদা আখতার, ইলাহী টাওয়ার, মেরাজ নগর, ডেমরা ঢাকা ১২০৪ সংশোধিত সংস্করণ : ১লা জুন ১৯৯৮ ইং।

পাঠক! আমাদের লেখা বইটিতে আমরা তাবলীগী নিসাবের হাদীসের সনদ উল্লেখ না থাকার সমালোচনা করেছি। অথচ আমরা কোন হাদীসের সনদ উল্লেখ করিনি। তার কারণ হ'ল আমরা যে সমস্ত হাদীস দলীল

www.pathagar.com

হিসাবে উল্লেখ করেছি তার অধিকাংশই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের গ্রন্থদ্বয় বিশ্বের সকল মুসলিমদের নিকট বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। একারণেই এর সনদ উল্লেখ করে কলেব বৃদ্ধির প্রয়োজন মনে করিনি তবে মুত্তাফাকুন আলাইহি এর হাদীস ছাড়া অন্য যে সকল হাদীস সুনানে আরবা থেকে গ্রহণ করেছি তার সনদ না দিলেও মান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বইটি প্রথম প্রকাশের পর খুব সল্প সময়ের মধ্যে এর সকলকপি শেষ হয়ে যায়। দেশ-বিদেশ থেকে দ্বীনী ভাই বোনদের মুবারকবাদ আসতে থাকে। এজন্য আমি মহান রব্বুল আলামীনের কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করছি 'ফালিল্লাহিল হামদ'

বইটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সে সকল মুসলিম ভাইদের বিশেষ সহযোগিতা লাভ করেছি তাদের জন্য একটাই দু'আ আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয় জীবনে পুরস্কৃত করুন। বিশেষভাবে প্রফেসর হাসানুজ্জামান ও ছোট ভাই মুহাঃ কারীরুল ইসলাম, সহকারী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, শত ব্যস্ততার মধ্যেও প্রুফ দেখে ও কিছু সুপরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার বাধনে আবদ্ধ করেছেন জাযাকুমুল্লাহ খাইরাহ।

বিনীত

মুরাদ বিন আমজাদ

তাং- ২০/০৮/২০০৮

www.pathagar.com

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

একমাত্র প্রশংসার যোগ্য সেই মহান সত্তার প্রশংসা বর্ণনা করছি। যাঁর অশেষ রহমতে পুনরায় ব্যাপক সংস্কার করে এর তৃতীয় সংস্করণ বের করা সম্ভব হলো।

মুদ্রণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় উপাত্তের উর্ধগতির ও কাগজের গুণগত মানোন্নয়নের কারণে বইয়ের মূল্যবৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। তবু আলহামদু লিল্লাহ ছাপার পরিমাণ বাড়ার কারণে পূর্বমূল্যই বলবৎ থাকল।

কোন কোন স্থানে বানান বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠকমহলকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দেয়ার এবং পরবর্তীতে সংশোধন করার আশাবাদ ব্যক্তি করছি। আল্লাহ ক্ষমাশীল।

বিনীত

মুরাদ বিন আমজাদ

তাং- ০২/০৮/২০১১

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রচলিত তাবলীগী জামাআত ও তার নিসাব পরিচিতি	১৫
তাবলীগী জামাআতের প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতি	১৫
তাবলীগী নিসাব পরিচিতি	১৫
তাবলীগী নিসাব বা ফাযায়েলে আ'মালের মধ্যে অনেকস্থানে আমানাতের খিয়ানত	১৭
তাবলীগী জামাআত কী?	১৮
তাবলীগী জামাআত কী প্রচার করে?	১৮
তাবলীগী জামাআতের কর্মসূচী	১৯
তাবলীগী নিসাবের লেখক পরিচিতি	২০
সহীহ আক্বীদার মানদণ্ডে তাবলীগী নিসাব	২২
'ইল্‌মে গায়িব বা অদৃশ্যের জ্ঞান	২৫
মৃত্যুর পরেও দান	২৯
শ্রেষ্ঠ দাতা কে?	৩১
একটি যুবকের কাশ্‌ফের বয়ান ও সত্তর হাজার বার কালিমা পড়ার ফাযীলাত	৩৫
হাদীস যাচাইয়ে স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ গ্রহণযোগ্য নয়	৩৯
কাশ্‌ফ ও ইলহাম	৪০
কাশ্‌ফের পরিচয়	৪১
দ্বীন ইসলামের দা'ওয়াত	৪৬
তাবলীগ নিসাবের অনুবাদক কর্তৃক কুরআনের আয়াতের অর্থ বিকৃতি	৪৭
তাগুতের অর্থ এবং প্রধান প্রধান প্রকার সমূহ	৪৮
আরো একটি আয়াতের অর্থ বিকৃতি	৫৩
ফেরেশতারাও কি ভুল করেন ?	৫৬
ফেরেশতাগণের প্রতি অজ্ঞতার অপবাদ	৫৯
হাদীস বর্ণনায় ইবনু মাস'উদ (রাযি.)-এর সতর্কতা	৬৯
হাদীস বর্ণনায় শাইখুল হাদীসের খিয়ানাত	৭০
কোন্ 'আমালে আদাম ('আ.)-এর তাওবাহ্ কবূল হল	৮০
নাবীর জন্য সব কিছু সৃষ্টি	৮১
আদাম ('আ.) ভারতবর্ষে অবস্থান এবং পদব্রজে হাজ্জ পালন	৮৪
হিকায়াতে সহাবার একটি ভ্রমাত্মক বর্ণনা	৮৫
সূফীবাদ বনাম ইসলাম	৮৬

www.pathagar.com

সূফী শব্দের অর্থ	৮৭
সূফীদের মাযহাবসমূহ	৯৪
প্রচলিত তাবলীগের কাজ 'ওয়াহী' ভিত্তিক নয় বরং..........	১০৩
কালিমায়ে তাইয়্যিবা	১১৫
তাবলীগী নিসাব ও জিহাদ বিমুখতা	১১৭
জনৈক আনছারী (রাঃ) এর দালান ভাঙ্গিয়া ফেলা	১২১
হযরত রাবেয়া বাছরীর ঘটনা	১২৩
কা'বার ফাযীলাত	১২৭
সূরা ইয়াসীনের ফাযীলাত	১২৯
সূরায়ে ওয়াকি'আর ফাযীলাত	১৩১
তাবলীগি নিসাবের ভূমিকাতেই শির্ক	১৩২
ওয়াসীলাহ ও তার বিধান	১৩৮
আল-কুরআনে ওয়াসীলার অর্থ	১৩৯
প্রথমতঃ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলাহ্ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন	১৪২
দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্র নিকট সৎ 'আমালের দ্বারা ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ করা	১৪৪
তৃতীয়তঃ আল্লাহর নিকট সৎ ব্যক্তির দু'আ ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ	১৪৬
সুন্নাহ্ থেকে দলীল	১৪৬
সহাবাগণের 'আমাল হতে প্রমাণ	১৪৭
বিদ'আতী ওয়াসীলাহ্	১৪৮
ওয়াসীলাহ বিষয়ে কিছু সংশয় ও তার নিরসন	১৪৯
রমাযানের ফাযীলাত (প্রথম পরিচ্ছেদ)	১৫২
সাহারী ও ইফতার নিয়ে বাড়াবাড়ি	১৫৫
ইফতারের সময় পঠিতব্য দু'আ	১৫৬
ই'তিকাফ প্রসঙ্গ	১৫৮
ই'তিকাফ সংক্রান্ত আর একটি যঈফ হাদীস	১৫৮
যে সমস্ত জাল যঈফ হাদীস তাবলীগ জামা'আতে বহুল প্রচারিত	১৬২
রওজা পাক যিয়ারাত করার আদব	১৬৪
ফাযায়েলে দরূদ-এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ী	১৬৭
মাকামে মাহমুদের ব্যাখ্যা	১৭৫
তাবলীগী নিসাব ও পরোক্ষ শিরকের প্রাদুর্ভাব	১৭৭
ইসালে সাওয়াব	১৮১
সমাজে এর ক্ষতিকর দিকসমূহ	১৮৫

www.pathagar.com

তাবলীগী জামা'আতের অভিনব গাশ্ত পদ্ধতি	১৮৮
গাশতকালীন যঈফ হাদীসের 'আমাল	১৯০
প্রচলিত তাবলীগের তা'লীম 'ওয়াহীর'র নয় থানবী'র আর.......	১৯১
নামকরণে কুসংস্কার	১৯৫
একটি জাল হাদীস	২০৫
তাবলীগী জামা'আতে বহুল প্রচারিত জাল হাদীস	২০৬
তাবলীগী মুরুব্বীগণ আপনাদের জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার......	২০৭
তাবলীগের চিল্লা পদ্ধতি নবোদ্ভাবিত বিদ'আত	২১০
এমনভাবে জিকির কর যেন লোকে পাগল বলে	২১২
আখিরী মুনাজাত ও অন্যান্য দু'আ	২১৮
ফাযায়েলে আমল, না মাসায়েলে আমল?	২২২
ইবনু জুবায়র (রাঃ)'র রক্ত পান	২২৪
নাবী প্রেমের বিভিন্ন কাহিনী	২৩৩
তাসবীহ দ্বারা যিক্র করা বিদ'আত	২৪১
তাবলীগী নিসাব কর্তৃক একটি পরিভাষা এবং শারী'আতে তার স্থান	২৪৫
আল্লাহওয়ালাদের ছোহবত	২৫১
প্রিয় মাহ্বুব (ছঃ) কর্তৃক হজরত জামী (রঃ)'কে মদীনায়........	২৫৪
উনপঞ্চাশ কোটি ফযীলতের হাক্বীকাত	২৫৬
সলাতুল হাজাতের তাহক্বীক	২৫৮
মুখস্থ শক্তি বাড়ানোর দু'আ সংক্রান্ত একটি জাল হাদীস	২৬০
সলাত এবং ঢোলের শব্দ	২৬৪
সাহাবীগণের অনুসরণ সংক্রান্ত যঈফ হাদীস	২৬৭
হাফেজে কুরআনের ফযীলতে দুর্বল হাদীস	২৭০
তাবলীগী নিসাবের সলাত সংক্রান্ত জাল হাদীস	২৭১
৮০ হুকবার জাল হাদীস	২৭৪
তাবলীগী নিসাব সম্পর্কে বাহরাইন প্রবাসী এক মুসলিম ভাই এর তিক্ত অভিজ্ঞতা	২৭১
বিশ্ব বরেণ্য আলিমগণের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামা'আত ও তার নিসাব	২৭৪
শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)'র নিকট প্রশ্ন করা হয়	২৮০
তথ্য পঞ্জি	২৮৩
লেখকের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অন্যান্য বই	২৮৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রচলিত তাবলীগী জামাআত ও তার নিসাব পরিচিতি

১। তাবলীগী জামাআতের প্রতিষ্ঠাতার পরিচিতি :

হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের একটি রাজ্যের এখনকার নাম হরিয়ানা পূর্বের নাম পাঞ্জাব। হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লীর দক্ষিণে হরিয়ানায় একটি এলাকার নাম মেওয়াত। যার পরিধি দিল্লীর সীমান্ত থেকে রাজস্থান রাজ্যের জয়পুর জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মেওয়াতে (১৩০৩) হিজরীতে এক হানাফী সূফি বুজুর্গের জন্ম হয়। তাঁর ঐতিহাসিক নাম "আখতার ইলিয়াস"। কিন্তু পরবর্তিতে তিনি শুধু 'ইলিয়াস' নামে পরিচিত হন। ইনি ১৩২৬ হিজরীতে দেওবন্দ মাদরাসার শাইখুল হাদীস মাহমূদুল হাসান সাহেবের কাছে বুখারী ও তিরমিযী গ্রন্থদ্বয় শ্রবণ করেন। তাঁর দু'বছর পরে ১৩২৮ হিজরীতে তিনি সাহারানপুরের মাযাহিরুল উলুমের শিক্ষক হন। ১৩৪৪ হিজরীতে তিনি দ্বিতীয় বারে হজ্জে যান। এই সময়ে মাদীনায় থাকা কালীন অবস্থায় তিনি (গায়েবী) নির্দেশ পান যে, আমি তোমার দ্বারা কাজ নেব। অতঃপর ১৩৪৫ হিজরীতে তিনি দেশে ফিরে এসে মেওয়াতের একটি গ্রামে 'নাওহে' তাবলীগী কাজ শুরু করেন। পরিশেষে ১৩৬৩ হিজরীর ২১ শে রজব মোতাবেক ১৩ই জুলাই ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।[1]

২। তাবলীগী নিসাব পরিচিতি :

তাবলীগী জামাআতের মূল গ্রন্থ হলো 'তাবলীগী নিসাব' তাবলীগ অর্থ প্রচার এবং নিসাব অর্থ নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অর্থাৎ তাবলীগী নিসাবে যা কিছু আছে তা তাবলীগের অনুসারীদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী এবং পালনীয়। জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ইলিয়াস এর নির্দেশে ভারতেরই এক রাজ্য উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার 'কান্ধেলাহ' নিবাসী ও মাযাহিরুল উলুম সাহারানপুরের সাবেক শাইখুল হাদীস যাকারিয়া হানাফী নয় খানা বই লেখেন উর্দু ভাষায়। বইগুলোর সমষ্টিগত পূর্ব নাম তাবলীগী নিসাব

[1] (আবুল হাসান আলী রচিত 'হযরত মাওঃ ইলিয়াস আওর উনকী দ্বীনি দাওয়াত, ৪৮, ৫৭,৬১ ও ১৯৩ পৃঃ, গৃহীত, ইলিয়াসী তাবলীগ দ্বীন ইসলামের তাবলীগ পৃঃ ৯)

www.pathagar.com

এবং বর্তমান ফাযায়েলে আমাল নামে পরিচিত, নয়টি বই এর আলাদা নাম নিম্নরূপ- ১। হেকায়েতে সাহাবা। ২। ফাযায়েলে নামায, ৩। ফাযায়েলে তাবলীগ, ৪। ফাযায়েলে যিকর। ৫। ফাযায়েলে কুরআন, ৬। ফাযায়েলে রমাযান। ৭। ফাযায়েলে দরূদ। ৮। ফাযায়েলে হজ্জ। ৯। ফাযায়েলে সাদাকাত-১ম, ২য় খণ্ড। পরবর্তীকালে কোন কারণ না দর্শিয়ে খলিফা ইহতিশামুল হাসান সাহেব রচিত "মুসলমান" কী পুস্তিকা ওযাহিদ ইলাজ" নামক বইটি সন্নিবেশিত করা হয়। গ্রন্থগুলো একত্রিত করে তাবলীগী নিসাব বর্তমানে দু'টি গ্রন্থের রূপ দেওয়া হয়েছে, ১ম টি ফাযায়েলে আমল যা ৮ খণ্ডে মিলে একটি। আর দ্বিতীয়টি ফাযায়েলে সাদাকাত যা দু'খণ্ডে মিলে একটি গ্রন্থ। দু'টি হচ্ছে আম বা অনির্দিষ্ট। এছাড়াও তাদের খাস বা নির্দিষ্ট দু'টি গ্রন্থ আছে একটি ইমাম নবভীর রচিত 'রিয়াদুস সালেহীন' যা শুধু আরবদের জন্য খাস বা নির্দিষ্ট গ্রন্থ। অন্যটি জনাব ইলিয়াসের পুত্র মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্ধলভী প্রণীত 'হায়াতুস সাহাবা' সর্বমোট তাদের নিসাব গ্রন্থ ৫টি তার মধ্যে দুটি আসল বা আম আর দুটি খাস গ্রন্থ।

৩। গ্রন্থ চতুষ্টয়ের অবস্থা : সৌদি আরবের এক বিখ্যাত আলেম আবূ মুহাম্মাদ নাযযার ইবনে ইব্রাহীম আল জাররা বলেন, (ইলিয়াসী) তাবলীগী জামাআত তাঁদের দাওয়াতী কাজে তিনটি কিতাবের উপর নির্ভর করেন। তা হলো :

১। ইমাম নবভীর 'রিয়াদুস সালেহীন' যা শুধু মাত্র আরবদের জন্য নিদিষ্ট। (যেহেতু আরবরা জাল যঈফ হাদীস গ্রহণ করে না তাই তাদের জন্য শুই বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থখানা যার মধ্যে অধিকাংশ হাসান ও সহীহ হাদীসের সমাহার ঘটেছে যদিও সামান্য কিছু দূর্বল হাদীস মুহাক্কীকদের নিকট ধরা পড়েছে।

২। মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধালভীর 'তাবলীগী নিসাব' বা বর্তমান 'ফাযায়েলের আমল' যেটি তাবলীগী জামাআতের আসল বই। যা ভারত উপমহাদেশসহ অন্য প্রায় দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এবং মাসজিদগুলোতে কুরআন সুন্নাহর তা'লীমের স্থানে ঐ গ্রন্থদয় পঠিত হচ্ছে (ফাযায়েলে আমাল ও সাদাকাত) এই বই এর মধ্যে কুরআনের ও হাদীসের কিছু কথা থাকলেও তার অধিকাংশ অপব্যাখ্যায় ভরপুর। এবং

www.pathagar.com

অনেক কথা আছে যা আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে সংঘর্ষিক। এছাড়া গ্রন্থদ্বয়ে বহু জাল ও যঈফ হাদীস ছাড়াও ভ্রান্ত সূফিদের স্বপ্নের কিচ্ছা কাহানীর উদ্ভট তথ্য সহ অনেক শিরক বিদআত যুক্ত ভ্রান্ত আক্বীদার বিষয়ও রয়েছে। যা আমরা সংক্ষিপ্ত হলেও আপনাদের হাতের গ্রন্থটিতে ধরিয়ে দেয়ার চিষ্ঠা করেছি।

৩। মুহাম্মাদ ইলিয়াসের পুঁত্র মুহাম্মাদ ইউসূফ কান্দালভী প্রণীত হায়াতুস সাহাবা। এর ক্রটিও আগেরটির মতো মনগড়া কাহিনী এবং জাল ও যঈফ হাদীসে পরিপূর্ণ।[২]

তাবলীগী নিসাব বা ফাযায়েলে আ'মালের মধ্যে অনেক স্থানে আমানাতের খিয়ানত

'তাবলীগী নিসাব' তথা 'ফাযায়েলে আ'মাল' লেখক জনাব জাকারিয়া উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে অনেক স্থানে আরবী উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তার উর্দু অনুবাদ তিনি নিজেই করেছেন, অথচ উর্দু তরজমায় তিনি আমানাতদারীর পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ তিনি আরবী অনুবাদের উদ্ধৃতি সম্পূর্ণটা উর্দুতে করেননি। যেমন 'ফাযায়েলে নামায' বইয়ের 'দুসরী ফাসল' এর অধীনে সাত নম্বরে তিনি একটি লম্বা হাদীস নকল করেছেন। যার আরবী উদ্ধৃতি ডান দিকে আছে এবং উর্দু অনুবাদ বামের দিকে আছে। আরবী উদ্ধৃতি তিন পৃষ্ঠার কাছাকাছি। অথচ তিনি তিন পৃষ্ঠার অনুবাদ না করে মাত্র দু'ই পৃষ্ঠার অনুবাদ করেছেন এবং এক পৃষ্ঠারও বেশী অনুবাদ করেন নি। অথচ তার অনুবাদ না করা আরবী শব্দগুলোর মধ্যে স্পষ্ট লেখা আছে-

قَالَ فِي الْمِيْزَانِ هَذَا حَدِيْثٌ بَاطِلٌ

'ক্বলা ফিল মীযানে হাযা হাদীসুন বাতিলুল।' অর্থাৎ মিযান গ্রন্থকার বলেন, এই হাদীসটি বাতিল অর্থাৎ জাল হাদীস।[৩]

---

2 আকফাতুন মাআ জামাআতিত তাবলীগ, ৯-১০ পৃ:, বিয়ায ছাপা, ২য় সংস্কারণ, ১৪১০ হিজরী গৃহীত প্রাগুক্ত ১২ পৃ:

3 ফাযায়েলে আ'মালের অন্তর্গত ফাযায়েলে নামায, ২৯,৩০,৩১, ও ৩৭ পৃষ্ঠা গৃহীত দ্বীন ইসলামের তাবলীগ- ১২-১৩

www.pathagar.com

তাবলীগী জামাআত কী?

তাবলীগ আরবী শব্দ যার অর্থ প্রচার করা। আর জামাআতও আরবী শব্দ যার অর্থ দল, সঙ্ঘ, সম্প্রদায় ইত্যাদি। অতএব তাবলীগ জামাআত অর্থ হলো প্রচারের দল। প্রচারকারী দল বিভিন্ন রকমের হতে পারে। ইসলাম প্রচারের দলকে 'ইসলামী তাবলীগী জামাআত' অথবা 'দাওয়াতে ইসলামী' নাম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুনিয়ায় ইসলামের শত্রুরা তো বটেই এমনকি অনেক নামধারী ঈমানের দাবীদাররা ইসলাম শব্দটাকে সহ্য করতে পারে না, তাই মনে হয় তারা ইসলাম শব্দটি বাদ দিয়ে তাবলীগ জামাআত প্রচার করে তার নিসাব প্রতিষ্ঠা করার কৌশল অবলম্বন করেছেন।

তাবলীগী জামাআত কী প্রচার করে?

সার্বিকভাবে মূলতঃ তারা পূর্ণাঙ্গ ভাবে ইসলাম প্রচার করে না। তারা ইসলামের কথা মুখে বললেও মূলতঃ তারা মাযহাবের নামে ফিরকা ও তরীকার নামে তাসাউফের দিকে আহ্বান করে থাকে। ঈমানের দাওয়াতের নামে তারা মুলতঃ ওহাদাতুল ওজুদ অর্থাৎ সর্বেশ্বর বাদের দিকে আহবান করে যা মুলতঃ কুফর, মুসলমানদের সালাতের দাওয়াত দেন, সৎ কাজের উপদেশ দেন, ও অসৎ কাজ হতে দূরে থাকার আনুরোধ করেন। কিন্তু সমাজ সংস্কারের জন্য কুরআন জানা ও তাঁর বিধি-বিধানকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন চেষ্টা করা হয় না। কুরআনকে শুধু তুতার বুলিরমত তিলাওয়াত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়। তাঁকে অর্থসহ জানা ও তাফসীর জানার প্রতি উৎসাহ তো দূরের কথা উপরন্ত আরো নিরুৎসাহিত করা হয়। বরং অত্যন্ত সন্তর্পণে কুরআনকে মাসজিদ থেকে বের করার ইহুদী-নাসারার চক্রান্তে তারা সহযোগী বলে মনে হয়। কারণ মাসজিদ গুলোতে এখন কুরআনের দরস বন্ধ হয়ে গেছে এখন প্রায় মসজিদে 'ফাযালেলে আ'মলের' তালিম হয়। আল-কুরআনের দরস তারা শুনতে চায় না বরং তারা বলে ১৫টি ভাষায় পারদর্শি না হলে কুরআন বুঝা সম্ভব নয়, এভাবে নানান অজুহাত দেখিয়ে তারা লোকদেরকে কুরআনের পথ থেকে নিবৃত্ত করছে।

www.pathagar.com

তাবলীগী জামাআতের কর্মসূচী

তাঁদের উসূল ছয়টি। যথা :

১। কলেমা ২। নামায ৩। ইলম ও যিকির ৪ ইকরামুল মুসলিমিন ৫। তাসিয়ে নিয়ত ৬। তাবলীগ।

অথচ ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি : ১. ঈমান, ২. সালাত, ৩. যাকাত, ৪. সিয়াম ও ৫. হাজ্জ।[4]

শুরু থেকেই তাবলীগী জামাআত ইসলামের মূল বুনিয়াদ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে যাত্রা শুরু করেছে। তবে আল কুরআনের আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য এ ধরনের কর্মসূচী নিয়ে কাজ করা ইসলাম বিরোধী নয়। কিন্তু যদি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আদর্শকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র ঐ একই কর্মসূচী নিয়ে সারা জীবন মেহনত চলতে থাকে। আর ৬ নাম্বারের সীমাবদ্ধ কর্মসূচীকেই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মনে করে তাহলে তা হবে নেহায়েত অন্যায় এবং ইসলামের প্রতি কুঠারাঘাত। ইসলামের মৌলিক বিষয় বুঝতে হলে আল-কুরআনকে বুঝতে হবে। আল্লাহর সম্পূর্ণ আদেশ নিষেধ, ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সব কিছুই আল কুরআনে আছে। কিন্তু তাবলীগের মুরুব্বীরা কুরআনকে আরবীতে পড়ে অনেক ফায়দা (ফযিলত) হাসিলের দাওয়াত দিলেও আল-কুরআনকে বুঝার ব্যাপারে সাধারণ মুসলিম ভাই বোনদেরকে নিরুৎসাহিত করেন এভাবে যে মুফতি মুফাস্সীর না হলে এবং ১৫ ভাষায় পাণ্ডিত্য না থাকলে কুরআন বুঝার চেষ্টা করা ঠিক নয়। অথচ মহান রব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাঁর কালাম বুঝার জন্য বার বার উৎসাহিত করেছেন, এবং তিনি বলেছেন-

أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

'তারা কুরআন নিয়ে কেন গবেষণা করে না, তাদের অন্তরে কি তালা লেগে গেছে?'।[5]

---

[4] (মুত্তাফাকুন আলাহি)

[5] (সূরা মুহাম্মদ-২৪)

www.pathagar.com

সূরা কামারে ৪বার তিনি বলেন, 'আমি বুঝার জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি কেউ বুঝতে চায়' অথচ আমাদের তাবলীগী মুরুব্বিরা বলেন কুরআন বুঝা সহজ নয়। এভাবে তারা অত্যন্ত সর্ন্তপনে ও সুকৌশলে মুসলিম হৃদয় থেকে আল কুরআনকে বিদায় দিয়ে মাসজিদের মধ্যে আল-কুরআনের দারস বন্ধ করে তাবলীগী নিসাব বা ফাযায়েলে আমালের তা'লীম প্রতিষ্ঠা করার ইহুদী ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। অথচ আল্লাহ তার নাবী কে মাসজিদে, ঘরে, সর্বত্র আল-কুরআন ও আল হাদীসের তা'লীম চালু করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৬]

তারা যে কুরআন বিমুখ জামাআত তা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে লক্ষ করে দেখুন মাসজিদের মিম্বারে আর মেহরাবে এখন আল-কুরআনের পরিবর্তে তাবলীগী নিসাব দেখা যায়, এমন কি অনেক স্থানে আল-কুরআনের উপরে মাসজিদের মধ্যে ঐ কিতাবখানা দেখেছি অনেক বার এবং নিজ হাতে নিচেই রেখেছি। আমার কথার সত্যতা যদি যাচাই করতে চান তাহলে তাবলীগে গিয়ে মুরুব্বিদের বলুন আমার চিল্লায় শুধু কুরআনের তাফসীর এবং বুখারী শরীফের তা'লীম করব তাহলে আপনারা জানতে পারবেন এরা কুরআন বিমুখ জামাত কি না?

তাবলীগী নিসাবের লেখক পরিচিতি

১। জাকারীয়া বিন ইয়াহিয়া ১৩১৫ হিজরী রমযানুল মুবারাক। প্রথম নাম মুহাম্মাদ মুসা প্রসিদ্ধ নাম জাকারিয়া, প্রাথমিক শিক্ষা গাংগুহি থেকে বাকী শিক্ষা সাহারানপুর শেষ।

২। মুজাহেরুল উলুম সাহারানপুরে ১৩৩৫হিঃ ১৫ টাকা বেতনে কর্ম বা চাকুরী জীবন শুরু করেন।

৩। ৬ বার হজ্জ পালন করেছেন অতপর ১৯৭৩ সনে মদিনা মুনাওয়ারায় স্থায়ি কিয়াম করেন।

৪। প্রথম স্ত্রীর ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় বিবাহ করেন। ১টি ছেলে ৫টি মেয়ে জন্ম দেন তাদের নাম নিম্নরূপ :

(১) মৌলভী মোঃ তালহা

---

[6] (সূরা জুমু'আহ-২, আহযাব-৩৪)

www.pathagar.com

(২) জাকীয়া, স্ত্রী জনাব ইউসূফ

(৩) জাকেরাহ, স্বামী জনাব ইনামুল হাসান

(৪) শাকেরাহ স্বামী মৌলভী আহমাদ হাসান

(৫) রাশেদা, স্ত্রী মৌলভী সাইদুর রহমান

(৬) শাহেদাহ, স্ত্রী হাকিম মুহাম্মাদ ইলিয়াস

২৪শে ১৯৮২ মদিনা মুনাওয়ারায় মৃত্যু বরণ করেন এবং 'বাকী' কবরস্থানে রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহির পাশে দাফন করা হয়।

জনাব জাকারীয়া সর্বমোট ৬৭ টি ছোট বড় গ্রন্থ লিখেছেন, যার মধ্যে তাবলীগী নিসাব অন্যতম যার অপর নাম ফাযায়েলে আ'মাল ও ফাযায়েলে সদাকাত। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

সহীহ্ আক্বীদার মানদণ্ডে তাবলীগী নিসাব

এই হাকীকাত বা বাস্তবতাকে কিভাবে অস্বীকার করা যায় যে, ছোট একটি তাবলীগী জামা'আত দ্বীনের দা'ওয়াত নিয়ে হিন্দুস্থানের জনপদ দিল্লীর নিজামউদ্দীন থেকে সর্বপ্রথম কাজ শুরু করে এবং পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এখন প্রত্যেক গ্রামে-গঞ্জে, জনপদে গাস্তের প্রচলন এবং রাতের বেলায় মাসজিদে কিয়াম (অবস্থান) বা শবগুযারী প্রসিদ্ধ। এছাড়া বাংলাদেশের রাজধানীর তুরাগ নদীর তীরে টুঙ্গির ইজতেমায় লক্ষ লক্ষ মানুষের যে গণজমায়েত, পাকিস্তানের শহর লাহোর সংলগ্ন রায়েবণ্ডের ইজতিমায় যে জনসমুদ্র দেখা যায়, তা কোন দুনিয়াবী বা পার্থিব উদ্দেশ্যে জমা হয় না। বরং সকলের অন্তরে একটাই পিপাসা বা ব্যাকুলতা আর বাসনা। তা হল আমাদের রব আমাদের প্রতি খুশী হয়ে যান এবং নাবী ﷺ-এর বারাকাতময় তরীকা আমাদের জিন্দেগীতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই পথভোলা বা বিপথগামী মানুষগুলো পুনরায় সঠিক পথের সন্ধান পায়। এটা সেই জযবা বা আবেগ যা ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য তাদেরকে মাজবুর বা বাধ্য করে। স্বীয় মাল সম্পদ খরচ করা, নিজের বিছানা নিজে উঠানো, অলি-গলিতে আল্লাহ্র যিক্র করা এবং মুখালিফ বা বৈরীর সঙ্গে সদাচরণ ও সহানুভূতি, জযবায়ে ঈছার আত্মদান ও দ্বীনের জন্য ত্যাগ ছাড়াও এই ধরনের অন্যান্য সৎগুণ তাবলীগ জামা'আতের সাথীদের মধ্যে পাওয়া যায়। এই জাতীয় গুণাবলী একজন মুসলিমের মধ্যে থাকা দরকার বা আবশ্যক। কিন্তু এই সকল গুণাবলী সত্ত্বেও একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং মৌলিক বিষয়ে ভুল থেকে যায়, আর তা হল আক্বীদার সংশোধন বা বিশুদ্ধ আক্বীদাহ। আক্বীদাহ যদি সঠিক না হয়, তাহলে সমস্ত নেক 'আমাল নিস্ফল হয়ে যায়। আর নেক 'আমালের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে তাওহীদের বা একত্ববাদের উপর। কারণ তাওহীদ নেই তো কিছুই নেই। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

www.pathagar.com

"আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে আপনিও যদি আল্লাহ সাথে শরীক স্থাপন করেন তবে আপনার সকল কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে এবং আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের একজন।"

(সূরা আল-যুমার ৬৫)

চিন্তা করুন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মনোনীত মা'সুম রসূল -এর থেকে সুন্দর 'আমল আর কার হতে পারে? কিন্তু তাঁর 'আমলও শির্কের উপস্থিতিতে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে শির্ক মিশ্রিত 'আমল তা যতই ভাল হোক না কেন আল্লাহ তা'আলা কখনও গ্রহণ করবেন না। অন্যত্র এই বাস্তবতাকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে ইরশাদ করেন :

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

"যারা ঈমান এনেছে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে যুল্ম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদের জন্য এবং এরাই সৎপথপ্রাপ্ত।" (সূরা আল-আনআম ৮২)

আলোচ্য আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিত এবং হিদায়াতে রাব্বানির হাক্বদার তারাই, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর বিশ্বাসের সাথে কোনরূপ যুল্ম এবং শির্ককে মিশ্রিত করে না। [হাদীসে বর্ণিত যে, উক্ত আয়াত নাযিল হলে সহাবায়ে কিরাম (রাযি.) চমকে উঠলেন এবং আরয করলেন : হে আল্লাহ্র রসূল ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, পাপের মাধ্যমে যুল্ম করে নি?

উপরিউক্ত আয়াতে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য বিশ্বাসের সাথে যুল্মকে মিশ্রিত না করার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের মুক্তির উপায় কি? মহানাবী উত্তরে বললেন, তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি, আয়াতে যুল্ম দ্বারা শির্ক বুঝানো হয়েছে। যেমন সূরা লুক্বমানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই শির্ক বড় যুল্ম।" (লুক্বমান ১৩)

সুতরাং আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর আল্লাহ্র সত্তা ও গুণাবলীতে কাউকে অংশীদার না করে, সে শাস্তি র কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথপ্রাপ্ত। হায়! তাবলীগী জামা'আত যদি আক্বীদাহ সংশোধনের জন্য কিছু কাজ করত! নেক 'আমালের সঙ্গে সঙ্গে আক্বীদাও কিছু সংশোধন করত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এ সম্পর্কে কোন কাজ হচ্ছে না। তাবলীগী নিসাবের অনেক স্থানে শির্কী কথার বর্ণনা রয়েছে, আমাদের ভয় হয় এগুলো পাঠকের কেউ যেন সঠিক হিসাবে গ্রহণ না করে। যদি এমন করা হয় তাহলে রাব্বে কারীমের বর্ণনা শুনুন :

{عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، تَصْلَىٰ نَاراً حَامِيَةً}

"কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্ত ভাবে (বহু 'আমালকারীরা) তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।" (সূরা আল-গাশিয়া ৩-৪)

বহু মুজাহাদা, মেহনত এবং কষ্ট করে চিল্লা লাগিয়ে, ঘরবাড়ী ছেড়ে মুসিবাত বরদাস্ত করে মিলল কী? আগুন!!!

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾

"(হে নাবী!) আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত 'আমালকারীদের সম্পর্কে খবর দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত 'আমাল বরবাদ হয়েছে অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর 'আমাল করে যাচ্ছে।" (সূরা কাহাফ ১০৩-১০৪)

হায় আফসোস! তাবলীগী জামা'আতের মুরুব্বীগণ যদি তাবলীগী নিসাব থেকে শির্ক ও বিদ'আতগুলো বের করে দিত এবং এই নিসাবকে পুনরায় নতুন করে সংশোধন করে সংকলন করত, তাহলে অতি উত্তম হত। এই নিসাবের প্রত্যেকটি বর্ণনাকে (জারাহ্ তা'দীল অনুযায়ী) শুদ্ধকরণের মাধ্যমে কুরআন মাজীদ এবং সহীহ হাদীসের মানদণ্ডে যাচাই

www.pathagar.com

করে, যে সকল বিষয়গুলি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় তা বাদ দিয়ে মিথ্যা যঈফ (দুর্বল) বর্ণনা দ্বারা মানুষের আক্বীদাহ খারাপ না করে এবং বিচ্ছিন্ন মাযহাব থেকে যদি বিরত থাকে, তাহলেই আশা করা যায় যে, দ্বীন দুনিয়ার সফলতা বা কামিয়াবী অর্জিত হবে।

﴿وَلاَ تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

"তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও।" (সূরা আলু ইমরান ১৩৯)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সঙ্গে জয়ী এবং কামিয়াবীর ওয়াদা করেছেন। মুশরিকদের সঙ্গে নয়। বুঝা যাচ্ছে আজ আমরা লাঞ্ছনা, অপমান, নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনার শিকার কারণ আমাদের অধিকাংশই দাবিতে ঈমানদার এবং ভৌগোলিক মু'মিন কিন্তু ঈমানশূন্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾

"তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে কিন্তু তাঁর শরীক করে।" (সূরা ইউসূফ ১০৬)

আর যদিও ঈমান কিছু থাকে, তা শির্কের চাদরে আবৃত। এ জাতীয় ঈমান মূলত ঈমানই নয়। এখন তাবলীগী নিসাব থেকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করছি। অপরদিকে এর মুকাবিলায় কুরআন এবং সহীহ হাদীস পেশ করছি। এ বিষয়গুলি ফয়সালার ভার আমি পাঠকের উপরেই অর্পণ করছি।

ইল্‌মে গায়িব বা অদৃশ্যের জ্ঞান

"শায়েখ আবু ইয়াকুব ছনুছী (রহঃ) বলেন, আমার একজন মুরীদ আমার নিকট আসিয়া বলিল আমি আগামী কাল জোহরের সময় মরিয়া যাইব। তাহার কথামত অপর দিন জোহরের সময় সে হারাম শরীফে আসিল ও তওয়াফ করিল এবং কিছু দূরে গিয়া মরিয়া গেল। আমি তাহকে গোছল দিলাম ও দাফন করিলাম। যখন তাহাকে কবরে রাখিলাম তখন সে চোখ খুলিল। আমি বলিলাম মউতের পরেও কি জীবিত থাকা যায় না কি? সে বলল আমি জীবিত আছি এবং আল্লাহর প্রতিটি প্রেমিকই জীবিত থাকেন।" ([রওজ] ফাজায়েলে সাদাকাত বাংলা ২য় খণ্ড-২৭০ পৃঃ)

www.pathagar.com

"জনৈক বুজুর্গ বলেন, আমি একজন মুর্দাকে গোছল দিতে ছিলাম। সে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরিয়া ফেলিল, আমি বলিলাম ছাড়িয়া দাও। আমি জানি যে তুমি মর নাই। সে ছাড়িয়া দিল। বিখ্যাত বুজুর্গ এবনুল জালা (রহঃ) বলেন, আমার পিতার যখন এন্তেকাল হয় তাঁহাকে গোছল দিবার জন্য তখতির উপর রাখিতেই তিনি হাসিয়া উঠেন। ইহা দেখিয়া আর কাহার গোছল দিতে সাহস হইল না। অতঃপর তাঁহার জনৈক বুজুর্গ বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে গোছল দিলেন। মৃতুর পরও আনন্দ করার এইরূপ অনেক ঘটনা ছাহেবুর রওজ বর্ণনা করিয়াছেন।"

(ফাজায়েলে সাদাকাত বাংলা ২য় খণ্ড-২৭০ পৃঃ)

দ্বিতীয় আর একটি ঘটনা যা এর সাথে হুবহু মিল আছে :

"আবূ আলী রোদবারী (রহঃ) বলেন, ঈদের দিন একজন ফকির আসিয়া আমাকে বলিল এখানে এমন কোন পরিস্কার জায়গা আছে কি? যেখানে কোন ফকির মরিতে পারে। আমি তাহাকে বাজে কথা মনে করিয়া বলিলাম আস ভিতরে আসিয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে মর। সে ভিতরে আসিয়া অজু করিয়া কয়েক রাকাত নামাজ পড়িল ও মরিয়া গেল। আমি তাহার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করি। দাফনের পর আমার খেয়াল হইল দেখিতে হইবে কাফন হটাইয়া তাহার মুখ খুলিতেই সে চোখ খুলিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম মৃত্যুর পরেও জীবন? সে বলিল আমি জীবিত ও আল্লাহর প্রত্যেক আশেকই জীবিত থাকেন। আমি কাল কেয়ামতে স্বীয় প্রতিপত্তিতে তোমার সাহায্য করিব। (ফাজায়েলে সাদাকাত ২য় খণ্ড- ২৮০ পৃঃ)

পাঠকবৃন্দ! চিন্তা করে দেখুন যে, এ কিস্সাদ্বয় দ্বারা কিভাবে কুরআন হাকীমের ইনকার অস্বীকার অত্যাবশ্যকীয় বা অপরিহার্য হয় বা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছেই ক্বিয়ামাতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন। কেউ জানে না

www.pathagar.com

আগামীকল্য সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন জায়গায় সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" (সূরা লুক্বমান ৩৪)

সহীহ বুখারীতে আছে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে তার ব্যাখ্যায় বলেন :

﴿لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللهُ﴾

"এসব গায়িবের কথা, এগুলো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কিন্তু তাবলীগী নিসাবের উপরোক্ত ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন মুরিদ এই কথা বলল আগামী দিন যুহরের সময় মরে যাব, আর হলও তাই। সে মুরিদ দ্বিতীয় দিন যুহরের সময় মারা গেল। যেন আগামীদিনের 'ইল্‌ম বা জ্ঞান ঐ মুরিদের ছিল। দ্বিতীয় ঘটনায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, একজন ফকীরের মৃত্যু জ্ঞান পূর্ব থেকেই ছিল। সে তার নিজের মৃত্যুর জন্য নিজেই জায়গা নির্ধারণ করে নিল এবং যথাস্থানে মরল। এছাড়া দু'টি ঘটনায় এটাও আছে যে, মৃত্যুর পরেও চক্ষু খুলল, কথা বলল এবং বলল, আমি জীবিত এবং আল্লাহ্‌র প্রত্যেক বান্দা জীবিত থাকে। শুধু কি তাই শাইখুল হাদীস লিখেছেন, "জনৈক বুযুর্গ বলেন, আমি একজন মুর্দাকে গোসল দিচ্ছিলাম, সে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরিয়া ফেলিল, আমি বলিলাম, ছাড়িয়া দাও। আমি জানি যে তুমি মর নাই এটা এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তর। সে ছেড়ে দিল।" (ফাজায়েলে সাদাকাত ২৭০)

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য করুন, দ্বীন ইসলামে রিওয়ায়াত বর্ণনা করার পদ্ধতি কি এমন? জনৈক বুযুর্গ বলেছেন' অথচ তার নাম নিশানা পর্যন্ত নেই। রিওয়ায়াত বা বর্ণনা জন্য কোন উসূল বা মূলনীতি থাকা দরকার। পরবর্তীতে আরও লিখেছেন :

"বিখ্যাত বুযুর্গ ইবনুল জালা (রহ.) বলেন, আমার পিতার যখন এন্তেকাল হয় তাঁহাকে গোছল দিবার জন্য তখতির উপর রাখিতেই তিনি হাসিয়া উঠেন। ইহা দেখিয়া আর কাহারও গোছল দিতে সাহস হইল না। অতঃপর তাঁহার জনৈক বুজুর্গ বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে গোছল দিলেন। মৃত্যুর পরও আনন্দ করার এইরূপ অনেক ঘটনা ছাহেবুর রওজ বর্ণনা করিয়াছেন।" (ফাজায়েলে সাদাকাত ২য় খণ্ড- ২৭০)

www.pathagar.com

এ ঘটনা তাবলীগী নিসাবে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে। এর সত্যায়নকারী শাইখুল হাদীস যাকারিয়া। বড়ই আফসোস ও পরিতাপের বিষয় এই ঘটনাগুলির প্রমাণ ও যদি কুরআন হাদীস থেকে দিত! পাঠক! এই ঘটনাগুলি মান্য করলে কুরআনুল কারীমকে সরাসরি অস্বীকার করার মত ধৃষ্টতা প্রদর্শন নয় কি? মালিকুল মুল্ক (রাজাধিরাজ) মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾

"হে নাবী! আপনি আহ্বান (কথা) শুনাতে পারবেন না মৃতদেরকে।"

(সূরা আল-নামল ৮০)

অর্থাৎ যারা কবরস্থ হয়ে গেছে, তাদেরকে আপনি শুনাতে পারবেন না। আল্লাহ্র নাবী ﷺ মুর্দাদের শুনাতে পারেন না। কিন্তু বর্তমানে কোন কোন বুযুর্গ মুর্দাদের শুধু শুনাচ্ছে না, উপরন্তু তাদের সাথে কথোপকথন হচ্ছে এবং মুর্দাও খুব অদ্ভুত মুর্দা, সে জিন্দার সঙ্গে কৌতুকও করে এবং হাসি-তামাশাও করে। আর আঙ্গুলও ধরে তারপর যখন এ কথা শুনে যে, 'তুমি মর নাই' তখন আঙ্গুল ছেড়ে দেয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلاَ الأَمْوَاتُ﴾

"আর সমান নয় জীবিত ও মৃত।" (সূরা আল-ফাতির ২২)

কিন্তু এখানে জীবিতও কথা বলে এবং মৃতও কথা বলে। জিন্দাও জীবিত এবং মুর্দাও জীবিত অর্থাৎ উভয়েই সমান। পাঠক আপনারা বিবেকের কষ্টি পাথরে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখুন, এরূপ আক্বীদাহ কি উপরোক্ত আয়াতে রাব্বানীর বিরুদ্ধে নয়? আর কুরআন বিরোধী আক্বীদাহ কি শির্ক নয়? জেনে শুনে শির্কে বিশ্বাসীরা কি মুশরিক নয়? আর যারা উক্ত নিসাবের দা'ওয়াত দেয়, তারা কি শির্কের দিকে আহ্বানকারী নয়? যে শির্ক সমূলে উৎপাটিত করার জন্য প্রথম নাবী আদম ('আ.) থেকে শুরু করে শেষ নাবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্তসকলকেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন, আমাদের শির্কমুক্ত জীবন পরিচালনা করার জন্য। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই শির্কের

www.pathagar.com

দিক নিদের্শনাপূর্ণ বিষয়। এটাই শেষ নয়, শাইখুল হাদীস (রহ.) আরো লিখেছেন নিম্নোক্ত ঘটনা তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ :

মৃত্যুর পরেও দান

"আরবের একটি জমাত কোন এক বিখ্যাত দাতার কবর জেয়ারত করিতে যায়। দূরের পথ ছিল তাই সেখানেই তাহারা রাত্রি যাপন করিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সেই কবরওয়ালাকে স্বপ্নে দেখিল যে তিনি বলিতেছেন তুমি আমার বখতি উটের পরিবর্তে তোমার উট বিক্রি করিতে পার? (বখতি উট শ্রেষ্ঠ উটকে বলা হয় যাহা মৃত ব্যক্তি ত্যাজ্য সম্পত্তি হিসাবে রাখিয়া গিয়াছিল) লোকটি ঘুমের মধ্যে রাজী হইল ও বেচা বিক্রি ঠিক হইয়া গেল। নিদ্রা হইতে জাগিয়াই দেখে যে তাহার উটের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। উটটি বাঁচার আশা না দেখিয়া সে নিজেই উট জবেহ করিয়া দিল ও সাথীদের সবাইকে গোশ্‌ত বন্টন করিয়া দিল। খাওয়া দাওয়ার পর তাহারা রওয়ানা হইয়া যখন সামনের মঞ্জিলে পৌঁছিল তখন বখ্‌তি উটে ছওয়ার হইয়া এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল তোমাদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি আছে কি? খাবওয়ালা বলিল ইহাত আমার নাম। সে বলিল আপনি কি বকরওয়ালার নিকট কিছু বিক্রি করিয়োছেন? তিনি স্বপ্নের ঘটনা তাহাকে শুনাইলেন। লোকটি বলিল সেটা আমার পিতার কবর ছিল। তিনি স্বপ্নযোগে আমাকে জানাইয়াছেন তুমি যদি আমার আওলাদ হও তবে আমার বখতি উট অমুক নামের ব্যক্তিকে দিয়া দিও। এই বলিয়া সে উট দিয়া চলিয়া গেল। ছাখাওয়াতের ইহাই হইল চরম সীমা, কবরে থাকিয়াও শ্রেষ্ঠ উট বিক্রি করিয়া মেহমানদারী। তবে এই প্রশ্ন অবান্তর যে ইহা কি করিয়া হতে পারে? কেননা আলমে রুহে এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব।" (ফাজায়েলে সাদাকাত ২য় খণ্ড-৩১৮ পৃঃ)

পাঠক মহোদয়! ঘটনাটি পুনরায় পড়ুন এবং কুরআন হাদীসের সমাধানের দিকে একটু লক্ষ্য করুন। উক্ত ঘটনা কুরআন হাদীস অস্বীকার করার জন্য যথেষ্ট নয় কি? যখন কুরআন এবং হাদীসের সমন্বিত বা সম্মিলিত মীমাংসা ফায়সালা এই যে, মৃত্যুর পর কেউ এ ধরাতে আর ফিরে আসতে পারে না। শহীদ, যে সাধারণ মুর্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখে,

www.pathagar.com

তাকেও দুনিয়াতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করার অনুমতি প্রদান করা হয় না। যদিও সে শাহাদাতের তামান্নায় (আকাঙ্ক্ষায়) দুনিয়াতে বার বার ফিরে আসতে চায়। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, মহান আল্লাহ তিনবার শহীদকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার আর কোন কামনা বা বাসনা আছে কি? তোমরা কি কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা কর?

উত্তরে শহীদগণ বলবে :

يا رب نريد ارواحنا في اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رآى ان ليس لهم حاجة تركوا (صحيح مسلم)

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আপনি আমাদের রূহ্‌কে পুনরায় আমাদের শরীরে ফিরিয়ে দিন, যেন আমরা পুনরায় কতল হই। যখন আল্লাহ দেখবেন এদের কোন অভিলাষ নেই তখন জিজ্ঞেস করা ছেড়ে দিবেন।" (সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ঈমান)

জাবির (রাযি.)-এর পিতা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন :

يارب يحييني فاقتل فيك ثانية

"হে প্রতিপালক! আমাকে জীবিত করে দিন যেন আমি দ্বিতীয়বার শহীদ হতে পারি।" আল্লাহ বলেন :

إنه قد سبق مني انهم لايرجعون (ترمذى ابواب تفسير القران سنده حسن)

"আমার পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্তপ্রথমেই হয়ে গেছে যে, দুনিয়াতে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করতে পারবে না।" (তিরমিযী, তাফসীর অধ্যায়)

সুপ্রিয় পাঠক! ভেবে দেখুন, দুনিয়াতে আসার অনুমতিই যদি না থাকে তাহলে উক্ত বুযুর্গ কি করে দুনিয়াতে এসে উট যবহ করেন এবং কিভাবে মেহমানকে দা'ওয়াত করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوله

www.pathagar.com

অর্থাৎ "যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার 'আমালনামা বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত :

(১) সদাকায়ে জারিয়া।

(২) 'ইল্ম, যার দ্বারা অন্যের উপকার হয় এবং

(৩) নেক সন্তান যে, তার জন্য দু'আ করে।" (সহীহ মুসলিম)

মোটকথা 'আমালের সিলসিলা যখন বন্ধ হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় উক্ত মুর্দা কিভাবে উট যবহ করে এবং কিভাবে মেহমানদারী করে? বলা হয়েছে, এটা আলমে আরওয়াহ অর্থাৎ রূহের জগতের ব্যাপার। কিন্তু পাঠকগণ, একটু ভেবে দেখুন এটা কোথাকার ঘটনা? আরবের ঐ জামা'আত কি আলমে আরওয়াতে গিয়েছিল? আর উটের গোশ্‌ত তারা আলমে আরওয়ায় বসে খেয়েছে কি? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর কি এটাই যে, কথাটা শাইখুল হাদীস লিখেছে। সুতরাং সহীহ হবে (?) পাঠক বলুন, এই উত্তর কি ঠিক? এই জাতীয় আর একটি ঘটনার দিকে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

শ্রেষ্ঠ দাতা কে?

তাবলীগী-নিসাবের ফাযায়েলে সদাকাতের ২৪নং শিরোনামে জনাব যাকারীয়া লিখেছেন :

"মিশরে একজন নেক বখত লোক ছিলেন। অভাবগ্রস্ত হইয়া কোন লোক তাহার নিকট আসিলে তিনি চাঁদা উসুল করিয়া তাহাকে দিয়া দিতেন। একদা জনৈক ফকীর আসিয়া বলিল আমার একটা ছেলে হইয়াছে। তাহার এছলাহের ব্যবস্থার জন্য আমার নিকট কিছুই নাই। এই ব্যক্তি উঠিল ও ফকীরকে অনেক লোকের নিকট লইয়া গিয়াও ব্যর্থ হইয়া ফিরিল। অবশেষে নৈরাশ হইয়া একজন দানবীর ব্যক্তির কবরের নিকট গিয়া সমস্ত কথা তাহাকে শুনাইল। অতঃপর সেখান হইতে ফিরিয়া নিজের পকেট হইতে একটা দীনার বাহির করিয়া উহাকে ভাঙ্গাইয়া অর্ধেক নিজে রাখিল ও বাকী অর্ধেক ফকীরকে কর্জ দিয়া বলিল ইহা দ্বারা প্রয়োজন

www.pathagar.com

মিটাও। আবার তোমার হাতে পয়সা আসিলে আমার পয়সা আমাকে দিয়া দিও। রাত্রি বেলায় সেই লোকটি কবরওয়ালাকে স্বপ্নে দেখিল যে সে বলিতেছে আমি তোমার যাবতীয় অভিযোগ শুনিয়াছি কিন্তু বলিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তুমি আমার ঘরে গিয়া পরিবারস্থ লোকদিগকে বল ঘরের অমুক অংশে যেখানে চুলা রহিয়াছে, উহার নীচে একটা চীনা বরতনে পাঁচ শত আশরাফী রহিয়াছে তাহারা যেন উহা উঠাইয়া সেই ফকীরকে দিয়া দেয়। ভোর বেলায় সেই কবরওয়ালার বাড়ীতে গেল ও তাহাদিগকে তাহার স্বপ্নের কথা শুনাইল। তাহারা বাস্তবিকই সেখান হইতে পাঁচশত আশরাফী উঠাইয়া ফকীরকে দিয়া দিল। লোকটি বলিল ইহা একটি স্বপ্ন মাত্র। শরীয়ত মতে ইহাতে আমল জরুরী নয়। তোমরা ওয়ারিশ হিসাবে ইহা তোমাদের হক্ব। তারা বলিল, বড়ই লজ্জার ব্যাপার, তিনি মৃত হইয়া দান করিতেছেন আর আমরা জীবিত হইয়াও দান করিব না? অতএব সে টাকা লইয়া ফকীরকে দিয়া দিল ফকীর সেখান হইতে একটা দীনারের অর্ধেক নিজে রাখিল ও অর্ধেক তাহার ঋণ পরিশোধ করিল, তারপর বলিল আমার জন্য এক দীনারই যথেষ্ট বাকীগুলি দিয়া আমি কি করিব? সে ঐ গুলি ফকীরদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিল। ছাহেবে এতহাফ্ বলেন, এখানে চিন্তা করিবার বিষয় এই যে সবচেয়ে বড় দাতা হইল কে? কবর ওয়ালা না তার ওয়ারিশান? না ফকীর? আমাদের নিকটতো ফকীরই সবচেয়ে বড় দাতা, সে যেহেতু নিজে ভীষন অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও অর্ধেক দীনারের বেশী নিল না।"

(ফাজায়েলে সাদাকাত ২য় খণ্ড-৩২২ পৃঃ)

পাঠকবৃন্দ! চিন্তা করে দেখুন, এ ঘটনাটা কি এই শিক্ষা দেয় না যে, যখন জীবিতদের থেকে নিরাশ হয়ে যাবে আর কোথাও কিছু না পাবে, তখন কোন দানশীলের ক্ববরের নিকট গিয়ে সমস্ত পেরেশানির কথা বর্ণনা কর। কারণ দানশীল ব্যক্তি মৃত্যুর পরেও শুনতে পায় এবং আহ্বানেও সাড়া দিতে পারে। অথচ এটা সম্পূর্ণরূপে কুরআন হাদীস পরিপন্থী বিশ্বাস এবং যা শির্কে আকবর। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ﴾

www.pathagar.com

"(হে নাবী!) আপনি মৃতদের কথা শুনাতে পারবেন না।" (সূরা নামল ৮০)

সম্মানিত পাঠক! সমস্ত সংকীর্ণতা দূর করে এবং হৃদয়কে উদার করে বিবেককে প্রশ্ন করুন, দেখবেন উপরোক্ত ঘটনাগুলো দ্বারা মাযার পূজার সবক শিখানো হয়েছে, যা প্রকাশ্য শির্ক। যাকে বলে زيارة الاستعانة বা ক্ববরবাসীর নিকট সাহায্য কামনার্থে যিয়ারাত। যেমন যুদ্ধ জয়, নির্বাচনে বিজয়লাভ, কোনরূপ সম্পদ লাভ কিংবা বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তাদের নিকট সাহায্য কামনা করা শির্ক। শায়খ হাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া আন্ নাজমী বলেন, শির্কযুক্ত ক্ববর যিয়ারাত হচ্ছে এমন যিয়ারাত যাতে ক্ববরস্থ ব্যক্তিকে ডাকা হয়। তার কাছে প্রয়োজন পূরণ, বিপদ দূর করা ও সমস্যা সমাধান করার প্রার্থনা করা হয়। এই ধরনের যিয়ারাতকারীই ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত। (তাওহীদ জিজ্ঞাসার জবাব ৬৪ পৃঃ)

এছাড়া এটা زيارة لدعاء الأموات বা সরাসরি ক্ববরবাসীর নিকট কিছু প্রার্থনা করার নিমিত্তে যিয়ারাত বুঝায় অথচ প্রার্থনাও 'ইবাদাত। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : الدعاء هو العبادة দু'আ-ই হচ্ছে 'ইবাদাত- (সহীহ আবূ দাউদ ১৩২৯) যা শুধু আল্লাহ্র জন্য নিবেদন করতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য তাবলীগী নিসাবের তালিম দ্বারা অনেক মুসলিম এমন ভ্রান্তবিশ্বাস করে থাকে যে, তথাকথিত জীবিত বা মৃত গাউস-কুতুব, আবদাল ও মৃত সাধারণ ওলী-আউলিয়াদের বিরাট ক্ষমতা রয়েছে। তারা বিপদ-আপদে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এজন্য এদের ক্ববরে বা মাযারে গিয়ে সরাসরি প্রার্থনা জানায়। এটা সরাসরি শির্কে আকবার।

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لاَّ يَسْتَجِيبُ لَه" إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَافِلُونَ﴾

অর্থাৎ "ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্তকে যে আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা ক্বিয়ামাত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়।"

(সূরা আহকাফ ৫)

এজন্য আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের বাতিল উপাস্যদের লক্ষ্য করে বলেন :

www.pathagar.com

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ﴾

"আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে ডাকো, তারা সবাই তোমাদের মত বান্দা।" (সূরা আল-আ'রফ ১৯৪)

আল্লাহ আরো বলেন :

﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

"তারা মৃত প্রাণহীন এবং কবে পুনরুত্থিত হবে জানে না।"

(সূরা নাহাল ২১)

মুশরিকরা যে আউলিয়াদের ডাকে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾

"ক্বিয়ামাতের দিন যখন মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন তারা যাদেরকে ডাকত (ওদের যারা ডাকত তাদের) শত্রুতে পরিণত করা হবে।" (সূরা আহকাফ ৬)

পাঠক! এখন প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে তাবলীগী নিসাবের প্রতি বিশ্বাসী এত কোটি কোটি লোক সবাই কি মুশরিক? তার জবাব আল্লাহ্র ভাষায় শুনুন :

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾

"অনেক মানুষ আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কিন্তু সাথে সাথে শির্কও করে।" (সূরা ইউসুফ ১০৬)

এরপরেও প্রশ্ন থেকে যায়, এত বড় শাইখুল হাদীস, এত বড় বুযুর্গদের অনুসরণ করছি আমরা এরা কি সব ভ্রান্ত? মনে রাখা দরকার বুযুর্গদের অনুসরণ করছি, মানুষের এসব ওজর ক্বিয়ামাতে মাঠে গ্রহণযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ

www.pathagar.com

هَٰذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠ হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন আর তাদেরকেই সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?' তারা বলল, 'হ্যাঁ; এ ব্যাপারে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।' (এটা এজন্য করা হয়েছিল) যাতে তোমরা ক্বিয়ামাতের দিন না বল যে, 'এ সম্পর্কে আমরা একেবারেই বে-খবর ছিলাম'। অথবা তোমরা এ কথা না বল যে, 'পূর্বে আমাদের পূর্ব-পুরুষরাই শিরক্ করেছে আর তাদের পরে আমরা তাদেরই সন্তানাদি (অতএব বুযুর্গদের যা করতে দেখেছি তাই করছি) তাহলে ভ্রান্তপথের অনুসারীরা যা করেছে তার জন্য কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?"

(সূরা আ'রাফ ১৭২-১৭৩)

এই সূত্র থেকে বুঝা গেল যে, গাফিল এবং বুযুর্গ তথা বাপদাদার অনুসরণ করার ওযর ক্বিয়ামাতের মাঠে গ্রহণ করা হবে না।

একটি যুবকের কাশ্‌ফের বয়ান ও সত্তর হাজার বার কালিমা পড়ার ফাযীলাত

শায়েখ আবু কুরতুবী (রহঃ) বলেন, আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার কালেমা পড়িবে সে দোজখ হইতে নাজাত পাইবে। ইহা শুনিয়া আমি নিজের জন্য সত্তর হাজার বার ও আমার স্ত্রীর জন্য সত্তর হাজার বার এবং এইরূপে এই কালেমা কয়েক নেছাব আদায় করিয়া পরকালের ধন সংগ্রহ করি। আমাদের নিকটেই একজন যুবক কাশফওয়ালা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সে নাকি বেহেশেত ও দোজখ দেখিতে পাইত আমি উহাতে সন্দেহ করিতাম। এক সময় ঐ যুবক আমার সহিত আহার করিতে বসিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল ও বলিল, আমার মা দোজখে জ্বলিতেছেন। তাহার অবস্থা আমি দেখিতে পাইতেছি। যুবকের অস্থিরতা দেখিয়া করতবী (রহ.) বলেন, আমি মনে মনে সত্তর হাজার বার পড়ার একটা নেছাব ঐ যুবকের মায়ের জন্য বখশিশ করিয়া

www.pathagar.com

দিলাম, কিন্তু এক আল্লাহ্ ব্যতীত আমার এই আমলের কথা আর কাহারও জানা ছিল না। হঠাৎ যুবক বলিয়া উঠিল চাচা! আমার মা দোজখের আযাব হতে নাজাত পাইয়া গেলেন। কুরতুবী বলেন, কেচ্ছা দ্বারা আমার দুইটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ হইল। প্রথমতঃ ৭০ হাজার বার কালেমা পড়ার বরকত দ্বিতীয়তঃ ঐ যুবকের কাশফের সত্যতাও প্রমাণিত হইল।

(ফাজায়েলে আমলের জিকির অধ্যায় ৩৫৪ পৃঃ)

পাঠকগণ! লক্ষ্য করুন উক্ত ঘটনা কি মানুষের জন্য 'ইল্‌মে গায়িবের প্রমাণ করে না? এই ঘটনার কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় দেখুন :

১) শায়খ আবূ কুরতুবী (রহ.) বলেন, আমি শুনেছি, 'যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার কালিমা পড়বে' তা আবূ কুরতুবী কোথা থেকে শুনেছেন? এ ধরনের কথা তো রসূল ﷺ কোন সহাবীকে বলতে পারতেন?

২) আফসোস! কোন হাদীসের গ্রন্থে এ ধরনের কথা পাওয়া যায় না। তাহলে কুরতুবী সাহেব এটা পেলেন কোথায়?

৩) কুরতুবী সাহেবের অভিজ্ঞতার দ্বারা যে সবক (নাসীহাত) পাওয়া গেল তা হল নিসাব জমা করতে হবে। আর মুর্দার প্রতি বখশিশ করাতে হবে।

৪) এছাড়া কাশ্‌ফ (অর্থাৎ উঠানো বা উন্মোচন করা) জান্নাত এবং জাহান্নাম যা আল্লাহ তা'আলা গায়িবে (অদৃশ্যে) রেখেছেন তার পর্যবেক্ষণ করা, নিজ মাকে জাহান্নামে দেখা এবং তার মাগফিরাত (ক্ষমা) দেখা ইত্যাদি সব 'ইল্‌মে গায়িব অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের কথা, নয় কি? যা কাশ্‌ফের মাধ্যমে জানা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, শাইখুল হাদীস সাহেবের বর্ণনানুযায়ী এই উম্মাতের মধ্যে 'ইল্‌মে গায়িব অর্থাৎ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখনেওয়ালার সংখ্যা অগণিত। অথচ কুরআন মাজীদে আছে যে, আল্লাহ ছাড়া গায়িব কেউ জানে না। মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

www.pathagar.com

"বলুন, আল্লাহ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়িবের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।"

(সূরা আন-নাম্‌ল ৬৫)

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাধ্যমে আল্লাহ ঘোষণা দেন :

﴿قُلْ لاَ أَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾

"হে নাবী! আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং আমি গায়িবের খবর জানি।"

(সূরা আন'আম ৫০)

মহান আল্লাহ আরও বলেন :

﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَ سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ﴾

"হে নাবী! আপনি বলুন, আমি যদি গায়িবের খবর জানতাম তাহলে আমি আমার বহু মঙ্গল সাধন করতাম এবং কোন অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।" (সূরা আল-আ'রাফ ১৮৮)

তাছাড়া সূফী নামধারী ব্যক্তিরাই এটাকে হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছে, যেহেতু শাইখুল হাদীস সাহেব বর্ণনা করেছেন। সেহেতু অনেকের এটা হাদীস ভাবারই কথা যেমন : من هلل سبعين الف مرة واهده للميت يكون براءة للميت من النار (لا اله الا الله) অর্থাৎ সত্তর হাজার বার কালিমা 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে এর সওয়াব মৃত ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করলে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে।" এ কথাটি অনেকের মুখে হাদীসে রসূল ﷺ হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাবলীগী মুবাল্লিগসহ বহু এলাকার মানুষকে তা বলতে শোনা যায়; অথচ তা রসূল ﷺ-এর হাদীস হিসাবে প্রমাণিত নয়। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : ليس هذا حديث صحيحا و لا ضعيفا "এটি সহীহ বা যঈফ কোন সনদে বর্ণিত নেই।"

(মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়াহ ২৪/৩২৩– গৃহীত, প্রচলিত জাল হাদীস পৃঃ ১৬২)

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, এটি জাল হাদীস কারণ তার কোন সূত্র নেই। আর জাল বা ভিত্তিহীন রিওয়ায়াত বর্ণনা করা কবীরা

www.pathagar.com

গুনাহ। তাই বিষয়টি হালকা করে দেখার কোন অবকাশ নেই। প্রমাণহীন কোন কিছুকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বলে দাবী করা ইসলামে জঘন্যতম কবীরা গুনাহ বলে সাব্যস্ত। তাই এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে জাহান্নামের হুঁশিয়ারী পর্যন্ত এসেছে।

তিনি ﷺ বলেন :

من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار (متفق عليه)

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা খুঁজে নেয়।"

(সহীহ বুখারী ১/২১, হাঃ ১১০; সহীহ মুসলিম ১/৭, হাঃ ৩)

অন্য হাদীসে আছে :

ان كذبا على ليس ككذب على احد فمن كذب على متعمد فليتبوا مقعده من النار

"আমার উপর মিথ্যারোপ করা, অন্য কারো উপর মিথ্যারোপ করার মত নয়। যে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" (সহীহুল বুখারী ১/৭২, হাঃ ১২৯১; সহীহ মুসলিম ১/৭, হাঃ ৪)

রসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু দ্বীনী ব্যাপারে ওয়াহী ছাড়া কোন কথা বলতেন না, তাই কোন কথা হাদীসে নাববী হওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এটি তাঁর প্রতি আল্লাহ তা'আলার ওয়াহী ও পয়গাম। সুতরাং যদি কোন কথা রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ তাঁর বরাত দেয়া হয়, তাহলে তার মধ্যে খারাবী ও ক্ষতি শুধু এতটুকু নয় যে, এটি রসূলের উপর মিথ্যারোপ করা হচ্ছে, বরং পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার উপরও মিথ্যারোপ করা হচ্ছে। আর আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করা কত জঘন্য অপরাধ তা কারো অজানা নয়।

ইরশাদ হচ্ছে :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

www.pathagar.com

"আর ঐ ব্যক্তির চেয়ে যালিম কে যারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে ? তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সম্মুখীন করা হবে, আর সাক্ষীগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐলোক যারা আপন পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। সাবধান ! যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত রয়েছে।"

(সূরা আল-হূদ ১৮)

এসব কারণেই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয। সতর্কতার একমাত্র পথ এই যে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট সেসব কিতাবের নাম জেনে নেয়া যেগুলোতে শুধু সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে।

যেমন সহীহ আল-বুখারী, সহীহ মুসলিম

এতদ্ভিন্ন অন্য কিতাব থেকে হাদীস গ্রহণের সময় বিশেষজ্ঞদের নিকট জেনে নেয়া হাদীসটি সহীহ কিনা। (যেমন বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস সুনানে আরবায়া'র সহীহ ও যঈফ হাদীসগুলিকে যাচাই বাছাই করে আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন যা আরব বিশ্বে বহুল প্রচলিত। যে সূর্য আমাদের দেশে এখান উদিত হয়নি।) উম্মাতের সচেতন ব্যক্তিদের মাঝে আজও এ নিয়মই বিদ্যমান আছে। যেমন আল্লামা নাসীরুদ্দীন (রহঃ) সুনানে আরবায়া' তথা আবূ দাউদ, তিরমিযী নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ'র জাল ও যঈফ হাদীস গুলো পৃথক করে যে স্বতন্ত্র গ্রন্থে একত্রিত করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আবূ দাউদে ১১২৭ টি যঈফ তিরমিযীভে ৮২৮ টি যঈফ, নাসাঈতে ৪৪০ টি যঈফ এবং ইবনু মাজাহতে ৯৪৮ টি যঈফ হাদীস রয়েছে মোট যঈফ হাদীস ৪টি গ্রন্থে ৩৩৪৪ টি।

(মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০৭, ৩য় সংখ্যা পৃষ্ঠা ১৪)

হাদীস যাচাইয়ে স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ গ্রহণযোগ্য নয়

শায়খের শেষোক্ত কথা দ্বারা জানা যায় যে, কাশ্‌ফের মাধ্যমে উল্লিখিত হাদীসটি সহীহ প্রমাণিত হয়েছে। বিদ'আতী ও 'ইল্‌মহীন পীরদের দৌরাত্মের এ যুগে ভয় হয়, যেসব রিওয়ায়াতকে এ কিতাবে হাদীস বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতিতে জাল বা ভিত্তিহীন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে বা হবে, সেগুলো সম্পর্কে কেউ এই টাল-বাহানা না করে যে, যদিও

www.pathagar.com

এগুলো হাদীস বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে মাওযূ' তথা জাল; কিন্তু আমি বা আমার পীর সাহেব খাব, কাশ্ফ বা ইলহামের মাধ্যমে এগুলো সঠিক বলে জানতে পেরেছি।

মনে রাখবেন, এ সকল দাবী সম্পূর্ণ বাতিল। হাদীসে রসূল ছেড়ে কিংবা তা অস্বীকার করে তদস্থলে অন্যদের কথা ও মতকে দ্বীনে অনুপ্রবেশ করানোর পথকে সুগম করার এটি একটি ইবলীসী চক্রান্ত। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ শারী'আতের উসূল ও মূলধারার ভিত্তিতেই কোন রিওয়ায়াতের উপর ভিত্তিহীন বা জাল হওয়ার হুকুম আরোপ করে থাকেন। তাই শারী'আতের বিধি মোতাবেক এই হুকুম মেনে নেয়া একান্ত অপরিহার্য। এর বিপরীতে কারো স্বপ্ন, কাশ্ফ ও ইলহাম শারী'আতে ধর্তব্য নয়। উম্মাতের ইজমা এবং শারী'আতের অন্যান্য দলীল মোতাবেক এগুলো দ্বীনি ব্যাপারে বিশেষত হাদীসের শুদ্ধতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে প্রমাণ হতে পারে না। এগুলোর পিছনে ছোটার অর্থ যা দ্বীন নয় তাকে দ্বীন বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া। এখানে শারী'আতের দৃষ্টিতে স্বপ্ন বা কাশ্ফ ও ইলহামের মান সম্পর্কে দলীলভিত্তিক আলোচনা স্বল্প হলেও প্রয়োজনবোধ করছি। যাতে গোড়া থেকেই এই ভ্রান্ত ধারণা খতম হয়ে যায়। কারণ এ নিসাব গ্রন্থে অনেক স্থানে স্বপ্ন, কাশ্ফ ও ইলহামের বর্ণনা আছে যা বুঝার জন্য পাঠকের আর দলীলের প্রয়োজন না হয় শুধু এ অধ্যায় স্মরণ রাখলে যথেষ্ট হবে। অনুরূপভাবে পরবর্তিতে তাসাওউফ তত্ত্ব সম্পর্কে যেমন মোটামুটি বিস্তারিত আলোচনা করেছি যাতে ঐ বিষয়েও পাঠকের জন্য আর দলীলের প্রয়োজন না হয়। কারণ নিসাব গ্রন্থে তাসাওউফ ও সূফীদের কথাও কম নয়।

কাশ্ফ ও ইলহাম

কাশ্ফ ও ইলহামকেও তথাকথিত কতিপয় তরীকাপন্থী বড় করে দেখে। কাশ্ফের মাধ্যমে কোন কথা জানতে পারাকে বুযুর্গীর সনদ মনে করে থাকে। আর কেউ কেউ তো কাশ্ফ ও ইলহামকে শারী'আতের সনদই গণ্য করে থাকে এবং শুধু কাশফ ও ইলহাম অর্জন করার জন্য সুন্নাত নয় এমন অনেক মুজাহাদায় লিপ্ত হয়। অথচ কুরআন-সহীহ হাদীসে

www.pathagar.com

কাশ্ফ ও ইলহামকে দ্বীনী ব্যাপারে কখনও দলীলের মর্যাদা দেয়া হয়নি। দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডেও কাশ্ফ ও ইলহামের উপর 'আমাল করার জন্য শর্তারোপ করা হয়েছে যে, সেগুলোর বিষয়বস্তু কুরআন-সুন্নাহর পরিপন্থী যেন না হয় এবং সে মোতাবেক 'আমাল করতে গিয়ে শারী'আতের কোন ধারা যেন খণ্ডিত না হয়। (প্রচলিত জাল হাদীস ৫৯)

কাশ্ফের পরিচয়

অদৃশ্য জগতের কোন কথা প্রকাশিত হওয়াকে কাশ্ফ বলা হয়। এ কাশ্ফ কখনও সঠিক হয় আবার কখনও মিথ্যা হয়, তাই এটি শারী'আতের কোন দলীল তো নয়ই উপরন্তু একে শারী'আতের কষ্টিপাথরে যাচাই করা যরূরী। এমনিভাবে কাশ্ফ কারো ইচ্ছাধীন কোন কিছু নয় যে, তা অর্জন করা শারী'আতের কাম্য হবে অথবা সওয়াবের কাজ হবে। অনুরূপ কাশ্ফ হওয়ার জন্য বুযুর্গ হওয়াও শর্ত নয়। কাশ্ফ তো ইবনুস সায়্যাদের মত দাজ্জালেরও হত (মিথ্যা নবুয়াতের দাবীদার গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীরও হত) সুতরাং কাশ্ফ আল্লাহ্ওয়ালা হওয়ার দলীল হতে পারে না।

(মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল কাশফি ওয়াররূইয়া ১১-১১৪, রূহুলমাআনি ১৬/১৭-১৯, শরীয়াত ও তরীকত কা তালাযুম ১৯১-১৯২, শরীয়ত ও তরীকত ৪১৬-৪১৮, আত কাশশুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওউফ ৩৭৫-৪১৯– গৃহীত প্রচলিত জাল হাদীস ৫৯)

এ সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) তার মাকতুবাতে বলেন : অনুরূফ কাশ্ফ ও ইলহামকে কিতাব ও সুন্নাহর মানদণ্ডে যাচাইয়ের পূর্ব পর্যন্ত অর্ধ যব তুল্য হওয়াও পছন্দ করি না।

(ইরশাদাতে মুজাদ্দিদে আলফেসানী ১২৪, মাকতুব ২০৭। গৃহীত প্রাগুক্ত পৃঃ ৬০)

সূফীকুল শিরোমনি শায়খ সারী সাকতী (রহ.) [মৃত ২৫৩ হিঃ] বলেন :

من ادعى باطن علم ينقصه طاهر حكم فهو غالط

যে ব্যক্তি এমন বাতেনি 'ইল্মের (অর্থাৎ কাশ্ফ ইলহাম) দাবী করে থাকে, যাহিরী শারী'আত প্রত্যাখ্যান করে, সে ব্যক্তি ভ্রান্তির শিকার।

(রুহুলমানি ১৬/১৯)

এই হল শারী'আতে স্বপ্ন, কাশ্ফ ও ইলহামের অবস্থান। যদি এটি ভালভাবে বোধগম্য হয়ে থাকে, তাহলে কোন দ্বীনী ব্যাপারে বিশেষত

www.pathagar.com

হাদীসের সহীহ্ যঈফ নির্ণয়ের মত মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেউ এগুলো প্রমাণ হিসাবে পেশ করার কথা কল্পনাই করতে পারবে না। তাছাড়া এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, হাদীস জানার জন্য হাদীস গ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী এবং হাদীস যাচাইয়ের জন্য হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে যাওয়া অপরিহার্য। এ সম্পর্কে কাশ্‌ফওয়ালা বুযুর্গের কাশ্‌ফভিত্তিক রায় ধর্তব্য নয়। এ কথা সুস্পষ্ট যে, হাদীসের সহীহ্ যঈফ তথা মান নির্ণয়ের ভিত্তি যদি স্বপ্ন, কাশ্‌ফ বা ইলহাম হত, তাহলে উসূলে হাদীস সংক্রান্ত 'ইল্‌মের কোন প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজন ছিল না রিজালশাস্ত্রের জ্ঞানের এবং জাল, দুর্বল ও মাতরূক রিওয়ায়াত সম্পর্কিত শাস্ত্রসমূহের। স্বর্ণযুগ থেকে এ পর্যন্ত উক্ত বিষয়গুলোর উপর শত শত নয় বরং হাজারো গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যা মুসলিমদের নিকট উৎস হিসাবে সমাদৃত। যদি এর ভিত্তি কাশ্‌ফ বা ইলহাম হত, তাহলে হাদীস যাচাই বাছাই ও শুদ্ধতা নির্ণয়ের কাজ মুজতাহিদীন ও মুহাদ্দিসীনের পরিবর্তে সূফীদের হাতে ন্যস্ত হত এবং এ ব্যাপারে একেকজনের একেক রায় থাকত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বপ্ন, কাশ্‌ফ বা ইলহামের ভিত্তিতে ফায়সালা করত। বলাবাহুল্য যদি ব্যাপারটি এমনই হত তাহলে এর চেয়ে বলগাহীনতা আর কিছুই হত না! কিংবা দ্বীনের উৎসসমূহ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে নিকৃষ্ট পদ্ধতি আর কিছুই হত না।

সূফী মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ (রহ.) 'ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক'-এ তার শায়খ আবূ ইয়াহ্ইয়া (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন :

من المعلوم لكل احد ان الاحاديث لا تثبت الا بالاسانيد لا بنحو الكشف وانوار القلب ولو لا ية والكرامات لا دخل لها هنا انما المرجع للحفاظ العارفين بهذا الشان

"এ কথা সর্বজনবিদিত যে, হাদীস সনদের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, বাতিনী নূর ইত্যাদির মাধ্যমে নয়। এক্ষেত্রে বুযুর্গী বা কারামতের সামান্যতম স্থান নেই। বরং এ শাস্ত্রে পারদর্শী বিশেষজ্ঞগণ এর একমাত্র উৎস।" (ফাতহুল আলিয়্যিল মালিক ১/৪৫, আলমামনু ফী মারেফাতিল হাদীসিল মাওযু ২১৬ টীকা দ্রঃ গৃহীত প্রাগুক্ত ৬৬ পৃঃ)

www.pathagar.com

কাশ্‌ফের মাধ্যমে হাদীস যাচাই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ রুহুল মাআনি এর প্রণেতা আল্লামা আলূসী (রহ.) একটি হাদীসের মান যাচাই সম্পর্কে বলেন :

قال : ابن تيمية : إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف وكذا قال الزركشي والحافظ ابن حجر وغيرهما ومن يرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلا لكن يقول : إنه ثابت كشفاً....... والتصحيح الكشفي شنشنة لهم

অর্থাৎ "ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রহ.) বলেছেন যে, এটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস নয়। সহীহ কিংবা যঈফ কোন প্রকার সূত্রই এর নেই। আল্লামা যারকাশী, হাফিয ইবনু হাজার (রহ.) এবং অন্যরাও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। আর সূফীদের যারা এটি বর্ণনা করে থাকেন তারা এ কথা স্বীকার করেন যে, এটি সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়, তবে কাশ্‌ফের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাণী। আর তাসবীহে কাশ্‌ফী তথা কাশ্‌ফের মাধ্যমে হাদীসের মান যাচাই প্রক্রিয়া সূফীদের চিরাচরিত খাসলত।"

(তাফসীরে রুহুল মাআনি ২৭/২১-২২। গৃহীত প্রচলিত জাল হাদীস ৮১-৮২)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী ! হাদীস বর্ণনায় সূফীদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছুটা অবগত হয়েছেন। শায়খ সাহেবের বর্ণনা কতটুকু সত্য আপনারা ভেবে দেখুন এবং তাবলীগী জামা'আতের দাবি মৌঃ ইলিয়াসও সূফী ছিলেন। আর সূফীদের তত্ত্ব দিয়েই তাবলীগী নিসাবটি ভরপুর, এবার বুঝুন নিসাব গ্রন্থের মান শারী'আতে কোন পর্যায়ের। আরো শুনুন শাইখ তার ফাযায়েলে দরূদে লিখেছেন :

"আমার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু আমার নিকট লাখনৌর একজন বিখ্যাত কাতেবের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তার অভ্যাস ছিল প্রতি দিন সকাল বেলায় লেখা আরম্ভ করিবার শুরুতেই একটি সাদা খাতায় একবার দরূদ শরীফ লিখিয়া রাখিত তারপর লেখার কাজ শুরু করিত। উক্ত লোকটি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয়ে বলিতে থাকে হায়! সেখানে আমার কি উপায় হবে। ইত্যবসরে একজন মাজযুব সেখানে

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল বাবা তুমি কেন ঘাবড়াইতেছ? তোমার সেই সাদা খাঁতাটা যেখানে দরূদ শরীফ লেখা হইত উহা সেই দরবারে পেশ করা হইয়েছে।" (তাবলীগী নিসাব, ফাজায়েলে দরূদ শরীফ ৯১ পৃঃ)

ভেবে দেখুন ঐ মাজযুব (পাগল) কি তাহলে 'ইল্‌মে গায়িব কে চোষণ করে নিয়েছিল? সে কেমন করে বলল ঘাবড়ানোর প্রয়োজন নেই। তোমার দরূদ রসূল ﷺ কবূল করেছেন। এখন আর কম্পিত হওয়ার প্রয়োজন নাই।

আরো শুনুন : "ইব্‌রাহীম খা'ওয়াস (রহ.) বলেন ঃ একবার আমি জঙ্গল অতিক্রম করছিলাম। আমার বহু কষ্ট করা লাগল এবং মুসিবত এর কারণে আমি দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলাম। যাকে আমি বরদাশত করলাম এবং প্রফুল্লচিত্তে তার পরে সবর করলাম। আমি যখন মাক্কায় প্রবেশ করলাম। তখন আমার এই কীর্তির (কারনামর) পরে এক ধরনের (উয্‌ব) অহঙ্কার পয়দা হল। তওয়াফের মধ্যেই পিছন থেকে একবুড়ি আওয়াজ দিল। হে ইব্‌রাহীম! ঐ জঙ্গলে এই বান্দিও তোমার সাথে ছিল। কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে এজন্য কোন কথা বলিনি যে, আল্লাহ জাল্লাহ সানুহু থেকে তোমার ধ্যান অন্য দিকে চলে যাবে। এই ওয়াসওয়াসা যা তোমার এই সময় এসেছে তা স্বীয় অন্তর হতে বের করে দাও।

([রওজ] ফাজায়েলে হাজ্জ, মূল উর্দু ২৫৫ পৃঃ, গৃহীত তাবলীগী নিসাব আওর শির্‌ক)

উপরোল্লিখিত ঘটনা কি এ শিক্ষা দেয় না? যে অলি আল্লাহ যদিও (নজরের) দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকেন, কিন্তু সাথে সাথে থাকেন। অথচ কুরআন মাজীদে এভাবে আছে :

﴿وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾

"অন্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত।"

(সূরা আল-'ইমরান ১৫৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾

www.pathagar.com

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।"

(সূরা আল-কাফ ১৬)

অন্তরের ভেদ জানা বা খবর রাখা এটা আল্লাহ্র গুণ। বান্দা কেমন করে তার এই গুণাবলীতে শরীক হতে পারে? অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾

"এবং মাদীনাবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ তারা কপটতায় সিদ্ধ। (হে নাবী) তুমি তাদেরকে জানো না, আমি তাদেরকে জানি।"

(সূরা আত-তাওবাহ ১০১)

চিন্তা করে দেখুন যে, আল্লাহ্র রসূল ﷺ মুনাফিকদের হাল সম্পর্কে জ্ঞাত নন। সহীহুল বুখারীতে আছে মুনাফিকরা তাঁকে অর্থাৎ রসূল ﷺ-কে ধোকা দিয়েছে।

বিরে মাউনার ঘটনায় সত্তরজন ক্বারী সহাবীকে মুনাফিকরা নির্মমভাবে শহীদ করেছিল। যদি নাবী (ﷺ) অন্তরের অবস্থা জানতেন, তাহলে কেন তিনি ﷺ তাদের ধুকায় নিপতিত হলেন?

আগে শুনুন : "শাইখ বানান বলেন : আমি মিশর থেকে হাজ্জে যাচ্ছিলাম। আমার পাথেয় অর্থাৎ পথ খরচ আমার সঙ্গে ছিল। রাস্তায় একটি মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ, সে বলল বানান তুমি দেখি (হাম্মাল) মজদুর (শ্রমিক) মনে হচ্ছে। পথের সামগ্রী বহন করে নিয়ে চলেছ। তোমার কি এই সন্দেহ লাগে যে, সে (আল্লাহ) তোমাকে রিয্ক দিবেন না ? আমি তার কথা শুনে স্বীয় পাথেয় ফেলে দিলাম। তিনদিন পর্যন্ত আমি খাবার পেলাম না। রাস্তার মধ্যে চলতে চলতে আমি একটি পায়জোর অর্থাৎ নুপুর পরিত্যক্ত অবস্থায় পেলাম। আমি এই মনে করে উঠিয়ে নিলাম যে, এর মালিককে পেলে আমি তাকে দিয়ে দিব। হতে পরে সে এর বিনিময় আমাকে হয়তো কিছু দিয়ে দিবে। অতঃপর ঐ মহিলাটি পুনরায় সামনে আসল এবং বলতে লাগল তুমি তো দোকানদার মনে হচ্ছে। যে নুপুরের বিনিময় কিছু নিয়ে নেয়। এরপরে ঐ মহিলা আমার দিকে কিছু

www.pathagar.com

দিরহাম ছুঁড়ে মারল। বলল এগুলো খরচ করতে থাকো। আমি ওগুলো খরচ করতে থাকি এবং ফিরার পথে মিশর পর্যন্ত তা আমার কাজে আসে"। (ফাজায়েলে হাজ্জ, মূল উর্দু ২৫৭ পৃঃ, গৃহীত প্রাগুক্ত)

এ ঘটনা প্রথম ঘটনার সমপর্যায়ের যে, এক মহিলা আন্তরিক খেয়াল সম্পর্কে ভর্ৎসনা করল এবং সে মহিলা বানান সাহেবের সঙ্গেই ছিল কিন্তু বানান সাহেব তাকে তখন দেখত, যখন সে প্রকাশ হত। উপরন্তু এ ঘটনা শিক্ষা দেয় পাথেয় সাথে না রাখা উচিত। অথচ এ বিষয়টি কুরআন মাজীদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর :

﴿وَتَزَوَّدُوا﴾

"পাথেয় সঙ্গে রাখিও।" (সূরা বাক্বারাহ ১৯৭)

পাঠকের খিদমতে এ দশটি ঘটনা তাবলীগী নিসাব থেকে নকল করলাম। তাবলীগী নিসাবে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে। আফসোস! তাবলীগকারীগণ এ ধরনের ঘটনাগুলো যদি তাবলীগী নিসাব থেকে বাদ দিতেন এবং উক্ত স্থানে কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে বিশুদ্ধ ঘটনাগুলো তুলে ধরতেন, তাহলে তাদের এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে অসংখ্য, অগণিত মানুষ শির্ক, বিদ'আত ও কুফরের পথ থেকে মুক্তি পেতেন। আমরা আশাবাদী উলামায়ে হাক্ব এদিকে মনোযোগ দিবেন।

দ্বীন ইসলামের দা'ওয়াত

মুসলিমদের এমন একটি জামা'আত হবে যার মধ্যে ফিরকাবন্দী ও মাযহাব অবলম্বনকারী পাওয়া যায় না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম কবূল করে সে শুধু মুসলিম হয়, কোন মাসলাক, কোন মাযহাব, কোন মাকতাবা ফিকির, কোন ফিরকাবন্দী রায়ভিত্তিক ফিক্হ এর অনুসারী হয় না। এদেরতো শুধু একটিই দ্বীন এবং তা হল ইসলাম। তারা শুধু কুরআন মাজীদ এবং সহীহ হাদীসের আহ্কামের পাবন্দ হয় এবং তাওহীদ ও সুন্নাতের পথযাত্রী হয়। সত্যিকার মুসলিম তাওহীদ ও ইত্তিবায়ে সুন্নাতের উপর দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর তারা শুধু যা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর রেখে যাওয়া ইসলামের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং সেদিকেই মানুষকে

www.pathagar.com

আহ্বান করে। মুসলিমদের কোন ফিরকা নেই এবং ফিরকাবন্দী নাম ভিত্তিক কোন ইসলামকে তারা ইসলাম মনে করে না। প্রকৃত মুসলিম প্রত্যেকেই ফিরকাবন্দীকে অভিশাপ মনে করে, কিন্তু ফিরকাকে ছাড়তেও চায় না। এটা কথা ও কর্মের বৈপরীত্য। এভাবে ফিরকাবন্দী কখনও খতম হতে পারে না এবং সব মানুষের এক হয়ে যাওয়ার স্বপ্নও বাস্তবায়িত হওয়া কক্ষনও সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾

"বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, সলাত কায়েম কর অন্তর্ভুক্ত হয়ো না মুশরিকদের, যারা নিজেদের দ্বীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।" (সূরা রূম ৩১-৩২)

পাঠকবৃন্দ! এই আয়াতের দিকে মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের কর্মকাণ্ড কিভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আসুন, আমরা দ্বীন ইসলাম গ্রহণ করে সত্যিকারের মুসলিম হয়ে ফিরকাবন্দীর অভিশাপকে খতম করি।

তাবলীগ নিসাবের অনুবাদক কর্তৃক কুরআনের আয়াতের অর্থ বিকৃতি

فمن يكفر بالطاغوت ويومن بالله فقد استمسك...لانفصام لها

অর্থ ঃ যে মূর্তিকে অস্বীকার করিল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনিল সে মজবুত রজ্জুকে আকড়াইয়া ধরিল যাহা কিছুতেই ছিন্ন হইবার নয়। (ফাজায়েলে জিকির- ৩৩৪ পৃঃ)

উল্লিখিত আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে তিনি যে ভুলটি করেছেন তা হল তিনি طاغوت (তাগুত) শব্দের অর্থ লিখেছেন মূর্তি। অথচ কোন তাফসীরকারক তাগুত শব্দের অর্থ মূর্তি লিখেননি, একমাত্র তিনি ব্যতীত। তাগুত শব্দটি নিম্নলিখিত মাসদার مصدار (মূলশব্দ) থেকে উদ্ভুত, طاغوت এবং طغو -এ মাসদারের আলোকে অর্থ হবে: حد سے بڑھ جانا

www.pathagar.com

সীমালঙ্ঘন করা (মিসবাহুল লুগাত)। সীমা অতিক্রম করা (মুহীতুল মুহীত)। তাগুতের অর্থ হচ্ছে ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা সীমা অতিক্রম করে। মুফরাদাতুল কুরআন (ইমাম রাগেব ইস্পাহানী)। طاغوت শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- আল্লাহদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী। কুরআনের পরিভাষায় তাগুত বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমালঙ্ঘন করে নিজেই আল্লাহ হওয়ার ভান করে এবং আল্লাহ্র বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী বা দাসত্ব করতে বাধ্য করে। অন্য কথায়- যে সব ব্যক্তি আল্লাহ্র বিদ্রোহী হয়ে তাঁরই রাজ্যে তাঁরই প্রজাদের উপরে নিজের আইন ও হুকুমত চালাতে শুরু করে তারাই 'তাগুত'।

তাগুতের অর্থ এবং প্রধান প্রধান প্রকারসমূহ

আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া প্রদর্শন করুন আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের উপর প্রথম যে জিনিসটি ফারয্ করেছেন তা হচ্ছে তাগুতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখা।

এর প্রমাণ আল্লাহ্র বাণী :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

"আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে এ কথা বলতে একজন করে রসূল পাঠিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহ্র 'ইবাদাত কর এবং তাগুত থেকে বিরত থাক।" (সূরা আন-নাহল ৩৬)

তাগুতকে অস্বীকার করার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর 'ইবাদাতকে বাতিল ও অন্তঃসারশূন্য বলে বিশ্বাস করা। (শুধু মূর্তি নয় যে অর্থ অনুবাদক সাহেব করেছেন) এটি পরিত্যাগ করা। এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা। যারা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কারোর বা কোন কিছুর 'ইবাদাত করে তাদেরকে কাফির বলে বিশ্বাস করা এবং তাদেরকে শত্রুজ্ঞান করা। আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের অর্থ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই- এ কথায় বিশ্বাস করা। আল্লাহ্র জন্য সকল প্রকার 'ইবাদাতকে নিখাদ ও নির্ভেজাল করা। তিনি ছাড়া যত

www.pathagar.com

উপাস্য আছে, তাদের 'ইবাদাতকে অস্বীকার করা, মুখলিস (একনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল) লোকদের ভালবাসা এবং তাদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করা। মুশরিকদের ঘৃণা করা এবং তাদেরকে শত্রুবলে বিশ্বাস করা। এটাই হচ্ছে ইব্‌রাহীমের ধর্ম। যারা তা থেকে বিমুখ হয়েছে তারা নিজেদেরকে বোকা বানিয়েছে। এ আদর্শ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ

"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য ইব্‌রাহীম ও তাঁর সঙ্গীদের জীবনে এক অনুপম আদর্শ রয়েছে। যখন তারা তাদের জাতির লোকদের বলল, নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের থেকে এবং আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে তোমরা যার 'ইবাদাত কর তা থেকে মুক্ত। আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম। আমাদের ও তোমাদের মাঝে সর্বদা শত্রুতা এবং ঘৃণার সূচনা হল, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনো।"

(সূরা আল-মুমতাহিনাহ ৪)

'তাগুত' একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে কোন উপাস্যরূপী, অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়'র 'ইবাদাত করা হয় এবং এতে সে সন্তুষ্ট হয় তাকেই 'তাগুত' বলা হয়। অনেক তাগুত আছে, তন্মধ্যে প্রধান হচ্ছে পাঁচটি।

প্রথমতঃ শয়তান-যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর বা কোন কিছুর 'ইবাদাত করতে আহ্বান করে। এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণী :

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

"হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে, তোমরা শয়তানের 'ইবাদাত করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু।"

(সূরা ইয়াসীন ৬০)

www.pathagar.com

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র বিধান পরিবর্তনকারী যালিম শাসক। এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র বাণী :

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً﴾

"আপনি কি তাদের দেখেননি যারা ধারণা করে যে, তারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ এবং আপনার পূর্বে অবতীর্ণ ওয়াহীর প্রতি ঈমান এনেছে। তারা তাগুতকে বিচারক বলে মানতে চায়। অথচ তাদের সেটিকে অস্বীকার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদের সুদূর ভ্রান্তিতে ফেলতে চায়।" (সূরা নিসা ৬০)

তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান অনুযায়ী শাসন করে– এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

"যারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী করল না, তারাই কাফির।"
(সূরা মায়িদাহ ৪৪)

লক্ষণীয় যেসব শাইখ কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে এবং যঈফ, জাল হাদীসের কথা গোপন করছে যা আল্লাহ্‌র বিধান নয় এবং সেই বিধান তারা নিসাবের নামে কোটি কোটি মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং তাতেই তারা সন্তুষ্ট, তারা কি তাগুতের উপরোক্ত সংজ্ঞার আওতায় আসে না?

চতুর্থতঃ যে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে গুপ্ত জ্ঞানের দাবী করে– এর প্রমাণ মহান আল্লাহ্‌র বাণী :

﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾

www.pathagar.com

"তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্তু তিনি অদৃশ্য বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না, তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন"। (সূরা জ্বীন ২৬-২৭)

আরো দেখুন, সূরা আল-আন'আম ৫৯ নং আয়াতে।

পাঠক এই গ্রন্থের 'ইল্‌মে গায়িবের প্রসঙ্গ পড়ে দেখুন। যে সমস্ত শায়খ মানুষের মধ্যে গায়িবের জ্ঞান ধারণা করেন এবং জনগণকে তার প্রতি বিশ্বাস করার জন্য গ্রন্থ লিখেছেন এবং মাসজিদ থেকে কুরআনের দারস্ বিদায় দিয়ে তাদের কথিত নিসাব চালু করেছেন যার মধ্যে উক্ত গায়িবের জ্ঞানের কথা ওলী আউলিয়া ও সূফীদের সাথে সংশ্লিষ্ঠ বলে মানুষকে ধারণা দেয়া হয়েছে তারা কি উক্ত তাগুতের আওতায় পড়েন না?

পঞ্চমতঃ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যার 'ইবাদাত করা হয় এবং সেই উপাস্য ঐ 'ইবাদাতে সন্তুষ্ট। প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী :

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾

"আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে তিনি ছাড়া আমিই মা'বূদ আমি তাকে প্রতিফল হিসাবে জাহান্নাম দিব। এমনিভাবেই আমি অত্যাচারীদের প্রতিফল দেই।" (সূরা আম্বিয়া ২৯)

পাঠক জেনে রাখুন, মানুষ তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনল সে অবশ্যই সুদৃঢ় হাতলকে ধারণ করল যা ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।" (সূরা বাক্বারাহ ২৫৬)

পাঠক লক্ষ্য করুন শাইখতো طاغوت শব্দের অর্থ মূর্তি করেছেন- বিশ্ব বরেণ্য মুফাস্‌সিরগণ কি করেছেন।

www.pathagar.com

* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত আল-কুরআনুল কারীমে উক্ত আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে এভাবে- "যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনবে সে এমন একটি মজবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না।" তিনি টীকায় লিখেছেন, তাগুত মানে সীমালঙ্ঘনকারী, দুষ্কৃতির মূল বস্তু যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

* আশরাফ আলী থানবী (রহ.) লিখেছেন, সুতরাং যে ব্যক্তি শয়তানকে অমান্য করে এবং আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে আঁকড়ে ধরল এমন শক্ত কড়া যার কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নাই।

* আশরাফ আলী থানবীর খলীফা মুফতী শফী সাহেব মারেফুল কুরআনে এ আয়াতের অনুবাদ লিখেছেন 'এখন যারা গোমরাহ্কারী তাগুতদেরকে মানবে না এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাঙ্গবার নয়'।

* সাইয়িদ আবুল 'আলা মওদূদী (রহ.) এ আয়াতের অনুবাদে লিখেছেন, 'এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ ঈমান এনেছে, সে এমন এক শক্তিশালী অবলম্বন ধরেছে, যা কখনও ছিঁড়ে যাবার নয়। আর তিনি টীকায় লিখেছেন, এখানে তাগুত শব্দটি একবচন হলেও অর্থ বহুবচনের। মানুষ শুধু একটি তাগুতেরই শিকার হয় না, বরং অসংখ্য তাগুত তাকে আক্রমণ করে। যেমন এক তাগুত হল শয়তান, তারা লোভ-লালসা ও কুমন্ত্রণা দিয়ে আক্রমণ করে। আরেক তাগুত নফস্। তারপর ধর্মীয় নেতা, রাজনৈতিক নেতা, রাষ্ট্র ও সরকার- শাসন যন্ত্রের কর্মচারী, বংশ-গোত্র, যারা প্রত্যেকেই নিজের স্বার্থের দাসত্ব করিয়ে থাকে। এরা সবাই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত।

* শব্দার্থে কুরআন মাজীদের অনুবাদক মতিউর রহমান খান লিখেছেন- অতঃপর যে অস্বীকার করবে আল্লাহদ্রোহীকে আর যে ঈমান আনবে আল্লাহ্র প্রতি সে এমন এক রজ্জু ধারণ করল যা কখনও ছিঁড়ে যাবার নয়।

* সর্বশেষে লক্ষ্য করুন, বিশ্বনন্দিত মুফাস্সিরে হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর (রহ.) এ আয়াতের অর্থ করেছেন, অতএব যে

www.pathagar.com

ব্যক্তি শয়তানকে অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে দৃঢ়তর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরল, যা কখনও ছিন্ন হবার নয়।

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন, আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ.) বলেন, طاغوت শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে শয়তান [যা তিনি গ্রহণ করেছেন সূরা ইয়াসীনের ৬০ নং আয়াত এবং ইবনু 'উমার (রাযি.)-এর কওল থেকে]। তিনি বলেন, 'উমার (রাযি.)-এর طاغوت অর্থ 'শয়তান' নেয়া যথার্থই হয়েছে। কেননা, সব মন্দ কার্যই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো অজ্ঞতার যুগের লোকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যেমন প্রতিমা পূজা, তাদের কাছে অভাব-অভিযোগ পেশ করা এবং বিপদের সময় তাদের নিকট সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি– (ইবনু কাসীর ৭১৪ পৃঃ)। এ কিতাবে তাগুতের যে সংজ্ঞা আমরা দিয়েছি তাতে আপনারা লক্ষ্য করেছেন, আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যে কোন উপাস্যরূপী, অনুসরণীয় অনুকরণীয় ব্যক্তি যার 'ইবাদাত করা হয় এবং এতে সে সন্তুষ্ট হয়, তাকেই তাগুত বলা হয়। উল্লেখ্য মূর্তির পূজা করলে মূর্তি সন্তুষ্ট হয় না। কারণ তার অন্তকরণ নেই এটাতো মানুষের তৈরী। যা শয়তানের প্ররোচনায় সর্বপ্রথম নূহ ('আ.)-এর যুগে তৈরী হয়। যার মূলত কোন অনুভূতি নেই।

এবার সম্মানিত পাঠকবর্গই বলুন, উক্ত আয়াতের যে অনুবাদ বিশ্বনন্দিত মুফাস্‌সিরগণ করেছেন তার সাথে অনুবাদকের আদৌ মিল আছে কি? তাছাড়া উক্ত সূরার বিষয়বস্তু, প্রেক্ষাপট এবং আয়াতটির পূর্বাপর বাণী পড়ে দেখুন অনুবাদক সাহেবের অনুবাদকৃত কথার সাথে এর কোন সম্পর্ক আছে কি না। আর তার অনুবাদ কুরআনের অর্থ বিকৃতির পর্যায়ে পড়ে কি না তাও বিচার করুন এবং ভেবে দেখুন তার এ ধৃষ্টতা অমার্জনীয় অপরাধ কি না।

আরো একটি আয়াতের অর্থ বিকৃতি

নিসাবের গ্রন্থকার কুরআনের আর একটি আয়াতের বিকৃত অনুবাদ করে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। তিনি সূরা কামারের ১৭ নং আয়াতখানি তুলে তার তরজমা করেছেন এভাবে :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

www.pathagar.com

ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لئے سہل کر رکھا ہے کوئی ہے حفظ کرنے والا؟

"আমি কোরআনকে হেফজ করিবার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছি, কোন ব্যক্তি কি হেফজ করিতে প্রস্তুত আছে?" (ফাজায়েলে কুরআন- ২২৬)

উক্ত আয়াতটির উপরে তিনি লিখেছেন, প্রকৃতপক্ষে কুরআন মুখস্থ থাকা এর একটি প্রকাশ্য মু'জিযা। নচেৎ তার এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ অন্য বই মুখস্থ করাও অসম্ভব। সূরা কামারে আল্লাহ তা'আলা হিফ্য করাকে খাস ইহসান বলে আখ্যায়িত করেছেন।

* শায়খ সাহেব উক্ত আয়াতের যে তরজমা করেছেন পৃথিবীর কোন তাফসীরকারক সে তরজমা গ্রহণ করেনি। এটা তার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বানোয়াট অনুবাদ। কুরআনের যে কোন আয়াত বা বাক্য হতে আল্লাহ্র ইচ্ছা বিরোধী কোন অর্থ করাকে বিকৃতি বলে। যে ব্যক্তি কুরআনের বিকৃতি করে সে যেন ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করলো। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মূলে আঘাত হানে তার সাথে ইসলামের কতটুকু সম্পর্ক থাকতে পারে তা সচেতন পাঠক ভেবে দেখুন। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الإِسْلامِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

"যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে আহুত হয়েও আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে তার অপেক্ষা অধিক যালিম আর কে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (সূরা সাফ্ফ ৭)

সম্মানিত পাঠক লক্ষ্য করুন, তিনি للذکر শব্দের অর্থ লিখেছেন হিফ্য করার জন্য। আর مذکر অর্থ লিখেছেন হিফ্য করতে প্রস্তুত ব্যক্তি। অথচ আরবী অভিধান অনুযায়ী للذکر অর্থ উপদেশ, উল্লেখ, স্মরণ ও বুঝার জন্য। مذکر অর্থ হল উপদেশ গ্রহণকারী বা উপদেশ স্মরণকারী। অতএব উক্ত আয়াতের প্রকৃত অর্থ হলো : আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি (ঘটনা ও কাহিনী বর্ণনা করে) যাতে করে লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করতে

www.pathagar.com

পারে (এবং কুফর ও শির্ক, মনমগজ থেকে বের করে দিয়ে ঈমানী জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়)। অতএব উক্ত (ঘটনাবলী ও কাহিনী থেকে) নির্দেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি?

সম্মানিত পাঠক! আয়াতের অনুবাদে বন্ধনীর মধ্যে সব ঘটনা এবং কাহিনী দেখে হয়তো ভাবতে পারেন এ সব আবার কি? আপনাদের নিকট অনুরোধ সূরা কামার অর্থ সহকারে একটু পড়ে দেখুন এবং সূরাটির প্রথমে যেসব কাফির কোন অবস্থাতেই সোজা পথে আসার মত নয়, এ কথা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। তাদের সম্মুখে পূর্ববর্তী নাবীগণের কয়েকটি ঘটনা বা ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি 'শাক্কে কামার' বা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও তাদের জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন হয়নি। অথচ এই ঘটনা বা কাহিনী দ্বারা উপদেশ গ্রহণ ও সাবধান হওয়া উদ্দেশ্য ছিল।

অতঃপর নূহ, আদ, সামূদ, লূত জাতি এবং ফিরআউনের বংশধরদের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করতঃ বলা হয়েছে যে, এসব জাতি আল্লাহ প্রেরিত নাবী ও রসূলদের কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অমান্য করার কারণে ভয়াবহ পরিণতি ও কষ্টদায়ক আযাবের শিকার হয়েছিল। একেকটি জাতির কাহিনী বর্ণনা করার পর ৫ বার এ কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, কুরআনকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্য সহজ করা হয়েছে। কেউ এ কথা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতঃ সঠিক পথে চললে সে আল্লাহ্র 'আযাব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে। প্রত্যেক আলিম আল্লাহ্র উদ্দেশ্য মোতাবেক উক্ত আয়াতের তরজমা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ এখানে আশরাফ আলী থানবীর অনুবাদ উল্লেখ করব। তিনি ছিলেন সাম্প্রতিককালের বিখ্যাত আলিম, যার 'ইল্মের প্রশংসা তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা মৌঃ ইলিয়াস সাহেব তার মলফুজাতে করেছেন। ৫৬ নং মালফুজাতে তিনি বলেন, থানবী (রহ.) বহু বড় কাজ করে গিয়েছেন। আমার অন্তর চায় তা'লীম হবে তাঁর, আর তাবলীগের তরীকা হবে আমার। এভাবে তাঁর তা'লীম যেন সাধারণ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং লক্ষ্য করুন, শায়খ সাহেব যে তরজমা করেছেন তা থানবীর সঙ্গে মিলে কি না।

www.pathagar.com

* 'আমরা কুরআনকে নাসীহাত লাভ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি'?

* শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী আয়াতের অর্থ লিখেছেন– 'আমরা কুরআনকে বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব চিন্তা করার কেউ আছে কি'?

* উর্দু ভাষায় কুরআনের প্রসিদ্ধ তরজমাকারী শাহ্ আবদুল কাদির দেহলভী (রহ.) বলেন– 'আমরা কুরআন বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি, কেউ চিন্তা করার আছে কি'?

* খ্যাতনামা আলিম ও সর্বজননন্দিত মুহাদ্দিস ভারতগুরু শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) বলেছেন ঃ 'আমরা কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করেছি, কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি'?

* বিশ্বনন্দিত মুফাস্সিরে কুরআন আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ.) করেছেন : 'কুরআনকে আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি'? (ইবনু কাসীর ১৭ খণ্ড, ১৮৯ পৃঃ)

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত কুরআনে ঐ একই অর্থ করা হয়েছে।

মোটকথা গোটা আলিম ও মুফাস্সির সমাজ সূরার বিষয়বস্তু ও পটভূমি অনুযায়ী অর্থ ও তাৎপর্য উল্লেখ করেছেন। শুধুমাত্র শায়খ যাকারিয়া (রহ.) সাহেব সমস্ত আলিম থেকে ভিন্নতর এবং সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অর্থ বর্ণনা করেছেন। এমন অর্থ ও তাৎপর্য সূরার বিষয়বস্তু ও শানে নুযূলের সাথে কখনও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পরিশেষে তাবলীগী মুরুব্বীদের কাছে অনুরোধ- এসব বিকৃত অর্থ পরিহার করে তাবলীগী নিসাবকে পুনরায় কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের আলোকে ঢেলে সাজান এবং বিশ্বের সরলমনা মুসলিমদের বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সুমতি দান করুন।

ফেরেশতারাও কি ভুল করে?

সলাতের ফাযীলাত বর্ণনা করতে গিয়ে জনাব শায়খুল হাদীস সাহেব লিখেছেন– "হযরত উম্মু কুলছুমের স্বামী আবদুর রহমান অসুস্থ ছিলেন।

www.pathagar.com

একবার তিনি এমন অচেতন অবস্থায় পতিত হলেন যে, সকলেই তাঁহাকে মৃত বলে সাব্যস্ত করিল। উম্মু কুলসুম তাড়াতাড়ি নামাযে দাঁড়াইলেন। নামায শেষ করিবা মাত্র আবদুর রহমান জ্ঞান লাভ করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অবস্থা কি মৃত্যুর অনুরূপ হইয়াছিল? লোকজন বলিল, জী হ্যাঁ। তখন তিনি বলিলেন, আমি দেখিলাম, দু'জন ফেরেশতা এসে বলিল, চল আল্লাহ্‌র দরবারে তোমার ফায়ছালা হবে। এই বলে তারা আমাকে নিয়া যাইতে উদ্যত হইল। ইত্যবসরে তৃতীয় এক ফেরেশতা আসিয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিয়া বলিল, তোমরা চলিয়া যাও ইনি এমন এক ব্যক্তি যিনি মাতৃগর্ভেই সৌভাগ্যবান বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ আরও কিছুদিন তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের সুযোগ পাইবে। তারপর তিনি আর একমাস জীবিত ছিলেন।"

(ফাজায়েলে নামায ৫৫ পৃঃ)

শায়খ সাহেব উক্ত ঘটনা উল্লেখ করার আগে বা পরে লিখেননি যে তিনি তা কোত্থেকে সংকলন করেছেন। হতে পারে তাঁর এলাকার কোন এক উম্মু কুলসুম এবং তার স্বামীর কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আর এ রকম কারো কাহিনী লেখার জন্য যেমনিভাবে তার সনদ (রেফারেন্স) গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, তেমনিভাবে তাদের নামের শেষে (রাযি.) কিংবা (রহ.) লেখার প্রয়োজনও হয় না। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ও তাঁর স্বামীই যদি হয়ে থাকেন উক্ত বর্ণনার দম্পতি, তাহলে তাদের নামের শেষে (রাযি.) লেখা প্রয়োজন ছিল। ভুলটা মূল লেখকের নাও হতে পারে, অনুবাদকের নতুবা মুদ্রণগত। যা হোক এসব ত্রুটির কথা উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও হাদীসের আলোকে যা ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মুহতারাম উক্ত ঘটনার মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন- শুধু মানুষই ভুল করে না বরং ফেরেশতা এবং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও ভুলের উর্ধ্বে নন (নাউযুবিল্লাহ)। নইলে শায়খের দ্বারা এমন বর্ণনা কিভাবে লিখা সম্ভব হল যে, দু'জন ফেরেশতা যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জান কবযা করার জন্য উদ্যত হলেন তখন অপর ফেরেশতা এসে বাধা প্রদান করে তাকে মৃত্যু থেকে একমাসের জন্য অব্যাহতি দিতে পারলেন। ঘটনা থেকে কি প্রমাণিত হয়

www.pathagar.com

না যে, প্রথম দু'জন ফেরেশতা ভুল করে এসেছিলেন? তাহলে ব্যাপারটি কি আল্লাহ্ তা'আলার অগোচরেই ঘটেছিল? নাকি আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে ভুল করে পাঠিয়ে অন্য ফেরেশতা দিয়ে পরে সংশোধন করলেন? আর মালাকুল মউত ('আ.)-ই বা তখন ছিলেন কোথায়? শায়খ সাহেব জীবিত থাকলে এসব প্রশ্নের কি জবাব দিতেন? এ ধরনের ভুল-ত্রুটি কি তাবলীগী জামা'আতের সাল (বছর) লাগানো আলিমদের নজরে পড়ে না? পড়ে থাকলে ওনারা সংশোধন করছেন না কেন? নাকি ওনারাও শাইখুল হাদীস সাহেবের সাথে একমত যে, ফেরেশতা এবং আল্লাহ্ তা'আলাও ভুলের উর্ধ্বে নন (মায়াজ আল্লাহ্, এটাতো শীয়া মাযহাবের ভ্রান্ত আক্বীদা) তাঁরাও ভুল-ত্রুটি করতে পারেন? আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে। এমনকি ফেরেশতারাও ভুল করতে পারে না। সত্যিকারের মুসলিমরা এ আক্বীদাই পোষণ করে।

ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা কখনো তাঁর নাফরমানী করেন না। নিজেদের খেয়াল-খুশি মত কোন কাজ করেন না। সেই শক্তি-সামর্থ্য তাদেরকে দেয়া হয়নি। তাদের মধ্যে যাদেরকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন জনম জনম ধরে তারা সেই কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে দক্ষ এবং বিশেষজ্ঞ। প্রতি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার যোগ্যতা মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দিয়েছেন । সুতরাং তাদের কাজে ভুল বা দোষ-ত্রুটির সম্ভাবনা একেবারেই নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যে নির্দেশ দেন তারা শুধু তা-ই পালন করেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

"আল্লাহ্ তাদেরকে (ফেরেশতাদেরকে) যে আদেশ করেন, তারা কখনও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন না, বরং তাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তারা শুধু তা-ই পালন করেন।" (সূরা তাহরীম ৬)

কেউ হয়ত ভাবতে পারেন যে, স্ত্রীর (উম্মু কুলসুমের) সলাতের ফাযীলাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার স্বামীর হায়াত এক মাস বাড়িয়ে দিয়েছেন। যদি কেউ এ ধরনের অবান্তর বিশ্বাস পোষণ করেন, তাহলে তা হবে আক্বীদাগত চরম ভুল এবং অবধারিতভাবে কুফর। কারো 'ইবাদাত ও

www.pathagar.com

দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কারো বিপদাপদ দূর করে দেন বটে, কিন্তু হায়াত বৃদ্ধি করে দেন না। কারণ আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্ব নির্ধারণকৃত সময়সীমার মধ্যেই সকল প্রাণীর মৃত্যু ঘটান।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ﴾

"সকল জাতির জন্য রয়েছে সুনির্দিষ্ট জীবনকাল। যখন তাদের সে নির্ধারিত সময় উপস্থিত হবে, তখন তারা সে সময়কে এক মুহূর্তের জন্যও আগে পিছে করতে পারবে না।" (সূরা আল-আ'রাফ-৩৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ كِتَاباً مُؤَجَّلاً﴾

"আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত কারও মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু তার মেয়াদ অবধারিত।" (সূরা আল-ইমরান ১৪৫)

এবার সম্মানিত পাঠকবৃন্দ বলুন, কুরআনের এসব আয়াতের সাথে তাবলীগে নিসাব গ্রন্থকার সাহেবের বক্তব্য সাংঘর্ষিক কি না। সলাতে ফাযীলাত বর্ণনা করার জন্য কি কুরআন ও সহীহ হাদীসের বক্তব্যের অভাব রয়েছে যে, তাঁর জন্য মিথ্যা বানোয়াট আজগুবি কিস্‌সা কাহিনীর আশ্রয় নিতে হবে?

ফেরেশতাগণের প্রতি অজ্ঞতার অপবাদ

শায়খ সাহেব সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি যিক্‌রে খফীর বয়ান করতে গিয়ে লিখেছেন :

"আম্মাজান আয়েশা হুজুরে পাক (ছঃ) এর এরশাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে, জিকরে খফি যাহা ফেরেশতারাও শুনিতে পায় না, তাহা সত্তর গুণ বর্দ্ধিত হইয়া যায়। কেয়ামতের দিবস সমস্ত হিসাব নিকাশ যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন আল্লাহ পাক বলিবেন, অমুক বান্দার কোন আমল বাকী রহিয়াছে কি? তখন কেরামুন-কাতেবীন বলিলেন, আমাদের লিখিত সমস্ত

www.pathagar.com

আমলই আমরা পেশ করিয়াছি। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমার নিকট তাহার এমন আমল রহিয়াছে যাহা তোমাদের জানা নাই। উহা হইল "জেকেরে খফী" অন্য রেওয়ায়েতে আছে, যেই জিকির ফেরেশতাগণ শুনিতে পায় উহা জিকরে জলীর উপর সত্তর গুণ বেশী ফজীলত রাখে। কবি বলিলেন :

میان عاشق ومعشوق رمزاست + کراما کاتبین را ہم خبر نیست

অর্থাৎ "প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে এমন সব রহস্য রহিয়াছে যাহা ফেরেশতাগণও জানিতে পারে না।"

(তাবলীগী নিসাব, ফাজায়েলে জিকির ৩০৫ পৃঃ)

লক্ষ্য করুন, কবিতায় যে প্রেমিক-প্রেমিকার কথা বলা হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র শানে ব্যবহৃত হতে পারে না, কারণ আল্লাহ পুরুষ নন এবং স্ত্রীও নন। তিনি প্রেমিক-প্রেমিকা হবেন কিভাবে? আল্লাহ্‌র শানে স্ত্রী বা পুংলিঙ্গসূচক শব্দ ব্যবহার কি অজ্ঞতা ও বাতিল আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ নয়? আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার মুহাব্বাত হতে পরে কিন্তু ইশ্‌ক হতে পারে না। কারণ ইশ্‌কের মধ্যে পাগলামী আছে যা সৃষ্টি বা মাখলুকের সঙ্গে চলে। খালিক অর্থাৎ স্রষ্টার সাথে ইশ্‌ক চলে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা কিরামান কাতিবীন (সম্মানিত লেখকদ্বয়) সম্পর্কে কুরআন কারীমে ইরশাদ করেন :

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَاماً كَاتِبِينَ، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾

"আর অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছে। তারা এমন 'আমাল লেখক, যারা তোমাদের প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে জানে যা তোমরা কর।" (সূরা ইনফিতার ১০-১২)

অন্যত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

﴿وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾

www.pathagar.com

"আর তারা বলবে, আফসোস (আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য) এটা কেমন 'আমালনামা এতে ছোট (খফী) বড় কোন গুনাহ্ই লিপিবদ্ধ করা ব্যতীত ছেড়ে দেয়া হয়নি? যা কিছু তারা করেছে, তার সবকিছুই তারা লিখিত আকারে উপস্থিত পাবে। আপনার রব, কারো উপর যুলুম করেন না।"

(সূরা কাহফ ঃ ৪৯)

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, বান্দা যেসব 'আমাল করে কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদ্বয় তা সবই জানেন। আর শায়খ সাহেব সনদবিহীন হাদীস আর ফারসী কবিতা বর্ণনার ভিত্তিতে বলেছেন, 'যিক্‌রে খফী' নাকি ফেরেশতারা জানে না। পরবর্তী আয়াতেও বান্দাগণ স্বীকার করবে যে, তাদের 'আমালনামায় ছোট-বড় কিছুই বাদ পড়েনি, সবই তাতে আছে। এখন সম্মানিত পাঠকবর্গই বলুন, আমরা প্রমাণবিহীন শাইখুল হাদীসের কথা বিশ্বাস করব, নাকি আল্লাহ্‌র বাণী কুরআনের কথা বিশ্বাস করব?

শাইখ সাহেব কি আল্লাহ তা'আলাকে এমন ঘুষখোর মানুষের মত মনে করেছেন, যিনি ঘুষ খেয়ে অন্য অযোগ্য লোককে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দান করেন, যে তার কাজ সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল নয় আর এমন অযোগ্য ও কর্মজ্ঞানসম্পন্ন ফেরেশতা নিয়োগের কারণে নিয়োগকর্তা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার অযোগ্যতা ও দুর্বলতা কি প্রমাণ করে না? যা কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না, এসব কথা লেখার আগে উল্লিখিত আয়াতগুলোর কথা কি শায়খ সাহেবের একবারও মনে পড়েনি? কিতাবখানি প্রকাশের পর তাবলীগী জামা'আতের কোন আমীরের নযরে পড়েনি? তাহলে একমাত্র এ কিতাব তাঁরা কেমন পড়া পড়েন? নাকি গোড়ামীর কারণে তা সংশোধন করতে পারেননি? তা আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

শাইখুল হাদীসের মতে শুধু যিক্‌রে খফীই 'আমালনামা থেকে বাদ পড়ে না বরং আরো বড় নেকীও বাদ পড়ে যায়। ফাজায়েলে দরূদ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত কাহিনীটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ । তিনি জাদুর সায়ীদ গ্রন্থের বরাত দিয়ে লিখেছেন- "কেয়ামতের দিবস কোন মোমেন বান্দার

www.pathagar.com

নেকী যখন কম হইয়া যাইবে তখন হুজুরে পাক ﷺ আঙ্গুলের মাথা বরাবর একটা কাগজের টুকরা মীজানের পাল্লায় রাখিয়া দিবেন যার দরুণ তাহার নেকীর পাল্লা ভারী হইয়া যাইবে। সেই মোমেন বান্দা বলিয়া উঠিবে আপনি কে? আপনার ছুরত কতই না সুন্দর ! তিনি বলিবেন আমি হইলাম তোমার নবী এবং ইহা হইল আমার উপর পড়া তোমার দরূদ শরীফ। তোমার প্রয়োজনের সময় আমি উহা আদায় করিয়া দিলাম।"

(তাবলীগী নিসাব- ফাজায়েলে দরূদ ৩৪)

প্রথম ঘটনাটি ঘটেছিল আল্লাহ্র সাথে, আর এ ঘটনা ঘটেছে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে। তাহলে রসূল ﷺ বলেন, আমি হলাম তোমার নাবী, আর এটা (কাগজের টুকরা দেখিয়ে) হলো তোমার পঠিত দরূদ। তোমার প্রয়োজনের সময় সেটা প্রদান করলাম।

আমরাতো জানি দরূদসহ সকল 'ইবাদতের সওয়াব 'আমালনামায় (একটি কিতাবে) সংরক্ষিত থাকে (এবং গ্রীবালগ্ন হয়ে 'আমালকারীর সঙ্গে থাকে) কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পঠিত দরূদ 'আমালনামায় পাওয়া গেল না তা পাওয়া গেল রসূল ﷺ-এর হাতে। এটা রসূল ﷺ হাতে পৌছাল কি করে? 'আমালনামা তো ফেরেশতা সংরক্ষণ করেন, নাবীরা নয়। শায়খ সাহেব কি বলবেন? এটাও যিক্‌রে খফী যা ফেরেশতাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ হওয়া থেকে বাদ পড়ে গেল? আরও বিস্ময়কর কথা হল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একজন মু'মিন হওয়ার পরও সে নাবীকে চিনতে পারেনি। অথচ হাদীস থেকে জানা যায় মু'মিনরা ক্ববরেই সওয়াল-জওয়াবের সময় নাবীকে চিনে ফেলবেন। অতএব জনাবের এ সকল বর্ণনাই প্রমাণ করে যে, ফেরেশতাদের প্রতি তার ঈমান ভেজালমুক্ত নয়।

اختلاف امتي رحمة

"উম্মাতের মতবিরোধ রহমত"

যঈফ ও জাল হাদীস ঃ ১/১০৬ পৃঃ, হাঃ ৫৭।

শাইখ সাহেব তার ফাজায়েলে তাবলীগে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। 'আলিমদের মতবিরোধ রহমত স্বরূপ' এছাড়া এ বিষয়ে

www.pathagar.com

তিনি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন উল্লিখিত জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে। এবার লক্ষ্য করুন, হাদীসটি কতটুকু সত্য।

আল্লামা আলবানী (রহ.) বলেন, এর কোন ভিত্তি নেই এবং এই হাদীস নিজের অর্থের দিক থেকে সত্যপন্থী আলিমদের নিকট গ্রহণের অযোগ্য। ইবনু হাযাম এটাকে নিতান্তই বাজে কথা বলে ঘোষণা করেছেন। মানাবী সুবকীর উদ্ধৃতিতে বলেছেন, এহাদীসটি মুহাদ্দিসগণের নিকট পরিচিত নয়, এটির কোন সহীহ্, দুর্বল এমনকি জাল সনদ সম্পর্কেও অবহিত হতে পারিনি। (যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ঃ ১ম খণ্ড, ১০৬ পৃঃ)

মহান আল্লাহ্ মতবিরোধ করতে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেন :

﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

"নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ করো না করলে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা পয়দা হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে অর্থাৎ তোমাদের শক্তি হারিয়ে যাবে।" (সূরা আনফাল ৪৬)

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾

"তোমার পালনকর্তা যাদেরকে অনুগ্রহ করেন তারা ব্যতীত অন্যরা সর্বদাই মতভেদ করতে থাকবে।" (সূরা হূদ ১১৮-১১৯)

তোমার প্রতিপালক যাদেরকে অনুগ্রহ করেন তারা মতভেদ করে না, সুতরাং যারা বাতিলপন্থী তারাই মতভেদ করে। তবে কোন্ বিবেক বলে যে মতভেদ রহমত? অতএব সাব্যস্ত হল যে, এই হাদীস বিশুদ্ধ নয়, না সনদের (সূত্রের) দিক দিয়ে আর না মতন (শব্দের) এর দিক দিয়ে। এ দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, এই হাদীসকে সংশয়ের উৎস বানানো বৈধ নয়। তথাপিও শাইখুল হাদীস সাহেব এটাকে বৈধ করার জন্য যা লিখেছেন পাঠক তা লক্ষ্য করুন!

"এখানে একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, আলিমদের মতবিরোধই উম্মতের ধ্বংসের কারণ। ক্ষেত্র বিশেষে তাহা সত্য হইলেও ইহা ধ্রুব সত্য

www.pathagar.com

যে, আলেমদের এই মতবিরোধ কোন নতুন নয়। পঞ্চাশ বা শত বৎসরের নয় বরং হুজুরের জামানা হইতে উক্ত এখতেলাফ চলিয়া আসিয়াছে। একদিন হুজুর (ছঃ) স্বীয় পাদুকা মোবারক হজরত আবু হোরায়রাকে নিদর্শন স্বরূপ দান করিয়া এই বাণী ঘোষনা করিতে পাঠাইলেন, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়িবে সে নিশ্চয় বেহেশতে প্রবেশ করিবে। পথিমধ্যে হজরত ওমরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সব ঘটনা জিজ্ঞাসা করিলেন ও শুনিলেন। তবুও হজরত ওমর (রাঃ) আবু হোরায়রার বুকে উভয় হাত দ্বারা খুব জোরে ধাক্কা দিলেন এবং তিনি মাটিতে বসিয়া গেলেন। কিন্তু এতদসত্বেও হজরত ওমরের বিরুদ্ধে কোন পোষ্টার বা বিজ্ঞাপন ছাপানো হয় নাই বা প্রতিবাদ সভা করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাবও পাস হয় নাই। ছাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে এখতেলাফযুক্ত হাজার হাজার মাছায়েল রহিয়াছে। তদুপরি চারি ইমামের কাছে সম্ভবতঃ এমন কোন মাছআলা নাই যাহাতে কোন মতভেদ হয় নাই। চার রাকাত নামাজের মধ্যে নিয়ত হইতে আরম্ভ করিয়া ছালাম পর্যন্ত প্রায় দুইশত মাসায়েলের মধ্যে আমার ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে মতবিরোধ রহিয়াছে। তদুপরি কে জানে আরো কত এখতেলাফ রহিয়াছে, কিন্তু সাধারণতঃ রফে ইয়াদাইন (অর্থাৎ উভয় হাত উঠানো) ও জোরে আমীন বলা ইত্যাদি কয়েকটি মাছায়েল ব্যতীত অন্য কোন এখতেলাফ শুনাই-যায় না।

নাবীয়ে করীম (ছঃ) বলেন- অনুপযুক্ত লোক হইতে এলেম হাসেল করা উহাকে ধ্বংস করারই নামান্তর।

শেষে লিখেছেন : ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون

আল্লাহ পাক বলেন-যাহারা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে তাহারাই জালেম।" (ফাজায়েলে তাবলীগ ৩৬-৩৭ পৃঃ)

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন, একটি মনগড়া আরবী প্রবাদকে হাদীস বানানোর জন্য তিনি প্রাণপন চেষ্টা করেছেন। এমনকি তার জন্য সহাবায়ে কেরাম এবং আইম্মায়ে দীনের ও বর্তমান উলামায়ে কেরামের মতভেদকে একাকার করে দিয়েছেন। অথচ বিংশ শতাব্দীর হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেন : হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়, বরং তা বাতিল এবং তার কোন ভিত্তি নেই। আল্লামা সুবুকি বলেন : বরং তা বাতিল,

www.pathagar.com

আমি তার কোন ভিত্তি পাইনি- না সহীহ্, না যঈফ, না জাল। সহাবায়ে কেরামের মতভেদ সম্পর্কে আল্লামা আলবানী (রহ.) বলেন :

اختلاف اصحابي لكم رحمة

"আমার সহাবাদের মতভেদ তোমাদের জন্য রহমত।"

اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم

"আমার সহাবাগণ তারকারাজির ন্যায় তাদের যাকেই অনুসরণ করবে হিদায়াত পেয়ে যাবে।" এই দু'টি বাক্যই বিশুদ্ধ নয়, প্রথমটি মারাত্মক দুর্বল, আর দ্বিতীয়টি জাল। আমি সব কয়টিকে سلسلة احاديث الضعيفة والموضوعة গ্রন্থের ৫৮-৫৯, ৬১ নম্বরে যাচাই করে দেখেছি।

(সিফাতুস সালাতুন্নাবী (সাঃ) ৪১ পৃষ্ঠা)

এবার লক্ষ্য করুন! সহাবাদের মধ্যে যে মতভেদ ছিল ও চার ইমামের মতভেদ সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন উপরের রেখা যুক্ত অংশে, তিনি পরবর্তী যুগের আলিমদের মতবিরোধকে উম্মাতের ধ্বংসের কারণ স্বীকার করেও সহাবায়ে কেরামদের সঙ্গে তাদের তুলনা করতে চেয়েছেন। অথচ তাদের ইখতিলাফ এবং আয়িম্মা কেরামের ইখতিলাফের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে যা দু'টি বিষয়ের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায়। এক- মতপার্থক্যের কারণ, দুই- তার প্রতিক্রিয়া। সহাবাদের মধ্যকার মতভেদ ছিল অনিবার্য কারণ সাপেক্ষে, যা তাদের বুঝের বেলায় স্বভাবগতভাবেই সংঘটিত হয়েছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে নয়। এর সাথে আরো কিছু বিষয় যোগ হবে যা তাঁদের যুগে মতবিরোধকে অপরিহার্য করেছিল যা তৎপরবর্তীকালে দূর হয়ে যায়– (দেখুন- শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের ইক্বদুল জীদ ফী আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত্তাক্বলীদ)। আর এটি এমন মতানৈক্য যা থেকে সম্পূর্ণ নিস্কৃতি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। উপরোক্ত আয়াত বা তার সমর্থবোধক আয়াতসমূহের নিন্দাও তাদেরকে পাবে না। কেননা এক্ষেত্রে জবাবদিহিতার শর্ত বিদ্যমান নেই। আর তা হচ্ছে ইচ্ছা বা পীড়াপিড়ি করে অটল থাকা। (যা পরবর্তী মাযহাবী মুকাল্লিদদের নীতি) কিন্তু বর্তমান যুগের অন্ধ অনুসরণকারীদের মধ্যকার মতভেদ এমন পর্যায়ের যাতে

www.pathagar.com

সাধারণত কোন ওযর নেই। কেননা তাদের কারো নিকট কখনও কুরআন হাদীসের এমন দলীল প্রকাশিত হয় যা সাধারণত তিনি যে মাযহাবের অনুসরণ করেন না তার সমর্থন করে তখন তিনি শুধু এজন্যই তা পরিত্যাগ করেন যে, এটি তার মাযহাবের বিপরীত, অন্য কোন কারণে নয়। যার পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, মাযহাবটাই তার কাছে যেন আসল অথবা এটাই সেই দ্বীন যা নিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ আগমন করেছেন, অন্য মাযহাব হচ্ছে ভিন্ন আর এক ধর্ম যা রহিত হয়ে গেছে।

পাঠক লক্ষ্য করুন, উল্লিখিত অবস্থা কি বর্তমান আলিমদের ও ফিরকাবন্দী মাযহাবের নয়? সহাবাদের মতভেদ তো শেষ হয়ে যেত যখন তাদের সামনে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস পেশ করা হত। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً﴾

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতকে বিশ্বাস কর, তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রসূলের এবং তাদের, যারা তোমাদের 'উলিল 'আম্‌র' বা দায়িত্বশীল, কোন বিষয় তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা উপস্থাপিত কর আল্লাহ ও রসূলের নিকট যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমানদার হয়ে থাক। তা-ই উত্তম এবং পরিণামের দিক দিয়ে ভাল।" (সূরা নিসা ৫৯)

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, মতভেদের ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস পেলে সেই দিকে গিয়ে মতভেদ শেষ করতে হবে। তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আমাদের নিকট আছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি হাদীস নিসাবের লেখক শাইখুল হাদীস সাহেবের গ্রন্থ হিকায়াতে সহাবা থেকে পেশ করা হল। আল্লাহ্র রসূল ﷺ ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে যে কয়টি বড় ইখতিলাফ দেখা গিয়েছিল সহাবাগণ হাদীস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে আর মতভেদ বিদ্যমান ছিল না। দেখুন- আল্লাহ্র রসূল ইন্তিকাল হলে 'উমার (ﷺ) আত্মভোলা হয়ে ধৈর্যচ্যুত হয়ে যান। তিনি নাবী ﷺ-এর মুহাব্বাতে পেরেশান অবস্থায় উন্মুক্ত তরবারি হাতে ঘরের বাইরে এসে ঘোষণা করলেন, যে বলে আমার নাবীর ইন্তিকাল হয়েছে, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিব। তখন আবূ বাক্র (ﷺ) রসূলের কপালে চুমু দিলেন এবং খুৎবায় সকলকে সম্বোধন করে বললেন :

'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ -এর ইবাদত বা পূজা করতে চায় সে জেনে রাখুক, রসূলের ইন্তিকাল হয়ে গেছে। আর যে আল্লাহ তা'আলার 'ইবাদাত বা পূজা করতে চায় সে যেন জেনে নেয় যে, তিনি চিরন্তন ও অমর'। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন :

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ﴾

"মুহাম্মাদ ﷺ শুধুমাত্র একজন রসূল। তাঁর আগে আরো রসূলগণ অতীত হয়েছেন। অতএব তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে তোমরা কি পিছনে ফিরে যাবে? হ্যাঁ তোমরা যদি পশ্চাতে ফিরে যাও তবে আল্লাহ তা'আলার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞগনকে যথোপযুক্ত প্রতিদান দিবেন।" (আলে ইমরান ১৪৪)

এছাড়া রসূলের ইন্তিকালের পর তার দাফন কোথায় হবে তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে হাদীস শুনানো হল, নাবী যেখানে ইন্তিকাল করেন সেখানেই তাঁর ক্ববর হয়। ফাতেমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মিরাস দাবী করলে তাকে আবু বকর (ﷺ) রসূলের হাদীস শুনিয়ে দিলেন। নাবীদের কোন উত্তরাধিকারী নেই। তাদের ত্যাজ্য সম্পত্তি সদাকার মাল হিসাবে গণ্য। হাদীস শুনে নাবী দুহিতা চুপ হয়ে গেলেন। খিলাফত নিয়ে যখন মতভেদ দেখা দিল তখন সিদ্দীকে আকবর হাদীস শুনালেন- الأئمة من القريش। অর্থাৎ খলীফা শুধু কুরায়শদের মধ্যে হতে হবে। বুঝা গেল কুরআন হাদীস শুনলে সহাবাদের মধ্যে আর কোন মতভেদ স্থান পেত না। এখন প্রশ্ন উঠে যে,

www.pathagar.com

শায়খ সাহেব লিখেছেন, চার ইমামের মধ্যে এমন কোন মাসআলা ছিল না যাতে মতভেদ ছিল না। তার নজরে নাকি চার রাক'আত সলাতে ২০০ মাসায়েলের মধ্যে ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে। আমি বলব, আপনারা যদি সহাবা ও ইমামগণের অনুসৃত নীতি অবলম্বন করতেন, তাহলে মনে হয় কোন ইখতিলাফ থাকত না। যেমন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছেন :

إذا صح الحديث فهو مذهبي

হাদীস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে ওটাই আমার মাযহাব বলে পরিগণিত হবে। (ইবনু আবিদীন-এর হাসিয়া ১ম খণ্ড, ৬৩ পৃঃ)

ইবনুল আবিদীন ইবনুল হুমামের উস্তায ইবনুশ শাহনা আল-কাবীরের شرح الهداية থেকে উদ্ধৃত করেন :

إذا صح الحديث وكان على المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلدين عن كونه حنفيا بالعمل به صح عن أبي حنيفة إنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد حكى ذلك الإمام أبي عبد البر عن أبي حنيفة الائمة–

অর্থ ঃ যখন হাদীস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হয়ে যাবে আর তা মাযহাবের বিপক্ষে থাকবে, তখন হাদীসের উপরেই 'আমাল করা উচিত হবে এবং এটাই তার ইমামের মাযহাব বলে বিবেচিত হবে। উক্ত হাদীসের উপর 'আমাল করাটা তাকে হানাফী মাযহাব থেকে বহিষ্কার করবে না। কেননা বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা থেকে এসেছে যে, হাদীস বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এটাই আমার অনুসৃত পথ বলে জানতে হবে। এ কথা ইমাম ইবনু আবদুল বার ইমাম আবূ হানীফা সহ অন্যান্য ইমাম থেকেও বর্ণনা করেন। (সিফাতুস সলাত পৃঃ ২৪)

সম্মানিত পাঠক! ভেবে দেখুন, তাবলীগী ভাইয়েরা যদি এ নীতি অবলম্বন করেন, তাহলে কি আর মতভেদ থাকে? যেখানে আল্লাহ বার বার কুরআনে মতভেদ করতে নিষেধ করলেন :

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾

www.pathagar.com

"তোমরা সকলে মিলে একত্রিতভাবে আল্লাহ্র দ্বীনকে মজবুত করে ধর এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না।" (সূরা আল-ইমরান ১০৩)

এখনও কি ইখতিলাফকে তাবলীগী ভাইয়েরা রহমত মনে করবেন? প্রশ্ন জাগে ইখতিলাফ যদি রহমত হয়, তাহলে ইত্তিহাদ (ঐক্যবদ্ধ) হওয়াটা কি 'আযাব হবে? তাহলে কি আযাব দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে বললেন? পরিশেষে বলতে চাই কুরআন ও সহীহ হাদীস মেনে চলুন, গোঁড়ামী ছাড়ুন, তাহলে সলাতে ২০০ জায়গায় আর মতবিরোধ দেখা দিবে না।

হাদীস বর্ণনায় ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আন্হু)-এর সতর্কতা

"শাইখুল হাদীস সাহেব তার স্বীয় গ্রন্থ হিকায়াতে সহাবা নামক প্রবন্ধের ৬৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ "আবূ মুছা আশআরী (রাঃ) বলেন, আমরা যখন ইয়ামন হইতে মদীনায় আগমন করি তখন দীর্ঘ দিন যাবত এবনে মাছউদ (রাঃ)-কে আমরা হুজুরে পাক (ছঃ) এর পরিবারভুক্ত লোক মনে করিতে থাকি। যেহেতু তিনি এবং তাঁহার মামা আপন ঘরের মতই হুজুর (ছঃ) এর ঘরে বেশী বেশী যাতায়াত করিতেন। (বোখারী) আবু ওমর শায়বানী (রাঃ) বলেন, হুজুর (ছঃ)-এর সঙ্গে এতবড় সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমি দীর্ঘ এক বৎসর যাবত এবনে মাছউদ (রাঃ) এর খেদমতে থাকিয়াও কোন দিন নাবীয়ে করীম (ছঃ) বলিয়াছেন এইরূপ উক্তি শুনি নাই। তবে কখনও যদি সেইরূপ বলিয়া ফেলিতেন তাহা হইলে তাঁহার শরীরে কম্পন আসিয়া যাইত। আমর বিন মায়মুন (রাঃ) বলেন, আমি এক বৎসর যাবত প্রতি বৃহস্পতিবার তাঁহার খেদমতে হাজির হইতাম। এই দীর্ঘ দিনের মধ্যে কখনও "হুজুর বলিয়াছেন" এইরূপ উক্তি করেন নাই। হ্যাঁ, একবার তিনি বলিয়া ফেলিলেন, "নবীজী ইহা এরশাদ করিয়াছেন" এই কথা বলা মাত্র তাঁহার শরীরে কম্পন আসিয়া গেল, চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গেল, কপালে ঘাম দেখা দিল, শিরাসমূহ ফুলিয়া উঠিল, আবার পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, ইনশাআল্লাহ হুজুর (ছঃ) এইরূপ বলিয়াছেন অথবা ইহার কাছাকাছি কিছু বলিয়াছেন অথবা ইহার চেয়ে কিছু কম বা বেশী বলিয়াছেন। (মসনদে আহমদ)

www.pathagar.com

হাদীছ বর্ণনায় ছাহাবাদের ইহাই ছিল নিদর্শন। কেননা হুজুর (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হইতে কোন মিথ্যা বর্ণনা করিবে সে যেন আপন ঠিকানা জাহান্নামে করিয়া লয়। এই ভয়েই ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) হুজুর (ছঃ) এর বর্ণিত আদেশ নিষেধ বর্ণনা করিতেন সত্য কিন্তু হুজুর (ছঃ) এইরূপ বলিয়াছেন, এই রকম স্পষ্ট ভাষা ব্যবহার করিতেন না। কেননা হয়ত অবাস্তব কোন কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িবে। এই অবস্থার সহিত আমরা নিজেদেরকে যেন একটু যাঁচাই করিয়া লই, কেননা হাদীছ বর্ণনা করা বহুত দায়িত্বের ব্যাপার। হানাফী মাজহাবের অধিকাংশ মাছায়েল আব্দুল্লাহ বিন মাছউদ (রাঃ) এর রেওয়ায়েত হইতেই সংগৃহীত।" (হিকায়াতে সহাবা ৬৫৭-৬৫৮)

হাদীস বর্ণনায় শাইখুল হাদীসের খিয়ানাত

পাঠক! একটু লক্ষ্য করলে আপনারাও বুঝতে সক্ষম হবেন, যিনি হাদীস বর্ণনা করতে আমাদের জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, তিনি হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে কিভাবে খিয়ানাত করেছেন। তাবলীগ জামা'আতের মধ্যে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস চলে। এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। কারণ আমি নিজে তাবলীগ জামা'আতের সঙ্গে বহু বৎসর কাজ করে পাকিস্তানের রায়বণ্ড মারকায থেকে তিন চিল্লা ও সালের জামা'আতের সাথে সময় দিয়েছি, বাংলাদেশে এসেও বহু দিন তাবলীগ জামা'আতে থেকে আমার অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়েছে, তারা শুধু যঈফ হাদীসই বর্ণনা করে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের জাহিল মুবাল্লিগগণ মুরুব্বীর কথাও হাদীস বলে চালিয়ে দেয়। আর কেনই বা দিবে না তাদের নিসাবের লেখক শাইখুল হাদীস সাহেবওতো মওযু বা জাল হাদীস গোপন করে হাদীস নামে চালিয়ে দিয়েছেন। তার স্বহস্তে লিখিত তাবলীগী নিসাবে তার অনেক প্রমাণ আমাদের নিকট আছে। নিম্নে তার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা পাঠকের সামনে তুলে ধরব- ইনশা আল্লাহ। তবে তার পূর্বে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা পাঠকদের জেনে রাখা দরকার বলে মনে করছি। পাঠক! পৃথিবী শ্রেষ্ঠ প্রথম সারির নির্ভরযোগ্য হাদীস বিশারদগণ

www.pathagar.com

বলেন যে, ফাযীলাতের জন্য হোক আর অন্য কোন বিষয় হোক কোন অবস্থাতেই যঈফ হাদীস 'আমালযোগ্য নয়। কারণ ফাযীলাতের দোহাই দিয়ে যঈফ হাদীস 'আমাল করতে গেলে মুসলিম সমাজে ফিতনা-ফাসাদের সৃষ্টি হবে। তাতে উপকারের চেয়ে অপকারের সম্ভাবনা অনেক বেশি। যঈফ হাদীসের উপর 'আমাল করা যাবে না, এ বিষয়ে যে সব হাদীসবিদ, মুহাদ্দিস মতামত পেশ করেছেন তারা হলেন, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন, ইমাম ইবনু আরাবী, ইমাম ইবনু হাযম, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ ও আল্লামা জালালউদ্দিন কাসেমী প্রমুখ হাদীসবিদ ইমাম। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ের একদল ফিকহ্বিদ যারা ফাযীলাতের ক্ষেত্রে যঈফ 'আমালের অনুমতি দিলেও নিম্নলিখিত শর্তারোপ করেছেন। যেমন- (১) যে সব যঈফ হাদীসের উপর 'আমাল করা হবে, তা যেন কোনমতেই আক্বীদা বা হুকুম সংক্রান্তনা হয়। যদি তা হয় তাহলে কোন ক্রমে যঈফ হাদীস 'আমাল করা যাবে না। (২) যদি কেউ নিতান্ত বাধ্য হয়ে যঈফ হাদীস 'আমাল করতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, ঐ 'আমালটা যেন কোন মতেই দেশ ও সমাজের প্রচলিত সহীহ হাদীসের 'আমালের বিরোধী না হয়। যদি হয় তাহলে 'আমাল করা যাবে না। (৩) উক্ত যঈফ হাদীসের সনদ বা সূত্র যেন অত্যন্ত দুর্বল না হয়। (৪) পরিশেষে যঈফ হাদীস 'আমালকারীকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, হাদীসটি যঈফ বা সন্দেহযুক্ত। আর অন্যের নিকট বলার সময় তা যঈফ হিসাবেই উল্লেখ করতে হবে। (ইমাম মহিউদ্দিন নাববীর সহীহ মুসলিমে শরাহ তাওজীহুন নজর কাওয়াছিদুত তাহাদীস)

এ প্রসঙ্গে সত্য সন্ধানীদের নিকট আমার প্রশ্ন হলো, বর্তমান তাবলীগী নিসাব প্রচারক মুবাল্লিগ ও মুরুব্বীগণ যারা ফাযীলাতের দোহাই দিয়ে হরহামেশা, যঈফ হাদীস বর্ণনা করেন, কিংবা যঈফ হাদীসের 'আমাল ছাড়তে রাযি থাকেন না তারা কি আদৌ ফিকহ্বিদদের উক্ত চারটি শর্তের তোয়াক্কা করেন? ঐ সমস্ত মুরুব্বীকে লক্ষ্য করে ইমাম মুসলিম বলেন ঃ যঈফ হাদীস বর্ণনা করার সময় যঈফ জানা সত্ত্বেও যারা মানুষের সামনে হাদীসের ত্রুটি তুলে ধরে না, তারা গুনাহ্গার হবে। আর সাধারণ মুসলিমদের নিকট প্রতারক বলে গণ্য হবে। (অথচ শাইখুল হাদীস যঈফ

www.pathagar.com

তো দূরের কথা মওযূ বানোয়াট হাদীস জেনেশুনে লিখে তরজমা করেননি) কারণ যারা যঈফ হাদীস শুনবে এবং সেগুলোর উপর 'আমাল করবে অথচ ঐসব হাদীস অধিকাংশ ভিত্তিহীন মিথ্যা বানোয়াট। ইমাম মুসলিম আরো বলেন যে, পৃথিবীতে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত অসংখ্য নির্ভুল সহীহ হাদীসের বিরাট ভাণ্ডার আমাদের সামনে বিদ্যমান থাকতে কোনক্রমেই যঈফ হাদীস গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে না। এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম বলেন, আমি মনে করি, যে সব লোক যঈফ হাদীস অখ্যাত সনদে বর্ণনা করেন বা তার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তাদের উদ্দেশ্য হল নিজেকে অপরের নিকট অধিক হাদীস বয়ানকারী হিসাবে জাহির করানো বা মানুষের বাহবা কুড়ানো। 'ইল্মে হাদীসের ক্ষেত্রে যারা এ নীতিতে পা বাড়ায় হাদীস শাস্ত্রে তাদের কোন স্থান নেই। বস্তুত এমন ব্যক্তি আলিম ও বক্তা (শাইখুল হাদীস) হিসাবে আখ্যায়িত না হয়ে বরং জাহিল মূর্খ হিসাবে আখ্যায়িত হবার যোগ্য। (সহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামা- ১ম খণ্ড, ৫০ পৃঃ, ই.ফা.বাং)

এখানে কোন কোন পাঠক হয়তো বলতে চাইবেন যে, যঈফ হাদীস যদি 'আমালযোগ্যই না হবে তাহলে হাদীসের কিতাবে লিখা হল কেন? এরূপ প্রশ্নের জওয়াব ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (রহ.) অত্যন্তজোরালো ভাষায় দিয়েছেন। তিনি বলেন, মুহাদ্দিসগণ অনেক সময় যঈফ রাবীদের বর্ণিত দুর্বল হাদীসকে সনাক্ত করার জন্য কিতাবে লিপিবদ্ধ করেন। ইমাম ইয়াহ্ইয়া ইবনু মুঈন বলেন, আমি যঈফ ও জাল হাদীস এজন্য লিপিবদ্ধ করি যাতে ভবিষ্যতে এগুলোকে কেউ পরিবর্তন করে সহীহ হাদীস বানাতে না পারে। (শরহ্ ইলালিত তিরমিযী ৮৪ পৃঃ, জামে তিরমিযী মুখবন্ধ ১ম খণ্ড ৬০ পৃঃ, অনুবাদ- আবদুন নূর সালাফী)

সম্মানিত পাঠক! উল্লিখিত দলীল মওজুদ থাকার পরও যেসব মুরুব্বী ও মুবাল্লিগ বলে থাকেন যে, হাদীস আবার যঈফ হয় নাকি? হাদীসতো হাদীসই তা আবার যঈফ হয় কি করে? আমি বলব, সত্যই বলেছেন হাদীস যঈফ হয় না বটে কিন্তু বর্ণনাকারী যঈফ বা দুর্বল হয় যার কারণে হাদীসটি যঈফ বলা হয় অন্যথা নাবী ﷺ'র কোন কথা দুর্বল নয়। এটা আমাদের ঈমান।

www.pathagar.com

কেননা আল্লাহ বলেন-

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾

"(রসূল) তাঁর ইচ্ছামত কিছুই বলেন না; কেবলমাত্র অতটুকু বলেন, যা তার নিকটে ওয়াহী হিসাবে প্রেরণ করা হয়।" (সূরা আন-নাজম ৩-৪)

পরিশেষে বলতে চাই, সহীহ হাদীসের ভাণ্ডার আপনাদের সামনে কি এতই সীমিত যে, 'আমালের জন্য আপনারা সহীহ হাদীস খুঁজে পান না? পৃথিবীতে এমন কোন 'আমালকারী আছেন কি যিনি আক্বীদা 'আমালে ও আখলাকে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস সব নিঃশেষ করে ফেলেছেন? ফলে বাধ্য হয়ে তাবলীগী নিসাব নাম পরিবর্তন করে আরবদের ভয়ে নামকরণ করা হয়েছে ফাযায়েলে আমল। যার মধ্যে যঈফ হাদীস ভরপুর। বিশ্বাস না হলে খবর নিয়ে দেখুন পৃথিবীর প্রায় অনেকগুলো ভাষায় ফাযায়েলে 'আমালের অনুবাদ হয়েছে কিন্তু আরবীতে হয়নি, কারণ যঈফ হাদীস আরবরা প্রত্যাখ্যান করে। তাইতো আরবদের জন্য তারা তাবলীগী নিসাব ধার্য করেছেন ইমাম নাববীর 'রিয়াদুস সালিহীন'। পাঠক মহোদয়, এবার লক্ষ্য করুন, তাবলীগী নিসাবের যঈফ জাল বর্ণনা এবং খিয়ানাত। হানাফী মাযহাবের দেওবন্দী সূফীদের স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস মুহাম্মাদ যাকারিয়া (১৮৯৮-১৯৮২ খৃঃ) তার স্বীয় গ্রন্থ ফাজায়েলে আমলের ফাজায়েলে জিকিরে গুনাহ বিধ্বংসকারী কোন দু'আ কুরআন ও সহীহ হাদীসে না পেয়ে অবশেষে মনের বাসনা পূর্ণ করার মানসে জাল হাদীসের আশ্রয় নিয়েছেন। নিম্নে হাদীসটির অনুবাদ উল্লেখ করা হল :

"হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বিষন্ন অবস্থায় একদিন হুজুরে পাক (ছঃ)-এর খেদমতে হাজির হইলেন। হুজুর (ছঃ) বলিলেন, আপনি বিষন্ন কেন? তিনি আরজ করিলেন, গতরাত্রে আমার চাচাত ভাই ইন্তেকাল করেন। হুজুর (ছঃ) বলেন, তাহাকে কি আপনি কালেমার তালক্বীন করিয়াছিলেন? আরজ করিলেন হ্যাঁ করিয়াছিলাম। হুজুর (ছঃ) বলেন, সে কি কালেমা পড়িয়াছিল? হজরত ছিদ্দীকে আকবর বলেন, পড়িয়াছিল। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, জান্নাত তাহার জন্য ওয়াজেব হইয়া গিয়াছে। হজরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন, হুজুর! জীবিতাবস্থায় এই কালেমা

www.pathagar.com

পড়িলে কি লাভ হইবে? হুজুর (ছঃ) দুইবার বলেন, ইহা গোনাহকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া দেয়।”

(তাবলীগী নিসাব, ফাজায়েলে জিকির- ৩৭৭ পৃঃ, হাঃ ৩২)

গ্রন্থকার উক্ত হাদীস সম্পর্কে মূল কিতাবে আরবীতে যে মন্তব্য পেশ করেছেন, তা নিম্নরূপ- হামাদান ইতিহাসে দায়লানী এ হাদীসটিকে বর্ণনা করেছেন। রাফিয়ী ইবনু নাজ্জার এমনি মুনতাখাবে এমনিভাবে কানজুল উম্মালে বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে জালালুদ্দীন সুয়ূতী জাইলুল লাআয়ীতে রিওয়ায়াত করেছেন এবং হাদীসের সনদ সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেছেন, হাদীসটির সমস্ত সনদই সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। হাদীসটির সমস্ত রাবীগণই মিথ্যাবাদী। অথচ শায়খ সাহেব বলেন, হাদীসটির ভাবার্থ রিওয়ায়াত মারফু হিসাবে বর্ণিত। তবে সমস্ত মুহাদ্দিসগণ হাদীসটিকে মওযু বা জাল বলেছেন, যেমন জাইলুল লাআয়ীতে জাল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থকার নিজের তথ্যের ভিত্তিতে হাদীসটিকে জাল প্রমাণ করেছেন।

তারপর হাদীসের মূল বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করলেও বুঝা যায় যে, বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়, নাবী ﷺ কখনও এমন কথা বলতেন না, যার দরুন লোকেরা অন্যায়ের প্রতি উৎসাহিত হতে পারে। এ বর্ণনার শেষ কথার দ্বারা পাপীরা আরো পাপ করার উৎসাহ পাবে। কারণ এ পাপ যতই হোক কালিমা পাঠ করলেই তো সব গুনাহই ধ্বংস হয়ে যাবে, সমস্যার তো কিছু নেই। শেষ জীবনে বেশি বেশি পরিমাণে কালিমা পড়ে গুনাহ মাফের ব্যবস্থা করা যাবে। সত্যি যদি এমন, হয় তাহলে সমাজের অবস্থা কি হবে? এছাড়া যুক্তির দিক থেকে জনাবের বর্ণিত হাদীসের শেষ বাক্যটা শুধু নও-মুসলিমদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। কারণ নাবী ﷺ বলেছেন, ইসলাম গ্রহণ ব্যক্তির পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্কে ধ্বংস করে দেয়। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেকার কোন গুনাহের জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে পাকড়াও করবেন না। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, যে আল্লাহর রাসূল আমরা জাহিলী যুগে যে সমস্ত (অন্যায়) কাজ করেছি সেজন্য কি পাকড়াও হবো? তিনি বলেন যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে ইসলাম

www.pathagar.com

গ্রহণ করার পর সৎকাজ করেছে তাকে জাহিলী যুগের কাজের জন্য পাকড়াও করা হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি (কপট মনে) ইসলাম গ্রহণ করার পর অসৎ কর্মে লিপ্ত হয়েছে তাকে আগের এবং পরের সব অন্যায় কাজের জন্য পাকড়াও করা হবে। (সহীহ মুসলিম প্রথম খণ্ড, ২১০ পৃঃ হা ; ২২৭)

খালিদ ইবনু ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করার পর বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার সময় বলেছিলাম, আল্লাহ্‌র পথে বাধা সৃষ্টি করে যত পাপ আমি অতীতে করেছি, তা ক্ষমার জন্য দু'আ করুন। উত্তরে রসূল ﷺ বলেছিলেন, ইসলাম অতীতের সকল গুনাহের খাতা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর কোন মুসলিম শারী'আতের হুকুম আহকামের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্বক পাপ ও অন্যায় কাজ অব্যাহত রেখে মাঝে মধ্যে শুধু 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' মন্ত্রের মত জপ করে সকল গুনাহ ধ্বংস করে তাওবাহ ব্যতীতই জান্নাতে চলে যাবে, তা কি করে সম্ভব? জান্নাত তো কারো মামা বাড়ীর বারান্দা নয় যে, তা ওয়ারিশী সূত্রে লাভ করা যাবে। গুনাহগার কোন মুসলিমের পাপরাশি ধ্বংসের জন্য তাওবার কোন বিকল্প নেই। কালিমার জপ নয় বরং তাওবাই পারে কোন মুসলিমের পাপরাশি ধ্বংস করে দিতে। মুসলিম ভ্রাতাগণ ভেবে দেখুন! উপরে বর্ণিত শায়খুল হাদীসের সতর্কবাণী এবং ইমাম মুসলিম সহ অন্যান্য মুহাদ্দিসীনে কেরামের বক্তব্য কি খোদ শাইখুল হাদীসের উপর বর্তায় না? আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলিম ভাইকে যেন জাল হাদীসের খপ্পর এবং তার পরিণতি থেকে হিফাযাত করেন।

অতঃপর শাইখুল হাদীস সাহেব লিখেছেন, হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ মাসায়েল 'আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ)-এর রিওয়ায়াত হতে সংগৃহীত। বিষয়টি বুঝতে হলে মাযহাব কি সে বিষয়টা জানা দরকার। এই বিষয়টা বিস্তারিত লিখতে গেলে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। তাই পাঠকের নিকট এ বান্দার লেখা **'মাযহাবের স্বরূপ'** বইটি পড়ার অনুরোধ রইল। তাছাড়া কিঞ্চিৎ হলেও এখানে মাযহাবের বিষয় ইঙ্গিত দেয়া হল। মাযহাব শব্দের অর্থ- বিশ্বাস, চলার পথ, মূলনীতি (মিসবাহুল লুগাত ২৬৮ পৃঃ, আল মুনজিদ আরবী, উর্দু- ৪১৮ পৃঃ) দ্বীন- আইন (লুগাতে কেশআরি ৪৪৮ পৃঃ) ধর্ম,

www.pathagar.com

বিশ্বাস অভিমত, দল (ফিরুযুল লুগাত ১০৬৮ পৃঃ) এক নজরে মাযহাবের শব্দগত অর্থ হল :

(১) মানুষের অভিমত, (২) বিশ্বাস, (৩) চলার পথ, (৪) মূলনীতি, (৫) আইন-কানুন, (৬) দল ও (৭) ধর্ম।

হাদীসেও মাযহাব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। হাদীসে মাযহাব শব্দটা পায়খানার অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

(আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, হাঃ ১; তিরমিযী ১ম খণ্ড, হাঃ ২১, ই.ফা.বাং)

মুসলিম যিনি তার মাযহাব ইসলাম, তার মাযহাবী বিশ্বাস ইসলাম, তার মাযহাবের মূলনীতি ইসলাম, তার আইন-কানুন মাযহাব- ইসলাম, তার দল জামাআতুল মুসলিমীন। আর এই মাযহাবে ইসলাম ১০০% পরিপূর্ণ। উল্লিখিত বক্তব্যের পক্ষে দলীল দেখুন- আলু ইমরান ১৯, ৮৩, ৮৫; মায়িদাহ ৩, আ'রাফ ৩, আশ্ শূরা ১৩ এবং সূরা হাজ্জ শেষ আয়াত।

যারা মাযহাব অর্থ অভিমত ও দল গ্রহণ করেছেন ওয়াহীর মানদণ্ডে তা সঠিক নয়। কারণ যারা মাযহাব অর্থ অভিমত মেনে চলে, মুসলিমদের সঙ্গে তাদের ঈমানের পার্থক্য প্রচুর। তন্মধ্যে একটি হল তারা কুরআন ও হাদীসকে পরিপূর্ণ দ্বীন বলে বিশ্বাস করে না। অথচ মহান আল্লাহ বলেন

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের দ্বীন (জীবন বিধান) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নিআমাত সম্পূর্ন করলাম ও ইসলামকে দীন হিসেবে অনুমোদন করলাম।" (সূরা মায়িদাহ ৩)

যারা সত্যিকার মুসলিম তারা বিশ্বাস করেন দ্বীন পরিপূর্ণ ও সমাপ্ত। আর কথিত মাযহাবীগণ বিশ্বাস করে, অনেক সমস্যার সমাধান কুরআনে নেই, সহীহ হাদীসে নেই। তার সমাধান হল মাযহাব, অর্থাৎ ইমামগণের অভিমত। প্রকৃত মুসলিমগণ বিশ্বাস করেন যে, দ্বীনের ব্যাপারে সব কথাই কুরআন ও সহীহ হাদীসে আছে। দ্বীনের ক্ষেত্রে কুরআন হাদীসে কিছুই বাদ যায়নি।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾

"তারা তোমার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে না, যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করি নি।"

(সূরা আল-ফুরক্বান ৩৩)

এ আয়াতে স্পষ্ট হল দ্বীনের ব্যাপারে যাবতীয় বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিকট কুরআন অথবা হাদীস আকারে অবতীর্ণ করেছেন। যারা মাযহাবী তাদের বিশ্বাস সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াত ও সূরা ফুরক্বানের ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ যা বলেছেন তা সত্য নয়। কারণ বহু সমস্যার সমাধান কুরআনে নেই, হাদীসেও নেই। তার সমাধান দিয়েছে কথিত মাযহাব। আর বিশ্ব মুসলিম এ কথায় বিশ্বাস করেন আল্লাহ যা বলেছেন, তা সত্য। দ্বীনের সব কিছুর সমাধান কুরআন ও সুন্নাহতে বর্তমান। মাযহাব কোন সমাধান নয়, বরং মাযহাব কেবলমাত্র মতবিরোধ, সংঘাত ও সংঘর্ষ সৃষ্টি করে, জন্ম দেয় পারস্পরিক হিংসা-হানাহানির।

পাঠক এবার লক্ষ্য করুন, শায়খ সাহেব- 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর কথা লিখেছেন, তার দোহাই দিয়েই সলাতের এক বড় সুন্নাত রফ'উল ইয়াদাঈন যা সমস্ত হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, মুতাওয়াতিররূপে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে রফউল ইয়াদাঈনের হাদীসের প্রতিটি স্তরে রাবীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং রসূল (ﷺ) আজীবন সলাতে রফ'উল ইয়াদাঈন বা হাত উত্তোলন করেছেন তা প্রত্যাখান করেছেন। নিম্নের হাদীস তার জ্বলন্তপ্রমাণ :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذٰلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رواية أيضا وإذا قام من الركعتين رفع يديه (رواه البخاري)

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল (ﷺ)-কে দেখেছি তিনি যখন সলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত কাঁধ বরাবর উঠাতেন এবং যখন রুকূর জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন এবং যখন রুকূ হতে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ করতেন। ইমাম বুখারী এটা বর্ণনা করেছেন। তাঁর অপর বর্ণনায় এটাও আছে যে, যখন তিনি (রসূল ﷺ) দ্বিতীয় রাক'আত হতে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াতেন তখনও দুই হাত (কাঁধ বরাবর) উঠাতেন। দেখুন ঃ বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ; মুসলিম ১০৬ পৃঃ; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, ১০৪-১০৫ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৫৯ পৃঃ; নাসাঈ ১৪১, ১৫৮, ১৬২ পৃঃ; ইবনু খুযাইমাহ ৯৫-৯৬ পৃঃ; মিশকাত ৩৭৫ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১৬৩ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড, ১৩৭, ১৩৮, ১৫০ পৃঃ; হিদায়া দিয়ারাহ ১১৩, ১১৫ পৃঃ; কিমিয়ায়ে সাআদাত ১ম খণ্ড, ১৯০ পৃঃ; বঙ্গানুবাদ বুখারী- আধুনিক প্রকাশনী ১ম খণ্ড, হাঃ ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৫; আজীজুল হক- বুখারী, ১ম খণ্ড, হাঃ ৪৩২, ৪৩৪; বুখারী- ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত, ১ম খণ্ড, হাঃ ৬৯৭, ৭০১ অনুচ্ছেদ সহ; বুখারী- তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃঃ; মুসলিম- ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় খণ্ড, হাঃ ৭৪৫-৭৫০। আবূ দাউদ- ই.ফা.বাং ১ম খণ্ড, হাঃ ৮৪২, ৮৪৪; তিরমিযী- ই.ফা.বাং ২য় খণ্ড, হাঃ ২২৫, মিশকাত- নূর মুহাম্মাদ আজমী ও মাদ্‌রাসার পাঠ্য, ২য় খণ্ড, হাঃ ৭৩৮, ৭৩৯,, ৭৪১, ৭৪৫; বুলূগুল মারাম ৮১ পৃঃ; ইসলামিয়াত বি.এ. হাদীস পর্ব ১২৬-১২৯ পৃঃ।

অথচ যারা আমাদের দেশে অথবা বিদেশে তাবলীগ করেন, ঐ সমস্ত মুবাল্লিগ বয়ানের মধ্যে বলে থাকেন, তাদের কথিত ৬ নম্বরের ২ নম্বরে আল্লাহ্‌র রসূল যেভাবে সহাবাগণকে সলাত শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের সলাতও অনুরূপ হতে হবে। কিন্তু তারা মাযহাবের দোহাই দিয়ে উল্লিখিত সহীহ্ হাদীস বর্জন করে থাকেন। তারা ইসলামের তাবলীগ করে না; বরং সারা বিশ্বে ভুয়া মাযহাব প্রচার করতে চায়। অথচ মহান আল্লাহ্ তার মাসূম নাবীকে শুধুমাত্র ওয়াহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত দ্বীন ইসলামের তাবলীগ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

"হে রসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা পৌঁছে দিন (অর্থাৎ শুধু তারই তাবলীগ করুন) আপনি যদি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অস্বীকারকারী সম্প্রদায়কে সঠিক পথ দেখান না।"

(সূরা মায়িদাহ ৬৭; এছাড়া দেখুন- সূরা কাসাস ৮৭, আহযাব ৪৫, ইউসুফ ১০৮)

আলোচ্য আয়াতগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র ওয়াহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত দ্বীন ইসলামের তাবলীগ করার জন্য আল্লাহ তাঁর রসূল (ﷺ)-কে নির্দেশ করেছেন। সাথে সাথে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, আপনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওয়াহীর বিধি-বিধান না পৌঁছালে তাঁর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেন না।

পাঠক! এখন একটু ভাবুন, প্রচলিত তাবলীগ জামা'আত মাযহাবের এবং ইবনু মাস'ঊদের দোহাই দিয়ে সলাতে বুকে হাত বাঁধে না এবং রাফউল ইয়াদাঈন করে না। সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদের হাদীস উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় রফউল ইয়াদাঈন করা যাবে না। কিন্তু মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট এ কথাটি প্রসিদ্ধ যে, তাঁর শেষ বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে স্মৃতিভ্রম ঘটে, ফলে হতে পারে এ হাদীসটিও সে সবের অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনি কয়েকটি বিষয়ে সকল সহাবার বিপরীতে কথা বলেছেন। যেমন- (১) মুআযাব্বিয়াতাইন- সূরা নাস ও ফালাক্ব সূরাদ্বয়কে কুরআনের অংশ মনে করতেন না। (২) তাত্বীক- রুকূতে তাত্বীক বা দু'হাতকে জোড় করে হাঁটু দ্বারা চেপে রাখতে বলতেন। (৩) দু'জন সলাতে দাঁড়ালে কিভাবে দাঁড়াবে। (৪) আরাফার ময়দানে কিভাবে তিনি (ﷺ) দু'ওয়াক্তের সলাত একসাথে আদায় করেছেন। (৫) হাত বিছিয়ে সাজদাহ

www.pathagar.com

করা। (৬) وما خلق الذكر ولانثى কিভাবে পড়েছেন। (৭) রাফউল ইয়াদাঈন একবার করেছেন। [নাসবুর রাইয়াহ ইমাম যাইলায়ী ৩৯৭-৪০১ পৃঃ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৩৪; গৃহীত ঃ বুখারী- তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ৩৪১ পৃঃ]

কোন্ 'আমালে আদাম ('আ.)-এর তাওবাহ্ কবূল হল

"হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন, যখন হজরত আদম (আঃ) হইতে কিছুটা পদস্খলন হইয়া গেল যাহার দরুণ তিনি বেহেশত হইতে দুনিয়াতে প্রেরিত হইলেন, তখন তিনি সব সময় কান্নাকাটি ও এস্তেগফার করিতে থাকেন। একদিন তিনি আছমানের দিকে মুখ উঠাইয়া আরজ করিলেন হে আল্লাহ! মোহাম্মাদ (ছঃ) এর উছিলায় আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। অহী নাজেল হইল, মোহাম্মদ (ছঃ) কে? যাহার উছিলায় তুমি ক্ষমা চাহিতেছ? হজরত আদম (আঃ) বলিলেন- যখন আপনি আমাকে সৃষ্টি করেন তখন আমি আরশের উপর লিখিত দেখিয়াছিলাম 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ', তখনই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম মোহাম্মদ (ছঃ) হইতে অধিক মর্যাদাশীল আর কেহই হইবে না, যেহেতু আপনি তাহার নাম নিজের নামের সঙ্গে রাখিয়াছেন। অহী হইল হে আদম! তিনি আখেরী নবী এবং তিনি তোমার আওলাদভূক্ত হইবেন অথচ তিনি না হইলে তোমাকেও পায়দা করিতাম না"-। (ফাজায়েলে জিকির ৩৬৯ পৃঃ বাংলা)

উক্ত হাদীসটি লেখার পর শায়খ যাকারিয়া আরবীতে মন্তব্য লিখেছেন, (হানাফী জগতের বিখ্যাত মুহাদ্দিস) আল্লামা মোল্লা আলী কারী তার আল-মাউযূআতুল কাবীর গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি জাল। অথচ শায়খ যাকারিয়া উর্দু এবং বাংলা অনুবাদক সাখাওয়াতউল্লাহ্ লেখেননি যে, এ হাদীসটি জাল। হাদীসটি হাকিম আল-মুসতাদরাক (২/৬১৫) গ্রন্থে, ইবনু আসাকির 'তারীখ' (২/৩২৩/২) গ্রন্থে এবং ইমাম বায়হাক্বী 'দালায়িলুন নবুওয়াত' (৫/৪৮৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি জাল। হাফিয যাহাবী 'তালখীসুল মুসতাদরাক' এবং 'মিজানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে হাদীসটিকে জাল এবং বাতিল বলেছেন। ইমাম বাইহাক্বী এ হাদীসের এক

www.pathagar.com

রাবীকে 'দুর্বল' সাব্যস্ত করেছেন। হাফিয ইবনু কাসীর 'তারীখ' গ্রন্থে এবং হাফিয ইবনু হাজার 'লিসান' গ্রন্থে একই কথা বলেছেন। মুহাদ্দিস হায়সামা 'মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ' (৫/২৫৩) গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম তাবারানী 'আউসাত' এবং 'সাগীর' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তথায় দুর্বল রাবী আছে। (গৃহীত আত্ তাহরীক মে-২০০৫)

পাঠক এখন বলুন, একজন মুহাদ্দিস কর্তৃক জাল হাদীস বর্ণনা করে অনুবাদ না করা ইমাম মুসলিমের নীতি অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহকে ধোঁকা দেয়া নয় কি?

নাবীর জন্য সব কিছু সৃষ্টি

"আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি আসমানসমূহ (কোন কিছু) সৃষ্টি করতাম না"– (ফাজায়েলে জিকির ৩য় ফসল, ১৪৩ পৃঃ; গৃহীত- ওয়াসিলার শিরক ১৫ পৃঃ)। এটি লোক মুখে হাদীসে কুদসী হিসাবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। অথচ হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, এটি একটি ভিত্তিহীন রিওয়ায়াত, মিথ্যুকদের বানানো কথা। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের সাথে এর সামান্যতম মিল নেই। ইমাম সাগানি, আল্লামা পাটনী, মোল্লা আলী কারী, শায়খ আজলূনী, আল্লামা কাউকজী, ইমাম শওকানী, মুহাদ্দিস 'আবদুল্লাহ ইবনু সিদ্দিক আল-গুমারী এবং শাহ 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিস এটিকে জাল বলেছেন। [দেখুন- রিসালাতুল মাওযূআত ৯, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত ৮৬, আল-মাসুন ১৫০, কাশফুল খাফা ২/১৬৪, আল-জুউলুউল মারসূ ৬৬, আল-ফাওয়ায়েদুল মাজমু'আ ২/৪১০, আল-বুশীরী মাদেহুর রাসূলিল আ'যম (স.) ৭৫, ফাতাওয়া আযীযিয়া ২/১২৩, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১/৭৭; গৃহীত ঃ প্রচলিত জাল হাদীস ১৮৬-১৮৭]। কেউ কেউ বলেন যে, এই রিওয়ায়াত যদিও জাল; কিন্তু এর মূল বিষয়বস্তু (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খাতিরেই এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে পয়দা করার ইচ্ছা না করলে তিনি কোন কিছুই পয়দা করতেন না) সঠিক। অথচ আল্লাহ তা'আলা এই দুনিয়া ও সমগ্র জগৎকে কেন সৃষ্টি করলেন, তা ওয়াহী ছাড়া জানার কোন উপায় নেই। ওয়াহী শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্তকুরআনের আয়াত কিংবা কোন সহীহ হাদীসের

www.pathagar.com

মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত না হবে যে, একমাত্র তাঁর খাতিরেই সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্তএই আক্বীদা পোষণ করার কোন সুযোগ নেই। জানা কথা যে, এটি কুরআন মাজীদের কোন আয়াত কিংবা কোন সহীহ হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। এটিও উপরে বর্ণিত জাল রিওয়ায়াত অথবা এ ধরনের বাতিল বর্ণনা ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যাকে তারা আক্বীদাহ তথা মৌলিক বিশ্বাস্য বিষয় বানিয়ে রেখেছে। (যাইলুল মাকাসিদিল হাসান, যাইলু তানযীহিশ শরী'আতিল মারফুয়া; গৃহীত : প্রচলিত জাল হাদীস ১৮৮ পৃঃ)

উল্লিখিত হাদীসদ্বয় সহীহ না হওয়ার ব্যাপারে আল্লামা ইবনু তাইমিয়া তাঁর মাযমুয়াকে ফাতাওয়া ১ম খণ্ড ২৫৪ পৃষ্ঠায় বলেন : এ হাদীস কখনও সত্য হতে পারে না। তা আল-কুরআনের নিম্নের আয়াত থেকে একেবারে দিনের আলোর মত স্পষ্ট প্রমাণিত। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

"অতঃপর আদাম তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল। আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। তিনি অত্যন্তক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-বাক্বারাহ ৩৭)

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আদাম ('আ.)-কে তাওবার দু'আ শিখিয়েছি অপরদিকে উল্লেখিত বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, এটা ছিল আদাম ('আ.)-এর আপন (ইজতিহাদ) গবেষণা। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলেন, তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অসীলা কেন গ্রহণ করলে? সকল মুফাস্সির এ ব্যাপারে একমত যে, কি ছিল সেই ক্ষমা চাওয়ার কথাগুলি? সূরা আ'রাফের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ সেই তাওবাহ করার কথাগুলি আমাদেরকে ওয়াহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। তা হচ্ছে :

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"হে আমাদের রব! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুল্ম করেছি, যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর, তাহলে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব।"

(সূরা আ'রাফ ২৩)

www.pathagar.com

এটা আল-কুরআনের স্পষ্ট বাণী, এর মধ্যে রসূল -এর নামের উল্লেখ কোথায় রয়েছে? আল্লাহ কি বেমালুম ভুলে গেলেন এত বড় একটা আক্বীদার বিষয়? আর এটা আবিষ্কার হল কিসের মাধ্যমে যে, আদাম ('আ.) মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর অসীলায় মাফ পেয়েছিলেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিদ'আতীরা কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে কোন দলীল পায় না বরং তারা জাল হাদীস থেকে যুক্তি খুঁজে বের করে। দ্বিতীয় বিষয়টি হল এর মাধ্যমে তারা নাবী (ﷺ)-কে সমগ্র জগৎ সৃষ্টির কারণ বলে উল্লেখ করে। অথচ কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভাষায় জগৎ সৃষ্টির কারণ উল্লেখ করে বলেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ﴾

"আমি জ্বীন ও মানুষকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নি, কেবল এজন্য সৃষ্টি করেছি তারা আমার বন্দেগী করবে।" (সূরা যারিয়াত ৫৬)

আরো দেখুন- আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামাত জ্বীন, ইন্সান সহ সমস্ত মাখলুকের জন্য সৃষ্টি করেছেন। শুধু নাবী (ﷺ)-এর জন্য নয়- (বাক্বারাহ ২২-২৯, আন'আম ৯৭, ইব্রাহীম ৩২-৩৪, ত্বহা ৫৩-৫৪, ফুরক্বান ৪৭, নামাল ৬০, লুক্বমান ২০, ইয়াসীন ৭১-৭২, যুমার ৬, মু'মিন ৬৪, যুখরুফ ১০, জাসিয়া ১২-১৩, নূহ ১৯)

প্রশ্ন হল তিনি কি প্রথম সৃষ্টি? এর উত্তর হচ্ছে মানুষের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি হলেন আদাম (ﷺ) আর জিনিসের মধ্যে প্রথম হল কলম। তার প্রমাণ হল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِيْنٍ﴾

"যখন তোমার রব বললেন আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব।"

(সূরা সোয়াদ ৭১)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন :

إن أول خلق الله القلم

'আল্লাহ তা'আলা প্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হল কলম।'

(আবূ দাউদ, তিরমিযী- হাসান সহীহ)

www.pathagar.com

প্রমাণিত হল পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র 'ইবাদাত বা উপাসনা করা, নাবী (ﷺ)-এর ব্যক্তিত্ব নয়। স্বয়ং নাবী (ﷺ)-কেও আল্লাহ তাঁর 'ইবাদাত ও বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া নাবী (ﷺ)-এর উসিলার ব্যাপারটিও অসার প্রমাণিত হল। বিস্তারিত দেখুন- এই কিতাবের অসীলার অধ্যায়ে।

আদাম (عليه السلام) এর ভারতবর্ষে অবস্থান এবং পদব্রজে হাজ্জ পালন

"এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আদম (আঃ) হিন্দুস্থান হইতে পায়দলে এক হাজার হজ্জ করিয়াছেন।" (ফাজায়েলে হজ্ব ৪৭ পৃঃ)

জনাব শায়খুল হাদীস সাহেব হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঠিকই কিন্তু তার কোন সনদ উল্লেখ করেননি। এত বড় একজন মুহাদ্দিস যিনি শুধু ভারতবর্ষে নয় প্রায় মুসলিম দেশে যেখানে তাবলীগ জামা'আতের যাতায়াত আছে সেখানেই শাইখুল হাদীস নাম খ্যাত। যদি হাদীসের সনদ উল্লেখ করতেন তাহলে আমাদের জন্য হাদীসটির মান নির্ণয়ের জন্য কষ্ট করা লাগত না। তবুও আমি বড় কষ্ট করে হাদীসটির সনদ বের করেছি যা নিম্নে পেশ করা হল ঃ

قد اتى آدم عليه السلام هذا البيت الف اتيه من الهند على رجليه لم يركب فيهن

আদাম ('আ.) পায়ে হেঁটে ভারত হতে একহাজার বার এই ঘরের নিকট এসেছিলেন। তবে কোন বাহনে আরোহণ করেননি .... শেষ।

(সিলসিলাতুল আহাদীসাস যঈফা ওয়াল মাওযুয়াহ হাঃ ২৮৬)

হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল। এটি ইবনু বিশরান 'আল-আমালী' গ্রন্থে (২/১৬০-১-১৬১) আব্বাস ইবনুল ফযল আনসারী সূত্রে কাসিম ইবনু আবদুর রহমান হতে ...... বর্ণনা করেছেন। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) বলেন ঃ এটির সনদ নিতান্তই দুর্বল। কারণ 'আব্বাস ইবনু ফযল আনসারী মাতরূক। তাকে আবূ যুর'আহ মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন;

www.pathagar.com

যেরূপভাবে 'আত-তাকবীর' গ্রন্থে এসেছে। এছাড়া কাসিম ইবনু আবদুর রহমান আনসারী সম্পর্কে ইবনু মুঈন বলেন : তিনি কিছুই না। আবূ যুর'আহ বলেন : সে মুনকারুল হাদীস, আবূ হাতিম বলেনঃ তিনি দুর্বল মুযতারিবুল হাদীস। তার থেকে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ দু'টি বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। দু'টির একটি আদাম ('আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়টি আবূ হাযিম হতে এসেছে। এরূপই আল-জারহ ওয়াত তা'দীল গ্রন্থে (৩/২/১১৩) এসেছে। আলবানী বলেন : সম্ভবত দ্বিতীয় বাতিল হাদীসটি আবূ হাযিম হতে এ আলোচ্য হাদীসটি।

(যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ, ১ম খণ্ড, হাঃ ২৮৬, ২৮০ পৃঃ)

পাঠক! এবার বলুন, যিনি হাদীস বর্ণনায় এত সতর্ক করেছেন যা আমরা হাদীস বর্ণনায় ইবনু মাস'ঊদের সতর্কতা অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। পাঠককে সেখানে দেখে নেয়ার অনুরোধ করছি। সর্বশেষ বলতে চাই এত সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকার পর কেন সনদ গোপন করে জাল যঈফ হাদীস বর্ণনা করলেন তা আমাদের বুঝে আসে না। এভাবে সূত্র গোপন করা উম্মাতে মুসলিমার সঙ্গে প্রতারণা নয় কি?

হিকায়াতে সহাবার একটি ভ্রমাত্মক বর্ণনা

"হজরত হানজালা (রাঃ) বলেন, একদা আমার হুজুরে আকরাম (ছঃ) এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। হুজুর (ছঃ) ওয়াজ করিলেন, যাহাতে আমাদের অন্তর বিগলিত হইয়া গেল এবং চক্ষু হইতে ঝরঝর করিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। আমরা আমাদের সত্তা বুঝিতে পারিলাম। হুজুরে আকরাম (ছঃ)-এর খেদমত হইতে উঠিয়া যখন বাড়ীতে আসিলাম, বিবি বাচ্চা কাছে আসিল, দুনিয়ার কথা বার্তা হইতে লাগিল। তাহাদের সহিত হাসি ঠাট্টা শুরু হইয়া গেল," (হিকায়াতে সাহাবা ৫৮০ পৃঃ)

সম্মানিত পাঠকবর্গ! উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যে 'বিবি বাচ্চা কাছে আসল, দুনিয়ার কথাবার্তা হতে লাগল। তাদের সহিত হাসি ঠাট্টা শুরু হয়ে গেল' বাক্যটি সামনে রেখে এবার নীচের লাইনগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন :

"অহুদের যুদ্ধে হজরত হানজালা (রাঃ) প্রথম দিকে শরীক ছিলেন না। বর্ণিত আছে যে, তিনি নতুন বিবাহ করিয়াছিলেন, স্ত্রী সহবাসের পর

www.pathagar.com

তিনি সবে মাত্র গোছল করিতে বসিলেন ও মাথায় পানি ঢালিতে আরম্ভ করিলেন। হঠাৎ মুছলমানদের পরাজয়ের আওয়াজ তাঁহার কানে আসিল। তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া সেই নাপাক অবস্থায় তরবারী হাতে ময়দানের দিকে ছুটিলেন এবং কাফেরদের উপর তীব্র আক্রমন চালাইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকেন ও শেষ পর্যন্তশহীদ হইয়া যান।"

(হিকায়াতে সাহাবা ৬৩২ পৃঃ)

প্রথম রিওয়ায়াতে যাকে বিবি বাচ্চাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা ও স্ত্রীদের সাথে উপহাস করতে দেখানো হল দ্বিতীয় রিওয়ায়াতে তাকেই স্ত্রী সহবাসের প্রথম রজনীতে ফরয গোসল ব্যতীত শহীদ হয়েছেন বলে প্রমাণ করা হল। মুসলিম ভ্রাতাগণ নিরপেক্ষভাবে বলনু, এরূপ স্ববিরোধী বর্ণনায় ইতিহাসের চেহারা কি বিকৃত হয় না এবং এ ধরনের ভ্রমাত্মক ও সন্দেহজনক রিওয়ায়াত দ্বারা সম্মানিত সহাবাদের মহত্ত্ব ও ব্যক্তিত্ব কি ধূসরিত (ভূলুণ্ঠিত) হয় না? প্রশ্ন জাগে যিনি ফুলশয্যায় বা বাসররাতে শহীদ হলেন তার আবার বাচ্চা এলো কোত্থেকে?

সূফীবাদ বনাম ইসলাম

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা! এ প্রবন্ধে আমরা প্রচলিত সূফীবাদ তথা পীর-মুরীদী নিয়ে আলোচনা করব কারণ আমাদের আলোচ্য বইয়ের লেখক ও তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা উভয়েই পীর ও সূফী ছিলেন। যার কারণে আমরা দেখতে পাই তাবলীগী নিসাবে সূফীবাদের অনেক আলোচনা আছে। যা দেখলে মনে হয় তাবলীগওয়ালারা দ্বীন ইসলামের দা'ওয়াতের নামে প্রকারান্তরে সূফীবাদের দিকেই আহ্বান করছে। তার জ্বলন্তপ্রমাণ হল জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ইলিয়াস নিজে সূফী ছিলেন। তার পীর ছিলেন বিখ্যাত সূফী দেওবন্দী হানাফী আলিম রশীদ আহমাদ গাঙ্গোহী (মৃত ১৩১৩ হিঃ, ৮ জমাদিউস সানী)– (তারীখে মাশারিখে চিশ্‌ত ২৮৫ পৃষ্ঠা)। তার পীর ও মুর্শিদ ছিলেন ভারতবর্ষের পীরদের অন্যতম হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী আর তাবলীগী নিসাবের লেখক শায়খ যাকারিয়াও ঐ একই খান্দানী পীর ও সূফী। তার লিখিত

www.pathagar.com

ফাজায়েলে 'আমাল বা তাবলীগী নিসাব গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে আপনারা দেখবেন সেখানে যে সমস্ত সূফীদের কিস্সা লেখা আছে যেমন- হাসান বাসরী, বায়েজিদ বোস্তামী, রাবেয়া বসরী, জুনায়েদ বাগদাদী, গাযালী, ইত্যাদি সূফীদের কথা। এ সকল সূফী কারা এদের আক্বীদাহ বিশ্বাস কী ছিল এবং সূফীবাদ ইসলামে গ্রহণযোগ্য কিনা আমরা এখন কুরআন-সহীহ হাদীসের মানদণ্ডে যাচাই করে দেখব।

সূফী শব্দের অর্থ :

বিশ্বের অতুলনীয় প্রতিভা ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন ঃ হিজরীর প্রথম সোনালী তিন যুগে সূফী শব্দটি প্রসিদ্ধ ছিল না। এই শব্দটির অর্থেও মতভেদ আছে যার সাথে সূফী সম্প্রদায় সম্পৃক্ত হন। এটি একটি সম্পর্কযুক্ত নাম। যেমন : কুরাইশী ও মাদানী প্রভৃতি।

কেউ বলেন, 'সূফী' শব্দটি 'আহলে সুফ্ফাহ'-এর সাথে জড়িত। এটা ভুল। কারণ তাই যদি হতো তাহলে 'সুফ্ফী' বলা হতো। কেউ বলেন, এটা আল্লাহ্র সামনে দাঁড়ানো প্রথম সফ্ (কাতার)-এর সাথে সম্পর্কিত। এটাও ভুল। কারণ তাই যদি হতো 'সফ্ফী' বলা হতো। কারো মতে আল্লাহ্র সৃষ্টির মধ্যে ছাটাইকৃত 'সাফ্ফাহ'-এর সাথে এই শব্দটি জড়িত । এটাও ভুল। কারণ যদি তাই হতো তাহলে 'সাফভী' বলা হতো। কেউ বলেন, এটা আরবের এক গোত্র 'সূফাহ ইবনু বিশ্র ইবনু উদ্দ ইবনে তাবিখাত'-এর সাথে সম্পৃক্ত। এরা প্রাচীন যুগ থেকে মাক্কার আশেপাশে থাকতেন। 'অধিক 'ইবাদাতকারীগণ এদেরই সাথে সম্পর্কিত হতেন। শব্দের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে এই সম্পর্কটা ঠিক মনে হলেও এটা দুর্বল অভিমত। কারণ ঐ গোত্রটি অধিক 'ইবাদাতকারীদের অধিকাংশের নিকট অখ্যাত ও অপ্রসিদ্ধ। কারণ 'ইবাদাতকারীগণ যদি তদের সাথে সম্পর্কিত হতেন তাহলে এই সম্পর্কটা সহাবী ও তাবিয়ী এবং তাবি-তাবিয়ীদের যুগে উত্তম হতো। তদুপরি ঐ গোত্রের কেউই সূফী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। আর কেউ ঐ কাফিরী যুগের গোত্রের সাথে সম্পর্কিত হতে রাযীও হবে না। (ইবনু তাইমিয়াহ মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া ১১ খণ্ড, ৫-৬ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

সূফী বা তাসাওউফ আরবী শব্দ (الصوف) হতে গৃহীত। সূফ শব্দের অর্থ পশম। প্রাচীন সূফীগণ সাধারণতঃ পশমী কম্বলে নিজেদের দেহকে আবৃত করে রাখতেন। আর কম্বল প্রাচীনকাল হতেই সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসব্রত ও বৈরাগ্যের নিদর্শন বলে গণ্য করা হতো। সূফী তাপসগণ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন স্বল্প বস্ত্রে। প্রসিদ্ধ মোল্লা জামী সূফী শব্দের মূল صفاء সফা উল্লেখ করেছেন। সফা শব্দের অর্থ পরিত্রাণ, মুক্তি, পবিত্রতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পারস্যের তাপসগণের আর এক নাম পশমিনা (ফারসী ভাষায়) পুশ্ অর্থ কম্বলধারী সাধক। সংসারত্যাগী সূফীজম্-সন্ন্যাসব্রত বা বৈরাগ্য ইসলাম পরিপন্থী, এটা ইসলাম সমর্থন করে না।

এ মর্মে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে সূরা হাদীদ-এর ২৭ নং আয়াতে ঘোষণা করেন :

﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾

"আর বৈরাগ্যকে তারা নিজেরা প্রবর্তন করে নিল, আমি তাদের উপর তা (বৈরাগ্য) বিধিবদ্ধ করিনি, যদিও তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য (নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী) এ অবস্থা অবলম্বন করেছিল কিন্তু তারা যথোপযুক্তভাবে এর সংরক্ষণ করে নি।" (সূরা আল-হাদীদ ২৭)

যে 'ইবাদাত বা যিক্র আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল দেননি সে 'ইবাদাত বা 'আমাল পরিত্যাজ্য। সংসারত্যাগী হয়ে, নাফ্সের উপর চরমভাবে সংযম চালিয়ে নিজেদেরকে শুদ্ধ করতে চেষ্টা করা সুন্নাতের পরিপন্থী। এ সম্পর্কে সহীহুল বুখারীতে এসেছে :

আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) বর্ণনা করেন, তিন ব্যক্তির একটি দল, রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর স্ত্রীগণের কাছে, নাবী (ﷺ)-এর 'ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য আগমন করল। তাদেরকে এ সম্পর্কে অবগত করানো হলো। নাবী (ﷺ)-এর 'ইবাদাতের পরিমাণ কম মনে করে তারা বলল : আমরা নাবীর সমকক্ষ হই কি করে যার আগের ও পরের

www.pathagar.com

সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। এ সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল : আমি বিরতিহীনভাবে সারা বছর সিয়াম পালন করব। অন্য জন বলল : আজীবন সারা রাত সলাত পড়তে থাকব। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমি 'ইবাদাতের জন্য সর্বদা নারী বিবর্জিত থাকব এবং কখনও বিবাহ করব না। (এ কথা শুনে) নাবী (ﷺ) তাদের কাছে আসলেন এবং বললেন : তোমরা কি সেই লোক যারা এরূপ কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহ্‌র কসম, আমি আল্লাহ্‌র প্রতি তোমাদের চেয়ে বেশী অনুগত এবং তাকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি। অথচ তা সত্ত্বেও আমি সিয়াম পালন করি আবার বিরতিও দেই। রাতে নিদ্রাও যাই, সলাতও পড়ি। আর বিবাহও করি। সুতরাং যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে তারা আমার উম্মাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। (সহীহ বুখারী হাঃ নং ৪৬৯০ আ.প্র.)

উপরিউক্ত কুরআনের বাণী ও রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহীহ হাদীস মোতাবেক এটাই পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, সংসার ত্যাগ করে, দেহের উপর চরম কষ্ট দিয়ে সূফী সেজে বৈরাগ্য জীবন যাপন ইসলাম পরিপন্থী ও সুন্নাত বিরোধী পদ্ধতি যা কখনও কল্যাণকর নয়। সূফী মতবাদ বা সূফী দর্শন তাসাউফপন্থী তাপস বা সাধকদের তৈরি অর্থাৎ মানুষের তৈরী। আর কুরআনের দর্শন, কুরআনে প্রদত্ত বাণী আল্লাহ্‌র বর্ণিত বিধান। প্রকৃত প্রস্তাবে সূফীদের নিকট আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ, সাযুজ্যানুভূতিই বেহেশ্‌ত। আর পার্থিব লিপ্ততা, লোভ, মোহ, কাম-লালসাই দোযখ, মানবাত্মার চরম শুদ্ধিই মুক্তি অর্থাৎ বেহেশ্‌ত লাভ আর পার্থিব ও জরাজীর্ণতাই দোযখ। তাদের বেহেশ্‌ত দোযখ ধনংঃৎধপঃ ভধপঃড়ৎ বা গুণবাচক বিষয়- কোন স্থান বিষয়ক কিছু নয়। ইসলাম বলে, শির্‌ক ও বিদ'আতবিহীন খালেস 'ইবাদাত করে আল্লাহ্‌র রহমাত প্রাপ্ত হলে বান্দা বেহেশ্‌ত পাবে এবং স্বর্গীয় সুখী জীবন যাপন করবে। আর বান্দার গুনাহের পাল্লা ভারী হলে জাহান্নামে গিয়ে নারকীয় শাস্তি ভোগ করবে। সূফীদের আল্লাহ সপ্ততল আসমানের উপরে আরশে অবস্থান করেন না। তাদের আল্লাহ প্রত্যেক সূফী- সাধকের অন্তরেই বিরাজমান। শুধু সূফীদের অন্তরেই নয়, জগতে যত প্রাণী (প্রাণ) আছে, তার মধ্যেই

www.pathagar.com

সেই পরম সত্তা বা পরমাত্মা অর্থাৎ আল্লাহ লীন হয়ে আছে। তারা সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে। সূফীদের এ বিশ্বাস ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা। আল্লাহ বলেন :

﴿اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ﴾

"আল্লাহ্ তিনি যিনি আসমানসমূহ ও যমীন এবং ঐ সমস্ত বস্তু যা এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে, তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) আরশে অবস্থান নিয়েছেন।" (সূরা আস-সাজদাহ ৩২/৪)

সূফীদের আল্লাহ তাদের অন্তরে আর কুরআন বলে- আল্লাহ্ আরশে অবস্থান করেছেন। সুতরাং সূফীদের ধ্যান-ধারণা ইসলামের পরিপন্থী পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রাচ্যের ধর্মীয় দর্শন অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মে অনুসৃত সংসার ত্যাগী গেওয়া বসনধারী কৃচ্ছ সাধনাবলে হৃদয়কে জ্যোতির্ময় করা এবং পাশ্চাত্যের ধর্মীয় দর্শন 'সাধনা বলে' (উরারহব চড়বিৎ) ঐশ্বরিক শক্তি নিজেদের মধ্যে গড়ে তোলা মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৈরাগ্য পথ ধরা এ দুই মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে সর্বেশ্বরবাদী ও অদ্বৈতবাদী ধর্মীয় দর্শন। সর্বেশ্বরবাদ হলো সমস্ত প্রাণীর মধ্যে এবং সমস্ত বস্তুর মধ্যে সৃষ্টিকর্তা লীন হয়ে আছেন। জগতে যা কিছু বিরাজ করছে যেমন চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, গাছপালা, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি এ সবই স্রষ্টার বহিঃপ্রকাশ। আর অদ্বৈতবাদ হলো স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। মানবাত্মাই পরমাত্মার অংশ বিশেষ। পরমাত্মাই মানবাত্মার মধ্যে মূর্ত হয়ে থাকেন। ধর্মীয় এ দর্শনদ্বয় একত্রে মিলিত হয়ে সৃষ্ট হয় সূফী মতবাদ যা ভ্রান্ত মা'রেফাতের বোরকা পরে বলকান, সিরিয়া, ইরাক ও ইরানে প্রসার লাভ করে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে। আস্তে আস্তে পঞ্চম হিজরী শতাব্দীতে বিস্তৃতি ঘটে ভারত উপমহাদেশে। ইসলাম জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মতা স্বীকার করে না। কারণ ইসলাম বলে জীবাত্মা বা মানবাত্মা আল্লাহর দ্বারা সৃষ্ট। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক হতে পারে না, (সূরা আশ-শূরা ১১)। সমস্ত সৃষ্টির লয়

www.pathagar.com

আছে, আছে ধ্বংস, কিন্তু স্রষ্টার ধ্বংস নাই, স্রষ্টা আল্লাহ অবিনশ্বর, চিরঞ্জীব, শাশ্বত সত্তা-অনন্তকাল ধরে জীবিত থাকবেন।

(দেখুন : সূরা আর-রহমান ২৬-২৭, সূরা ইখলাস ১-২)

সূফীদের বিশ্বাস আল্লাহ সূফীর অন্তরে বিরাজমান; শুধু তার একার অন্তরে নয়, সমস্ত জগতে যত প্রাণ আছে সেই প্রাণে পরম সত্তা বা পরমাত্মা অর্থাৎ আল্লাহ বিরাজমান। সমস্ত প্রাণ আত্মার মধ্যে আল্লাহ লীন হয়ে আছেন- তারা সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে- নাউযুবিল্লাহ। সূফীদের চরম উৎকর্ষতা হলো আল্লাহ্তে প্রত্যাবর্তন করা, ফানাফিল্লাহ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্তে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া, আল্লাহ্র মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া। এ ফানাফিল্লাহ হওয়ার জন্যই সূফীরা তাদের নফস্কে পরাভূত করে কঠোর সাধনা বলে মহাসত্তায় (আল্লাহ্তে) বিলীন হয়ে যেতে চায়। সূফীদের কঠোর সাধনার মূলেই রয়েছে এ উদ্দেশ্য মানবাত্মার চরম শুদ্ধি তাদের মতে মুক্তি অর্থাৎ বেহেশ্ত এবং পার্থিব জরাজীর্ণতাই দোযখ। তাই যদি হয়, তাহলে সূফী দর্শনে ক্বিয়ামাতের দিন বা শেষ বিচারের দিন বলে কোন কিছু আছে এমন চিন্তা করার অবকাশ আছে কি?

সূফীদের আক্বীদা বা বিশ্বাস হলো 'ফানাফিল্লাহ'। আল্লাহ্র সত্তায় বিলীন হয়ে যাওয়াই তাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য এবং এটাই তাদের জান্নাত। জরাজীর্ণতা পার্থিব লোভ-লালসাই তাদের জাহান্নাম। কিন্তু কুরআনে স্রষ্টার ঘোষণা হচ্ছে সূফী দর্শনের বিপরীত। কুরআনে বলা হয়েছে- শেষ বিচারের দিন সমস্ত জ্বীন-ইনসানের বিচার হবে 'আমাল অনুযায়ী ডানপন্থী কল্যাণপ্রাপ্ত জ্বিন-ইনসান জান্নাতী এবং বামপন্থী অকল্যাণপ্রাপ্ত জ্বিন-ইনসান জাহান্নামী হবে।

সূফী মতবাদ অনুযায়ী আল্লাহ সূফীদের অন্তরেই বিরাজমান, সমস্ত প্রাণীর আত্মার মধ্যেই আল্লাহ বর্তমান, সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার অস্তিত্ব যদি স্বীকার করা হয়, তাহলে হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থ বেদান্তের বাণী- যত্র জীব ঃ তত্র শিব ঃ অর্থ যেখানেই জীব (প্রাণ) আছে সেখানেই শিব (ভগবান) আছে। উপনিষদ গ্রন্থে আছে : নরঃ নারায়ণ অর্থাৎ নরই নারায়ণ মানে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নারায়ণ বা ভগবান মূর্ত হয়ে আছেন। তাহলে সূফী মতবাদ এবং উপনিষদ বৈদান্তিক হিন্দুমত কি একই বলে বিবেচিত হয়

www.pathagar.com

না? আবার প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যেই যদি স্রষ্টা বর্তমান মেনে নেয়া হয়, তাহলে হিন্দুরা যে মানুষ, গাভী, গাছ, পেঁচা পাখী, সাপ ইত্যাদির পূজা করে বা প্রণাম করে বা সাজদাহ করে, তা তো সূফী মতবাদে কোন অন্যায় হওয়া উচিত নয়। কারণ হিন্দু Mythology -এর নিগূঢ় তত্ত্বানুযায়ী হিন্দুরা তো মানুষ গাছ, গাধা, দূর্গা, শিব, কালী ইত্যাদির পূজা করে না- তারা বাস্তবে পূজা করে একমাত্র ভগবানের, যিনি ঐ সমস্ত জীবাত্মার মধ্যে (দেবতার মধ্যে) মূর্ত হয়ে আছেন, অর্থাৎ জীবাত্মায়ই মহাত্মার বা পরমাত্মার অবস্থান। এই আলোচনায় এটাই কি প্রতিভাত হয় না যে, সূফী মতবাদ আর হিন্দু বৈদান্তিক দর্শনে মূলতঃ কোন পার্থক্যই নেই?

পাশ্চাত্যের খ্রীস্টান ধর্মীয় ও গ্রীক দর্শন, পারস্যের (ইরানের) পারসিক এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম সমাজে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মারেফাতের আবরণে এ সূফীবাদের সূচনা হয়। তৎকালীন কিছু বিশিষ্ট সূফী সাধকের চিন্তাধারা ও তাদের ভ্রান্তআক্বীদা সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন যাতে সূফী দর্শন সম্পর্কে পাঠকগণের সম্যক জ্ঞান লাভ হয়।

সূফীদের ধর্মীয় সাধক আত্তারের ভিতর দিয়ে তৃতীয় হিজরী শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইরানে সূচিত হয়েছিল এক নব চেতনা-উদ্বেলিত সূফীবাদের প্রবল প্রসার। সূফী সাধক আত্তার বলতেন, আমি কাশফের বলে দুনিয়ার সব কিছু দেখতে পাই, অদৃশ্যের পর্দা উঠিয়ে ফেলি, দূরকে আমি আনি চোখের সম্মুখে।

তিনি আরও বলতেন– কি-ই বা প্রয়োজন হাজার মাইলের ব্যবধানে কায়িক শ্রমে মক্কা গিয়ে কা'বার চতুর্দিক শারী'আতের আচার অনুযায়ী সাত চক্কর দিয়ে? এতে কতটুকুই বা পাবে! যা পাবে তা তো খুবই নগণ্য। কেননা তুমি কা'বাকে (সাধনা বলে) উঠিয়ে এনে হৃদয়ের পবিত্রস্থানে বসিয়ে দিন-রাত তওয়াফ করে অশেষ পুণ্যের অধিকারী হও। ইরানের বিস্ত্বম (بسطام) শহরে আবূ ইয়াজিদ বিস্তামী (মৃত্যু ২৬১ হিঃ) ওরফে বায়েজীদ বোস্তামী ঐ মতবাদের একজন খ্যাতনামা সূফী সাধক ছিলেন। 'আল-ফিকরূ সূফী' কিতাবের ৬৫ পৃষ্ঠায় এবং ইসলামী বিশ্বকোষের ২য়

www.pathagar.com

খণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে- ইরানের কুমিস প্রদেশের বুস্তাম শহরে তার জন্ম এবং সেখানেই তার মৃত্যু। ইলখানী সুলতান মুহাম্মাদ খুদাবন্দ ১৩১৩ খৃস্টাব্দে তার কবরের উপরে একটি গম্বুজ বা কুবা তৈরি করেন, যা আজও আছে। (কথিত আছে, বায়েজীদ বুস্তামী একবার পূর্ব ভারত পর্যন্ত সফরে গিয়েছিলেন) তাহলে চট্টগ্রামের বায়েজীদ বুস্তামীর মাজার নামে যে পীর পূজারীদের টাকা-পয়সা আয়ের গদীটি কি ভণ্ডামীর আস্তানা নয়? সে যা-ই হোক, বায়েজীদ বুস্তামী বলতেন ঃ প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ একই সত্তা উভয়ের অস্তিত্বে কোন পার্থক্য নেই। তিনি বলেন,

سُبْحَانِيْ سُبْحَانِيْ مَا أَعْظَمَ شَأْنِيْ

"মহা পবিত্র আমি, মহা পবিত্র আমি, আমার কতই না বড় মর্যাদা।" তিনি তার আস্তানায় সাধনায় মশগূল থাকতে কেউ যদি তার দরজায় খটখট করতো (Knock করতো) তিনি ভেতর থেকে উত্তর দিতেন,

لَيسَ فِيْ الْبَيْتِ غَيْرُ اللهِ

"আল্লাহ ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নেই।"

তিনি বার্ধক্যে পৌঁছে এ কথা অহরহ প্রচার করতেন এবং শাগরেদদের বলতেন

طَلَبْتُ اللهَ سِتِّيْنَ سَنَةً فَإِذَا أَنَا هُوَ

"ষাট বছর ধরে আমি আল্লাহ্‌কে খুঁজেছি, এখন দেখছি আমিই তিনি।" অর্থাৎ আমি সেই আল্লাহ। (আন-নকশবন্দীয়াহ ৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা)

এ সূফী মতবাদের আর একজন অন্যতম সাধক ছিলেন হুসাইন বিন মানসুর হাল্লাজ (মৃত্যু ৩০৯ হিঃ)। যিনি নিজেকে সরাসরি আল্লাহ বলে দাবী করায় মুরতাদ হওয়ার কারণে তাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়– (মাদখালী, হাক্বীক্বাতুস সূফীয়াহ ২৯ পৃষ্ঠা)। তিনি যিক্‌র করে বিভোর হয়ে আল্লাহ্‌তে বিলীন হয়েছেন বিশ্বাসে আল্লাহ ও নিজের সম্পর্কে তিনি বলতেন ঃ

• نَحْنُ رُوْحَانَ حَلَلْنَا بِدَانٍ

www.pathagar.com

"আমরা দু'টি রূহ একটি দেহে লীন হয়েছি।" এজন্যই তিনি নিজে বলতেন ঃ انا الحق "আমি সত্য" অর্থাৎ "আমি আল্লাহ"– (আন-নকশ্বন্দিয়াহ ৬৪, ৭৪-৭৫ পৃষ্ঠা)। তিনি আরও বলতেন, আমার মধ্য হতে আল্লাহ্ই কথা বলেন, আমি তো আল্লাহ্তেই বিলীন হয়ে আছি।

এমনি আর একজন সূফী সাধক হলেন বলখের ইব্রাহীম আদহাম। তিনি তার এক ভক্তকে সূফীতত্ত্ব শিক্ষা দিতে উদাহরণ দিয়ে বুঝালেন, এক কলসী পানির মধ্যে এক মুঠো লবণ ছেড়ে দিলে লবণ যেমন পানির সাথে মিশে বিলীন হয়ে যায়, অদ্রূপ যিক্র করে আল্লাহ্কে নিজের ক্বল্বের মধ্যে লীন করে ফেলতে হবে। ইরাকের বসরা শহরের তাপসী রাবেয়া বস্রী একদা এক হাতে জ্বলন্তআগুনের মশাল অন্য হাতে পানির পাত্র নিয়ে চললেন। পথিমধ্যে এক পরিচিত লোক তাপসী রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করলো- হে তাপসী! কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে রাবেয়া বসরী বললেন, লোকে নাকি কুরআন পড়ে, সলাত পড়ে, 'ইবাদাত করে, বেহেশ্তের সুখের আশায় এবং দোযখের কষ্টের ভয়ে। তাই আমি এ আগুন দিয়ে বেহেশ্ত পুড়িয়ে ফেলবো এবং পানি দিয়ে দোযখ নিভিয়ে ফেলবো, যাতে জগতে নিষ্কাম ঐশী প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রলোভন ও ভয়-ভীতি দূর হয় এবং প্রত্যেক অস্তিত্বেই আল্লাহ- এ বিশ্বাস গড়ে উঠে।

সূফীদের এরূপ অনৈসলামিক ও কুফরী চিন্তা স্মরণ করিয়ে দেয় ইশ্বর বন্দনায় রচিত কবি দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের নিম্নোক্ত কবিতা-

"তুমি আছ অনল- অনিলে
চির নভো নীলে,
ভূধর সলিলে গহনে;
আছ বিটপী লতায় জলধের গায়
শশী তারকায় তপনে।

সূফীদের মাযহাবসমূহ

সূফীদের তিনটি মাযহাবে ভাগ করা যায়। যেমন :

(১) প্রাচ্য দর্শন ভিত্তিক মাযহাব المذهب الإشراقي যা দক্ষিণ এশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের নিকট থেকে এসেছে। এই মাযহাবের অনুসারী সূফীরা

www.pathagar.com

মা'রেফাত হাসিল করার জন্য দেহকে চরমভাবে কষ্ট দিয়ে স্বীয় ক্বলবকে তাদের ধারণা মতে জ্যোতির্ময় করার চেষ্টা করে থাকে। প্রায় সকল সূফীই এরূপ প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে।

(২) খ্রীস্টানদের থেকে আগত মাযহাব, যা 'হুলূল' ও 'ইত্তেহাদ' দু'ভাগে বিভক্ত। (المذهب الحلولي) অর্থ 'মানুষের দেহে আল্লাহ্র অনুপ্রবেশ' (هو القول بأن الله يحل في الإنسان) হিন্দু মতে 'নররূপী নারায়ণ'। ইরানের আবূ ইয়াযীদ বিস্তামী (মৃত ২৬১ হিঃ) ওরফে বায়েজীদ বুস্তামী ছিলেন এই মতের হোতা।

(আল-ফিকরুস সূফী ৬৫ পৃঃ, কুয়েত- মাকতাবা ইবনু তাইমিয়াহ ২য় সংস্করণ)

এই মাযহাবের অন্যতম নেতা হুসাইন বিন মানসূর হাল্লাজ (মৃত ৩০৯ হিঃ) নিজেকে সরাসরি 'আল্লাহ' (আনাল হক্ব) বলে দাবী করায় মুরতাদ হওয়ার কারণে তাকে শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।

(মাদখালী, হাক্বীক্বাতুস্ সূফীইয়াহ ১৯ পৃষ্ঠা)

৩। ইত্তেহাদ বা ওয়াহ্দাতুল উজুদ (وحدة الوجود) বলতে অদ্বৈতবাদী দর্শন বুঝায়, যা 'হুলূল'-এর পরবর্তী পরিণতি হিসাবে রূপ লাভ করে। এর অর্থ হল আল্লাহ্র অস্তিত্বের মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া (الفناء في الله)। অস্তিত্ব জগতে যা কিছু আমরা দেখছি, সবকিছু একক এলাহী সত্তার বহিঃপ্রকাশ। এই আক্বীদার অনুসারী সূফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য করে না। এদের মতে মূসা (عليه السلام)-এর সময়ে যারা বাছুর পূজা করেছিল, তারা মূলতঃ আল্লাহ্কে পূজা করেছিল। কারণ তাদের দৃষ্টিতে সবই 'আল্লাহ'। আল্লাহ আরশে নন; বরং সর্বত্র ও সব কিছুতে বিরাজমান। অতএব মানুষের মধ্যে মু'মিন ও মুশরিক বলে কোন পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি মূর্তিপূজা করে বা পাথর, গাছ, মানুষ, তারকা ইত্যাদি পূজা করে, সে মূলতঃ আল্লাহ্কে পূজা করে। সবকিছুর মধ্যে আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতির প্রকাশ রয়েছে। তাদের ধারণায় খ্রীস্টানরা কাফের এজন্য যে, তারা কেবল ঈসা ('আ.)-কেই প্রভু বলেছে। যদি তারা সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ বলত, তাহলে তারা কাফির হত না। বলা বাহুল্য এটাই হল হিন্দুদের 'সর্বেশ্বরবাদ'।

www.pathagar.com

তৃতীয় শতাব্দী হিজরী থেকে প্রচলিত এই সব কুফুরী আক্বীদার সূফী সম্রাট হলেন সিরিয়ার মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (মৃত ৬৩৮ হিঃ)। তার একটি কবিতা দ্বারা তার আক্বীদা ফুটে ওঠে, যেমন তিনি বলেন :

العبد حق والرب حق– ياليت شعرى من المكلف

إن قلت عبد فذاك حق– أو قلت رب إنى يكلف

বান্দাও সত্য, রবও সত্য। জানি না কে শারী'আতের বাধ্য? যদি তুমি বল যে, সে হল বান্দা, তবে সেটাও সত্য। কিংবা যদি তুমি বল যে, সে হল রব, তবে কোথায় কাকে বাধ্য করা হবে? (হাক্বীক্বাতুস্ সূফীয়া, ২০ পৃষ্ঠা)

বর্তমানে এই আক্বীদাই মা'রেফাতপন্থী সূফীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এই আক্বীদার নেতৃত্বে আরও রয়েছেন ইবনু সাবাঈন, ইবনুল ফারিয, আকীক তিলমেসানী, আবদুল করীম জায়লী (মৃত ৮১১ হিঃ) আবদুল গণী নাবলুসী ও আধুনিককালে আবিষ্কৃত বিভিন্ন তরীকার সূফীরা– (ফাজায়েদুস সুফীইয়াহ ৪৪ পৃষ্ঠা)। যেমন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী যিনি তাবলীগী জামা'আত প্রতিষ্ঠাতা জনাব ইলিয়াসের দাদা পীর। যার আক্বীদাও ছিল অনুরূপ, যা আমরা সামনে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

এদের দর্শন হল এই যে, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার সম্পর্ক এমন হতে হবে যেন উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যে কোন ফারাক না থাকে। অথচ আল্লাহ কারো সাথে মিলতে পারেন না। আল্লাহ এবং বান্দা কখনোই এক হতে পারে না। যেমন আল্লাহ বলেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

"তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" (সূরা শূরা ১১)। "তিনি কাউকে জন্ম দেন না, আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই" (সূরা ইখলাস ৩-৪)। বলাবাহুল্য 'ফানাফিল্লাহ'র উক্ত আক্বীদা সম্পূর্ণরূপে কুফরী আক্বীদা। এই আক্বীদাই বর্তমানে চালু আছে।

হিন্দু দার্শনিকগণ ইশ্বর, মানুষ ও ব্যাঙের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে না পেয়ে বলেন, 'হরির উপরে হরি, হরি শোভা পায়। হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়।'

www.pathagar.com

একই দর্শনের প্রভাবে কথিত মুসলিম সূফীগণ আহমাদ ও আহাদ-এর মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পান না। এজন্য তারা বলেন,

আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা;
'আহমাদ' 'আহাদ' হলে তবে যায় জানা।
মীমের ঐ পর্দাটি উঠিয়ে দেখরে মন,
দেখবি সেথায় বিরাজ করে 'আহাদ' নিরঞ্জন।

এরা আরও বলেন, যত কল্লা তত আল্লাহ।

উর্দু কবি বলেছেন :

بتاء مهر منور میین نور کسی کا ھے
میان انجم تابان ظهور کسی کا ھے

বল, জ্যোতির্ময় চন্দ্রের মধ্যে আলো কার? বল তারকারাজির দীপ্তির মাঝে কার প্রকাশ?

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! এবার লক্ষ্য করুন, আমাদের তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস সাহেবের দাদা পীর ইমদাদুল্লাহ মাক্কী সাহেবের আক্বীদা। তিনি তার তরীকার ধ্যান ও যিক্‌রের মহিমা বয়ান করেন এভাবে :

اس مرتبه پر پونچھ کرھکر عارف عالم پر متصرف ھو جاتا ھے اور سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کا انکشاف ھوتا ھے اور وہ ذی اختیار ھو جاتا ھے اور خدا کی جس تجلی کو چاھتا ھے اپنے اوپر کرتا ھے اور جس صفت کے ساتھ چاھتا ھے متصف ھو کر اس کا اثر ظاھر کر سکتا ھے چونکھ اس میں خدا کے اوصاف پائے جاتے ھے اور خدا کے (خلاق میں وہ مزین ھے)

"এই স্তরে উপনীত হবার পর আরিফ বা মা'আরিফাতের অধিকারী ব্যক্তি সমস্ত পৃথিবীর উপর কর্তৃত্বের অধিকারী হয়। আল্লাহ তা'আলার যে কোন তাজাল্লীকে ও জ্যোতি রশ্মিকে নিজের উপর আপতিত করে নিতে পারে। আল্লাহ্‌র যে কোন গুণে ইচ্ছা নিজেকে বিভূষিত করিয়া উহার

www.pathagar.com

তাছীর ও প্রভাবের প্রকাশ ঘটাতে পারে। যেহেতু তার মধ্যে আল্লাহ্‌র গুণাবলী বিদ্যমান এবং আল্লাহ্‌র চরিত্রে বিভূষিত।

(যিয়াউল কুলুব ঃ মূল উর্দু ২৭-২৮ পৃঃ, বাংলা ই.ফা.বাং ৫১ পৃঃ)

উল্লিখিত আক্বীদার দ্বারা প্রমাণিত হয় :

১। মানুষ সমস্ত পৃথিবীর অধিকারী হয়।

২। মানুষ আল্লাহ্‌র যে কোন গুণে নিজেকে যখন ইচ্ছা বিভূষিত করে যখন যা ইচ্ছা তখন তাই করতে পারে।

এ কথাগুলি সম্পূর্ণ কুরআন-হাদীস পরিপন্থী ও শির্‌ক। আর এই আক্বীদায় বিশ্বাসী তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা ও নিসাবের লেখক উভয়েরই যেহেতু তাদের সকলের তরীকার মূলে ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মাক্কী। তাহলে উক্ত আক্বীদার বিশ্বাসীগণ নিশ্চয়ই শির্‌কে বিশ্বাসী এবং তাবলীগী জামা'আত ঈমানের দা'ওয়াতের নামে প্রকারান্তরে শির্‌ক ছড়াচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র।"

(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫)

﴿وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾

"তোমরা অস্বীকার করলেও আকাশ ও যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্‌রই।" (সূরা নিসা ১৭০)

আরো দেখুন, ইব্‌রাহীম-২, ত্বহা-৬, আশ্‌শূরা-৪, বাক্বারাহ-২৮৪, ফুরক্বান-২, লুকমান-২৫-২৬। এছাড়া আরো অনেক আয়াত আছে যাতে বলা হয়েছে সৃষ্টিজগতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র এবং তিনি এসব নিয়ন্ত্রণ করেন, তাতে তাঁর কোন শরীক নেই।

জনাব ইমদাদুল্লাহ সাহেব তার তরীকার মহিমা বয়ান করেন :

اور جناب باری کو بے حجاب دیکھے گا

হিজাব বা কোনরূপ অন্তরায় ছাড়া আল্লাহ্‌কে সে দর্শন করিতে পারিবে। এবং আল্লাহ্‌কে সতত সমক্ষে প্রত্যক্ষ করার সে তাওফীক পাবে।

www.pathagar.com

(যিয়াউল কুলুব- মূল উর্দু ৭, ২৫ পৃঃ, বাংলা ২০, ৪৭ পৃঃ)

অথচ কুরআন বলে, আল্লাহ্‌কে দেখা সম্ভব নয়–

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে এল, আর তার রব্ব তার সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে বলল, 'হে আমার রব! আমাকে দেখা দাও, আমি তোমাকে দেখব'। তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কক্ষনো দেখতে পাবে না, বরং তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও, যদি তা নিজ স্থানে স্থির থাকতে পারে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।' অতঃপর তার প্রতিপালক যখন পাহাড়ে নিজ জ্যোতি বিচ্ছুরিত করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল আর মূসা চৈতন্য হারিয়ে পড়ে গেল। যখন চেতনা ফিরে পেল, তখন সে বলল, 'পবিত্র তোমার সত্তা, আমি অনুশোচনা ভরে তোমার পানেই ফিরে এলাম, আর আমি প্রথম ঈমান আনছি'।" (সূরা আ'রাফ ১৪৩)।

পূর্বে তিনি আরো লিখেছেন :

تمام دنیا کے حرکت وسکنات کو خدا کے حرکات وسکنات جانے اور ظاہری کام کرنیوالوں کو
الہ اور خدا فاعل حقیقی خیال کرے

বিশ্ব জাহানের যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড অনন্তসত্তা আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়া বলিয়াই ভাবিবে। বাহ্যতঃ যাকে কাজ করিতে দেখা যাইতেছে, তাহাকে শুধুমাত্র একটি মাধ্যম বলিয়া মনে করিবে আর আল্লাহ তা'আলাকেই প্রকৃত কর্তা বলে ভাববে। (যিয়াউল কুলব উর্দু ৩৪, বাংলা ৬১ পৃঃ)

বুঝা যাচ্ছে ইমদাদুল্লাহ সাহেব সকল পাপ-পুণ্যের অনুভূতি, ন্যায়-অন্যায়ের নৈতিকতাবোধ ও জ্ঞানকে ধূলিস্যাৎ করতে চেয়েছেন। পশু ও মানুষের মধ্যে ব্যবধানটুকু মুছে ফেলতে চেয়েছেন যে জ্ঞান ও মানবতাবোধ সৃষ্টি করার জন্য নাবীদের আগমন ঘটেছে। যার প্রভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি তাবলীগী মুবাল্লিগদের মধ্যে। তারা তাকদীরের ভুল ব্যাখ্যা দেয় এমনভাবে যে, তাদের সাথে যারা সময় লাগায় তাদের

www.pathagar.com

আক্বীদার মধ্যে অদৃষ্টবাদের বীজ এমনভাবে ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে, 'নাহী আনিল মুনকার'-এর জাযবা হারিয়ে ফেলে। সমাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রূখে দাঁড়াবার হিম্মত ও সাহস সে হারিয়ে ফেলে। কারণ 'কিছু হতে কিছু হয় না; যা কিছু হয় আল্লাহ হতে হয়'। ফলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে মুসলিম উম্মাহ পঙ্গু হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও ইসলামের বিরুদ্ধে দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়াবার চেতনাকে মেরে ফেলে মুসলিম উম্মাহ্কে কাফির মুশরিকদের গোলামে পরিণত করার দূরদর্শী বিজাতীয় পরিকল্পনার নীল-নকশা বাস্তবায়িত হচ্ছে। আর এসবই হচ্ছে তাসাওউফের ছোঁয়ায়। যা ছিল নির্জনে বসে খানকার মধ্যে চিল্লাকাশী করা, তাই এখন ময়দানে নিয়ে এসেছেন জনাব ইলিয়াস। এবার আরো লক্ষ্য করুন, হাজী ইমদাদুল্লাহ্র আরো ভ্রান্ত আক্বীদা। তিনি বলেন :

اور توحید ذاتی یہ ہے کہ تمام چیزوں کو خدا جانے

'তাওহীদে জাতি' হল এই যে, 'বিশ্বজগতের সব কিছুকে আল্লাহ বলে ধারণা করা। (যিয়াউল কুলূব- মূল উর্দু ৩৫, বাংলা ৬২ পৃঃ)

আর এই আক্বীদাই হিন্দুদের 'সর্বেশ্বরবাদ'। যে কুফুরির দাবী করেছিল মানসুর হাল্লাজ তেমনি দাবী করেছেন ইমদাদুল্লাহ সাহেব। তিনি বলেন :

جس نے مجھ کو مجھ دیکھا اس نے یقینا خدا کو دیکھ لیا من رانی فقد رآی الحق کا ظھور ھوتا ھے

আর এই পর্যায়ে উপনীত হওয়ার পর সালিকের (পীর বা মুরীদের) মধ্যে মান রাআনী ফাকাদ রায়াল 'হাক্কা' অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আমাকে দর্শন করিল সে অনন্তময়কেই (আল্লাহ্কে) দর্শন করিল– এই প্রবচনটির পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে।" কবি বলেন : অনন্তময়ের মাঝে তুমি লীন হও, লীন হওয়ার বোধও লীন কর, তাফরীদের অর্থ ইহাই।

(যিয়াউল কুলব- উর্দু ২৬ পৃঃ, বাংলা ৪৯ পৃঃ)

www.pathagar.com

পীর বা মুরীদকে দর্শন করলে আল্লাহ্কে দর্শন করা হয় এমন আক্বীদা-বিশ্বাস কি মুসলিমের না মুশরিকের পাঠক একটু চিন্তা করে দেখুন। আরো দেখুন ইমদাদুল্লাহ সাহেব লিখেছেন :

خدا کو اپنے وجود میں پاکر منصور کے اسے کلمے کہنے لگے گا حضرت منصور رحمہ اللہ اَنَا الْحَقُّ

یعنی میں خدا ہو فرمایا کرتے تھے

আল্লাহ্কে নিজের মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে থাকে। তখন মানছুর হাল্লাজের মত 'আনাল হক' (আমি আল্লাহ) বলে চীৎকার করিয়া উঠে– (যিয়াউল কুলুব উর্দু ৩১ পৃঃ, বাংলা ৫৫ পৃঃ)। মনসুর হাল্লাজ 'আনাল হাক্ব' আমি আল্লাহ বলার অপরাধের জন্য তৎকালীন আলিমগণ তাকে কাফির বলে ঘোষণা করেন এবং মুরতাদ হওয়ার ফলে শাসন কর্তৃপক্ষ তাকে শূলে বিদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে– (মাদখালী, হাক্বীকাতুস্ সূফীইয়াহ ১৯ পৃঃ)। ইমদাদুল্লাহ সাহেব তার তরীকার এক প্রকার ধ্যান বা মুরাকাবা সম্পর্কে বলেন :

کیونکہ عارف حقیقت انسانی تک (جو الوہیت ہے) پہونچ گیا

'কেননা, এই আরিফ (পীর-মুরীদ) 'হাকীকতে ইনসানী' মানুষের প্রকৃত তাৎপর্যন্তর 'উলুহিয়্যাত'-এ যাইয়া উপনীত হইতে পারিয়াছেন– (যিয়াউল কুলূব- মূল উর্দু ২৭ পৃঃ, বাংলা ৫০ পৃঃ)। উলুহিয়্যাত অর্থ- (প্রভুত্ব) খোদাই– (ফিরোযুল্লগাত উর্দু অভিধান ১১৩ পঃ)। ইমদাদুল্লাহ সাহেব বুঝাতে চেয়েছেন তার তরীকার ধ্যান রপ্ত করলে মানুষ প্রভুত্বে পৌঁছে যায়। খোদায়ীতে অর্থাৎ খোদায়ীতে পৌঁছে যাওয়া আর খোদা (আল্লাহ) হয়ে যাওয়া একই কথা। যেমন পানির তাপমাত্রা কমে হিমাংকতে পৌঁছে গেছে এবং পানি বরফ হয়ে গেছে কথা দু'টি হলেও অর্থ এক। যেমন : একজন সূফী সাধক বলখের ইব্রাহীম আদহাম তার এক ভক্তকে সূফীতত্ত্বের 'ফানা' বিষয় শিক্ষা দিতে উদাহরণ দিয়ে বুঝালেন : 'এক কলসী পানির মধ্যে এক মুঠো লবণ ছেড়ে দিলে লবণ যেমন পানির সাথে মিশে বিলীন হয়ে যায় তদ্রূপ যিক্র করে আল্লাহ্কে নিজের ক্বলবের মধ্যে বিলীন করে ফেলতে হবে'।

www.pathagar.com

সম্মানিত পাঠক! আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তাওহীদের যে তিনটি প্রকারের দা'ওয়াত দেয়ার কারণে নাবীগণের সাথে কাফির মুশরিকদের সংঘাত হয়েছিল, তা হল এই তাওহীদুল উলুহিয়্যা। যে দা'ওয়াত তাবলীগী মুবাল্লিগরা দেয় না। কারণ মূলতঃ এটা তাওহীদের দা'ওয়াত নয়; বরং সূফীইযম্-এর দা'ওয়াত। আর সূফীরা নিজেরাইতো ইলাহ, তাইতো তারা রুবুবিয়্যাতের ঐ দা'ওয়াত দেয় যে বিশ্বাস তৎকালীন কাফির মুশরিকের ছিল। এবার দেখুন ইমদাদুল্লাহ সাহেব কি বলেন :

ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے

সূফী তরীকার ধ্যান ও মুরাকাবা করতে করতে মানুষ "বাহ্যত বান্দা অভ্যন্তরীণভাবে সে আল্লাহ হয়ে দাঁড়ায়।"

(যিয়াউল কুলূব- মূল উর্দু ২৭ পৃঃ, বাংলা ৫০ পৃঃ)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, দ্বীনের দা'ওয়াতের নামে মূলতঃ তাবলীগীরা কুরআন-হাদীস পরিপন্থী সূফী ইজম্ প্রতিষ্ঠা করতে চান। যার সঙ্গে কুরআন সহীহ্ হাদীসের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। অতএব দেখা যায় যে, সূফীদের বীজ কুরআন ও হাদীসের মধ্যে নিহিত ছিল না। বরং রসূলুল্লাহ ﷺ, সহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈন ইযামের তিনটি স্বর্ণ যুগের পরে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে খ্রীস্টীয় প্রভাবে অতি পরহেযগারীর নামে এর উদ্ভব ঘটে। সহাবী আবদুল্লাহ বিন যুবায়ির (রাযি.) ও তাবিঈ মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (রহ.)-এর প্রতিবাদই তার প্রমাণ।

পরিশেষে বলব, ইসলামী আক্বীদার সাথে মা'রেফাতের নামে প্রচলিত সূফীবাদী আক্বীদার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও সূফী দর্শন সরাসরি সংঘর্ষশীল। সূফীদের ভিত্তি হল আউলিয়াদের কাশফ, স্বপ্ন, মুরশিদের ধ্যান ও ফয়েজ ইত্যাদির উপর। পক্ষান্তরে ইসলামের ভিত্তি হল আল্লাহ প্রেরিত 'ওয়াহী' পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর। সূফীদের আবিষ্কৃত তরীকাসমূহ তাদের কল্পিত। এর সাথে কুরআন ও সহীহ হাদীসের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই। সূফীদের ইমারাত হিন্দু-খৃস্টানদের বৈরাগ্যবাদের উপর দণ্ডায়মান। ইসলাম যাকে প্রথমেই দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে (সূরা হাদীদ ২৭)। আল্লাহ আমাদের হিফাযাত করুন– আমীন!!

www.pathagar.com

প্রচলিত তাবলীগের কাজ 'ওয়াহী' ভিত্তিক নয় বরং প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্নের উপর প্রতিষ্ঠিত

তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ইলিয়াস বলেন : "আজকাল খাবের মধ্যে আমার অন্তরে ছহী এলেম ঢালিয়া দেওয়া হয়, কাজেই আমার যেন ঘুম বেশী বেশী হয় সেই জন্য তোমাদের চেষ্টা করা উচিত। (হযরতজী বলেন, খুশ্কীর দরুণ আমি অনিদ্রায় ভুগিতেছিলাম, ডাক্তারদের পরামর্শানুসারে মাথায় তৈল ব্যবহার করাতে এখন কিছুটা নিদ্রা হইতেছে) তিনি আরও বলেন এই তাবলীগের তরীকা স্বপের মাধ্যমেই আমার উপর খোলা হইয়াছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন :

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ .....الخ﴾

এই আয়াতের বিস্তারিত তাফছীর স্বপ্নের মাধ্যমেই আমার অন্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অর্থাৎ ঃ হে উম্মতে মোহাম্মাদী! তোমাদিগকে আম্বিয়ায়ে কেরামদের মতই মানুষের উপকারের জন্য বাহির করা হইয়াছে। বাহির করা ইহয়াছে এই শব্দের ভিতর ইশারা রহিয়াছে যে, এক জায়গায় জমিয়া বসিয়া থাকিলে জিম্মাদারী আদায় হইবে না বরং মানুষের দ্বারে-দ্বারে বাহির হইতে হইবে।

তোমাদের কাজ হইল সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ। অতঃপর "তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন" এই কথা বলিয়া ইহা বুঝানো হইয়াছে যে, উক্ত কাজের দ্বারা স্বয়ং তোমাদের ঈমানের মধ্যে তরক্কী হইবে, নতুবা শুধুমাত্র ঈমান তো 'তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত' এই কথার দ্বারা বুঝা গিয়াছে। সুতরাং তোমরা অন্যের হেদায়াতের ইচ্ছা না করিয়া বরং নিজেদের ফায়দার নিয়ত করিও। আর 'মানুষের উপকারার্থে বাহির হইয়াছ এই কথা দ্বারা আরববাসীকে না বুঝাইয়া আরবের বাহির ওয়ালাদেরকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা আরব ওয়ালাদের বিষয় বলা হইয়াছে যে, আপনি তাহাদের উপর দারোগা নন, তাহাদের উপর উকিলও নন, এই সব বলিয়া বলা হয়েছে যে, আপনি আরবদের ব্যাপারে বেশী ফিকির করিবেন না, কারণ তাহাদের হেদায়েতের এরাদা করা হইয়াছে। আর মানুষ দ্বারা অনারবকে বুঝানো হইয়াছে, যেমন তারপর বলা হয়েছে-

www.pathagar.com

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

অর্থাৎ ঃ যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত তবে তাহাদেরই জন্য মঙ্গল হইত। এখানে তোমাদের জন্য বলা হয় নাই। কারণ তাবলীগের দ্বারা মোবাল্লেগের নিজের ঈমান পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, চাই শ্রোতারা কবূল করুক বা না করুক, শ্রোতারা তাবলীগের দ্বারা যদি ঈমান নিয়া আসে তবে তাদের নিজস্ব ফায়দা হইবে। মোবাল্লেগের ফায়েদা উহার উপর নির্ভর করে না। [মাল্‌ফুজাত- মাওঃ ইলিয়াস ২৮-২৯ পৃঃ, মাল্‌ফুজাত ৫০নং]

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! উল্লিখিত তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার বাণী দ্বারা আমাদের সামনে তিনটি বিষয় ফুটে ওঠে তা হল ঃ

১। প্রচলিত তাবলীগ 'ওয়াহী' ভিত্তিক নয়; বরং স্বপ্নপ্রাপ্ত।

২। তাবলীগের প্রচলিত চিল্লা পদ্ধতি বা তরীকা রসূল (ﷺ)-এর নয় বরং মাওঃ ইলিয়াস-এর স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে চালু করা হয়েছে।

৩। সূরা আল-'ইমরানের ১১০ নং আয়াতের বিস্তারিত তাফসীর স্বপ্নের মাধ্যমে তার অন্তরে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এটি নাবী (ﷺ)-কৃত তাফসীর নয়।

এখন আমরা আপনাদের সামনে আল-কুরআন সহীহ হাদীসের ফায়সালা তুলে ধরব এবং পাঠকগণই বিচার করবেন উল্লিখিত তাবলীগের পদ্ধতি কি রসূল ﷺ-এর উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ ওয়াহী ভিত্তিক কি না। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নাবী ﷺ-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন :

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

অর্থাৎ হে রসূল! আপনি তাবলীগ করুন, যা কিছু আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। আপনি যদি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর রিসালাত পৌঁছালেন না। আল্লাহ আপনাকে

www.pathagar.com

মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা মায়িদাহ ৬৭)

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ তাঁর রসূল ﷺ-কেও তাবলীগ করার নির্দেশ দিয়েছেন আর তা হল যা কিছু তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধি-বিধান তথা 'ওয়াহী'র তাবলীগ। তিনি তা না পৌঁছালে তাঁর পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেন না বলে (হুমকি) সতর্ক করেছেন। বুঝা গেল 'ওয়াহী' বহির্ভূত কোন বিষয়ের তাবলীগ করার অনুমতি আল্লাহ তাঁর নাবীকেও দেননি, তাহলে প্রশ্ন আসে যে, সেই সহীহ 'ইল্‌মটা আবার কোন 'ওয়াহী' যা তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন? তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, মাওঃ ইলিয়াসও নাবী ছিলেন এবং তার স্বপ্নও 'ওয়াহী'? 'ওয়াহী'র বহির্ভূত কোন বিষয়ের তাবলীগ করার অনুমতি যদি না থাকে, তাহলে কথিত তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্নের তাবলীগ কিভাবে করা যেতে পারে, যা তাবলীগ জামা'আতের সাথে সংশ্লিষ্টরা করছেন? তাহলে কি আমরা এ কথা ধরে নেব যে, রসূলের উপর অবতীর্ণ 'ওয়াহী'র কিছু অংশ তিনি ﷺ গোপন করেছিলেন অথবা কিছু অংশ অপূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন যা মাওঃ ইলিয়াস এসে পূর্ণ করেছেন? অথচ উল্লিখিত আয়াতে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ তাঁর নাবীকে তার উপর অবতীর্ণ সব বিষয় পৌঁছে দিতে বলেছেন আর নাবী ﷺ সবকিছুই পৌঁছে দিয়েছেন, কোন কিছু গোপন অথবা অপূর্ণ রাখেননি, এটাই এ আয়াতের দাবী। যা আমরা সহীহ হাদীসের তাফসীরের মাধ্যমে জানতে পারি। উক্ত আয়াতের তাফসীরে বিশ্বনন্দিত মুফাস্‌সির আল্লামা ইবনু কাসীর (রহ.) লিখেছেন : মহান আল্লাহ এখানে স্বীয় নাবী ﷺ-কে 'রসূল'-এ প্রিয় শব্দ দ্বারা সম্বোধন করে বলেছেন, তুমি মানুষের কাছে আমার সমস্ত আহকাম পৌঁছে দাও। রসূল ﷺ করলেনও তাই। সহীহ বুখারীতে রয়েছে, 'আয়িশাহ (রাযি.) বলেন : 'যে ব্যক্তি তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর নাযিলকৃত কোন কিছু গোপন করেছেন, সে মিথ্যা বলে।' এখানে হাদীসটি সংক্ষিপ্তভাবে আছে। সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 'আয়িশাহ (রাযি.) হতেই বর্ণিত আছে, তিনি বলেন : যদি মুহাম্মাদ ﷺ কুরআনের (ওয়াহীর) কোন অংশ গোপন করতেন তবে তিনি অবশ্যই (সূরা আল-আহযাব ৩৭)

www.pathagar.com

﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾

এ আয়াতটি গোপন করতেন। ইবনু আবি হাতিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক ইবনু 'আব্বাস (রাযি.)-কে বলে, "লোকদের মধ্যে এ আলোচনা চলছে যে, আপনাদেরকে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন কতকগুলো কথা বলেছেন যা তিনি অন্য লোকদের নিকট প্রকাশ করেননি?" তখন তিনি সূরা মায়িদাহ্র ৬৭ নং আয়াতটি পাঠ করে বলেন : "আল্লাহ্র শপথ! রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে এরূপ কোন বিশিষ্ট জিনিসের উত্তরাধিকারী করেননি।" সহীহুল বুখারীতে যুহরী (রাযি.)-এর উক্তি রয়েছে, তিনি বলেন : "আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হচ্ছে রিসালাত। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দায়িত্ব হচ্ছে তা প্রচার করা এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মেনে নেয়া।" রসূলুল্লাহ (ﷺ) আল্লাহ তা'আলার সমস্ত কথা পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত উম্মাতই এর সাক্ষী। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমানাত পূর্ণভাবে আদায় করেছেন এবং সবচেয়ে বড় সম্মেলন তাতে সবাই এটা স্বীকার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ 'হাজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হাজ্জের খুৎবায় সমস্ত সহাবী এ কথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ তাঁর দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করেছেন এবং আল্লাহ্র বাণী সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। (তাফসীর ইবনু কাসীর ৪/৭ খণ্ড ৮৭২ পৃঃ)

সম্মানিত পাঠক! উল্লিখিত তাফসীর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, রসূল ﷺ তাঁর নিকট অবতীর্ণ সর্বশেষ 'ওয়াহী'র সব কিছুরই (তাবলীগ) প্রচার করে গেছেন, কোন কিছু বাকী রাখেননি বা গোপন করেননি (যে এতে অন্য কিছুর অবকাশ আছে)। সুতরাং ওয়াহীর বিধান পরিহার করে নতুন করে মাওঃ ইলিয়াসের স্বপ্নে প্রাপ্ত ছয় উসূলের তাবলীগ করতে হবে- এ কথা কি কোন সত্যিকারের মুসলিম বিশ্বাস করতে পারে?

শুধু তাই নয় তাবলীগের পদ্ধতিও নাকি তার স্বপ্নে প্রাপ্ত। অথচ আমরা জানি, তাবলীগ করা একটা সর্বোত্তম নেক কাজ, আর যে কোন নেক কাজ আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত আছে। শর্ত তিনটি হল :

www.pathagar.com

(১) 'ইবাদাত বা 'আমালটি হতে হবে সম্পূর্ণ তাওহীদ ভিত্তিক অর্থাৎ খালেস ঈমান সহকারে এবং সম্পূর্ণ শির্কমুক্ত। (২) 'আমালটি হতে হবে ইখলাসভিত্তিক এবং সকল প্রকার রিয়া তথা লৌকিকতা বা নিফাকমুক্ত। (৩) 'আমালটি হতে হবে রসূল ﷺ'র সুন্নাতী তরিকা বা পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত ও সকল প্রকার বিদ'আতমুক্ত।

উপরোক্ত শর্ত তিনটি আল-কুরআনের নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

﴿وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً﴾

"আর যে ব্যক্তি পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা সাধনা করে, এমন লোকের চেষ্টা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।" (সূরা ইসরা ১৯)

উক্ত আয়াতে وَهُوَ مُؤْمِنٌ 'আর সে মু'মিন' অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বান্দার 'আমাল তখন কবূল হবে যখন তা সম্পূর্ণ তাওহীদ ভিত্তিক হবে এবং সকল প্রকার শির্কমুক্ত থাকবে। আল্লাহ্র বাণী { وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ} 'আর যে জন পরকাল কামনা করে' অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বান্দার 'আমাল কবূল হতে হলে সম্পূর্ণ ইখলাস ভিত্তিক হতে হবে এবং সব ধরনের লৌকিকতা অর্থাৎ রিয়া ও নিফাকমুক্ত হতে হবে। আর আয়াতের অংশ {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا} 'আর তার জন্য যথাযথ চেষ্টা সাধনা করে' দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বান্দার 'আমাল কবূল হতে হলে তা রসূল (ﷺ)-এর সুন্নাত দ্বারা সমর্থিত হতে হবে এবং সকল প্রকার বিদ'আত থেকে মুক্ত থাকতে হবে। (দেখুন, আল্লামা আলূসী রচিত বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর রুহুল মা'আনী ১৫/৪৭ পৃঃ, গৃহীত কুরআন সুন্নাহ্র আলোকে 'ইবাদাত ১৬ পৃঃ)

সম্মানিত পাঠক! উল্লিখিত তিনটি শর্ত প্রচলিত তাবলীগে পাওয়া যায় না। তাবলীগী নিসাবে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। কুরআন-হাদীসের বিশেষজ্ঞ কোন আলিম তাবলীগী নিসাব গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করলে তা প্রমাণিত হবে। এ বিষয়ে সামান্য কিছু আমরা এই লেখায় অনেক স্থানে

www.pathagar.com

তুলে ধরেছি। তাছাড়া এই জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার প্রণীত মাল্‌ফুজাত এই তিনটি বিষয় বহির্ভূত, কারণ একটু লক্ষ্য করলেই বিষয়টি আপনাদের সামনে স্পষ্ট হবে বলে আশা করি। যেমন তিনি বলেছেন, "আজকাল স্বপ্নের মধ্যে আমার অন্তরে সহীহ 'ইল্‌ম ঢালিয়া দেয়া হয়"– এ বাক্যাংশের প্রতি লক্ষ্য করুন, তার স্বপ্নেপ্রাপ্ত 'ইল্‌ম কি 'ওয়াহী' যার উপর তাওহীদে বিশ্বাসের মত ঈমান আনতে হবে? প্রচলিত তাবলীগীর অধিকাংশ তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে থাকে। আমাদের বিশ্বাস হল একক আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাবী (ﷺ)-এর প্রতি যে 'ইল্‌ম বা জ্ঞান অবতীর্ণ হয়েছে তাই সহীহ বা হক্ব 'ইল্‌ম এবং তাতে বিশ্বাসী হওয়াটাই তাওহীদবাদী মুসলিমের ঈমানের দাবী। আর তা পরিহার করে কারো স্বপ্নে বিশ্বাস করা একক আল্লাহ্‌র অভ্রান্ত'ওয়াহী'র সঙ্গে প্রতারণা বা নিফাক ছাড়া আর কি? ইলিয়াস সাহেবের স্বপ্নেপ্রাপ্ত 'ইলমের প্রতি বিশ্বাস করার অর্থ এই দাঁড়ায় আল্লাহ্‌র অভ্রান্ত'ওয়াহী'র বিধানের সঙ্গে স্বপ্নেপ্রাপ্ত বিধান সমকক্ষ দাঁড় করানোর নামান্তর আর যা সম্পূর্ণ শির্‌ক। যাচাই করে দেখুন, এই জামা'আতের বেশীর ভাগ লোক কুরআনের তাফসীরের প্রতি অনিহা প্রকাশ করে থাকে। আমরা যা অনেকবার লক্ষ্য করেছি। যদি কোন মাসজিদে আল-কুরআনের তাফসীর হয়, তাহলে তারা তা শুনতে চায় না কখনো যদি বাধ্য হয়ে শুনে তারপরেও যতক্ষণ তাদের কথিত স্বপ্নেপ্রাপ্ত নিসাবের তা'লিম না করা হয়, ততক্ষণ যেন তাদের কলিজা ঠাণ্ডা হয় না। এটা কি আল্লাহ্‌র কিতাবের বিপরীতে তাদের কথিত জাল, যঈফ, মাওযূ' মনগড়া কিস্‌সা কাহিনী সম্মিলিত কিতাবকে প্রাধান্য দেয়া নয়? ভাবখানা এমন যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন :

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾

"যখন তারা যন্ত্রণার চোটে তাথেকে বেরিয়ে আসতে চাইবে (তখনই) তাদেরকে তার ভিতরে ফিরিয়ে দেয়া হবে।" (সূরা হাজ্জ ঃ ২২)

পাঠক! আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, তাদের তাবলীগী কাজ তাওহীদ ও ইখলাস নির্ভর নয়। তৃতীয় যে বিষয়টি থেকে যায় তা হল তাবলীগ সহ প্রতিটি 'আমাল হতে হবে নাবী (ﷺ)-এর তরীকা অনুযায়ী। কিন্তু তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা দাবী করেছেন যে, "এই তাবলীগের

www.pathagar.com

তরীকা স্বপ্নের মাধ্যমেই আমার উপর খোলা হয়েছে"। তাহলে তার স্বপ্নে পাওয়া তরীকায় কি তাবলীগ হওয়া উচিত, না নাবী (ﷺ)-এর তরীকায় তাবলীগ হওয়া উচিত? আর নাবীর তরীকা পরিহার করে অন্য তরীকায় তাবলীগ করা কি শির্ক ফির রিসালাত অর্থাৎ নাবীর তরীকার সাথে অন্যের তরীকার শরীক করা কি শির্ক নয়? আর এই শির্কী পদ্ধতি কি আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে? আর শির্কের পরিণাম কি জাহান্নাম নয়? মহান আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً﴾

" নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, এছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে, সে চরমভাবে গোমরাহীতে পতিত হল।" (সূরা নিসা ১১৬)

আরো দেখুন- সূরা মায়িদাহ ৭২, সূরা যুমার ৬৫, সূরা আন'আম ৮৮।

তাছাড়া মাওঃ ইলিয়াসের স্বপ্নে পাওয়া তরীকা কি 'ওয়াহী' যা মুসলিম উম্মাহ মানতে বাধ্য এবং তা না মানলে কি কাফির হয়ে যাবে? যদি তা না হয়, তাহলে বিশ্বময় তাবলীগী জামা'আতের সাথীরা মুসলিম উম্মাহ্কে নাবীর তরীকা পরিহার করে কোন তরীকার দিকে আহ্বান করছেন, তা আমাদের ভেবে দেখা উচিত নয় কি? আর নাবীর তরীকা ছাড়া ভিন্ন অন্য কোন তরীকা গ্রহণ করার নির্দেশ মহান আল্লাহ আমাদেরকে করেননি। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿قُلْ هٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

"হে নাবী! আপনি বলুন, এটিই আমার তরীকা বা পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্র পথে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে (সুস্পষ্ট দলীল সহকারে)। আল্লাহ মহাপবিত্র আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (সূরা ইউসুফ ১০৮)

www.pathagar.com

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের প্রিয় নাবীকে সঠিক পথে সুস্পষ্ট দলীল সহকারে দা'ওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর অনুসারীদেরকেও দলীল সহকারে দা'ওয়াত দেয়ার নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ দলীলবিহীনভাবে নয়, যেমন কথিত তাবলীগীরা বলেন মুরুব্বী বলেছেন বা বুযুর্গের কাছে শুনেছি। বরং অভ্রান্ত ওয়াহীর মাধ্যমে দা'ওয়াত দিতে নির্দেশ করেছেন। আয়াতের শেষাংশে তাওহীদের দা'ওয়াত দানকারী মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত যেন না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। অথচ উল্লিখিত জামা'আতের নিসাব সহীহ আক্বীদা পরিপন্থী শির্কী আক্বীদায় ভরপুর যা অনেকখানি আমরা এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। আর নিসাব গ্রন্থের দ্বারা রসূলের তরীকা বহির্ভূত স্বপ্নেপ্রাপ্ত ভ্রান্তসূফীবাদী তরীকার দিকেই তারা আহ্বান করছে বা দা'ওয়াত দিচ্ছে যে দিকে আহ্বান করতে আল্লাহ তাঁর রসূল (ﷺ)-কে নির্দেশ দেননি। আল্লাহ তাঁর রসূল (ﷺ)-কে নির্দেশ করেছেন তাঁর রবের দিকে আহ্বান করার জন্য। কোন স্বপ্নেপ্রাপ্ত বিষয়ের দিকে নয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

"তার কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহ্র দিকে ডাকে, নেক 'আমাল করে এবং এ কথা বলে যে, আমি মুসলিমদের অন্ত র্ভুক্ত।" (সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩৩)

আলোচ্য আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে দা'ওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহ্র দিকে ডাকা) ও দা'ঈ ইলাল্লাহ্র মর্যাদা এবং দা'ঈ ইলাল্লাহ্র মৌলিক গুণাবলী। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে دَعَا إِلَى اللهِ (আল্লাহ্র দিকে ডাকা)। আল্লাহ্র দিকে ডাকার কুরআনী পরিভাষা হচ্ছে 'দা'ওয়াত ও তাবলীগ' এবং যিনি ডাকেন কুরআনে তার পরিচয় দেয়া হচ্ছে 'দা'ঈ'। দা'ওয়াত মানে ডাকা বা আহ্বান করা, আর 'দাঈ' মানে আহ্বানকারী। কুরআন মাজীদে রসূল (ﷺ)-কে দু'বার داعى الله 'আল্লাহ্র দাঈ' বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾

"হে আমার জাতি! তোমরা 'আল্লাহ্‌র দা'ঈ' (আল্লাহ্‌র তাবলীগকারী) ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আন।" (সূরা আহক্বাফ ৩১)

﴿وَمَنْ لاَ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ﴾

"যে আল্লাহ্‌র দাঈর ডাকে সাড়া দেবে না সে পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না।' (সূরা আহক্বাফ ৩২)

সূরা আহযাবের ৪৬ নং আয়াতে তাঁকে داعى إلى الله 'আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী' বলা হয়েছে। وداعيا إلى الله بإذنه 'আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে (তিনি) তাঁর দিকে আহ্বানকারী।' আল্লাহ্‌র আহ্বানকারী বা আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী কিসের দিকে বা কোন বিষয়ের দিকে আহ্বান জানাবে? (কথিত স্বপ্নেপ্রাপ্ত ছয় উসূলের নীতি আদর্শের দিকে না আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দিকে?)

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে- 'আল্লাহ্‌র দিকে' অর্থাৎ তাঁর পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের দিকে। অনুরূপ সূরা ইউসুফের ১০৮ নং আয়াতে إلى الله 'আল্লাহ্‌র দিকে' বলা হয়েছে:

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

"বল! এটিই আমার পথ। আমি জ্ঞানের ভিত্তিতে 'আল্লাহ্‌র দিকে' আহ্বান জানাই এবং আমার অনুসারীগণও।" অপরদিকে কুরআন মাজীদের দু'জায়গায় রসূল (ﷺ)-কে তাঁর রবের দিকে ডাকতে বলা হয়েছে।

﴿وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

"তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান কর এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (সূরা আল-কাসাস- ৮৭)

www.pathagar.com

অপর এক জায়গায় বলা হয়েছে– "তোমার রবের পথের দিকে ডাক"।

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"তুমি হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার রবের দিকে ডাক।"

(সূরা নাহল ১২৫)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং কুরআন হাদীসের আরো অনেক দলীল দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, নাবী (ﷺ) দা'ওয়াত দিতেন আল্লাহ্র দিকে অর্থাৎ অভ্রান্তওয়াহী হিসাবে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তাঁর প্রতিই তিনি দা'ওয়াত দিয়েছেন এবং তাঁর উম্মাতকেও সেভাবে দা'ওয়াত দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে সক্ষম হব, বর্তমান প্রচলিত তাবলীগ জাম'আত প্রদত্ত দাওয়াত শেষ নাবীর প্রতি অবতীর্ণ অভ্রান্তওয়াহীর দা'ওয়াত নয়। বরং এটা তাদের প্রতিষ্ঠাতার স্বপ্নের তরীকার দা'ওয়াত (যদিও লেবেল হিসাবে কুরআন- হাদীস কিছু রাখা হয়েছে)।

তাছাড়া মালফুজাতের ৫০ নং এর শেষে যে কথা বলা হয়েছে, তা আরো ভয়ানক এবং কুরআনের অপব্যাখ্যার শামিল যা কোন সত্যিকার মুসলিম বিশ্বাস করতে পারে না। যেমন তিনি বলেন :

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ.............الخ﴾

"এই আয়াতের বিস্তারিত তাফছীর স্বপ্নের মাধ্যমেই আমার অন্তরে ফুটিয়া উঠিয়াছে।"[২] এর দ্বারা যে তাফসীর তিনি করেছেন তা কুরআনের তাফসীর বিকৃতির নামান্তর। কারণ আমরা মনে করি এভাবে কুরআনের তাফসীর যদি স্বপ্নের মাধ্যমে করা হয় তাহলে সকলের জন্য কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং এর ভয়াবহ পরিণতি এমন হবে যে, আল-কুরআনের (মৌলকত্ব) Originality খতম হয়ে যাবে যা, নাবী সাহাবী-তাবিঈন ইমাম পর্যন্তঅর্থাৎ সালফে সালিহীনের কেউই এই ধৃষ্টতা দেখাতে সাহস পায় নি। কারণ যেভাবে ওয়াহীর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কুরআন মাজীদ নাযিল করেছেন ঠিক

www.pathagar.com

অনুরূপভাবে ওয়াহীর মাধ্যমে আল্লাহ্ এর তাফসীরও অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেন :

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

"এরপর বিশদ বর্ণনা (অর্থাৎ তাফসীর করার) দায়িত্ব আমারই।"

(সূরা আল-ক্বিয়ামাহ ১৯)ং

بَيَّنَ - بَانَ - بَيَانٌ -এর মাসদার এর অর্থ যাহির (প্রকাশিত), ওয়াযিহ (স্পষ্ট) হওয়া। بيان বলা হয় ঐ জিনিসকে যার দ্বারা কোন কিছুর বিশদ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অথবা অস্পষ্ট জিনিসের স্পষ্টকরণ বুঝায়। উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন মাজীদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও তাফসীরের দায়িত্ব মহান আল্লাহ নিজেই নিয়েছেন। বুঝা গেল, তাফসীর ও ব্যাখ্যা হয়তো কুরআনে পাওয়া যাবে অথবা হাদীসে পাওয়া যাবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। সিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য।" (সূরা আল-বাক্বারাহ ১৮৩-১৮৪)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

"রমাযান সেই মাস যাতে নাযিল হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। আর (ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে) পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে সিয়াম পালন করবে।" (সূরা আল-বাক্বারাহ ১৮৫)

উল্লিখিত প্রথম আয়াতে আল্লাহ যুল জালালি ওয়াল ইকরাম সিয়ামের দিনের ব্যাখ্যা (তাফসীর) করেননি যে, তা কত দিনের এবং কোন্ মাসে

www.pathagar.com

সিয়াম পালন করতে হবে। শুধু এতটুকু বলেছেন, নির্দিষ্ট কয়েক দিন কিন্তু সেই কয়েক দিনটা কত দিন এবং কোন্ মাসে, তা আল্লাহ দ্বিতীয় আয়াতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সিয়াম হবে এক মাস এবং তা হল রমাযান মাসে। এ দু'টি আয়াত এ কথার স্পষ্ট উদাহরণ যে, কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা হয়ে থাকে। কুরআনের তাফসীর যদি কুরআনে না থাকে, তাহলে হাদীসে থাকবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

"(হে রসূল!) আপনার প্রতি (স্মরণিকা) কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি তাদের নিকটে (তাফসীর) ব্যাখ্যা করে দেন।" (সূরা আল-নাহল ৪৪)

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রসূল (ﷺ) ও কুরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও তাফসীর করবেন। আর এটা তাঁর উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ফরয ছিল। যা আল্লাহ তার অন্তরদেশে অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে যে কোন ভাবে ইশারা-ইঙ্গিতে জানিয়েছেন। আর রসূলের তাফসীরই চূড়ান্তও অভ্রান্তঅন্য কারো এ অধিকার নেই। অথবা কারো সম্পর্কে আল্লাহ এমন প্রমাণ নাযিল করেননি যে, তার স্বপ্নের মাধ্যমে পাওয়া তাফসীর মুসলিম উম্মাহ্কে মানতে হবে। আমাদের বিশ্বাস হল কুরআন আল্লাহ নাযিল করেছেন তাঁর নাবীর উপর এবং তার ব্যাখ্যা ও তাফসীর নাযিল করেছেন তাঁর নাবীর উপর আর সেটাই সহীহ তাফসীর। যেমন : মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾

"তোমরা সলাত কায়িম কর।" (সূরা আল-বাক্বারাহ ১১০)

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে কোথাও বলেননি সলাত কি জিনিস। তা কোন পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে, কোন্ সময় আদায় করতে হবে। তবে সলাত সংক্রান্তসমস্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা তাফসীর পাওয়া যায় হাদীসে নাববীতে। আর এই হাদীসই {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} এর ব্যাখ্যা ও তাফসীর।

www.pathagar.com

সম্মানিত পাঠক! এ জাতীয় উদাহরণ আমাদের নিকট অনেক আছে যা কুরআন-হাদীসে বিদ্যমান এবং লিখতে গেলে বইয়ের কলেবর বেড়ে যাবে। যাই হোক উক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা এটাই প্রমাণ করতে চাচ্ছি যে, কুরআনের ব্যাখ্যাও ওয়াহীভিত্তিক তা কারও স্বপ্নপ্রাপ্ত ব্যাখ্যা নয়। হ্যাঁ স্বপ্ন যদি নাবী (ﷺ)-এর হয় তাহলে সেটা আমরা অকপটে নির্দ্বিধায় মেনে নিতাম কারণ আমরা জানি যে, নাবীর স্বপ্নও 'ওয়াহী' হয়ে থাকে। ইলিয়াস সাহেব যত বড় বুযুর্গ হন না কেন তিনি তো নাবী নন যে, তার স্বপ্নেপ্রাপ্ত তাফসীর উম্মাতে মুসলিমাকে মানতে হবে। যদি কেউ তার স্বপ্নকে ওয়াহী মনে করে, তাহলে সে মানতে পারে। তবে মুসলিম হিসাবে নয়, অন্যকিছু ... হতে হবে তাকে।

পরিশেষে বলতে চাই, পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করলেই বুঝাতে পারবেন তাঁর ব্যাখ্যাটা কেমন, যা আমরা এই প্রবন্ধে ৫০ নং রেখাযুক্ত অংশে তুলে ধরেছি। তারপরেও কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি এজন্য যে, বিষয়টি নিয়ে আপনারা ভাববেন এবং যতগুলো তাফসীর গ্রন্থ আছে তাঁর সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন। আরো আমরা তুলে ধরতাম কিন্তু তাতে কলেবর বেড়ে যাবে তাই এখানে ক্ষান্তহলাম। এখন দেখুন সূরা আল-'ইমরানের ১১০ আয়াতে তিনি যে অর্থ করেছেন বা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা হল ঃ "হে উম্মতে মোহাম্মাদী! তোমাদিগকে আম্বিয়ায়ে কেরামদের মতই মানুষের উপকারের জন্য বাহির করা হইয়াছে।" পাঠক শুধু রেখাযুক্ত অংশটুকু পড়ুন আর বিবেককে প্রশ্ন করুন এর অর্থ কি দাঁড়ায়?

কালিমায়ে তাইয়্যিবা

তাবলীগ জামা'আতের আর একটি গ্রন্থ যা এখনও বহুল পঠিত হয়নি। গ্রন্থটির নাম দা'ওয়াত ও তাবলীগের ছয় সিফাত সম্পর্কিত 'মুন্তাখাব হাদীস' বাংলায় (নির্বাচিত হাদীস) যার মূল লেখক তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার ছেলে জামা'আতের আমীর মুহাম্মাদ ইউসুফ কান্দালভী। উর্দু তরজমা ও তারতীব দিয়েছেন বর্তমান আমীর মুহাম্মাদ সা'আদ সাহেব। বাংলায় অনুবাদ করেছেন কাকরাইল মাসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ যুবায়ের সাহেব। উল্লিখিত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হল 'ঈমান' তার ৩ নং হাদীস নিয়ে আলোচনা করছি।

www.pathagar.com

হাদীসটি নিম্নরূপ :

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا أيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد ايماننا قال اكثروا من قول لا إله الا الله-

(رواه أحمد والطبراني، إسناد احمد حسن الترغيب ٢/٤١٥)

"হুজুরে আকরাম (ছঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের ঈমানকে তাজা করিতে থাক। ছাহাবারা বলিলেন, হুজুর! আমরা কিভাবে ঈমানকে তাজা করিব? হুজুর (ছঃ) উত্তর করিলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশী বেশী করিয়া পড়।"

(তাবলীগী নিসাব মুন্তাখাব হাদীস ২০ পৃষ্ঠা – ফাজায়েলে জিকির ৩৪৩ পৃঃ ৭ নং হাঃ)

সম্মানিত পাঠক, এবার লক্ষ্য করুন হাদীসটির মান সম্পর্কে যে, হাদীসটি কোন্ পর্যায়ের। হাদীসটি দুর্বল। এটি হাকিম (৪/২৫৬) এবং আহমাদ (২/৩৫৯) সাদাকাহ ইবনু মূসা সুলামী সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসে' হতে তিনি শুকায়ের ইবনু নাহার হতে তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হাকিম বলেন : সনদটি সহীহ। হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেন : সাদাকাকে সকলে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। শায়খ আলবানী বলেন : শুকায়ের মুনকার, যেমনটি 'আল-মীযান' গ্রন্থে এসেছে। মুনযেরী ও হায়সামী যে তাবারানী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন বলে সনদটিকে হাসান বলেছেন, তা সঠিক নয়। তারা ইবনু হিব্বান কর্তৃক শুকায়ের বা সুমায়েরকে নির্ভরযোগ্য বলার কারণেই হাসান বলেছেন। তার এ নির্ভরযোগ্য বলার উপর ভরসা করা যায় না। কারণ তিনি বহু মাজহূল বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

(দেখুন : سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة এবং বাংলা যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ, ২য় খণ্ড, ৩৬৬ পৃ, ৮৯৬ হাঃ)

উল্লেখ্য যে, কালিমা তাইয়্যিবা বেশি বেশি পড়ার বিপক্ষে আমরা নই। এই মর্মে বহু সহীহ হাদীস আছে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, বর্ণিত হাদীসটি সহীহ সনদে নয়, বরং যঈফ অর্থাৎ দুর্বল সনদের।

তাবলীগী নিসাব ও জিহাদ বিমুখতা

হজরত আতা (রহ.) বলেন, বায়তুল্লাহ্কে দেখাও 'এবাদাত। যে বায়তুল্লাহ্কে দেখিল সে যেন সারা রাত্রি জাগ্রত রহিল, দিনভর রোজা রাখিল, আল্লাহ্র রাস্তায় জেহাদ করিল। (ফাজায়েলে হাজ্জ ৯৫ পৃঃ বাংলা)

ত্বাউস বলেন, বাইতুল্লাহ দর্শন করা উত্তম হল ঐ ব্যক্তির 'ইবাদাতের চেয়ে যিনি সিয়াম পালনকারী, রাত্রি জাগরণকারী এবং আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারী– (প্রাগুক্ত ৭৭ পৃঃ, গৃহীত ঃ প্রচলিত জাল হাদীস)। এতদ্ব্যতীত তাদের মধ্যে এই মওযূ (মনগড়া) হাদীসটি খুবই প্রসিদ্ধ রয়েছে। رجعنا من الجهاد الاصغر إلى الجهاد الاكبر 'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এলাম। এর দ্বারা তাদের হালকায়ে যিক্রের (এবং খানকার সন্ন্যাসব্রতকে) মজলিসগুলিকে 'বড় জিহাদ' এবং সশস্ত্র জিহাদের ময়দানকে 'ছোট জিহাদ' হিসাবে গণ্য করতে চেয়েছেন।

(আঃ রহমান উমরি, তাবলীগী জামা'আত ৮৪ পৃঃ, গৃহীত ঃ হাদীসের প্রামাণিকতা ৫১)

পাঠক লক্ষ্য করুন যে, মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য জিহাদ ফরয করেছেন, তিনি বলেন :

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ﴾

"তোমাদের জন্য ক্বিতাল (সশস্ত্র লড়াইকে) ফরয করে দিলাম। যদিও তোমাদের কাছে তা অপছন্দনীয়।" (সূরা আল-বাক্বারাহ ২১৬)

আল্লাহ্র রসূল (ﷺ) বলেন :

عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة–

যে ব্যক্তি উটনি দোহনের মত সামান্য সময়ও আল্লাহ্র পথে সশস্ত্র লড়াই করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

(আবূ দাউদ- হাদীস সহীহ, আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন)

মুসলিম ভ্রাতাগণ! এ জাতীয় অনেক আয়াত ও হাদীস আছে যা উল্লেখ করলে বইয়ের কলেবর বেড়ে যাবে। এখন আপনারা একটু ভেবে

www.pathagar.com

দেখুন শায়খের উক্তি এবং কুরআন ও হাদীসের সমাধান সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী নয় কি? তাছাড়া আমার বাস্তব জীবনে বহুবার লক্ষ্য করেছি। তাবলীগের মুরুব্বীদেরকে যখনই জিহাদের কথা বলা হয়, তখন ঈমানের মেহনত করে (তাবলীগী চিল্লার মাধ্যমে) ঈমান মযবূত করার দোহাই দিয়ে বলে থাকেন, আমরা এখন আল্লাহ্র রসূলের মাক্কী জীবনে আছি, কারণ রসূল ১৩ বৎসর ঈমানের মেহনত করেছেন, আমাদেরও জিহাদের মত এত বড় 'আমাল করার পূর্বে ঈমানের মেহনত করে ঈমান মযবূত করে নিতে হবে। কথাটার সত্যতা একটু বুঝার চেষ্টা করুন। জিহাদ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করার যতগুলি অজুহাত আছে, আমার মনে হয় এটি তার মধ্যে অন্যতম। সশস্ত্র জিহাদ বা ক্বিতাল এমন একটি ফরয যা আল্লাহ্ আমাদের জন্য ফরয করে দিলেও অনেকের তা ভাল লাগবে না। যা আমরা এর পূর্বে সূরা বাক্বারার ২১৬ নং আয়াতে উল্লেখ করেছি। তাই আমরা দেখি মুসলিম দাবী করেও এক শ্রেণীর লোক জিহাদের কথা শুনলে আঁতকে উঠেন, বিরোধিতা করেন। কেউ কেউ হিকমাতের কথা বলে ক্বিতালের বিকল্প পথ আবিষ্কার করেন। যে পথে জীবনের ঝুঁকি নেই, কষ্ট নেই, রক্ত ঝরাতে হয় না, ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরীর কোন ক্ষতি হয় না, হিজরাত ও নুসরাতের নামে এক মাসজিদ থেকে অন্য মাসজিদে গেলে মুরগীর রান খাওয়া যায়, মেহমানদারীর মাধ্যমে খাসি যবাই করে নুসরাত পাওয়া যায়। অথচ নাবী (ﷺ) বলেন :

لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية–

মাক্কা বিজয়ের পর হিজরাত নেই। তবে জিহাদ ও নেক নিয়্যাত ব্যতীত– (বুখারী, মুসলিম)। আর এ জামাত এক মাসজিদ থেকে অন্য মাসজিদে, এক মহল্লা থেকে অন্য মহল্লায় হিজরাত করে এর কোনটা মাক্কা আর কোনটা মাদীনা তা আমাদের বুঝে আসে না।

কেউ কেউ আবার যাতে জিহাদের পথে না যেতে হয়, তার জন্য হরেক রকমের বাহানা খুঁজে বেড়ায়। উল্লিখিত বক্তব্য হল জিহাদ থেকে বিরত থাকারই একটি বাহানা মাত্র। অন্যথা জিহাদের পূর্বে ১৩ বছর

www.pathagar.com

ঈমানের মেহনত করতে হবে, এ নির্দেশ কুরআন ও হাদীসের কোথায় আছে? কোন সহাবী কি জিহাদে অংশ নেয়ার আগে কথিত ১৩ বছর মেহনত করেছিলেন? মাক্কী জীবনের তুলনায় মাদানী জীবনীতে অধিক সংখ্যক সহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কত ১৩ বছর ঈমানের মেহনত করেছিলেন? আল্লাহ্‌র রসূল (ﷺ) কি তাদের ১৩ বছর ঈমানের মেহনত করে পরে জিহাদ করার কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন? মাদানী জীবনের সহাবীদের ঈমানকি এত দ্রুত মযবূত হয়ে গিয়েছিল, আর প্রথম সারির সহাবী আবূ বাক্‌র, 'উমার, উসমান, 'আলী (রাযি.)-এর মত সহাবীদের ঈমান মজবুত হতে সময় লাগল কিনা ১৩ বছর!!! আল্লাহ্‌র রসূল (ﷺ)-এর সবচেয়ে কম সময়ের সহাবী উসাইরিম (রাযি.) যিনি উহুদ যুদ্ধের সময় যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যিনি জীবনে এক ওয়াক্ত সলাত আদায়ের সুযোগ পাননি। একটি সিয়াম পালনের সুযোগ পাননি, সুযোগ পাননি হাজ্জ করার, যাকাত দেয়ার, কুরআন পড়ার, এমনকি সুযোগ পাননি ইসলামকে ভাল করে বুঝার। ঈমান আনার পরই রসূল (ﷺ) এমন ব্যক্তিকে জিহাদে পাঠিয়েছিলেন। তাকে তো আল্লাহ্‌র রসূল নির্দেশ দেননি যাও ১৩ বছর ঈমানের মেহনত করে নাও। সলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত শেখো, ৬ নং এর মাধ্যমে ইসলাম বুঝে নাও, এ সবের 'আমাল কর এবং এর মাধ্যমে ঈমান মযবূত হলেই কেবল জিহাদে অংশগ্রহণ করবে। কেবল মাসজিদে গিয়ে গাস্ত করলেই ঈমান মযবূত হয় না, ঈমান মযবূত হয় ইসলামের জন্য, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, জান-মালের যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা, যে কোন বিপদাপদ হাসি মুখে বরণ করে নেয়ার মাধ্যমে। জিহাদের ময়দানে যে কঠিন কষ্ট হয়, যেসব পরীক্ষা দিতে হয় তার সিকি ভাগও কষ্টের পরীক্ষা সলাত, সিয়াম, ছয় নম্বর চর্চায় ও গাস্তে হয় না। ক্ষুধার কষ্ট, শারীরিক কষ্ট, মানসিক টেনশন তো আছেই, প্রতি পদে পদে রয়েছে জীবনের ঝুঁকি। যে কোন সময় একটি বুলেট কেড়ে নিতে পারে প্রাণ, কিংবা শত্রুর হাতে বন্দি হয়ে অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হওয়ার আশঙ্কা আছে সামনে শত্রু, মাথার উপর বিমান চক্কর

www.pathagar.com

দিচ্ছে। প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করে যাচ্ছে শত্রুবাহিনী, যে কোন সময় প্রাণ চলে যেতে পারে তবুও পিছপা হওয়ার কোন উপায় নেই। এমন চরম বিপদ, তারপরও পিছু হটার কোন উপায় নেই। পিছু হটলে চিরস্থায়ী জাহান্নামীর খাতায় নাম লেখা হয়ে যাবে। অতএব ধৈর্যের সাথে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এতে হয় মৃত্যু ঘটবে অথবা বিজয়ী হবে। মৃত্যু হলে সেটা হবে শহীদি মৃত্যু। আর বিজয়ী হলে সেটা হবে গাজী। এ উভয় ব্যক্তিই মহাপুরস্কারে ভূষিত হবে বলে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন। এর নামই ঈমানের পরীক্ষা। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য জীবনের পরোয়া না করে আল্লাহ্‌র শত্রুদের যারা মোকাবিলায় হাসিমুখে বরণ করতে পারে, যে কোন কষ্ট বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে তদের মত মযবূত ঈমানদার আর কে আছে? তার ঈমান মযবূত বলেই তো নিহত হোক আর জীবিত থাক উভয় অবস্থায়ই আল্লাহ তাকে মহাপুরস্কার দেয়ার ঘোষণা করেছেন। কোন ব্যক্তি যদি কথিত ১৩ বছর ঈমানের মেহনত করে ঈমান পাকাপোক্ত করে জিহাদ করতে আসে ও পরে মৃত্যুর ভয়ে ময়দান ত্যাগ করে তবে কি মূল্য আছে ১৩ বছরের মেহনতের? আর ১৩ বছরের সলাত, সিয়াম সহ যাবতীয় চিল্লা ও গাস্তের 'আমাল কি তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারে? জিহাদে না গিয়ে এভাবে ১৩ বছর কেন সারা জীবন মেহনত করলেও ঈমানের পরীক্ষা হবে না। বুঝা যাবে না ঈমান মযবূত হল কিনা। ঈমান পরীক্ষা করতে হলে, ঈমান মযবূত করতে হলে জিহাদের ময়দানে যেতে হবে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যদি অটল অবিচল থাকা যায় তবেই বোঝা যাবে ঈমান মযবূত হয়েছে। আর মন যদি প্রাণের ভয়ে জিহাদের ময়দান ছেড়ে পালাতে চায়, তাহলে বুঝা যাবে এত বছরের সলাত, সিয়াম এবং কালিমার বিরদ, গাস্ত, চিল্লায়ও ঈমানদার হওয়া যায় নি। ঈমান মযবূত হয়নি, তাকে মযবূত করার জন্য এ ময়দানই আঁকড়ে থাকতে হবে।

এভাবে জিহাদের মাধ্যমেই কেবল ঈমান মযবূত হতে পারে। জিহাদ থেকে পালিয়ে বেড়িয়ে বাহানা তালাশ করে শুধু নিজেকে প্রবঞ্চনা করা

www.pathagar.com

যেতে পারে, ঈমান মযবূত করা যায় না। পরিশেষে তাবলীগের মুরুব্বীদের নিকট সবিনয়ে জানতে চাই, আপনাদের মাক্কী জিন্দেগী আর কতকাল চলবে? আপনারা কি ভারতবর্ষের পরিবর্তে আরবের মরু প্রান্তরে মাক্কাহ্ নগরে বাস করেন? যে আপনাদের আবার মাক্কী জিন্দেগী আছে? আপনারা কি রসূল বা সহাবা যে আপনাদের মাক্কী জিন্দেগী থাকতে হবে? আপনারা এই প্রথম নতুন নাবীর (?) নতুন মাক্কা নগরে (?) মুশরিকদের (?) নিকট কালিমার দা'ওয়াত দিতে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন ও নিপীড়ন ভোগ করে চলেছেন যে আপনাদের এই ভারতবর্ষে তাবলীগী জীবনকে বাস্তব অর্থে বা রূপক অর্থে বা ভাব অর্থে অথবা অন্য কোন অর্থে মাক্কী জিন্দেগী বলতে হবে? আল্লাহ্‌র রসূল (ﷺ) ১৩ বৎসর মাক্কী জীবনে কাফিরদের সাথে জবরদস্ত জিহাদ (?) করে মাত্র ১৪০ জন (?) সহাবা পেয়েছিলেন কিন্তু আপনারা তো প্রায় এক শতাব্দী ধরে তাবলীগ করে শুধু বাংলাদেশেই ষাট লক্ষ লোকেরও বেশি লোক সংগ্রহ করেছেন বলে খবর পাওয়া যায়। তারপরও কি আপনাদের মাক্কী জীবন শেষ হল না? আপনাদের বর্তমান তাবলীগী জিন্দেগী যদি সত্যি মাক্কী জিন্দেগী হয় তবে অবশ্যই আপনাদের হিজরাত করতে হবে এবং মাদানী জিন্দেগী থাকতে হবে। তাই যখন হিজরাত করবেন, তখন এত লোক কোথায় হিজরাত করবেন তার বন্দোবস্ত করেছেন কি?

জনৈক আনছারী (রাঃ) এর দালান ভাঙ্গিয়া ফেলা

"এক দিন হুজুরে পাক (ছঃ) কোথাও যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে গুম্বুজ বিশিষ্ট একটা উঁচু পাকা কুঠি দেখিতে পাইয়া হুজুর (ছঃ) সাথীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, উহা একজন আনছারী তৈয়ার করিয়াছেন। হুজুর (ছঃ) শুনিয়া চুপ করিয়া গেলেন। অন্য এক সময় সেই ছাহাবী হুজুরে পাক (ছঃ) এর খেদমতে আসিয়া ছালাম করা মাত্র হুজুর (ছ) মুখ ফিরাইয়া লইলেন। হুজুর (ছঃ) হয়ত খেয়াল করেন নাই মনে করিয়া ছাহাবী আবার ছালাম করিলেন। হুজুর (ছঃ) এইবারও উত্তর দিলেন না। লোকটি পেরেশান এবং ব্যতিব্যস্ত হইয়া উপস্থিত ছাহাবাদিগকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, হুজুর (ছঃ) তোমার সেই পাকা কোব্বাটা দেখিতে পাইয়া মনে হয় তোমার উপর একটু অসন্তুষ্ট আছেন।

www.pathagar.com

সাহাবী তৎক্ষণাৎ বাড়ী গিয়া কোব্বাটা এমন ভাবে ভাগিয়া চুরমার করিয়া দিলেন যে, উহার নাম নিশানাও বাকী রাখিলেন না অথচ পরে আসিয়া জুহুর (ছঃ) কে ইহার সংবাদও দিলেন না। ঘটনাক্রমে হুজুর (ছঃ) ঐ পথে আবার কোথাও যাইবার সময় ঐ কোব্বাটা তথায় দেখিতে না পাইয়া ছাহাবীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কোব্বাটা কোথায় গেল? ছাহাবারা বলিলেন, সেই দিন হুজুর (ছঃ) এর ইহার প্রতি কিছুটা অসন্তুষ্টি ভাব লক্ষ্য করিয়া আনছারী উহাকে সমূলে উৎখাত করিয়া দিয়াছেন। প্রিয়তম নবী করীম (ছঃ) ইহা শুনিয়া এরশাদ ফরমাইলেন, প্রত্যেক পাকা এমারতই মানুষের জন্য বিপদ স্বরূপ। (হিকায়াতে সহাবা ৬৭০ পৃঃ)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! এখানেও শায়খ আগের মত হাদীসটির বরাত বা মান উল্লেখ না করে বর্ণনা করেছেন, তথাপিও আমরা তাহক্বীক্ব করে তার সনদ বের করেছি। হাদীসটি খাব্বাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে (আবূ দাউদ, মিশকাত ৫১৮৩-রিক্বাক অধ্যায়) হাদীসটি যঈফ। (গৃহীত ঃ আত্-তাহরীক ২৬ মার্চ, ২০০১)। তাছাড়া সুন্দর সাজ-সজ্জা বস্তুত আল্লাহ্র নিয়ামাত। তাতো আল্লাহ মু'মিনের জন্য হালাল করেছেন। তিনি বলেন :

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ﴾

"হে নাবী! আপনি জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ্র যিনাত অর্থাৎ সাজ-সজ্জা যা তিনি বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যসমূহ কে হারাম করেছেন। আপনি বলুন, এসব নিয়ামাত আসলে পার্থিব জীবনে মু'মিনদের জন্যে এবং ক্বিয়ামাতের দিন খালেসভাবে তাদেরই জন্য। এমনিভাবে আমি আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি তাদের জন্য, যারা বুঝে।

(সূরা আল-আ'রাফ ৩২)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল :

১। যারা আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্যের জিনিসকে হারাম করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ নাখোশ। আল্লাহ স্বীয় বান্দার জন্য যেসব সৌন্দর্য সৃষ্টি

www.pathagar.com

করেছেন, তা হারাম করা তিনি অপছন্দ করেন। অথচ বান্দারা এটাকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছে এবং সৌন্দর্য বা সাজ-সজ্জা ত্যাগ করাকে সওয়াবের কাজ মনে করছে।

২। আল্লাহ তা'আলা এটাই চান যে, তিনি তাঁর বান্দার জন্য যেসব সৌন্দর্যের জিনিস সৃষ্টি করেছেন বান্দাগণ যেন তা ব্যবহার করে এবং ان الله جميل يحب الجميل (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সুন্দর এবং তিনি সুন্দরকে ভালবাসেন)-এর দাবী পূরণ করে।

৩। এ নিয়ামাত (সৌন্দর্য) আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যদিও দুনিয়াতে কাফিরগণ এ থেকে ফায়দা হাসিল করে।

৪। আখিরাতে এসব সৌন্দর্যের জিনিস কেবলমাত্র ঈমানদারগণই পাবে এবং কাফিরগণ এ থেকে বঞ্চিত হবে। তবে তা যেন অহঙ্কারবশত না হয়। নাবী (ﷺ) বলেন :

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر

ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার মনে (বিন্দু) পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে– (সহীহ মুসলিম- কিতাবুল ঈমান)। তাছাড়া নাবী (ﷺ) আরো বলেন :

من انعم الله عزوجل عليه نعمه فإن عزوجل يحب ان يرای اثر نعمته على عبد

যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন, (তার ক্ষেত্রে) আল্লাহ তা'আলা এটাই পছন্দ করেন যে, তিনি তার বান্দার মধ্যে সেই নিয়ামাতের প্রকাশ (চিহ্ন) দেখেন।

(আহমাদ, বুলূগুল আমানী, এর সনদ সহীহ আলবানী মিশকাত ২/১৩৫২ পৃঃ)

হযরত রাবেয়া বাছরীর ঘটনা

"হযরত রাবেয়া বছরী (রহঃ) একজন বিখ্যাত অলী ছিলেন। তিনি সারা রাত্রি নামাজে কাটাইতেন। ছোবহে ছাদেকের সময় সামান্য একটু ঘুমাইতেন। ফর্শা হইয়া গেলে তাড়াতাড়ি উঠিয়া নিজেকে তিরস্কার করিয়া

www.pathagar.com

বলিতেন আর কতকাল শয়ন করিবে? শীঘ্রই কবরে সিঙ্গার ফুঁক পর্যন্তশয়ন করিবার সময় আসিতেছে।" (ফাজায়েলে জিকির ৩৬৪)

এ জাতীয় আরো অনেক ঘটনা তাবলীগী নিসাবে বর্ণিত আছে যা পাঠক মাত্রই ওয়াকিফহাল, যেমন- "এক সৈয়দ সাহেব সম্বন্ধে বর্ণিত আছে বারদিন পর্যন্তএকই অজুতে সমস্ত নামাজ আদায় করিয়াছেন এবং ক্রমাগত পনের বৎসর যাবত শুইবার সুযোগ হয় নাই।" (ফাজায়েলে নামায ১২৩ পৃঃ)

এসব ঘটনা পড়লে মনে হয় নাবী (ﷺ)-এর 'ইবাদাতও তাদের নিকট হার মেনেছে। তারা নাবী থেকে বড় 'ইবাদাতগুজার। অথচ শায়খ সাহেব নিজেই তার ফাজায়েলে তাবলীগ গ্রন্থের ৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন :

﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"আপনি বলিয়া দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার তাবেদারী কর। উহাতে আল্লাহ তোমাদিকে ভালবাসিবেন ও তোমাদের সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন এবং আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও অতীব দয়ালু।" (সূরা আল-ইমরান : ৩১)

ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, যারা হুজুরের প্রকৃত অনুসরণকারী তারাই আল্লাহওয়ালা এবং যে ব্যক্তি সুন্নতের তাবেদারী হইতে যত দূরে হইবে সে আল্লাহর নিকট হইতেও তত দূরে হইবে। মোফাচ্ছেরগণ লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বতের দাবী করে অথচ ছুন্নতের বিরোধিতা করে, সে মিথ্যাবাদী। ....

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, আমার সমস্ত উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করিবে কিন্তু যে অস্বীকার করিয়াছে সে নয়। ছাহাবারা প্রশ্ন করেন, যে ব্যক্তি অস্বীকার করিয়াছে তাহার অর্থ কি? হুজুর (ছঃ) বলেন, যে আমার পাবন্দী করিয়াছে সে বেহেশতে যাইবে আর যে নাফরমানী করিয়াছে সে-ই অস্বীকারকারী। অন্য স্থানে আসিয়াছে, তোমাদের মধ্যে কেহ মুছলমান হইতে পারিবে না যে পর্যন্ততাহার খাহেশ আমার আনীত দ্বীনের পুরাপুরি তাবেদার না হয়।- (মেশকাত)

www.pathagar.com

আশ্চর্যের বিষয় যারা ইসলাম ও মুছলমানের হিতাকাংখী বলিয়া দাবীদার হুজুরের ছুন্নত হইতে বঞ্চিত বিধায় যদি তাদের সামনে বলা হয় যে, ইহা ছুন্নতের খেলাফ তবে যেন তাহাদের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করা হইল।

خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہر گز بمنزل نخواہد رسید

নবীর তরীকা ভিন্ন যে অন্য পথ অবলম্বন করে, সে কিছুতেই মনজিলে মাকছুদে পৌঁছিতে পারিবে না।" (ফাজায়েলে তাবলীগ ৩৮-৩৯ পৃঃ)

পাঠক লক্ষ্য করুন, উল্লিখিত শায়খের লিখিত ফাজায়েলে তাবলীগ গ্রন্থের ৩৮/৩৯ পৃষ্ঠার বর্ণনা খোদ তার উপর বর্তায় কিনা? এ ধরনের 'ইবাদাত যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ রসূলের তরীকা পরিপন্থী। মহান আল্লাহ তাঁর নাবীকে সম্বোধন করে বলেন :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً

"তুমি রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়িম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় যে, তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে।" (সূরা বানী ইসরাইল ৭৯)

এ হুকুমের সাথে সাথে পরিমাণও বর্ণনা করে দিলেন যে, অর্ধেক রাত্রি বা কিছু কম বেশি। (তাফসীর ইবনু কাসীর ১৭শ, ৭৩ পৃঃ)

রাতের সলাত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

عن عائشة رضى الله عنها انها سئلب كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غير على إحدى عشرة ركعة (متفق عليه)

মা 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত যে, তাকে বিশ্বনাবী (ﷺ)-এর রমাযানে (রাতের) সলাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তদুত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি (ﷺ) রমাযান এবং অন্য সময়ে এগার রাক'আতের অধিক সলাত আদায় করতেন না। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

সম্মানিত পাঠক! হয়তো ভাবতে পারেন একটু বেশি 'ইবাদাত করলে ক্ষতিটা কি? তার উত্তরতো খোদ শায়খ সাহেব তার ফাজায়েলে তাবলীগের ৩৮/৩৯ নং পৃষ্ঠায় দিয়েছেন যে, নাবীর তরীকা বহির্ভূত কোন 'আমাল আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হয় না। তদুপরি বুঝার জন্য আর একটি সহীহ হাদীস উল্লেখ করে শেষ করছি।

عن انس رضى الله عنه قال جاء ثلاثة رجل إلى ازواج النبى صلى الله عليه وسلم يسالون..........الخ

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলের 'ইবাদাত সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য তিন ব্যক্তি রসূলের বিবিদের কাছে উপস্থিত হল। অতঃপর রসূলের 'ইবাদাত সম্পর্কে যখন তাদেরকে জানানো হল, তখন যেন তারা তাকে অপ্রতুল মনে করল এবং আমাদের রসূল (ﷺ)-এর সাথে কি তুলনা হতে পারে। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর অগ্র-পশ্চাতের অপরাধ মাফ করার ঘোষণা দিয়েছেন। অতঃপর তাদের একজন বললেন, আমি সারারাত সলাতে কাটাবো। দ্বিতীয়জন বলল, আমি সারা বৎসরই (সিয়াম) রোযা রাখব এবং কোন দিনই রোযা ত্যাগ করব না। তৃতীয়জন বলল, আমি নারীদের সম্পর্ক হতে দূরে থাকব এবং কখনও বিয়ে-শাদি করব না। হঠাৎ রসূল (ﷺ) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে! তোমরা কি এসব কথা বলছ? সাবধান! আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। এতদসত্ত্বেও আমি কোন কোন দিন রোযা রাখি, আবার কোন কোন দিন (নফল রোযা) ছেড়ে দেই। কখনও সলাত পড়ি, আবার কখনও ঘুমাই। আর আমি বিয়ে-শাদিও করেছি। সুতরাং যে আমার এ সুন্নাত অনুসরণ করবে না সে আমার উম্মাত নয়। (বুখারী, মুসলিম)

পাঠক এবার বলুন! উল্লিখিত ঘটনাদ্বয় কি শাইখুল হাদীসের লেখা কুরআন হাদীসের প্রতিকূলে নয়? আর রসূলের তরীকা ছেড়ে দিলে সে কি আর মু'মিন মুসলিম থাকতে পারে? উল্লিখিত আয়াত এবং সহীহ হাদীসের আলোকে কি এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, প্রচলিত তাবলীগ অধিকাংশই

www.pathagar.com

কুরআন-হাদীস পরিপন্থী? যার অনুমোদন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল দেননি। পরিশেষে শায়খের লেখা নাসীহাত উল্লেখপূর্বক ইতি টানছি :

ترسم نہ رسی بکعبہ اے اعربی * کیں رہ کہ تو میری بترکستان است

অর্থাৎ "হে বেদুঈন পথিক! আমার ভয় হচ্ছে যে, তুমি কা'বা শরীফে পৌঁছাতে পারবে না। কারণ তুমি যে পথে অগ্রসর হচ্ছো তা তুর্কিস্তানের পথ।

مرادما نصحت بود وکردیم * حوالت باخدا کردیم ورفتیم

আমার উদ্দেশ্য ছিল নাসীহাত করা তা করে গেলাম। তোমাকে আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করলাম ও আমি বিদায় নিলাম।"

কা'বার ফাযীলাত

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله في كل يوم وليلة عشر ومائة رحمة تنزل هذا البيت ستون للطائفين اربعون للمصلين وعشرون للناظرين

"এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, কা'বা শরীফের উপর দৈনিক আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে একশত বিশটা রহমত নাজেল হয়, তন্মধ্যে ষাট রহতম তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশ রহমত নামাজীদের জন্য এবং বিশ রহমত দর্শকদের জন্য।

(বায়হাকী- ফাজায়েলে হাজ্জ ৯৫ পৃঃ)

জনাব হাদীসটির কোন সনদ বর্ণনা না করে শুধু বাইহাকী লিখেছেন। এখন লক্ষ্য করুন হাদীসটির মান সম্পর্কে :

ان الله تعالى على اهل المسجد مكة في كل يومن وليلة عشرين ومائة رحمة ستين للطائفين واربعين للمصلين وعشرين للناظرين

www.pathagar.com

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই মাসজিদের (মাক্কার মাসজিদে) অধিবাসীদের জন্য প্রত্যেক দিনে এবং রাতে একশত বিশটি রহমত নাযিল করেন। ষাটটি তাওয়াফকারীদের জন্য, চল্লিশটি সলাত আদায়কারীদের জন্য এবং বিশটি দৃষ্টিদানকারীদের জন্য। (সিলসিলাহ হাঃ ১৮৭, ২১১ পৃঃ)

হাদীসটি যঈফ। এ হাদীসটি সম্পর্কে তাবারানী বলেন : এটি আওযায়ী হতে ইবনুস সাফর ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেনি। আল্লামা নাসিরউদ্দিন আলবানী বলেন : তিনি একজন মিথ্যুক, তিনি হাদীস জাল করতেন।

ইবনু আসাকির আবদুর রহমান ইবনুস সাফারের জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করেন এবং ইবনু মান্দার উদ্ধৃতিতে বলেছেন যে, তিনি (আবদুর রহমান) মাতরূক। যাহাবীও তার অনুসরণ করেছেন। ইবনুল জাওযী 'ইলালুল মুতানাহিয়া' গ্রন্থে (২/৮২-৮৩) বলেছেন : হাদীসটি সহীহ নয়। কারণ ইবনুস সাফার এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি মাতরূক, যেভাবে দারাকুতনী এবং নাসাঈ বলেছেন। দারাকুতনী বলেন, তিনি মিথ্যা বলতেন। ইবনু হিব্বান বলেন, তার দ্বারা হাদীস গ্রহণ করা হালাল নয়। ইয়াহ্ইয়া বলেন, তিনি কিছুই না। হায়সামীও তাকে মাতরূক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। আলবানী বলেন, তাকে বলা হয় ইবনুল ফয়েয। ইবনু হিব্বান আয-যু'আফা গ্রন্থে (৩/১৩৬-১৩৭) এবং আবূ নু'আয়ম 'আকাবু আহসান' গ্রন্থে (১/১১৬-৩০৭) এরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ইবনু হিব্বান বলেছেন : ইউসুফ ইবন ফায়েয আওযাঈ হতে বহু মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি যেন তা ইচ্ছাকৃতই করেছেন। ইবনু আবী হাতিম আল ইলাল গ্রন্থে (১/২৮৭) আমি আমার পিতাকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম? তিনি বলেন : এ হাদীসটি মুনকার। ইউসুফ হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, মাতরূকের ন্যায়। তার সম্পর্কে ইবনু আদী বলেন : তিনি বহু বাতিল হাদীস বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী বলেন,যারা হাদীস জাল করেছেন তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেন, তিনি হচ্ছেন আবদুর রহমান

www.pathagar.com

ইবনু সাফার। ইবনু হাজার 'আল-লিসান' গ্রন্থে বলেন, কেউ কেউ তার নাম এমনই রেখেছেন। সঠিক নাম হচ্ছে ইউসুফ ইবনুস সাফার। তিনি মাতরূক। তাকে ইমাম বুখারী উল্লেখ করে বলেছেন, তিনি আবদুর রহমান ইবনুস সাফার, তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়া যেসব সনদে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর কোনটি সহীহ নয়।

সূরা ইয়াসীনের ফাযীলাত

"হাদীছে ছূরায়ে ইয়াছিনের বহু ফজীলত বর্ণিত আছে। একটি রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জিনিসের একটি দিল আছে। কোরআনে দিল হইল ছূরা ইয়াছীন। যে ব্যক্তি ছূরা ইয়াছীন পড়িবে আল্লাহ পাক তাহাকে দশ খতম কোরআনের ছাওয়াব প্রদান করিবেন"।

(তাবলীগী নিসাব, ফাজায়েলে কুরআন ২২২)

এখানেও ঐ একই কাণ্ড, শায়খ সাহেব সূত্রবিহীন হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ কি যঈফ তা উল্লেখ করাতো দূরে থাক অন্তত উদ্ধৃতিটা দিলেও আমরা বুঝতে পারতাম হাদীসটি কোন্ পর্যায়ের। যাই হোক এবার লক্ষ্য করুন, হাদীসটি কোন্ পর্যায়ের। :

ان لكل شئ قلبا وان قلب القران (يس) من قراها فكانما قرأ القران عشر مرات–

প্রতিটি বস্তুর হৃদয় রয়েছে, আর কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি তা পাঠ করল, সে যেন দশবার কুরআন পাঠ করল। (সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা ১ম খণ্ড, হাঃ ১৬৯, পৃঃ ১৯৬)

হাদীসটি জাল। এটিকে ইমাম তিরমিযী (৪/৪৬) এবং দারেমী (২/৪৫৬) হামীদ ইবনু আবদুর রহমান সূত্রে .... হারূন আবূ মুহাম্মাদ হতে এবং তিনি মুতাকিল ইবনু হায়য়ান হতে .... বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটির দুর্বলতা সুস্পষ্ট; বরং এটি বানোয়াট এই হারূনের কারণে। যাহাবী তাঁর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তিরমিযী হতে তার মাজহুল

www.pathagar.com

(অপরিচিত) হওয়ার উক্তিটি উল্লেখ করে বলেন, আমি তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করছি সেই হাদীস দ্বারা যেটি কাযা'ঈ তার 'মুশানাদুশ শিহাব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইবনু আবী হাতিম 'আল-ইলাল' গ্রন্থে বলেন, আমি আমার পিতাকে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, এই মুতাকিল হচ্ছে ইবনু সুলায়মান। আমি এ হাদীসটি সেই কিতাবের প্রথমে দেখেছি যেটি মুতাকিল ইবনু সুলায়মান জাল করেছিলেন। হাদীসটি বাতিল, তার কোন ভিত্তি নেই। আলবানী (রহ:) বলেন, এই মুকাতিল ইবনু হায়য়ান নন বরং তিনি হচ্ছেন ইবনু সুলাইমান; যেমনভাবে আবূ হাতীম দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী এবং দারেমী কর্তৃক মুতাকিল ইবনু হায়য়ান হিসাবে উল্লেখ করা সম্ভবত কোন বর্ণনাকারী হতে ভুলক্রমে সংঘটিত হয়েছে। সেটিকে কাযা'ঈর বর্ণনা শক্তি যোগাচ্ছে। আবুল ফাত্হ আল-আযদী বলেন : এই মুকাতিল ইবনু হায়য়ান সম্পর্কে ওয়াকী বলেন : তাকে মিথ্যুক বলা হয়েছে।

এছাড়া যাহাবী বলেন : আবুল ফাত্হ এরূপ বলেছেন। আমার ধারণা তার মধ্যে ইবনু হায়য়ান না ইবনু সুলাইমান এ দুয়ের ব্যাপারে গরমিল সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ইবনু হায়য়ান হচ্ছেন একজন সত্যবাদী বর্ণনাকারী। ওয়াকী' যাকে মিথ্যুক বলেছেন তিনি হচ্ছেন ইবনু সুলাইমান। অতএব আমি (যাহাবী) বলছি: এই মুকাতিল হচ্ছে ইবনু সুলাইমান।

আল্লামা আলবানী বলেন : এটি যখন প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইবনু সুলাইমান তখন বলতে হচ্ছে যে, হাদীসটি জাল। এছাড়া বর্ণনাকারী হামীদ একজন মাজহুল রাবী, যেমনভাবে হাফিয ইবনু হাজার 'আত্-তাকরীব' গ্রন্থে বলেছেন।

মুসলিম ভ্রাতাগণ! এবার একটু ভাবুন, সূত্রবিহীন এ জাল হাদীস বর্ণনা করার হেতু কি? এটাকি উম্মাতে মুসলিমাকে ফাযীলাতের নামে ধোঁকা দেয়া নয় কি?

www.pathagar.com

সূরায়ে ওয়াকি'আর ফাযীলাত

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا وكان ابن مسعود يامر بناتة يقرران بها كل ليلة

"হযরত ইবনে মাছউদ (রাঃ) বলেন, হুজুরে পাক (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাত্রে সূরায়ে ওয়াকেয়া পাঠ করিবে কখনও তাহাকে অভাব স্পর্শ করিবে না। এবনে মাছউদ (রাঃ) প্রতিরাত্রে তাহার কন্যাদিগকে ছুরা ওয়াকেয়া পড়িবার জন্য আদেশ দিতেন।"

(তাবলীগী নিসাব, ফাজায়েলে কুরআন ২২৩)

এখানেও শায়খ একই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তবে একটি ইহসান করেছেন তাহলে বর্ণিত হাদীসটির গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসটির মান বর্ণনা করেননি। আমরা শায়খের লিখিত হাদীসখানা হুবহু উল্লেখ করলাম। এবার লক্ষ্য করুন হাদীসখানা কোন্ পর্যায়ের।

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا

"যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল ওয়াকি'আহ পাঠ করবে, তাকে কখনও অভাব গ্রাস করবে না"। হাদীসটি দুর্বল। এটি হারিস ইবনু আবী উসামা তার 'মুসনাদ' গ্রন্থে (১৭৮), ইবনুস সুন্নী 'আমালুল ইয়াউম ওয়াল লায়ল' গ্রন্থে (৬৭৪), ইবনু লাল তার 'হাদীস' গ্রন্থে (১/১১৬), ইবনু বিশরান 'আল-আমালী' গ্রন্থে (২০/৩৮/১) এবং বায়হাকী 'আশ্-শু'আব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তারা সকলেই আবূ শুযা সূত্রে তায়বা হতে বর্ণনা করেছেন। এর সনদ দুর্বল। যাহাবী বলেন, আবূ শু'যাকে চেনা যায় না এবং আবূ তায়বাহ মাজহুল। এছাড়া হাদীসটির তিন দিক থেকে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। হাফিয ইবনু হাজার 'লিসানুল মীযান' গ্রন্থে এই আবূ শু'যার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে তার বিবরণ দিয়েছেন। যাইলাঈ উল্লেখ করেছেন হাদীসটি কয়েকটি দিক থেকে দোষণীয় :

www.pathagar.com

১। এটির সনদে রয়েছে বিচ্ছিন্নতা, যেমনভাবে দারাকুতনী সহ অন্যরা তার বিবরণ দিয়েছেন।

২। হাদীসটির মতনে (ভাষায়) রয়েছে দুর্বোধ্যতা, যেমনভাবে ইমাম আহমাদ উল্লেখ করেছেন।

৩। হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ দুর্বল, যেরূপ ইবনুল জাওযী বলেছেন।

৪। এছাড়া এতে ইযতিরাব রয়েছে।

এটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আহমাদ, আবূ হাতিম, ইবনুল আবী হাতিম, দারাকুতনী, বায়হাকী এবং অন্যরাও একমত হয়েছেন। মানাবী আত-তায়সীর গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি মুনকার। (যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ১ম খণ্ড, হাঃ ২৮৯, পৃঃ ২৮১)

পাঠক মহোদয়! আমরা হাদীস জাল করা ও তার কারণ সম্পর্কে যা জানতে পেরেছি তার মধ্যে এটাও একটা কারণ যে, জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার, ওয়াজ নাসীহাত দ্বারা জনগণকে অধিক ধর্মপ্রাণ বানানো, 'ইবাদাত বন্দেগীতে অধিকতর উৎসাহী বানানো এবং পরকালের ভয়ে অধিক ভীত করে তোলার উদ্দেশ্যে হাদীস জাল করা। (হাদীস সংকলনের ইতিহাস ৫৬৯)

উল্লিখিত এসব হাদীস বর্ণনায় শায়খ সাহেব এ নীতি অবলম্বন করেননি তো?

তাবলীগি নিসাবের ভূমিকাতেই শির্ক

তাবলীগী নিসাবের লেখক শায়খুল হাদীস জাকারিয়া বলেন : "ওলামায়ে কেরাম ও ছুফীকুল শিরোমণি, মোজাদ্দেদে দ্বীন, হজরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহঃ) আমাকে আদেশ করেন যে, তাবলীগে দ্বীনের প্রয়োজন অনুসারে কোরআন ও হাদীছ অবলম্বনে যেন একটা সংক্ষিপ্ত বই লিখি। এতবড় বুজুর্গের সন্তুষ্টি বিধান আমার পরকালে নাজাতের উছিলা হইবে মনে করিয়া আমি উক্ত কাজে সচেষ্ট হই।"

(তাবলীগী নিসাব, ফাজায়েলে তাবলীগের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৩)

www.pathagar.com

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! উপরের আণ্ডার লাইনযুক্ত অংশ পড়ুন আর লক্ষ্য করুন, যাতে জনাব জাকারিয়ার জন্য পরকালের নাযাতের উসীলা হয়, তাই তিনি তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ইলিয়াসের সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে তাবলীগী নিসাব অর্থাৎ ফাজায়েলে 'আমাল ও ফাজায়েলে সাদাকাত গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। যার অনেকাংশ কুরআন-হাদীস পরিপন্থী। কুরআন হাদীস কিছু অবলম্বন করলেও তাতে অপব্যখ্যায় ভরপুর। অধিকাংশ যঈফ জাল হাদীসে ভরপুর। তাছাড়া আছে সুফীদের উদ্ভট কিস্সা কাহিনী যা অনেকাংশে কুরআন-হাদীসের আক্বীদার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সম্ভবতঃ এজন্যই জনাব শায়খ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনা না করে জনাব ইলিয়াসের সন্তুষ্টি কামনা করেছেন। কারণ কুরআন-হাদীস অবলম্বনের কথা যা তিনি বলেছেন তা তিনি করেননি তাই তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টি চাননি। তিনি তাবলীগের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ইলিয়াসের আদেশে তারই প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন। যা তার নির্দেশের অনুকুলে অর্থাৎ অনেকাংশে কুরআন ও সহীহ হাদীসের প্রতিকূলে।

সম্মানিত পাঠক! এর সত্যতা জানতে পারবেন আমাদের এ বইখানার মাধ্যমে। শায়খের বইয়ের ভূমিকাতেই বুঝা যায়, এটা কুরআন-হাদীসের বিপরীত কারণ আমরা জানি দা'ওয়াত ও তাবলীগ আল্লাহর নির্দেশিত একটি দ্বীনি ও নেকীর কাজ। উলামায়ে কেরাম একে ইসলামের ৬ষ্ঠতম স্তম্ভ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন এবং মহান রাব্বুল 'আলামীন একে ঈমানের পূর্বেই স্থান দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾

"তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"

(সূরা আল-ইমরান ১১০)

শুধু তাই নয়, সূরা তাওবাতেও মহান আল্লাহ সেটাকে সলাত প্রতিষ্ঠা যাকাত প্রদানের পূর্বেই উল্লেখ করেছেন। (দেখুন তাওবা-৭১)

www.pathagar.com

বুঝা যাচ্ছে দা'ওয়াত ও তাবলীগ একটি বড় 'ইবাদাত বা দ্বীনী বিষয় এবং নেকীর কাজ। তাবলীগী ভাইদের ভাষায় উম্মুল হাসানা বা সমস্ত নেকির 'মা'। তাহলে এই 'ইবাদাত বা নেকীর কাজটা হতে হবে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ ইখলাসের (নিষ্ঠার) ভিত্তিতে সহীহ্ নিয়তে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾

"আর তাদেরকে হুকুম করা হয়েছে যে, তারা একনিষ্ঠ হয়ে আন্ত রিকভাবে আল্লাহর দ্বীন পালনের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই 'ইবাদাত করবে, সলাত কায়িম করবে এবং যাকাত দান করবে। এটাই হচ্ছে সুদৃঢ় দ্বীন।"

(সূরা আল বায়্যিনাহ-৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

"হে রসূল! আপনি বলুন, আমার সলাত, আমার কুরবানী এবং আমার জীবন ও আমার মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্রই জন্য। অর্থাৎ তাঁর সন্তুষ্টির জন্য।" (সূরা আনআম-১৬২)

সম্মানিত মুমিন ভাই ও বোনেরা! উল্লিখিত দলীল-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, একজন মু'মিনের প্রতিটি কর্ম বা 'ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা উচিত। অথচ আমরা লক্ষ্য করেছি শায়খ যাকারিয়া দা'ওয়াত ও তাবলীগের মত এত বড় কাজ লিখনির মাধ্যমে আঞ্জাম দিতে গিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা না করে ইলিয়াস সাহেবের সন্ত ুষ্টি কামনাকে তার নাজাতের ওয়াসীলা ভেবেছেন। এতবড় 'ইবাদাত পালন করতে গিয়ে স্রষ্টার সন্তুষ্টি উদ্দেশ না করে একজন সৃষ্টির সন্তুষ্টি উদ্দেশ করাটা কি শির্ক নয়? আর শির্কের পরিণাম কি জাহান্নাম নয়? মহান আল্লাহ বলেন :

www.pathagar.com

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আল-মায়েদাহ্-৭২)

রসূল (ﷺ) বলেন :

وعن عثمان بن مالك رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لاَ إِلٰه الا الله يبتغى بذالك وجه الله عزوجل. (متفق عليه)

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিয়েছেন যে বলে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই এর দ্বারা সে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়।' (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)

সম্মানিত মুসলিম ভাই! প্রমাণিত হল যে, একজন মু'মিন ও মুসলিম কোন ভাল কর্ম সম্পাদন করলে তা হবে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ। এটা শুধু আমার কথা নয়, শায়খ যাকারিয়া নিজেও লিখেছেন। যদিও তিনি ভূমিকাতে উক্ত শির্‌কী আক্বীদা পেশ করেছেন। শাইখ যা লিখেছেন আমরা তার কিছু অংশ হুবহু পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরলাম।

ফাজায়েলে তাবলীগের পঞ্চম পরিচ্ছেদ। মুবাল্লেগীনদের ইখলাসে নিয়ত অধ্যায়।

"এই পরিচ্ছেদে মোবাল্লেগদের খেদমতে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ এই যে, তাহারা যেন স্বীয় ওয়াজ নছীয়ত ও লিখনীকে এখলাসের দ্বারা অলংকৃত করেন। কারণ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নয় এমন

আমল দুনিয়াতেও কোন কাজে আসিবে না আর আখেরাতেও উহার কোন ছওয়াব পাওয়া যাইবে না। হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন–

ان الله لا ينظر إلى صوركم واموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم واعمالكم (مشكوة عن مسلم)

অর্থ ঃ আল্লাহ পাক তোমাদের বাহ্যিক ছুরত ও সম্পদের প্রতি লক্ষ্য করেন না রবং তোমাদর অন্তর ও আমালের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। (মেশকাত)

হাদীছে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হুজুর (ছঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঈমান কি জিনিস? হুজুর (ছঃ) উত্তর করিলেন- এখলাছ। অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে, হজরত মোয়াজ (রাঃ) কে হুজুর (ছঃ) যখন ইয়ামেনের গভর্নর নিযুক্ত করিলেন, তখন তিনি আরজ করিলেন, হুজুর আমাকে কিছু অছিয়ত করুন। হুজুর (ছঃ) বলিলেন, দ্বীনের কাজে এখলাছের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। কারণ এখলাছের সহিত সামান্য আমলই যথেষ্ট। আরও বর্ণিত আছে আল্লাহ পাক আমলের মধ্যে যাহা শুধু তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য করা হয় উহাই কবুল করেন। অন্য হাদীছে এরশাদ হইয়াছে-

قال الله تعالى أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معى غير تركته وشركه وفي رواية فانا منه برئ فهو للذى عمله (مشكوة عن مسلم)

আল্লাহ পাক বলেন, আমি অংশীদারদের অংশ স্থাপনের মুখাপেক্ষী নহি। যদি কোন ব্যক্তি কোন আমলের মধ্যে কাহাকেও আমার সাথে শরীক করে, তবে উক্ত ব্যক্তিকে আমি তাহার শেরেকের উপর সোপর্দ করিয়া থাকি। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আমি তাহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া যাই।- (মেশকাত) অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে, ক্বেয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে এক ঘোষণাকারী উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করিবে, যে ব্যক্তি কোন আমলের মধ্যে অন্য কাহাকেও শরীক করিয়াছে, সে যেন উহার প্রতিদান

www.pathagar.com

তাহার কাছ থেকেই চাহিয়া লয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা যে কোন প্রকার অংশ স্থপন হইতে মুক্ত। - (মেশকাত)

অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে,

من صلى يرائ فقد أشرك ومن صام يرائ فقد اشرك ومن تصدق يرائ فقد اشرك

যে ব্যক্তি লোক দেখানে নামাজ পড়ে সে মোশরেক হইয়া যায়, আর যে ব্যক্তি লোক দেখানো ছদকা করিল সেও মোশরেক হইয়া গেল। অর্থাৎ যাহাদেরকে দেখাইবার জন্য করা হইয়াছে উহা তাহাদের জন্যই হইল। অন্য একটি হাদীছে আছে

অর্থ ঃ কেয়ামতের দিবস সর্বপ্রথম যাহাদের ফায়ছালা শুনানো হইবে তন্মধ্যে একজন শহীদ হইবে। তাহাকে ডাকিয়া আল্লাহ পাক স্বীয় নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন। সেই ব্যক্তি উহা চিনিয়া লইবে ও স্বীকার করিবে। অতঃপর তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, ঐ সব নেয়ামতের প্রতিদানে তুমি কি কাজ করিয়াছ? সে উত্তর করিবে তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জেহাদ করিয়াছি ও শহীদ হইয়াছি। এরশাদ হইবে মিথ্যা বলিয়াছ। তোমাকে বীর পুরুষ বলিবে এই জন্যই এই সব করিয়াছিলে।

সুতরাং তাহা-তো বলা হইয়াছে। তারপর তাহাকে আদেশ শুনানো হইবে। অতঃপের তাহাকে অধঃমুখী করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইব।

দ্বিতীয় ঐ আলেমের বিচার হইবে যে এলেম শিখিয়াছিল ও শিখাইয়াছিল এবং কোরআনে পাক পড়িয়াছিল। তাহাকে ডাকিয়া তাহার উপর প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ দেখানো হইবে। সে ব্যক্তিও স্বীকার করিবে। তারপর আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করিবেন ঐসব নেয়ামতের পরিবর্তে তুমি কি আমল করিয়াছ? সে বলিবে তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এলেম শিখিয়াছি ও শিখাইয়াছি এবং তোমার রেজামন্দির আশায় কালামে পাক হাছেল করিয়াছি। উত্তর হইবে মিথ্যা বলিতেছ। তুমি এইজন্য শিখিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে ক্বারী বলিবে। সুতরাং সেই মাকসুদ তো পূর্ণ হইয়াছে।

www.pathagar.com

অতঃপর তাহাকে ফরমানে এলাহী শুনানো হইবে এবং তাহাকেও অধঃমুখী করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।- (মেশকাত)

তৃতীয় ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি হইবে যাহাকে আল্লাহ পাক প্রচুর পরিমাণ ধন সম্পদ দান করিয়াছেন তাহাকেও হাজির করিয়া নেয়ামত সমূহের স্বীকারোক্তি লইয়া প্রশ্ন করা হইবে যে, তার প্রতিদানে তুমি কি আমল করিয়াছে? সে আরজ করিবে, খোদায়ে পাক! তোমার মনোনীত যে কোন রাস্তায় আমি দান করিতে ক্রটি করি নাই। এরশাদ হইবে মিথ্যাবাদী ঐ সব তুমি এই জন্যই করিয়াছিলে যে, লোকে তোমাকে দাতা বলিবে। তাহা তো বলাই হইয়াছে। তাহাকে ও নির্দেশ মোতাবেক সজোরে টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে।

সুতরাং মোবাল্লেগীনদের জন্য নিতান্তই প্রয়োজন, তাঁহারা যেন যে কোন কাজ কর্ম আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও দ্বীনের প্রচার এবং হুজুরে পাক (ছঃ) এর সুন্নাতের তাবেদারীর নিয়তেই করিয়া থাকেন।

(তাবলীগী নিসাব- ফাজায়েলে তাবলীগ ২৯-৩৩ পৃঃ)

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন, শায়খের ভূমিকায় লেখা তার নিজস্ব আক্বীদার সঙ্গে উল্লিখিত লেখার কোন মিল আছে কি? শায়খের এই লেখা দ্বারা বুঝা যায় কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের মানদণ্ডে তার নিজস্ব আক্বীদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আল্লাহ আমাদের সকলকে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং সার্বিক ক্ষেত্রে শির্কমুক্ত জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন।

ওয়াসীলাহ্ ও তার বিধান

এ পর্যায়ে ওয়াসীলাহ এবং তার মর্ম বিধান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক বলে মনে করছি। বিধায় এ বিষয়ে মোটামুটি ধারণা দেবার চেষ্টা করছি। আত্-তাওয়াস্সুল التوسل এর আভিধানিক অর্থ নৈকট্য লাভ করা। ওয়াসীলাহ হচ্ছে যার মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছা যায়। অর্থাৎ ওয়াসীলাহ হচ্ছে সেই উপায় বা মাধ্যম যা লক্ষ্যে পৌছে দেয়। ইবনুল আসীর (রহ.) প্রণীত নিহাআত্ গ্রন্থে এসেছে "আল-অসিল" অর্থ আররাগীব (আগ্রহী)। আর ওয়াসীলাহ অর্থ নৈকট্য ও মাধ্যম বা যার

www.pathagar.com

মাধ্যমে নির্দিষ্ট বস্তু পর্যন্তপৌঁছা বা নিকটবর্তী হওয়া যায়। ওয়াসীলার বহুবচন হচ্ছে অসায়েল। (আন্-নিয়াহায়াত ৫ম খণ্ড, ১৮৫ পৃঃ)

কামুস অভিধানে এসেছে,

وسل إلى الله تعالى توسيلا

অর্থাৎ এমন 'আমাল করা যার মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা যায়। এটা তাওয়াস্সুলের অনুরূপ অর্থ। (ক্বামূসুল মুহীত্ব ৪র্থ খণ্ড, ৬১২ পৃঃ)

আল-কুরআনে ওয়াসীলার অর্থ

ইতোপূর্বে ওয়াসীলার যে আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করেছি সালাফ সালেহীন (পূর্বসুরী বিদ্বান তথা সাহাবা ও তাবিঈগণ) কুরআনের উল্লিখিত ওয়াসীলাহ শব্দের অর্থ তাই করেছেন, যা সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা অর্থের বহির্ভূত নয়। কুরআন কারীমে দু'টি সূরার দু'টি আয়াতে ওয়াসীলাহ শব্দটি এসেছে। সূরা দু'টি হচ্ছে মায়িদাহ ও ইসরা। আয়াত দু'টি নিম্নরূপ :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তার নিকট ওয়াসীলা সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর, অবশ্যই মুক্তিপ্রাপ্ত হবে।" (সূরা আল-মায়িদাহ ৩৫)

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً﴾

"তারা (কতিপয় জনগোষ্ঠী) যাদেরকে আহ্বান করে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নিকট ওয়াসীলা সন্ধান করে। কে তাদের অধিক নিকটবর্তী; আর তারা (আল্লাহ্র) রহমতের আশা করে ও তার আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের আযাব ভীতিযোগ্য।" (সূরা আল-ইসরা ৫৭)

www.pathagar.com

প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমামুল মুফাসসিরীন হাফিয ইবনু জারীর (রহ.) বলেছেন :

اتقوا الله اجيبوا الله فيما امر ونهاكم بالطاعة له في ذلك

তোমাদের প্রতি আরোপিত যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ মান্য করতঃ আনুগত্যের সাথে আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দাও।

(وبتغوا إليه الوسيلة) واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه

আল্লাহ্‌র নিকট নৈকট্য তালাশ কর তাঁকে সন্তুষ্টকারী 'আমালের মাধ্যমে। হাফিয ইবনু কাসীর ইবনু আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওয়াসীলার অর্থ নৈকট্য। অনুরূপ অর্থ সংকলিত হয়েছে মুজাহিদ, হাসান, আবদুল্লাহ বিন কাসীর, সুদ্দী, ইবনু যায়দ ও অপরাপর মুফাসসিরগণ থেকে। ক্বাতাদাহ থেকেও এরূপ সংকলিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে ও তাকে সন্তুষ্টকারী আমলের মাধ্যমে। অতঃপর ইবনু কাসীর (রহ.) বলেন : এ সকল নেতৃস্থানীয় আলিমগণ আয়াতের তাফসীরে যা বলেছেন এতে নির্ভরযোগ্য তাফসীরকারকদের মাঝে কোন দ্বিমত নেই। আর তা হচ্ছে এই যে, ওয়াসীলা হচ্ছে ঐ বিষয় যার মাধ্যমে অভীষ্ঠ লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পৌঁছা যায়– (তাফসীর ইবনু কাসীর ৫ম খণ্ড, ৮৫ পৃঃ)। দ্বিতীয় আয়াত ঃ বিশিষ্ট সহাবী ইবনু মাস'উদ (রাযি.) আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যা বলেছেন, তাতে তার অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেছেন :

كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فاسلم الجن وتمسك هولاء دينهم

কিছু সংখ্যক মানুষ কিছু সংখ্যক জ্বীনের পূজা করত। অতঃপর পূজ্য জ্বীন সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তারা (ঐ মানব সম্প্রদায়) নিজেদের ধর্মে (জ্বীন পূজা) বহাল রাখে। (সহীহ বুখারী)

হাফিয ইবনু হাজার (রহ.) বলেন, জ্বীন পূজারী মানব সম্প্রদায় জ্বীন পূজায় বহাল থাকে, অথচ এ সকল জ্বীন তা পছন্দ করত না। যেহেতু

www.pathagar.com

তারা ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্র নিকট ওয়াসীলাহ কামনা করতে শুরু করেছে। (ফাতহুল বারী, ৮ম খণ্ড, ৩৯৭ পৃঃ)

উক্ত আয়াতের এটিই হচ্ছে নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা, যেমনটি ইমাম বুখারী ইবনু মাস'ঊদ (রাযি.) থেকে বর্ণনা পূর্বক তাঁর সহীহ বুখারী গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, ওয়াসীলাহ বলতে ঐ সকল বিষয়বস্তু উদ্দেশ্য যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করা যায়। এ ব্যাপারে আয়াতটি অত্যন্তসুস্পষ্ট। এজন্য আল্লাহ বলেন, يبتغون অর্থাৎ তারা সন্ধান করে এমন সব 'আমাল যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করা যায়। দু'টি আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে সালাফদের (পূর্ববর্তী মুফাস্সিরদের) থেকে যা সংকলন করেছি তা এরই নির্দেশ করে আরবী ভাষা (অভিধান) ও সঠিক বোধ শক্তি। পক্ষান্তরে যারা এ আয়াত দু'টি থেকে নাবীগণ ও নেককারগণের অবয়ব সত্তা আল্লাহ্র নিকট তাদের অধিকার ও সম্মানের ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে দলীল গ্রহণ করে থাকে। তাদের ব্যাখ্যা বাতিল এবং বাক্যকে নিজের স্থান থেকে বিকৃত করণ, শব্দকে তার প্রকাশ্য নির্দেশনা থেকে পরিবর্তন করণ ও দলীলকে এমন অর্থে ব্যবহার করা যার সম্ভাবনা রাখে না। তদুপরি এমন অর্থ কোন সালাফ বা সহাবা, তাবিঈ ও তাদের অনুসারীগণ বা গ্রহণযোগ্য কোন তাফসীরকারক বলেননি।

প্রতিভাত হল যে, ওয়াসীলাহ শব্দের অর্থ ঐ সৎকর্ম যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করা যায়। এবার এই সৎকর্মটি শারী'আত সম্মত কিনা জ্ঞাত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ আল্লাহ এ সকল 'আমাল নির্বাচন করার দায়িত্ব আমাদের দিকে সোপর্দ করেন নি, বা তা চিহ্নিত করার ভার আমাদের বিবেক ও রুচির উপর ছাড়া হয়নি। কেননা এমনটি হলে 'আমালে বৈপরীত্য হত, তাই আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমলের ক্ষেত্রে তার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে এবং তার নির্দেশনা ও শিক্ষার অনুসরণ করতে। কেননা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না কোন বিষয় তাঁকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হল আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যমগুলো জানা। আর তা এভাবে সম্ভব; প্রতিটি বিষয়

www.pathagar.com

আল্লাহ্ ও তদীয় রসূল (ﷺ) যা প্রবর্তন করেছেন তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা ।

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, কোন 'আমাল সৎ ও কবূল হওয়ার জন্য তাকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একনিষ্ঠ হতে হবে এবং আল্লাহ্র দেয়া নিয়ম অনুযায়ী হতে হবে। এর ভিত্তিতে বলা যায় যে, তাওয়াস্‌সুল বা ওয়াসীলাহ দু'ভাগে বিভক্ত।

১) التوسل الشرعى শারী'আত সম্মত ওয়াসীলাহ :

২) التوسل البدعى বিদ'আতী ওয়াসীলাহ।

কুরআন-সুন্নাহ্কে অধ্যয়ন করে শারী'আত সম্মত ওয়াসীলাকে সাধারণত তিনভাগে বিভক্ত পাওয়া গেছে। (ক) আল্লাহ্র নাম ও তার গুণাবলীর ওয়াসীলাহ। (খ) সৎ 'আমালের ওয়াসীলাহ। (গ) সৎ ব্যক্তির দু'আর ওয়াসীলাহ। প্রকারগুলো এখানে দলীলসহ বিশদ বর্ণনা দেয়া হল :

প্রথমতঃ আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলাহ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন .
:

﴿وَلِلّهِ الأَ<سْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আর আল্লাহ্র অনেক সুন্দরতম নাম রয়েছে। অতএব সেগুলোর ওয়াসীলায় তাঁকে আহ্বান কর এবং পরিত্যাগ কর তাদেরকে যারা নামসমূহের ভিতর বিকৃতি সাধন করে।" (সূরা আ'রাফ ১৮০)

সুন্নাত হতে দলীল– নাবী (ﷺ) -এর বাণী :

اللّٰهُمَّ بعلمك الغيب وقدرك على الخلق احينى ما علمت الحياة خيرا لى وتوفنى إذا علمت الوفاء خيرا لى

হে আল্লাহ! তোমার গায়িব জানা ও সৃষ্টির উপর ক্ষমতার ওয়াসীলা আমাকে জীবিত রাখ যে পর্যন্ততুমি আমার জীবিত থাকা কল্যাণজনক বলে

www.pathagar.com

জান। আর আমাকে মৃত্যু দাও যখন আমার জন্য মৃত্যুকে কল্যাণজনক বলে জান। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীর ওয়াসীলাহ গ্রহণ করার নিয়ম। যেমন- মুসলিম ব্যক্তি তার দু'আয় বলবে :

اللّٰهُمَّ إنى اسالك بانك انت الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم أن تعافيني أو يقول اللّٰهُمَّ إنى اسالك برحمتك التى وسعت كل شيئ ان ترحمنى وتغفرلى

"হে আল্লাহ! তুমি প্রজ্ঞাময়, পরাক্রমশালী, করুণাময়, কৃপানিধান তাই তারই ওয়াসীলায় তোমার নিকট সুস্থতা চাই। অথবা বলবে, হে আল্লাহ! তোমার নিকট প্রার্থনা করছি তোমার ঐ অসীলার রহমাতের যা সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে। সুতরাং আমার উপর রহমাত কর এবং আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

অথবা অনুরূপ আল্লাহর সুন্দরতম নাম ও গুণাবলীর অসীলার মাধ্যম ধরে দু'আ করবে যেমন, নাবী ﷺ ইস্তিখারার দু'আয় বলেছেন :

اللّٰهُمَّ إنى استخيرك بعلمك وستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم

হে আল্লাহ! তোমার জ্ঞানের ওয়াসীলায় আমি তোমার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং তোমার কুদরাত বা ক্ষমতার ওয়াসীলায় তোমার নিকট ক্ষমতা চাই এবং তোমার সুমহান অনুগ্রহ চাই। (সহীহ বুখারী)

নাবী (ﷺ)-এর আর একটি বাণী :

يا حى ياقيوم برحمتك استغيث

হে চিরঞ্জীব! হে সর্বনিয়ন্তা! তোমার রহমাতের ওয়াসীলায় সাহায্য ভিক্ষা করি। (হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি সহীহ, সহীহা-আলবানী-হাঃ ২২৭)

বিপদের দু'আয় নাবী (ﷺ) বলেছেন :

www.pathagar.com

اسالك اللّٰهُمَّ بكل اسم هولك سميت به تفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو أستاثرت به فى علم الغيب عندك

হে আল্লাহ! তোমার নিকট সাহায্য চাই তোমার ঐ নামের ওয়াসীলায় যার দ্বারা তুমি নিজেকে নামকরণ করেছ অথবা যা তোমার কিতাবে অবতীর্ণ করেছ। অথবা সৃষ্ট জীবের মধ্যে তোমার কোন বান্দাকে শিক্ষা দিয়েছ অথবা তোমার নিকট অদৃশ্যের জ্ঞান ভাণ্ডারে সংরক্ষিত রেখেছ।

(মুসনাদে আহমাদ ১/৩৯১, হিসনুল মুসলিম-১৪৫ পৃ:)

নাবী (ﷺ) থেকে এ ধরনের আরো অনেক দু'আ বর্ণিত রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্‌র নিকট সৎ 'আমালের দ্বারা ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ করা :

ঐ সৎ আমল যার ভিতর কবুল হওয়ার শর্ত পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। আর তা এরূপ যেমন দু'আ কারী বলবে :

اللّٰهُمَّ بإيمانى بك ومحبي لك واتباعى ورسولك اغفرلى

"হে আল্লাহ! তোমার প্রতি আমার ঈমান, তোমার জন্য আমার ভালবাসা এবং তোমার রসূলের অনুসরণ ও অনুকরণের ওয়াসীলায় আমাকে ক্ষমা করো।" আরো এরূপ শারী'আত সম্মত দু'আর ওয়াসীলাহ গ্রহণ করা যায়। এ সকল ওয়াসীলাহ নির্দেশনায় কুরআন থেকে আল্লাহ তা'আলার কিছু বাণী উদ্ধৃত করা হলো :

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চিতরূপে আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।" (সূরা আল-ইমরান ১৬)

আর আল্লাহ্‌র বাণী :

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِيْنَ﴾

www.pathagar.com

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আমরা তার উপর ঈমান এনেছি এবং রসূলের অনুসরণ করেছি, অতএব সাক্ষ্য প্রদানকারীদের (মুহাম্মাদী উম্মাতের সৎকর্মশীল বান্দাদের) দলে আমাদেরকে লিপিবদ্ধ কর।" (সূরা আল-ইমরান ৫৩)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের ঘোষণা করতে শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনো'। সে অনুযায়ী আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের গুনাহ্গুলো ক্ষমা কর এবং আমাদের থেকে আমাদের মন্দ কাজগুলো বিদূরিত কর আর নেক বান্দাদের সঙ্গে শামিল করে আমাদের মৃত্যু ঘটাও।।" (সূরা আলু ইমরান ১৯৩)

সুন্নাহ থেকে প্রমাণের ক্ষেত্রে বুরাইদাহ বর্ণিত (রাযি.) হাদীস প্রণিধানযোগ্য : বুরাইদা (রাযি.) বলেন, নাবী (ﷺ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট এই ওয়াসীলাই চাচ্ছি যে, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি তুমি সেই আল্লাহ যিনি ব্যতীত আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তুমি একক মুখাপেক্ষীহীন, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। এতদশ্রবণে নাবী (ﷺ) বললেন, এ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট তাঁর এমন সুমহান নামের ওয়াসীলায় আবেদন করেছে যে, তার মাধ্যমে আবেদন করা হলে তিনি প্রদান করেন এবং প্রার্থনা করলে কবূল করেন– (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিরমিযী ও ইবনু মাযাহ)। আর এ বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করে তিন ব্যক্তির ঘটনা সম্বলিত 'আবদুল্লাহ বিন 'উমার (রাঃ)-এর হাদীস। তারা এক গর্তে প্রবেশ করে আশ্রয় নিলে একটি পাথর উপর থেকে নিক্ষিপ্ত হয়ে গর্তের মুখ বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তারা একে অপরকে বলল, তোমরা তোমাদের সৎ আমালসমূহের ওয়াসীলায় আল্লাহ্র নিকট দু'আ কর। অতঃপর তাদের একজন পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহারের ওয়াসীলা গ্রহণ করল। দ্বিতীয়

www.pathagar.com

ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ভয়ে অবাধ্যতার কাজ থেকে বিরত থাকার ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ করল। তার চাচাতো বোনকে আয়ত্বে পাওয়ার পর যখন সে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তখন সে আল্লাহ্‌র ভয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। তৃতীয় ব্যক্তি তার আমানতদারিতা ও সততার ওয়াসীলাহ গ্রহণ করল। আর এভাবে এক শ্রমিক তার পারিশ্রমিক ছেড়ে চলে গেলে সে তার পারিশ্রমিক সম্পদকে বিপুল পরিমাণ সম্পদে পরিণত করে। পরবর্তীকালে সে এসে তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে যায় কিছুই ছেড়ে যায়নি– (বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)। এখানে ঘটনার সার অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনাটি মুসলিম ব্যক্তির খুলুসিয়াত পূর্ণ 'আমালের ওয়াসীলাহ গ্রহণ শরীআত সম্মত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহর নিকট সৎ ব্যক্তির দু'আ ওয়াসীলাহ্ গ্রহণ :

যেমন মুসলিম ব্যক্তি চরম সঙ্কটে পড়লে বা তার উপর বিপদ আপতিত হলে এবং নিজেকে আল্লাহর হক আদায়ের ক্রটি সম্পন্ন মনে করলে, সে আল্লাহর নিকট মযবূত উপায় গ্রহণ করতে ভালবাসে। এজন্য এমন ব্যক্তির নিকট যায় যাকে সে, পরহেজগার, পরিশুদ্ধ, মর্যাদা ও কুরআন ও হাদীসের বিদ্যায় অধিক উপযুক্ত মনে করে। তার নিকট বিপদ মুক্তির ও দুশ্চিন্তা দূরকরণের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করার আবেদন করে। এ ব্যাপরে সুন্নাহ ও সহাবাগণের আচরণ নির্দেশ করে।

সুন্নাহ্ থেকে দলীল :

'আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত হাদীসে এক পল্লীবাসী নাবী (ﷺ)-এর মিম্বারে খুৎবাহ দান কালে মাসজিদে প্রবেশ করে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল, রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, অতএব আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন । তিনি যেন আমাদেরকে বৃষ্টি দান করেন। নাবী (ﷺ) দু' খানা হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, এ পরিমাণ হাত উঠিয়েছিলেন যে, আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা পর্যন্তদেখেছিলাম। দু'আটি এই :

اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا

www.pathagar.com

"হে আল্লাহ! আমাদের জন্য বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ! আমাদের জন্য বৃষ্টি দান কর, হে আল্লাহ্ আমাদের জন্য বৃষ্টি দান কর।" লোকেরাও হাত উঠিয়ে দু'আ করলো।

আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আল্লাহ্র কসম করে বলছি (দু'আর পূর্বে) আমরা আসমানের ব্যাপক অংশ জুড়ে মেঘের একটিও খণ্ড দেখি নাই, আমাদের মাঝে ও টিলার মাঝে কোন ঘরবাড়ী ছিলনা। দু'আর পর রসূল (ﷺ)-এর পিছন দিক থেকে মেঘ প্রকাশিত হল ঢালের ন্যায়। আসমানের মাঝমাঝি স্থানে এসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং বর্ষিত হলো। সেই জাতের কসম যার হাতে আমার জীবন! নাবী (ﷺ) হাত রাখেননি যে পর্যন্তমেঘমালা পাহাড়সম আকারে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। অতঃপর মিম্বর থেকে অবতরণ করার পূর্বেই তাঁর দাড়ির পাশ দিয়ে বৃষ্টি গড়িয়ে পড়তে দেখেছি। অতঃপর তিনি সলাত আদায় করলেন এবং আমরা সলাতান্তেবের হলাম। পানিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ীতে পৌছলাম। দ্বিতীয় জুমু'আহ পর্যন্তএ বৃষ্টি অব্যাহত থাকে। অতঃপর ঐ পল্লীবাসী লোকটি কিংবা অন্য কোন লোক এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন যেন তিনি আমাদের বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। নাবী (ﷺ) মৃদু হাসলেন এবং তাঁর দু'খানা হাত উত্তোলন পূর্বক বললেন :

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللّٰهُمَّ عَلَى الْاٰكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْاٰجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ (متفق عليه)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের আশেপাশে বৃষ্টি বর্ষণ করুন, আমাদের উপরে নয়। হে আল্লাহ্! টিলার উপর, ছোট ছোট পাহাড়ের উপর মাঠের ভিতর ও গাছ-পালা উৎপাদন স্থলগুলোতে। (বুখারী ও মুসলিম) মেঘ সরে গেল এবং মাদীনার পার্শ্বস্থ ভূমিতে বর্ষিত হতে লাগল মদীনায় আর একটুও বৃষ্টি বর্ষিত হলোনা।

সহাবীগণের 'আমাল হতে প্রমাণ :

এ মর্মে হাদীসটিও আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত :

লোকের যখন অনাবৃষ্টিতে ভুগত তখন 'উমার (رضي الله عنه) 'আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের মাধ্যমে বৃষ্টি চাইতেন।

www.pathagar.com

তিনি বলতেন :

اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ : فَيُسْقَوْنَ (رواه البخاری)

হে আল্লাহ! আমার নিকট আমাদের নাবীর ওয়াসীলাহ ধারণ করলে আপনি আমাদের বৃষ্টি দিতেন, আর এখন আমরা আপনার নিকট আমাদের নাবীর চাচার ওয়াসীলাহ ধারণ করছি। অতএব আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে তারা বৃষ্টি প্রাপ্ত হতো। (সহীহ বুখারী)

এর অর্থ ঃ আমরা আমাদের নাবীর শরণাপন্ন হতাম এবং তাঁর নিকট দু'আর আবেদন করতাম এবং তাঁর দু'আর ওয়াসীলায় আল্লাহর নৈকট্য কামনা করতাম। আর এখন যেহেতু তিনি উর্ধ্বতন বন্ধুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন (মৃত্যু বরণ করেছেন), সেহেতু আমাদের জন্য তাঁর পক্ষে দু'আ করা সম্ভব নয়। তাই আমরা নাবীর চাচার সম্মুখীন হচ্ছি এবং তার নিকট আমাদের জন্য দু'আর আবেদন করছি। এসব কথার অর্থ এই নয় যে, তারা তাদের দু'আয় এরূপ বলত, হে আল্লাহ! তোমার নাবীর সম্মানের অসীলায় আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর, অতঃপর তার মৃত্যুর পর বলতেন হে আল্লাহ! আব্বাস (রাঃ)-এর মান-মর্যাদার ওয়াসীলায় আমাদের বৃষ্টি দান কর। কারণ এ ধরনের দু'আ বিদ'আত। কুরআন ও সুন্নাহয় এর কোন ভিত্তি নেই। এরূপ ওয়াসীলাহ পূর্বসুরী কোন বিদ্বান ধারণ করেননি। অনুরূপভাবে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে ইয়াযীদ বিন আসআদ (রহ.)-এর দু'আর ওয়াসীলাহতে বৃষ্টি চেয়েছিলেন। তিনি সম্মানিত তাবিঈগণের একজন ছিলেন, যদি ব্যক্তিসত্ত্বা সম্মান ও মর্যাদার ওয়াসীলাহ ধারণ করা শারী'আত সম্মত হতো 'উমার ও মু'আবিয়াহ (রাঃ) আল্লাহর রসূল (ﷺ)-এর ওয়াসীলায় পানি চাওয়া বাদ দিয়ে 'আব্বাস (রাঃ)- ও ইয়াযীদ (রহঃ) এর ওয়াসীলাহ ধারণ করতেন না।

বিদ'আতী ওয়াসীলাহ :

ইতোপূর্বে আমরা শারী'আত সম্মত ওয়াসীলাহ ও তার প্রকারভেদ দলীলসহ আলোচনা করেছি, এবার অন্যান্য ওয়াসীলাহ সম্পর্কে আলোচনা

www.pathagar.com

করবো। যেমন কোন ব্যক্তির অধিকারে অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মর্যাদার ওয়াসীলাহ গ্রহণ করা বিদ'আতী ওয়াসীলাহ বৈ কিছু হতে পারে না। যে সম্পর্কে আল্লাহর কিতাব ও নাবীর সুন্নাহ থেকে কোন নির্দেশনা নেই। এমনকি কোন সাহাবা ও তাবেঈগণ এরূপ করেছেন বলে জানাও যায় নি। এসবই যথেষ্ট নবাবিস্কৃত ওয়াসীলাহ যা বাতিল প্রমানিত হওয়ার ব্যাপারে। আর এ কারণেই অনেক গবেষক ইমাম ঐ ধরনের ওয়াসীলাহকে অস্বীকার করেছেন। এ বিষয় মতানৈক্য পোষণকারীর কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা যাবে না। কারণ তা দ্বীনের ভিতর নবাবিস্কৃত ও বিদ'আত যার নিষিদ্ধতা সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহয় সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে।

ওয়াসীলাহ্ বিষয়ে কিছু সংশয় ও তার নিরসন :

ব্যক্তিসত্তা ও মর্যাদার ওয়াসীলাহ্ ধারণ বৈধ জ্ঞানকারীরা কিছু দলীল প্রমাণের আশ্রয় নিয়ে থাকে যার অবস্থা দ্বিবিধ। হয় দলীল শুদ্ধ কিন্তু তারা এর অর্থ বিকৃত করে এবং এমন অর্থে ব্যবহার করে যার সম্ভাবনা রাখে না। কিংবা দলীলগুলো দুর্বল ও বানোয়াট যার প্রতি নির্ভর করা যায় না। এ দু'টি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্তভাবে কিছু আলোকপাত করবো। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে এমনসব দলীল যেগুলিকে এমন অর্থে ব্যবহার করা হয় যা সম্ভাবনা রাখেনা। ব্যক্তিসত্তার ওয়াসীলাহ্ ধারণ বৈধ জ্ঞানকারীগণ দু'টি হাদীস এমন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন এবং ধারণা করে থাকেন ঐ দু'টি তাদের মতের সমর্থনে রয়েছে।

প্রথম হাদীস :

হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। লোকেরা যখন অনাবৃষ্টির সম্মুখীন হতো, তখন 'উমার (রাঃ) 'আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব-এর ওয়াসীলায় বৃষ্টি চাইতেন। তিনি বললেন :

اَللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ : فَيُسْقَوْنَ (رواه البخارى)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট আমদের নাবীর ওয়াসীলাহ ধারণ করলে তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দিতে, আর এখন আমরা তোমার

www.pathagar.com

নিকট আমাদের নাবীর চাচার ওয়াসীলাহ ধারণ করছি। অতএব তুমি আমাদেরকে বৃষ্টি দান কর। বর্ণনাকারী বলেন, ফলে তরা বৃষ্টি প্রাপ্ত হত (ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন)।

তারা এই হাদীস থেকে বুঝে থাকেন যে, 'উমার -এর ওয়াসীলাহ ধারণ করার অর্থ 'আব্বাস -এর আল্লাহর নিকট সম্মান ও মর্যাদার দ্বারা ওয়াসীলাহ গ্রহণ করা। 'উমার কর্তৃক 'আব্বাস -এর ওয়াসীলাহ ধারণ মানে দু'আয় শুধু তার নাম উল্লেখ করা এবং তাঁর বরাতে আল্লাহর নিকট বৃষ্টি তলব করা। সমগ্র সাহাবা এ আচরণকে সমর্থন করেছিলেন। অতএব দাবীর সপক্ষে এ হাদীসটি প্রমাণ বহন করছে। উপরোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা পাঁচভাবে আগ্রাহ্য।

এক. যদি ব্যক্তি সত্তা ও সম্মানের ওয়াসীলাহ গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত হতো, তাহলে 'উমার সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ রসূল ()-এর দু'আর ওয়াসীলাহ গ্রহণ হতে বিমুখ হয়ে সম্মানের দিক থেকে তাঁর চেয়ে বহু নিম্ন পর্যায়ের আব্বাস এর ওয়াসীলাহর শরনাপন্ন হতেন না। কিন্তু উমার এমনটি এজন্য করেছেন কারণ, তিনি জানতেন যে, রসূল এর দু'আর অসীলাহ গ্রহণ করা শুধু তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভব ছিল। জীবদ্দশায় থাকাকালে তিনি তাদের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন। ফলে আল্লাহ তার দু'আ কবূল করতেন, যেমনটি পল্লীবাসী লোকটার ঘটনা থেকে জানা গেছে।

দুই. মানুষ চরম পর্যায়ের কোন প্রয়োজনের সম্মুখীন হলে, স্বভাবতই সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বড় ধরণের একটি মাধ্যম তালাশ করে, যা তাকে সেই উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম করতে পারে। সুতরাং কিভাবে 'উমার রসূল ()-এর মৃত্যুর পর তার ওয়াসীলাহ শারী'আত সম্মত হওয়া সত্ত্বেও পরিত্যাগ করতে পারেন? অথচ তারা ছিলেন খরা ও অনাবৃষ্টির কারণে বিপর্যস্ত অবস্থায়। যার জন্য সেই বছরটির নাম আমুর রমাদ (ছাই-এর বছর) বলা হয়।

তিন. হাদীসের শব্দ নির্দেশ করে যে, 'উমার কর্তৃক 'আব্বাস -এর ওয়াসীলাহ ধরা একাধিকবার ঘটেছে। আর তা আনাস -এর উক্তি দ্বারা যে, লোকেরা যখন খরার সম্মুখীন হতো, তখন 'উমার

www.pathagar.com

'আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব-এর ওয়াসীলায় বৃষ্টি চাইতেন। যদি এমনটি ঘটেও থাকে যে, 'উমার (رضي الله عنه) উত্তম ছেড়ে অধমের শরনাপন্ন হয়েছেন, যেমনটি বিরোধীগণের ধারণা, তাহলে একবার ঘটার কথা বারংবার ঘটার কথা নয়। কিন্তু দেখা যায় প্রতিবারেই 'আব্বাস (رضي الله عنه) এর শরণাপন্ন হয়েছেন। একটিবারও নাবী (ﷺ)-এর শরণাপন্ন হননি।

চার. নিশ্চয়ই বিরোধীগণ আমাদের সাথে এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে 'উমার (رضي الله عنه)-এর বাণী اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا "আমরা তোমার নিটক আমাদের নাবীর ওয়াসীলাহ ধরতাম"। অনুরূপভাবে তাঁর বাণী نتوسل إليك بعم نبينا আমরা তোমার নিকট আমাদের নাবীর চাচার ওয়াসীলাহ ধারণ করছি এতে একটি অব্যয় উহ্য রয়েছে। বিরোধিগণ বলেন, "بجاه عم نبينا" "بجاه نبينا" আমাদের নাবীর সম্মানের ওয়াসীলাহ এবং আমাদের নাবীর চাচার সম্মানের ওয়াসীলা শব্দগুলি উহ্য মেনে থাকেন। আর আমরা بدعاء نبينا আমাদের নাবীর দু'আর ওয়াসীলাহ এবং بدعاء عم نبينا আমাদের নাবীর চাচার ওয়াসীলাহ শব্দগুলো উহ্য মানি। সংযোগশীল উহ্য অব্যয়টি নির্ধারণের জন্য সুন্নাহ ও ঘটনার ভঙ্গির দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 'উমার (رضي الله عنه) ও সাহাবাগণ যেহেতু নিজের বাড়ীতে বসে থেকে বলেননি।

وَنَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ

"আমরা তোমার নিকট তোমার নাবীর চাচার ওয়াসীলাহ ধারণ করছি" বরং তাঁরা 'আবাবস (رضي الله عنه)-কে নিয়ে সলাতের মাঝে বেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখান গিয়ে দু'আ করার জন্য তার নিকট আবেদন করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবস্থাটি ছিল দু'আর অবস্থা। যদি ব্যক্তি সত্তা ও সম্মানের ওয়াসীলাহ ধরার অবস্থা হতো, তাহলে তাদের জন্য ঘরে বসে রসূল (ﷺ)-এর ওয়াসীলাহ ধারণ করা বেশি উপযুক্ত ছিল। কারণ উর্ধ্বতন বন্ধুর (আল্লাহর) সান্নিধ্যে গমনের ফলে তাঁর (রসূলের) সম্মান ও মর্যাদা পরিবর্তন হয়নি। 'উমার (رضي الله عنه) ও সাহাবাগণ জানতেন যে, রসূল ﷺ এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছেন যা ইন্তিকালের

পূর্বের অবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। যখন রসূল তাদের মাঝে বিদ্যমান ছিলেন তখন তারা তাঁর ﷺ নিকট আসতেন এবং দু'আ তলব করতেন। কিন্তু মৃত্যুর পর বারযাখী জীবনে অবস্থান করেছেন, যে জীবনের প্রকৃতি ও ধরন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আর তা দুনিয়াবী জীবন ও তাঁর অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

পাঁচ. এরূপ 'আমাল ও আচরণ কতিপয় সাহাবা থেকেও প্রমাণিত। যেমন মু'আবিয়াহ (رضي الله عنه) কর্তৃক প্রসিদ্ধ তাবিঈ ইয়াযিদ বিন আসওয়া (রহঃ)-এর ওয়াসীলাহ গ্রহণ করা। অনুরূপভাবে যাহহাক ও ইয়াযিদ বিন আসওয়াদের সাথে যে আচরণ করেছিলেন। এসব আচরণ প্রমাণ করে যে, রসূল ﷺ-এর তিরোধানের পর সাহাবাগণ তাঁকে ওয়াসীলাহ হিসাবে ধারণ করেন নি। বরং তারা দু'আ করতে সক্ষম জীবিত সৎ ব্যক্তির তালাশ করতেন এবং তাঁর নিকট আল্লাহর দরবারে দু'আ করার জন্য আবেদন করতেন। যদি ব্যক্তিসত্তা ও মর্যাদার ওয়াসীলাহ গ্রহণ করা শারী'আত সম্মত হতো, তবে সাহাবাগণ এ ধরনের ওয়াসীলাহ ধারণে সবার চেয়ে অগ্রগামী হতেন। কারণ তাঁরা ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বক্ষেত্রে রসূল (ﷺ)-এর অনুসরণে আগ্রহী ছিলেন। আর এমনটির অস্তিত্ব যদি তদানীন্তন কালে থাকতো, তাহলে তারা তা আমাদের জন্য সঙ্কলন করতেন।

সম্মানিত পাঠক! এবার লক্ষ্য করুন, শাইখ যে বলেছেন, "এত বড় বুযুর্গের সন্তুষ্টি বিধান, আমার পরকালের নাজাতের ওসীলাহ হবে" তা কোন্ পর্যায়ে পড়ে।

রমাযানের ফাযীলাত (প্রথম পরিচ্ছেদ)

শায়খ সাহেব ফাজায়েলে রমজানের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমেই একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার শেষে আরবীতে মন্তব্য লিখেছেন। কিন্তু উর্দূতে তার অনুবাদ করেন নি এবং বাংলায় যিনি অনুবাদ করেছেন তিনি হলেন মোঃ সাখাওয়াত উল্লাহ (এম, এ রিসার্চ স্কলার) তিনিও আরবী মন্তব্যটির অনুবাদ করেন নি। আমরা তার লিখিত অনুবাদটি হুবহু তুলে ধরছি এবং হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মতামত পাঠকের সামনে তুলে ধরছি-

www.pathagar.com

"হযরত ছালমান (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, প্রিয় নবীয়ে করীম (ছঃ) শা'বানের শেষ তারিখে আমাদিগকে নছীহত করিয়াছেন যে, তোমাদের মাথার উপর এমন একটি মর্যাদাশীল মোবারক মাস ছায়া স্বরূপ আসিতেছে যাহার মধ্যে শবে ক্বদর নামে একটি রাত্রি আছে যাহা সহস্র মাস হইতেও উত্তম। আল্লাহ তা'আলা রোজা তোমাদের উপর ফরজ করিয়াছেন এবং রাত্রি জাগরণ অর্থাৎ তারাবীহ পড়াকে তোমাদের জন্য পুণ্যের কাজ দিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই মাসে কোন নফল আদায় করিল সে যেন রমজানের বাহিরে একটি ফরজ আদায় করিল। আর যে এই মাসে একটি ফরজ আদায় করিল সে যেন অন্য মাসে সত্তরটি ফরজ আদায় করিল।

হুজুর (ছঃ) আরও বলেন, ইহা ছবরের মাস এবং ছবরের পরিবর্তে আল্লাহ পাক বেহেশত রাখিয়াছেন। ইহা মানুষের সহিত সহানুভূতি করিবার মাস। এই মাসে মোমেন লোকদের রিজিক বাড়াইয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাইবে সে ব্যক্তির জন্য উহা গুনাহ মাফের ও দোজখের অগ্নি হইতে নাজাতের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে এবং উক্ত রোজাদারদের ছওয়াবের সমতুল্য ছওয়াব সে ব্যক্তি লাভ করিবে অথচ সেই রোজাদারের ছওয়াব বিন্দুমাত্রও কম হইবে না। ছাহাবারা জিজ্ঞাসা করিলেন হে আল্লাহর নাবী! আমাদের মধ্যে অনেকেরই এই সামর্থ নাই যে সে অপরকে ইফতার করাইবে অর্থাৎ পেট ভর্তি করিয়া খাওয়াইবে, হুজুর (ছঃ) বলেন, পেট ভর্তি করিয়া খাওয়ানো জরুরী নয়, যে ব্যক্তি কাহাকেও একটি খেজুর দ্বারা ইফতার করাইবে আল্লাহ পাক তাহাকেও উক্ত ছওয়াব প্রদান করিবেন।

হুজুর (ছঃ) আরও বলেন, ইহা এমন একটি মাস যাহার প্রথম দিকে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়, দ্বিতীয়াংশে মাগফেরাত ও তৃতীয়াংশে দোযখ হইতে মুক্তি দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি উক্ত মাসে আপন গোলাম ও মজদুর হইতে কাজের বোঝা হালকা করিয়া দেয়, আল্লাহ পাক তাহাকে মাফ করিয়া দিবেন......। বাইহাকী ইবনু খুযাইমাহর বরাতে উল্লিখিত হাদীসটির শেষে 'ফায়েদার' মধ্যে শায়খ জাকারিয়া লিখেছেন, উক্ত হাদীছের কোন

www.pathagar.com

কোন বর্ণনাকারী, সম্পর্কে মুহাদ্দেসীনগণ কিছুটা মতবিরোধ করিলেও ফজীলত সম্পর্কীয় হাদীসে ঐ সব দুর্বলতা গ্রহণযোগ্য নয়।

(ফাজায়েলে রমজান- ৪৭৪-৭৫ পৃঃ)

শাইখ স্বীকার করেছেন যে, উক্ত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কিছুটা মতবিরোধ করেছেন এবং দুর্বল বলেছেন। তথাপিও তিনি ফাযায়িলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস চলে বলে কথাটি উড়িয়ে দিয়েছেন। এ বিষয় আমার পাঠকবর্গকে এই বইয়ের যঈফ হাদীস মানার শর্ত সংক্রান্তঅধ্যায় পড়ার অনুরোধ করছি এবং হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনের মতামত তুলে ধরছি।

হাদীসটি মুনকার : (মারফূ হাদীসের বিপরীতে অধিকতর দুর্বল হাদীসকে মুনকার বলা হয়। মুনকার হাদীস ত্রুটিযুক্ত) সহীহ ইবনে খুযাইমাহ ক্রমিক নং, ১৮৮৭। তাহক্বীক ড. মুহাম্মাদ মুস্তাফা আল-আযমী, তিনি হাদীসের সনদকে যঈফ বলেছেন। আলবানী "ফাতহুর রব্বানী' ৯/২৩৩ গ্রন্থে বলেছেন, হাদীসটি ইবনে খুযাইমাহ তার 'সহীহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন; অতঃপর বলেছেন যে, (ان صح الخبر) হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন আবূ শাইখ ইবনে হিব্বান 'সওয়াব' গ্রন্থে। হাদীসের সনদে আলী ইবনে যায়েদ বিন জাদআন যঈফ রাবী। এছাড়াও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, মিশকাত ক্রমিক নং ১৯৬৫ হাতক্বীকে আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফ। ৮৭১।

আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী বলেন, হাদীসের সনদটি আলী বিন যায়েদ বিন জাদআন এর কারণে যঈফ। কেননা সে হলো যঈফ রাবী। ইমাম আহমাদ ও অন্যান্যরাও তাকে যঈফ বলেছেন। এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনু খুযাইমাহ বলেছেন, তার স্মৃতি দুর্বলতার কারণে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।"

(গৃহীত সহীহ ও যঈফ হাদীসের আলোকে সিয়াম ও রমাযান পৃঃ- ২৩)

www.pathagar.com

সাহারী ও ইফতার নিয়ে বাড়াবাড়ি

"হজরত ছহল বিন আবদুল্লাহ তছ্‌তরী (রহ:) পনের দিনে একবার খানা খাইতেন, তবে ছুন্নত হিসাবে রমজানের ভিতর প্রতিদিন এক লোকমা খাইতেন ও শুধু পানি দ্বারা ইফতার করিতেন। হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) হামেশা রোজা রাখিতেন কিন্তু কোন আল্লাহর অলি মেহমান হইলে রোজা ভাঙ্গিতেন এবং বলিতেন এই রকম বন্ধুর সহিত খাওয়া রোজার চেয়ে কম মর্যাদা রাখে না।" (ফাজায়েলে রমজান- ৪৯৫ পৃঃ)

"এবনে দাক্বীকুল ঈদ বলেন, ছেহরী খাওয়া রোজার উদ্দেশ্যকে সফল করে না। কারণ রোজার উদ্দেশ্য উদর ও লজ্জা স্থানের কামভাবকে ধ্বংশ করা, কিন্তু ছেহরী উহাকে আরও শক্তিশালী করে।" (ফাজায়েলে রমজান- ৪৯৫ পৃঃ)

অথচ আল্লাহর নাবী (ﷺ)সাহারী খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং তার মধ্যে বরকত রয়েছে এবং ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের বিরোধিতা করতে বলেছেন। কেননা তারা সাহারী করে না। শাইখ সাহেব উক্ত হাদীসগুলো তার গ্রন্থে উল্লেখ করেও সূফীবাদের বৈরাগ্যবাদের কথা মনে হয় ছাড়তে পারেন নি। তা না হলে আল্লাহর রসূলের হাদীস উল্লেখ করেও কেন যে এসব হিন্দু, খৃষ্টান্, বৈরাগ্যবাদীদের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন, আমাদের বোধগম্য নয়। রসূলের ব্যাখ্যা কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? তাঁর হাদীস কি ঐ সমস্ত সূফীবাদের মুখাপেক্ষী? সাহারীতে কামভাব কমে কি বাড়ে এবং রোজার উদ্দেশ্য সফল হয় কি না তা মনে হয় আল্লাহর নাবী বুঝতে সক্ষম হননি? ইবনে দাক্বীকুল ঈদের মত সূফীর ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিল? এবার দেখুন বিশ্বের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর প্রিয় নাবী কি বলেছেন :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرَكَةً

আনাস বিন মালিক হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা সাহারী খাও, কেননা সাহারীর মধ্যে বরকত রয়েছে।
(বুখারী ১৯২৩, মুসলিম ১৮৩৫, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৬৯২- তাহক্বীকে আলবানী)

www.pathagar.com

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ

'আমর ইবনুল আস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের ও আহলি কিতাবের (ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের) সওমের পার্থক্য হলো সাহরী খাওয়া।

(মুসলিম ১৮৩৬, সহীহ আবূ দাউদ ২৩৪৩- তাহক্বীক আলবানী- সমও অধ্যায়, সহীহ নাসাঈ- ২১৬৫)

ইফতারের সময় পঠিতব্য দু'আ

দারুল উলূম দেওবন্দের পরেই সাহারানপুর মাদরাসার স্থান। সেই মাদরাসার স্বনামধন্য শাইখুল হাদীস 'ফাযায়িলে 'আমাল'-এর লেখক জনাব যাকারিয়া সম্ভবত সজ্ঞানে হাদীসের শব্দে বাড়াবাড়ি করেছেন। যেমন তিনি তাবলীগী নিসাবে লিখেছেন :

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

আয় আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রোজা রাখিয়াছি এবং তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং তোমার উপর ভরসা করিয়াছি ও তোমারই প্রদত্ত নেয়ামত দ্বারা ইফতার করিতেছি।

অতঃপর তিনি লিখেছেন,

"হাদীছে আরও সংক্ষিপ্ত দোয়া বর্ণিত আছে।" (ফাজায়েলে রমজান- ৪৯১ পৃঃ)

শাইখ সাহেব নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তার লিখিত ইফতারের মশহূর দু'আতে এমন কতগুলো বাড়তি শব্দ আছে, যা পৃথিবীর কোন হাদীসে নেই। হাদীস ঘাটলে বোঝা যায় যে, একটি যঈফ বর্ণনায় ইফতারের দু'আ এরূপ আছে।

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে রোযা রেখেছি এবং তোমার দেয়া রিযক দ্বারাই ইফতার করিছ (সনদ যঈফ)। আবূ দাউদ- সওম অধ্যায়, 'ইফতারের সময় যা বলতে হয়' ক্রমিক নং ২৩৫৮, বায়হাকী , সুনানে কুবরা ৪/২৩৯; সুনানে 'সগীর' হাদীস ১৪২৮, তাহক্বীক; আব্দুল্লাহ 'উমার

www.pathagar.com

আল- হাসানাইন, বায়হাক্বী সুনানে কুবরা, হাদীস; ৮১৩৪- তাহক্বীক- মুহাম্মাদ আব্দুল কাদীর আত্বা; দারা কুতনী। সুনান- ২/১৮৫ (২৪০); তাবারানী, সগীর ভিন্ন সনদে, হাদীন নং ৯১৩; হাইসামী (রহ.) মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে (৩৬৯) বলেছেন, তাবারানী 'আওসাত' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে দাউদ বিন যাবারকান রয়েছে আর সে হলো যঈফ। এছাড়া আল্লামা আলবানী (রহ.) হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন (ইরওয়াউল গালীল ৪/৩৮, হাদীস ৯১৯)। ইমাম যাহাবী 'আযযুআফা' গ্রন্থে বলেছেন, একজন ব্যতীত সকলেই দাউদ বিন যাবারকানকে যঈফ বলেছেন। ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন, সে পরিত্যাক্ত। (গৃহীত প্রাগুক্ত- ৫৬ পৃঃ)

পাঠক! তাবলীগ জামা'আতের ২নং আমীর মুহাম্মাদ ইউসূফ সাহেব সাহারানপুর মাসরাসায় আবূ দাউদ পড়েছেন (হায়াতুস সাহ-বাহ, উর্দূ ২য় পৃষ্ঠা) ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যে শাইখুল হাদীস সাহেব বছরের পর বছর আবু দাউদ পড়িয়েছেন, তিনি যঈফ হাদীসটি শুধু বর্ণনা করেন নি বরং উক্ত সংক্ষিপ্ত দু'আর সাথে **'আবিকা আ-মানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াককালতু'** শব্দ বাড়িয়ে হাদীস বিকৃত করেছেন। এটা কি তাকলীদে শাখসীর কুফল নয়? আমাদের হানাফী ভাইয়েরা সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ)-কে একটু বেশী গুরুত্ব দান করেন। এই ইবনে মাস'উদ (রাঃ) যখন কোন হাদীস বয়ান করতেন তখন (রসূল ﷺ-এর শব্দাবলী কম বেশী হয়ে যাবার ভয়ে) তাঁর চোখ দু'টো লাল হয়ে যেত তাঁর শিরাগুলো ফুলে উঠতো ফলে তিনি বলতেন, নাবী ﷺ এরূপ বলেছেন কিংবা একটু কম বলেছেন অথবা একটু বেশি বলেছেন, নতুবা এর কাছাকাছি বলেছেন। (ইবনে মাজাহ ৪র্থ পৃষ্ঠা)

তাই বলছি, রসূলের হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে একটি শব্দ হেরফের হওয়ার ভয়ে ইবনে মাস'উদ (রাঃ) মত সাহাবী যদি ভয়ে কেঁপে উঠেন, তাহলে আজকের শাইখুল হাদীসদের হাদীসের শব্দে বাড়াবাড়ি করার ব্যাপারে মুখে তালা মারা এবং কলমের নিব ভেঙ্গে ফেলা উচিত নয় কি? কিন্তু হায় তাক্বলীদে শাখসী! অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তি পূজার জন্য মুকাল্লিদীন কুরআন হাদীসের কতই না বিকৃতি করল তার কোন পরিসংখ্যান করা যাবে কি?

www.pathagar.com

ইফতারের সময় পঠিতব্য সঠিক দু'আটি হচ্ছে :

ইবনে 'উমার (রাঃ) বলেন, নাবী (ﷺ)যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন :

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

অর্থ : পিপাসা দূর হল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হল এবং নেকী নির্ধারিত হল ইনশাআল্লাহ।

(আবূ দাউদ, মিশকাত হা ১৯৯ 'সিয়াম' অধ্যায়, সনদ হাসান; ইরওয়া হা /৯২০, ৮/৩৯ পৃঃ হাকিম 'মুসতাদরাক' ১/৪২২ (তিনি বলেন হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে বিশুদ্ধ)।

ই'তিকাফ প্রসঙ্গ

عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها

(مشكوة عن ابن ماجة)

অর্থ ঃ হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, এ'তেকাফকারী সকল পাপ হইতে মুক্ত থাকে এবং তাহার জন্য এত বেশী নেকী লিখিত হয় যেন স্বয়ং সে সর্বপ্রকার সৎকাজ করিয়াছে। ([মেশকাত] তাবলীগী নিসাব- ফাজায়েলে রমাযান- ৫২০)

হাদীসটি যঈফ, যঈফ ইবনে মাজাহ- তাহক্বীক আলবানী, মিশকাত ২১০৮ আলবানী তাহক্বীকে সানী- ৭, তা'লীকে আলা ইবনে মাজাহ।

ই'তিকাফ সংক্রান্তআর একটি যঈফ হাদীস

من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমাযানের দশ দিন ই'তিকাফ করলো সে যেন দুই হাজ্জ ও দুই উমরাহ করলো।

হাদীসটি জাল : বায়হাকী 'আস-শু'আব' গ্রন্থে হুসাইন বিন আলী (রাঃ) হতে হাদীসটি মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের সনদ দুর্বল। সনদে বর্ণনাকারীদের একজন মুহাম্মাদ বিন যাযান পরিত্যক্ত রাবী। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন, তার থেকে কেউ হাদীস

www.pathagar.com

লিখবে না। সনদে আরো রয়েছে, আম্বাসা ইবনু আব্দুর রহমান। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন, মুহাদ্দিসগণ তাকে পরিত্যাগ করেছেন। ইমাম যাহাবী "আয-যেয়াফা" গ্রন্থে বলেছেনঃ তিনি মাতরূক তাকে জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে। "ফায়যুল কাদীর" গ্রন্থে এরূপই এসেছে। (যইফ ও জাল হাদীস সিরিজ ২য় খণ্ড হা ৫১৮ পৃঃ ৭৭-৭৮)

পাঠক মহোদয়! হাদীসটিতে তো ১০ দিনের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে, এবার লক্ষ্য করুন। শাইখুল হাদীস সাহেব তাঁর ফাজায়েলে রমজানের ৫২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"আল্লামা শারানী (রহ.) বর্ণনা করেন, রমজানের ১ দিন এতেকাফ করা দুই হজ্ব ও ওমরার সমকক্ষ। এবং যে ব্যক্তি জমাতের মসজিদে মাগরিব হইতে এশা পর্যন্তএতেকাফ করে ও জিকির এবং তেলাওয়াত করে তাহার জন্য জান্নাতে একটি বালাখানা তৈয়ার করা হয়।"

(ফাজায়েলে রমজান- ৫২২)

অবশ্য শাইখ হাদীসটির কোন সনদ বর্ণনা করেন নি এমনকি কোন কিতাবের নাম ও উদ্ধৃতি উল্লেখ করেননি। এটা বিশ্ব দাওয়াত ও তাবলীগের নামে যে জামা'আত চলছে, তাদেরকে জাল হাদীসের খপ্পরে ফেলার ষড়যন্ত্র নয় তো? আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সুমতি দিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ই'তিকাফ তিন প্রকার লিখতে গিয়ে শাইখুল হাদীস সাহেব তৃতীয় নাম্বারে লিখেছেন :

"তৃতীয় নফল যার জন্য কোন সময় নাই। এমন কি সারা জীবনের নিয়ত করিলেও জায়েজ। অবশ্য কম সময়ের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানিফার নিকট এক দিনের কম নাজায়েজ। ইমাম মোহাম্মদের নিকট অল্প সময়ও করা চলে। উহার উপর ফতুয়া। এই জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত মসজিদে প্রবেশ করিলেই যেন এতেকাফের নিয়ত করিয়া লয়।"

(তাবলীগী নিসাব ফাজায়েলে রমজান- ৫১৭ পৃষ্ঠা)

ফাজায়েলের কিতাবে মাসায়েল লিখতে গিয়ে শাইখ লিখেছেন :

www.pathagar.com

"মেয়েলোকদের জন্য ঘরের কোণে নির্জন স্থানে বসিয়া এতেকাফ করিতে হইবে। মেয়েদের জন্য বড় সুবর্ণ সুযোগ। ঘরে বসিয়া অন্যের দ্বারা কাজ কর্ম করাইতে পারে অথচ বিরাট ছওয়াবও পাইয়া গেল। ইহা সত্ত্বেও আমাদের নারীগণ উক্ত ছুন্নত হইতে প্রায়ই বঞ্চিত থাকে। আফছোছ। (ফাজায়েলে রমজান- ৫১৮)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! শাইখ বর্ণিত উল্লিখিত উদ্ধৃতিহীন বক্তব্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, যে কোন সময় ই'তিকাফ করা যায়। অর্থাৎ মাসজিদে ঢুকে ই'তিকাফের নিয়ত করলেই ই'তিকাফ হয়, তার জন্য সিয়াম অবস্থায় থাকা যরূরী নয়। তাইতো আমরা দেখি তাবলীগী ভাইগণ আদাবে মাসজিদের বয়ানে বলেন, মাসজিদে ঢুকলেই এভাবে নিয়ত করবে **"নাওয়াইতুয়ান সুন্নাতাল ই'তিকাফ মাদামতু হাযাল মাসজিদ"** এখন লক্ষ্য করুন সহীহ হাদীসের সিদ্ধান্তকি? 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, ই'তিকাফকারীর জন্য সুন্নাত হ'ল, সে যেন কোন অসুস্থকে দেখতে না যায়, জানাযায় শরীক না হয়, স্ত্রী স্পর্শ না করে, তার সাথে সহবাস না করে এবং ই'তিকাফের স্থান থেকে মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত বের না হয়। সিয়াম ছাড়া ই'তিকাফ হয় না। আর জামে মাসজিদ ব্যতীত অন্য জায়গায় ই'তিকাফ হয় না। (বায়হাক্বী, সহীহ সনদে এবং আবূ দাউদ হাসান সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। গৃহীত, আত্-তাহরীক, অক্টোবর ২০০৪, পৃষ্ঠা ১৩)। ইমাম ইবনুল কাইয়িম 'যাদুল মা'আ'দ গ্রন্থে বলেছেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত নেই যে, তিনি সিয়াম ব্যতীত ই'তিকাফ করেছেন। বরং 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেছেন, সিয়াম ব্যতীত ই'তিকাফ হবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ই'তিকাফকে সিয়ামের সাথেই বর্ণনা করেছেন। আর রসূলুল্লাহ (ﷺ)ও সিয়ামের সাথেই ই'তিকাফ করেছেন। অতএব সওম ও ই'তিকাফের জন্য শর্ত এটাই হল জমহূর সালাফ ও আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার অভিমত। এ কথার উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে যে, যে সলাতে আসবে, তার জন্য সে মাসজিদে থাকাকালীন ই'তিকাফের নিয়ত করা বৈধ হবে না। শাইখ ইবনে তাইমিয়াও তাই বলেছেন। (প্রাগুক্ত, ১৩ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

এরপরে জনাব শাইখ লিখেছেন যে, নারীগণ নিজ গৃহের কোনে ই'তিকাফ করবে। অথচা উক্ত মাসআলাটিরও কুরআন ও হাদীসের সাথে কোন মিল নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ই'তিকাফ অবস্থায় মাসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্তস্ত্রীদের সাথে মিশো না।

অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস কর না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'মুবাশারাত' মুআমালাত এবং 'মাস' সবক'টি শব্দের উদ্দেশ্য হল স্ত্রী সহবাস। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা ইঙ্গিতে বলে থাকেন।

(দ্রঃ বায়হাক্বী ৪/৩২১ পৃঃ সনদ সহীহ, বাকারাহ- ১৮৭)

ইমাম বুখারী উক্ত আয়াত দ্বারা আমরা যা বলছি তার প্রমাণ পেশ করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার বলেছেন, আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় এভাবে যে, যদি ই'তিকাফ মাসজিদ ব্যতীত অন্য জায়গায় সহীহ হ'ত তাহলে স্ত্রী সহবাস হারাম হওয়াকে মাসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট করত না। কারণ সর্বসম্মতিক্রমে স্ত্রী সহবাস হ'ল ই'তিকাফ বিনষ্টকারী। তাই মাসজিদ উল্লেখ করা একথাই বুঝায় যে, মাসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হবে না। (গৃহীত প্রাগুক্ত- ১২) তা ছাড়া দলীল হিসাবে একটি হাদীস পেশ করা হল লক্ষ্য করুন।

كان النبي الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله

ثم اعتكف ازواجه من بعده

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন নাবী (ﷺ) মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রমাযান মাসের শেষ দশকে ই'তিকাফ করেছেন। তাঁর পর তাঁর স্ত্রীগণ (শেষ দশকে) ই'তিকাফ করতেন।

(বুখারী, মুসলিম দ্রঃ ইরওয়া হাঃ ৯৬৬)

এই হাদীসে মহিলাদের ই'তিকাফ বৈধ হওয়ার দলীল পাওয়া যায়। এবং তা মাসজিদে হতে হবে। তবে এর জন্য তাদের অভিভাবকগণের

www.pathagar.com

অনুমতি থাকতে হবে। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে হবে এবং পুরুষদের সাথে মেলামেশার সম্ভবনা মুক্ত হতে হবে। আল্লাহ আমাদের সত্য বুঝার তাওফীক্ব দিন।

যে সমস্ত জাল যঈফ হাদীস তাবললীগ জামা'আতে বহুল প্রচারিত

সম্মানিত পাঠক! এ প্রবেন্ধ আমরা ঐ সমস্ত জাল ও যঈফ হাদীস তুলে ধরছি যা তাবলীগ জামা'আতের মুরুব্বি এবং তাদের মুবাল্লিগরা অহরহ বর্ণনা করে। আমার কথায় বিশ্বাস না হলে তাবলীগী মারকায অথবা তাবলীগী ভাইদের বয়ান ও তাদের সাথে অন্তত তিন দিন সময় দিয়েছেন অথবা যারা এক চিল্লা তিন চিল্লা সময় জামা'আতে লাগিয়েছেন তারা যদি আল্লাহকে ভয় করেন তাহলে মনে হয় আমার কথা সত্য প্রামণিত হবে এবং তা তারা অবশ্যই স্বীকার করবেন। এ সমস্ত হাদীস নামের মিথ্যা বর্ণনা অনেকবার আমি আমার নিজ কানে তাবলীগে সময় দিয়ে শুনেছি। সম্মানিত পাঠক! আমি নিজে তাবলীগ জামা'আতের সাথে পাকিস্তানের রায়বণ্ড থেকে সালের অর্থাৎ এক বৎসর জামা'আতের সাথে সময় লাগাই। নিজামউদ্দিনে এ অধম কিছু সময় অতিবাহিত করে। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

"যে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পেরেছে, সে আপন প্রতিপালকের পরিচয় লাভ করেছে।"

উপরোক্ত উক্তিটি কোন হাদীস নয়; অবশ্য এ বাক্যের অর্থ ও ভাব সঠিক বলে মনে হয়। মনে হয় এ কারণে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَفِيٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾

"তোমার নিজের মধ্যেও (আল্লাহর কুদরাতের নির্দেশনাবলী রয়েছে) তোমরা কি তা অনুধাবন কর না?" (সূরা যারিয়াত- ২১)

সুতরাং এটি কোন বিদ্বানের বাণী মাত্র; একে রসূলের হাদীস বলে চালান আদৌ ঠিক নয়। কারণ তার পরিণাম জাহান্নাম। (মুত্তাফাকুন আলাইহ)

www.pathagar.com

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-কে উক্ত উক্তিটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এটিকে জাল আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

ليس هذا من كلام النبي ﷺ ولا هو في شيئ من كتاب الحديث ولا يعرف له إسناده

এটি রসূল (ﷺ)-এর বাণী নয়, হাদীসের কোন গ্রন্থেও তা নেই এবং তার কোন সনদও নেই। (মাজমূউ ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া ১৬/৩৪৯, গৃহীত প্রচলিত জার হাদীস, ১৫৩ পৃঃ)

শতাব্দীর বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেছেন, হাদীসটির কোন ভিত্তি নেই। বিস্তারিত দেখুন : যঈফ জাল হাদীস সিরিজ ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৯।

اُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

"দোলনা থেকে কবর পর্যন্তইলম অন্বেষণ কর।"

আমাদের তাবলীগী ভাইদের তাদের ৬ নং এর ইলম ও যিকরের বর্ণনায় এটিকে হাদীস বলে চালিয়ে দিতে আমি অনেকবার শুনেছি। ইসলামে ইলমে দ্বীন অন্বেষণের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। ইলমের যেমন কোন শেষ নেই, তেমনি তা শিক্ষা করার জন্য কোন সময়ও নির্দিষ্ট নেই। শৈশবকাল থেকে আমরণ ইলম অর্জন করে যেতে হবে, এটাই ইলমের দাবী। তবে 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইলম অন্বেষণ কর' কথাটি একটি প্রবাদ ও হিতোপদেশ মাত্র; রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীস নয়। যদিও অনেকের নিকট তা হাদীস হিসাবেই প্রসিদ্ধ। শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দ (রহ.) এ সম্পর্কে বলেন :

"এটি হাদীসে নাবী নয়; বরং একটি প্রবাদ বাক্যমাত্র। এটিকে রসূল (ﷺ)-এর প্রতি সম্বন্ধিত করা মোটেও বৈধ হবে না। (যেমন শুধু তাবলীগী ভাইগণ নয়; বরং অনেক কথিত আলেমের মুখ থেকেও শুনা যায় রসূলের দিকে সম্বন্ধিত করতে)। কেননা, তাঁর প্রতি শুধু সেটিকে সম্বন্ধিত করা যাবে যা তিনি বলেছেন, করেছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন। যে কোন ভাল কথা ভাল মনে হলেই তাকে হাদীসে রসূল বলা জায়িয হবে না, যদিও কথাটি সঠিক। কেননা এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সকল হাদীসে

www.pathagar.com

নাব্বীই হক তথা সত্য; কিন্তু দুনিয়ার সকল সঠিক কথাই হাদীসে নাব্বী নয়। বিষয়টি ভালভাবে বুঝা উচিত।

(কীসাতুয যামান ইন্দাল উলামা : ৩০ টীকা, গৃহীত প্রচলিত জাল হাদীস ৮৯-৯১ পৃঃ)

اطلبوا العلم ولو بالصين

"জ্ঞানের অনুসন্ধান করো যদি তা চীনে গিয়েও হয়।"

হাদীসটি আমাদের তাবলীগী ভাইয়েরা অনেক সময় তাদের ৬ পয়েন্টে বর্ণনা করতে দেখা যায়। এছাড়াও কথিত আলিমদেরকেও হাদীস বলে চালিয়ে দিতে দেখা যায়।

তাই সম্মানিত পাঠক! এটি কেমন হাদীস তা লক্ষ্য করুন :

ইবনে যাওযী লিখেছেন যে, এই হাদীসের সম্বন্ধ রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সহীহভাবে যুক্ত হয় নি। এর একজন রাবী হাসান বিন আতিয়াকে আবূ হাতীম রাযী যঈফ বলেছেন এবং অতঃপর মুনকার বলেছেন। ইবনে হিব্বান বলেছেন, এ হাদীস বাতিল ও ভিত্তিহীন।

(কিতাবুল মাওযুয়াত, জিলদ- ১, পৃঃ ২১৬)

আল্লামা আলবানী বলেন, এ হাদীস বাতিল।

(যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ১ম খণ্ড হাঃ ৪১৬, পৃঃ ৩৬৭)

রওজা পাক যিয়ারাত করার আদব

শাইখ সাহেব তার ফাযায়েলে হজ্বের মধ্যে রওজা পাক যিয়ারাতের ৬১টি আদব লিখেছেন যার অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও মনগড়া তন্মধ্যে ১৪ নং এ লিখেছেন :

"যখন বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই 'কোবায়ে খাজরা' অর্থাৎ সবুজ গম্বজ নজরে পড়িবে, তখন হুজুরের আজমত এবং উঁচু শান ইত্যাদি মনের মধ্যে হাজির করিয়া এই কথা চিন্তা করিবে যে, সারা মাখলুকের সেরা মানব, আম্বিয়ায়ে কেরামের সর্দার ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ জাত এই কবরে শায়িত আছেন। **আরও মনে করিবে, যেই জায়গা হুজুরে পাক (ছঃ)-এর শরীর মোবারকের সহিত মিলিত আছে, উহা আল্লাহ পাকের আরশ হইতেও শ্রেষ্ঠ, কা'বা হইতেও শ্রেষ্ঠ, কুরছী হইতেও শ্রেষ্ঠ, এমনকি আছমান জমিনের মধ্যে অবস্থিত যে কোন স্থান হইতেও শ্রেষ্ঠ।**

(তাবলীগী নিসাব ফাজায়েলে হজ্ব- ১৩৩ পৃঃ)

www.pathagar.com

পাঠক! এতবড় একটা দাবী বিনা দলীলে করা হয়েছে। একথা না আল-কুরআনের কোথাও বর্ণিত হয়েছে আর না কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়। তাহলে লেখক এটা কিভাবে জানলেন? দ্বীনের ক্ষেত্রে কি এই রকম বিভ্রান্তিকর কথা বলা যায়? কবরের স্থানটি কা'বা, আরশ ও কুরসীর চেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়া খোলাখুলিভাবে বিতর্ক সৃষ্টি করা ও নিকৃষ্ট ধরনের ভুল। এ ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত নয় কি? এর মাধ্যমে আয়াতুল কুরসীর দ্বারা যে আক্বীদাহ মুসলিম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত তা ভুলণ্ঠিত করে নাবীর মর্যাদাকে আল্লাহর চেয়ে বাড়িয়ে দেয়ার শামিল, যা সম্পূর্ণ তাওহীদ পরিপন্থী। এ বিশ্বাস কি কোন মুসলিম করতে পারে? তা ছাড়া এ জাতীয় আক্বীদাহ রসূলের নির্দেশেরও পরিপন্থী। তিনি (ﷺ) বলেন :

لَاتُطْرُوْنِيْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ (متفق عليه)

"তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাসারাগণ ঈসা ('আ.) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছ, (জেয়ারতে মদীনা) আমি তো একজন বান্দা বৈ আর কিছুই নই। তোমরা বল যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। (বুখারী, মুসলিম)

শাইখ তার তাবলীগী নিসাবে ফাজায়েলে হজ্বের অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেন :

عن ابن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبرى وجبت له شفاعتى (درقطنى)

"হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি আমার জেয়ারত করিল তাহার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হইয়া গেল।

(দারে কুরনীর উদ্ধৃতিতে ফাজায়েলে হজ্ব ১১৫ পৃঃ)

এই হাদীসটি সহীহ ইবনে খুযাইমা রিওয়ায়েত করেছেন এবং এটা যঈফ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। (কাশফুল খফা ২/২৪৪ পৃঃ)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন, "রসূল (ﷺ)-এর কবর যিয়ারাত সম্পর্কে সকল হাদীসই যঈফ। দ্বীনের ব্যাপারে সেগুলোর কোনটাতেও

www.pathagar.com

বিশ্বাস করা যায় না। এজন্য সহীহ সুনান হাদীসের সঙ্কলকগণ ঐগুলোর মধ্যে কোনটাই উদ্ধৃত করেন নি। ঐগুলোকে যঈফ হাদীস বর্ণনাকারীরাই বর্ণনা করেছেন। যেমন দারাকুতনী, বাযযার প্রভৃতি।

(মাজুমুয়ায়ে ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া ১/২৩৪ পৃঃ)

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী তো ঐ হাদীসকে মওজু (মনগড়া জাল) বলে ঘোষণা করেছেন।

(যাঈফুল জামিউস সগীর ৫/২০ পৃঃ আল-আহদীসুয যাঈফা- ১/৬৪ পৃষ্ঠা, গৃহীত মওযু ও যঈফ হাদীসের প্রচলন পৃষ্ঠা- ২৩)

এখন প্রশ্ন হল যে, যদি এটা রসূলের বাণী হত তাহলে এত গুরুত্বপূর্ণ বাণী নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের নিকট কিভাবে অজ্ঞাত রইল? এমন একটি হাদীস যার সমর্থন না আল-কুরআনে আর না সহীহ হাদীস থেকে পাওয়া যায়, তা যঈফ রাবীরা কিভাবে পেল? প্রকৃত অবস্থা হল যে, শাফা'আত লাভের ব্যাপারে কুরআন অত্যন্তকঠিন শর্তারোপ করেছে, কিন্তু যঈফ হাদীসগুলো সেটাকে হালকা করে দিয়েছে। বুঝা যায় যে, আক্বীদাহ 'আমালের পরওয়া না করে শুধু রওযা যিয়ারাত করলেই নাবীর শাফায়াত প্রাপ্ত হবে এবং জান্নাত লাভ করবে। তাছাড়া শাইখ সাহেব উক্ত ফাজায়েলে হজ্বের অষ্টম পরিচ্ছেদের শুরুতেই চার মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। তাঁরা নাকি রসূলের কবর যিয়ারাত করা ওয়াজিব লিখেছেন। (প্রগুক্ত- ১১৫)

কোথায় পেয়েছেন তার উদ্ধৃতি তিনি উল্লেখ করেন নাই। হাজ্জের ৫টি ওয়াজিব লিখেছেন (ফিকহুস সুন্নায়) তার মধ্যে আমরা রওযা যিয়ারাত পাই নি রবং হকপন্থী উলামায়ে কিরাম রসূলের রওজা যিয়ারাতকে হাজ্জের কোন আরকানের মধ্যে গণ্য করেননি। এটাকে ঐচ্ছিক ব্যাপার গণ্য করেছেন। তাছাড়া খোদ ফাজায়েলে হজ্বের অনুবাদক মোঃ শাখাওয়াত উল্লাহ মোমতাজুল মোহাদ্দেসীন, রিসার্চ স্কলার সাহেব হাজ্জের ৬টি ওয়াজিব বর্ণনা করেছেন পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আমরা তুলে ধরলাম তার মধ্যেও মাদীনাহ যিয়ারাত ওয়াজিব বলেননি। অথচ শাইখ সাহেব এটা কোথায় পেলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।

www.pathagar.com

১. মুজদালিফার ময়দানে অবস্থান, ২. সাফা মারওয়া পর্বত দ্বয়ের মধ্যে দৌড়ানো, ৩. শায়তানকে কঙ্কর মারা, ৪. বিদেশীদের জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করা, ৫. মাথা মুড়ানো অথবা চুল ছাঁটা স্ত্রীলোকের চুল হইতে কিছু কর্তন করা, ৬। কাফ্ফারা বা হজ্জের ক্রটি কার্যসমূহে বিচ্যুতির জন্য দম বা কুরবানী করা।

উল্লিখিত ফরয ও ওয়াজিব কার্যবলী ব্যতীত অন্যান্য সকল আমাল ছুন্নাত ও মোস্তাহাব। (ফাজায়েলে হজ্ব বাংলা ২১৬ পৃঃ)

ফাযায়েলে দরূদ-এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি

"হুজুর (ছঃ) এরশাদ, "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর আশী বার দরূদ শরীফ পাঠ করিবে তার আশী বৎসরের গোনাহ্ মাফ হইয়া যাইবে।"

(তাবলীগী নিসাব, ফাজায়েলে দরূদ শরীফ- ৪৮ পৃঃ)

শাইখ উল্লিখিত হাদীসটি কোন উদ্ধৃতি ছাড়াই উল্লেখ করেছেন। মুসলিম ভ্রাতাগণ এবার লক্ষ করুন! হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দীসগণ কি মন্ত ব্য করেছেন। এই হাদীসটি শুধু যঈফই নয়; বরং আল্লামা আলবানী যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, সেই অনুসারে জালও বটে।

(দেখুন : সিলসিলাতুল আহদীসুয যাঈফা- ১/১২৫ বিস্তারিত দেখুন বাংলা যঈফ ও ও জাল হাদীস সিরিজ ১ম খণ্ড হা,২১৫, পৃষ্ঠা ২৩৪)

তাছাড়া এই হাদীসটা জাল হওয়ার প্রমাণ এর বিষয়বস্তুর মধ্যেই রয়েছে। কেননা এতে জুমার দিন আশিবার দরূদ পড়ার পুরষ্কার এই বলা হয়েছে যে, আশি বৎসরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। অথচ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾

"যে একটি নেকী নিয়ে আসবে তার জন্য দশগুণ পুরস্কার।"

(সূরা আল-আন'আম- ১৬০)

সহীহ হাদীসে একবার দরূদ পড়লে দশগুণ সওয়াবের কথা বলা হয়েছে।

من صلى على وحد صلى الله عليه عشرا (مسلم)

www.pathagar.com

যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমাত নাযিল করেন। (মুসলিম)

পাঠক! লক্ষ্য করুন কুরআন এবং সহীহ হাদীসে কি অপূর্ব মিল। যারা কুরআন ও হাদীসের মধ্যে বিরোধ আছে মনে করেন তাদের জন্য এখানে একটি বড় সবক রয়েছে তাহলে, কুরআন ও সহীহ হাদীসে কোন গরমিল নেই। কারণ যার উপর কুরআন অবতীর্ণ তিনি কুরআনের বিপক্ষে বলতে পারেন না। এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, যত গরমিল ও মতবিরোধ আমার দেখতে পাই তার মূল কারণই হচ্ছে জাল ও যঈফ হাদীস। অথচ জাল যঈফ হাদীস শরী'আতের উৎস নয় এবং তা গ্রহণযোগ্যও নয়। এছাড়া সওয়াবের ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি করে এমনকিছু অবশ্যই বর্জন করা প্রয়োজন। কারণ এতে দ্বীনের প্রকৃত অবস্থা বিকৃত হয় এবং এর জন্য মানুষ তার নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্থাৎ ফারায়িজ থেকে গাফিল হয়ে পড়ে। যা আমরা সহজেই পার্থক্য করতে পারি, তাবলীগী ভাইদের আমালের মধ্যে, যার গুরুত্ব নেই সেটাকে বড় করে দেখা হয়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় :

صلاة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بغير عمامة

"পাগড়ী পরে একটি সলাত কায়িম করা বিনা পাগড়ীতে পঁচিশবার সলাত কায়িমের সমতুল্য।"

এই হাদীসটি জাল। অন্য বর্ণনায় দুই রাকাত পাগড়ীসহ ৭০ রাকাতের সওয়াব বিনা পাগড়ীর চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে। তাও জাল (দেখুন জাল ও যঈফ হাদীস সিরিজ, ১ম খণ্ড, ১৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা)। অথচ তাবলীগী ভাইদের এ জাতীয় ভিত্তিহীন ফযীলাত নিয়ে বাড়াবাড়ী করতে দেখা যায়। মনে রাখতে হবে পাগড়ীর ফাযীলাত সংক্রান্তহাদীসগুলো সবই যঈফ, তবে আল্লাহর রসূল পাগড়ী পরিধান করতেন এই মর্মে বহু সহীহ হাদীস আছে।

"হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন আমার উপর শুক্রবার দিন বেশী বেশী করিয়া দরূদ শরীফ পড়িতে থাক কেননা উহা এমন একটি মুবারাক দিন যে দিন ফেরেশতা আবতরণ করে এবং যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পাঠ করে সে দরূদ শেষ করার সাথে সাথেই আমার নিকট উহা পেশ হয়।

www.pathagar.com

হুজরত আবূ দারদাহ (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করলাম, হুজুর (ছঃ) আপনার ইন্তেকালের পরও কি ঐরূপ হইবে। হুজুর (ছঃ) বললেন, ইন্তে কালের পরেও ঐরূপ হইবে। কেননা আল্লাহ্ পাক মাটির জন্য নবীদের শরীরকে খাওয়া হারাম করিয়া দিয়াছেন। নবীগণ কবরে জীবিত আছেন এবং তাঁহাদের নিকট রিযিক পৌছিয়া থাকে।" (ফাজায়েলে দরূদ- ৪৫-৪৬ পৃঃ)

ফায়েদায় শাইখ সাহেব বলেন, আল্লাহ্ পাক নাবীদের শরীরকে মাটির জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের হায়াত এবং মাউতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (ফাজায়েলে দরূদ- ৪৫ পৃঃ)

শাইখ উক্ত হাদীস খানায় তারগীব ও ইবনে মাজাহর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হাদীসটি যাচাই করতে আমি পারি নি, তবে জুমু'আর দিনে দরূদের ফাযীলাত সংক্রান্তঅনুরূপ একটি হাদীস আমরা পেয়েছি সেখানে বলা হয়েছে :

اكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه ليس يصلى احد يوم الجمعة الا عرض على الصلاة

অর্থ : জুমু'আর দিন আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পড়। কেননা তোমাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি জুমু'আর দিনে আমার উপর দরূদ পড়লে তার দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। (মুস্তাদারাক হাকিম হাঃ ৩৬৩৪, ২/৪৯৫ পৃঃ সহীহুল জামে হাঃ ১২০৮, পৃঃ ২৩৬ সহীহ হাদীস।) আর শাইখ বর্ণিত হাদীসের রেখাযুক্ত যে অংশটুকু সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত তা হল :

ان الله عزوجل قد حرم على الأرض ان تاكل اجساد الانبياء

'আল্লাহ তা'আলা যমীনের উপর আম্বিয়ায়ে কিরামের শরীর খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন।'

(আবূ দাউদ- সলাত অধ্যায়, জুমু'আর দিনের ফাযীলাত অনুচ্ছেদ, হাঃ ১০৪৭, ১/২৯০)

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নাবীগণ স্ব স্ব কবরে স্বশরীরে জীবিত আছেন এবং ইবাদাতে রত আছেন। মাটি তাদের পবিত্র শরীর স্পর্শ করে না। উল্লেখ থাকে যে, নাবীদের জন্য উক্ত হাদীসগুলো দ্বারা ইন্তিকালের পর যে জীবন প্রমাণিত হয়েছে, এটা দুনিয়াবী জীবন নয়; বরং এটা

www.pathagar.com

বারযাখী জীবন। এ জীবনের ধরন, পদ্ধতি, আকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। সুতরাং কেউ যদি নাবীদের কবরে জীবিত থাকার অর্থ এই বলেন যে, তারা বাস্তবে মৃত্য বরণ করেন না, (যা শাইখ সাহেব তার ফায়দায় উল্লেখ করেছেন যে, তাঁদের হায়াত-মাউতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই) আমাদের মত খানাপিনা করেন, চলাফেরা করেন, স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি করে থাকেন, আমাদের সভা মজলিসে উপস্থিত হন, আমাদের চলাফেরা দেখতে পান এবং আমাদের সালাম দরূদ নিজ কানে শুনেন, তাহলে এটি হবে কুরআন-হাদীস বিরোধী অনৈসলামিক এবং মস্ত বড় ভ্রান্তও বাতিল আক্বিদাহ। আম্বিয়ায়ে কিরাম বা ওয়ালীদের সম্পর্কে মুসলিমদের এ ধরনের ভয়ানক ও বিভ্রান্তিকর আক্বীদাহ পোষণ করা শিরক-বিদ'আত ছাড়া কিছুই নয়। এজাতীয় আক্বীদাহ থেকে সর্তক থাকা উচিত। শাইখ সাহেব এর ফাজায়েল গ্রন্থের মধ্যে এ ধরনের বহু বিভ্রান্তি কর আক্বীদাহ স্পষ্ট। যেমন এই হাদীসের ফায়েদায় তিনি লিখেছেন **নাবীদের হায়াত ও মাওতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই**। অথচ আল্লাহ আরো বলেন :

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

"সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান আর তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে।" (সূরা ফাতির ২২)

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾

অর্থ : "(হে নাবী) তুমি মৃতদের কোন কিছু শুনাতে পারবে না।"

(সূরা আন-নামল-৮০)

ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

অর্থ : তাদের (মৃতদের) সম্মুখে বারযাখ (পর্দা) থাকবে, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾

হে নাবী! তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।

(সূরা আয-যুমার : ৩০)

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নাবীসহ মুর্দা এবং জীবিত উভয়ে সমান নয়। এ বিতর্কের অবসান আবূ বাকর (রাঃ) করেছিলেন সাহাবাদের মাঝে রসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে সূরা আল-ইমরানের ১৪৪ নং আয়াতের মাধ্যমে। অন্যদের যে জীবন তাহল বারযাখী জীবন, যে সম্পর্কে আমাদের কোন জ্ঞান নেই, এমনকি শহীদ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন যে, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তাদেরকে মৃত বল না; বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না।

ولكن لا تشعرون

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাদের জীবনকে আমরা উপলব্ধি করতে পারব না। সেটা তিনিই ভাল জানেন। কিন্তু শাইখ লিখিত আক্বীদাহ দ্বারা আমার মনে হয় মাযার পুজার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। কারণ উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, নাবী ওয়ালীগণ তাদের কবরে জীবিত দুনিয়ার জীবনের মত। আর যার জন্য তারা সালাম শুনেন এবং উত্তর প্রদান করেন এবং সকলে তা শুনতে পান। এটা কত বড় ভয়ানক বিশ্বাস যা তাবলীগী নিসাবের মাধ্যমে শাইখ সাহেব দিতে চেয়েছে তার প্রমাণ নিন :

"বিখ্যাত ছুফী ও বুজুর্গ হজরত শায়েখ আহমদ রেফায়ী (রঃ) ৫৫৫ হিজরী সনে হজ্ব সমাপন করিয়া জেয়ারতের জন্য মদীনায় হাজির হন। তিনি কবর শরীফের সামনে দাঁড়াইয়া এই দুইটা বয়াত পড়েন-

فِيْ حَالَةِ الْبُعْدِ رُوْحِيْ كُنْتُ أُرْسِلُهَا • تُقَبِّلُ الأَرْضَ عَنِّي وَهِيَ نَائِبَتِيْ

وَهَذِهِ دَوْلَةُ الأَشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ • فَامْدُدْ يَمِيْنَكَ كَيْ تَحْظِيَ بِهَا شَفَتِي

www.pathagar.com

"দূরে থাকা অবস্থায় আমি আমার রুহকে হুজুরের খেদমতে পাঠাইয়া দিতাম; সে আমার নায়েব হইয়া আস্তানা শরীফে চুম্বন করিত। আজ আমি সশরীরে দরবারে হাজির হইয়াছি। কাজেই হুজুর আপন হস্ত মোবারক বাড়াইয়া দিন যেন আমার ঠোঁট তাহা চুম্বন করিয়া তৃপ্তি হাছেল করিতে পারে।"

বয়াত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কবর শরীফ হইতে হাত মোবারক বাহির হইয়া আসে এবং হজরত রেফায়ী (রঃ) তাহা চুম্বন করিয়া ধন্য হন। বলা হয়, সেই সময় মসজিদে নববীতে নব্বই হাজার লোকের সমাগম ছিল। সকলেই বিদ্যুতের মত হাত মোবারকের চমক দেখিতে পায়। তাঁহাদের মধ্যে মাহবূবে ছোবহানী হজরত আবদুল কাদের জীলানী (রঃ)ও ছিলেন।"

(ফাজায়েলে হজ্ব- ১৫৮ পৃঃ)

عن ابى هريرة رضى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا ابلغته

"হুজুরে আকরাম (ছঃ) এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট দাঁড়াইয়া আমার উপর দরূদ পাঠ করে আমি তাহা শুনিয়া থাকি আর যে ব্যক্তি দূর হইতে আমার উপর দরূদ পড়িয়া থাকে তাহা আমার নিকট পৌছান হয়।" (ফাজায়েলে দরূদ শরীফ-২৫ পৃঃ)

ইবনে জাওযী লিখেছেন, এই হাদীস সহীহ্ নয়, এর রাবী মুহাম্মাদ বিন মুরান সিদ্দী সম্বন্ধে ইবনে নুমাইর বলেছন যে, সে মিথ্যাবাদী এবং নাসাঈ বলেছেন যে, সে পরিত্যক্ত।

(কিতাবুল মাওযুয়াত; ১ম খণ্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা, গৃহীত মওযু যঈফ হাদীসের প্রচলন ১৭ পৃঃ)

অনুরূপ আরো একটি হাদীস ফাজায়েলে হজ্বে শাইখ আবূ হুরাইরা সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على عند قبرى سمعته ومـــن صلى على نائبا كفى امكرد نياه واخرته وكنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة

হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের পাশে দাঁড়াইয়া আমার উপর দরূদ পড়ে, আমি স্বয়ং তাহা শ্রবণ করিয়া থাকি। আর যে

www.pathagar.com

দূর হইতে আমার উপর দরূদ পড়ে, আল্লাহ পাক তাহার দুনিয়া আখেরাতের যাবতীয় প্রয়োজন মিটাইয়া দেন এবং কেয়ামতের দিন আমি তাহার জন্য সাক্ষী দিব, তাহার জন্য সুপারিশ করিব। (ফাজায়েলে হজ্ব-১২১ পৃঃ)

আল্লামা আলবানী বলেন, হাদীসটি এভাবে জাল। হাদীসটি সাম'উন 'আল-আমালী' গ্রন্থে (২/১৯৩/২) খতীব বাগদাদী তার "আত-তারীখ" গ্রন্থে (৩/২৯১-২৯২)এর ইবনু আসাকির (১৬/৭০/২) মুহাম্মাদ ইবনু মারওয়ান সূত্রে আ'মাশ হতে এবং তিনি আবূ সালেহ হতে বর্ণনা করেছেন। আলবানী বলেন : মুহাম্মাদ ইবনু তাইমিয়া "মাজমুয়ায়ে ফাতাওয়া" গ্রন্থে বলেছেন (২৭/২৪১) এ হাদীসটি বানোয়াট, এটি মারওয়ান আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি সকলের ঐক্যমতে মিথ্যুক বলেন মোট কথা যে, অংশটুকুতে বলা হয়েছে যে, সালাম দিলে তার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়, এ অংশটুকু সহীহ, বাকী অংশটুকু সহীহ নয়; বরং সেগুলো বানোয়াট।

(দেখুন মূল সিলসিলা যঈফা ১ম খণ্ড, ২০৩ পৃঃ যঈফ জাল হাদীস সিরিজ ১ম খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠা)

সম্মানিত পাঠক! আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে, শাইখুল হাদীসের মত এত বড় একজন পণ্ডিত ব্যক্তি কি করে রসূল (ﷺ)-এর নামে জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথচ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয। আমরা মনে করি যে, নিম্নোক্ত কারণসমূহের ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা ফরয :

ক) যে কোন বর্ণনার ক্ষেত্রে শারী'আতের বিধান হল, বর্ণনার পূর্বে যাচাই করে দেখা, তা বর্ণনা যোগ্য কিনা; হাদীসের ব্যাপারেটি তো সঙ্গত কারণেই আরো গুরুত্বপূর্ণ।

খ) বর্ণনার ক্ষেত্রে অসর্কতা মিথ্যারোপের শামিল, যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নিকট নিন্দনীয়। আর হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করা তো আরো ভয়ঙ্কর, যা বলার অপেক্ষাই রাখে না।

গ) হাদীসের সম্পর্ক দ্বীনের সাথে; বরং এটি অন্যতম দলীল এবং দ্বীনি বিধানাবলীর ভিত্তি। সুতরাং হাদীসের ব্যাপার অসর্তকতা দ্বীন নিয়ে খেল- তামাশা করার নামান্তর। যার অশুভ পরিণতি কারো অজানা নয়।

www.pathagar.com

ঘ) হাদীসের সম্পর্ক সরাসরি রসূল (ﷺ)-এর সাথে। তাঁর মর্যাদা সৃষ্টি জীবের মধ্যে সর্বোচ্চ। আর একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, যে ব্যক্তি যত বড় হন, তাঁর ব্যাপারে মিথ্যারোপ এবং তাঁর বাণী বর্ণনার ক্ষেত্রে অসতর্কতা ততবড় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। একথাই হাদীসে এরশাদ হচ্ছে :

ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم

'আমার ব্যাপারে মিথ্যারোপ তোমাদের কারো ব্যাপারে মিথ্যারোপের মত নয়" (বরং তার ভয়াবহতা সাধারণ মিথ্যারোপ থেকে অনেক বেশী)।

ঙ) রসূল (ﷺ) যেহেতু দ্বীনি ব্যাপারে ওয়াহী ছাড়া কোন কথা বলতেন না, তাই কোন কথা হাদীসে নাব্বী হওয়ার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এটি তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার ওয়াহী ও পয়গাম। সুতরাং যদি কোন কথা রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন নি; তথাপি তার বরাত দেয়া হয়, তাহলে তার মাঝে খারাবী ও ক্ষতি শুধু এতটুকুই নয় যে, এটি রসূলের উপর মিথ্যারোপ করা হচ্ছে; বরং পরোক্ষভাবে আল্লাহ তা'আলার উপরও মিথ্যারোপ করা হচ্ছে। আর আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা কত জঘন্য অপরাধ তা অজানা নয়। এরশাদ হচ্ছে :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِمِينَ﴾

"আর ঐ ব্যক্তিদের চেয়ে বড় যালিম কে যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। তাদেরকে তাদের পালনকর্তার সম্মুখীন করা হবে, আর সাক্ষীগণ বলতে থাকবে, এরাই ঐ লোক যারা আপন পালনকর্তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। সাবধান! যালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে।" (সূরা হূদ- ১৮)

<u>তাবলীগী ভাইয়েরা হয়তো বলতে পারেন যে, বাজারে বিভিন্ন দ্বীনি গ্রন্থের মধ্যে অগণিত ভুল-ভ্রান্তিথাকা সত্ত্বেও কেন আমি এই নিসাবের পিছনে লেগেছি, যে কিতাবখানা সারাবিশ্বে কুরআনের মত পড়া হয় প্রত্যেক মাসজিদে প্রতিদিন। এর দ্বারা কোটি কোটি লোক উপকৃত হচ্ছে। তাদের নিকট আমার বক্তব্য হল, উপরে উল্লিখিত কারণ **আমাকে এই**</u>

www.pathagar.com

কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি নিজে যেহেতু তাবলীগী জামা'আতের সাথে করাচি পাকিস্তান এবং নিজাম উদ্দিন থেকে জড়িত ছিলাম, কতলোক এপথে এসেছে আমার দাওয়াতে তাদের ভুল ভাঙ্গানোর জন্য আমার এ লেখা কাফফারা স্বরূপ। আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা আল্লাহ্ পাক যেন আমার এবং আমার মুসলিম ভাইদের ভুল সংশোধন করে সঠিক পথে চলার তৌফিক দান করেন। (আমিন)

উল্লেখ্য যে, আম্বিয়াগণ ('আ.) চিরদিনের জন্য দুনিয়ায় আসতেন না। তাদেরও মৃত্যু হয়েছে। (শুধু ঈসা ('আ.) ব্যতীত) দেখুন : বাকারাহ ১৩৩, আল-ইমরান-১৪৪, আম্বিয়া- ৮-৩৪, শুয়ারা- ৮১, আন'আম- ১৬২, ইউনূস- ৪৬, রা'দ- ৪০, মারইয়াম- ১৫-৩৩, সাবা- ১৪, যুমার- ৩০, মু'মিন- ৩৪-৭৭। **মৃত্যুর পরে শাস্তি ও শান্তি(দরূদ পৌছান) সত্য, কিন্তু এগুলোর স্থান, বারযাখ দুনিয়ার কবর নয়।** দেখুন : আল-ইমরান- ১২৯, আন'আম- ৯৩, আনফাল- ৫০-৫২, তাওবাহ- ১০১, ইউনূস- ৯২, নাহাল- ২৮-২৯, ৩২, মু'মিনুন- ৯৯-১০০, ইয়াসিন- ২৬-২৭, মু'মিন- ৪৫-৪৬, মুহাম্মাদ- ২৭, ওয়াকিয়া- ৮৩-৯৫, তাহরীম- ১০, আফস- ২১।

মাকামে মাহমুদের ব্যাখ্যা

"রুহুল বয়ানে বর্ণিত আছে আল্লাহ পাকের দরূদ পড়ার অর্থ হইল হুজুরে আকরাম (ছঃ) কে মোকামে মাহমুদ অর্থাৎ সুপারিশের মোকামে পৌছান।" (ফাজায়েলে দরূদ শরীফ- ১০)

মাকামে মাহমুদের ব্যাখ্যায় শায়খ লিখেছেন :

"কেহ বলেন, উহা হইল আল্লাহ্ পাক কর্তৃক তাহাকে রোজ কেয়ামাতে আরশের উপর বসান অথবা কুরছীর উপর বসান। আবার কেহ কেহ বলেন উহার অর্থ হইল শাফায়াত। কেননা সমস্ত মাখলুক সেখানে হুজুরের প্রশংসা করিবে। আল্লামা ছাখাবী ও তাহার ওস্তাদ হাফেজ এবনে হাজার বলেন এই কয়েকটি রেওয়ায়েতের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই কেননা সম্ভবনা আছে আরশে এবং কুরছীতে বসাইয়া শাফায়াতের অনুমতি দিবেন ও তারপর হামদের পতাকা হুজুরের হাতে দিবেন।"

(ফাজায়েল দরূদ শরীফ- ৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

সম্মানিত পাঠক! যদিও শাইখ এ কথার স্বপক্ষে কোন উদ্ধৃতি দেন নি তথাপিও একথা যেই বলুক সে অত্যন্ত ঔদ্ধত্ব সহকারে নিকৃষ্টতম মিথ্যা আল্লাহর প্রতি আরোপ করেছেন। নাবী (ﷺ)-কে এত উঁচুতে তোলা হয়েছে যে, তাঁকে আরশ কূরসীতে বসানো হবে বলা খুবই গুস্থাখিপূর্ণ কথা এবং এতে তাওহীদী বিশ্বাস আহত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, মুসলিমদের ইসলাহ করার জন্য যে গ্রন্থ্ লেখা হয় তাতে এরকম ভিত্তিহীন বেপরওয়া কথা উদ্ধৃত করা হয়! যখন আক্বীদাই সংশোধন হল না, তখন আর কিবা সংশোধন হতে পারে? এই সব কথা তো বাতিল করার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তাবলীগ বা প্রচার করার জন্য নয়। ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে উক্ত কথাকে দলীল সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং শেষে লিখেছেন, 'সুতরাং প্রামাণিত হল যে, এ কথা অত্যন্তনিকৃষ্ট ও বাতিল। এর দিক ঐ ব্যক্তিই আকৃষ্ট হতে পারে যার না বিবেক বুদ্ধি আছে আর না দ্বীনের জ্ঞান আছে। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

(তাফসীরে কাবীর ২১ খণ্ড ৩২ পৃষ্ঠা)

মূলতঃ এ কথাটিকে মুজাহিদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে, যিনি একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ও মুফাসসির। এরকম অর্থহীন কথা তিনি কিভাবে বলতে পারেন! কিন্তু দায়িত্বহীন রাবীরা মিথ্যা তৈরী করে তাঁর নামে প্রচার করেছে। সুতরাং তাফসীরে তাবারীতে এই রিওয়ায়েতে উবাদ বিন ইয়াকুব আসদী থেকে বর্ণিত হয়েছে। **(তাফসীরে তাবারী, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯)**

উবাদ বিন ইয়াকুব আসদীর সম্পর্কে জানা যায় যে, সে শী'আ ও প্রচণ্ড ধরনের বিদ'আতী ছিল। আসমাউর রিজাল গ্রন্থ "তাহযীবুত তাহযীব" এ হাফিজ ইবনে হাজার, ইবনে আদীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, উবাদের মধ্যে শী'আ মনোভাবের প্রধান্য ছিল। আর সে ফাযীলাতের ব্যাপারে মুনকার রিওয়ায়েত বর্ণনা করতো এভাবে হিব্বানের কথা নকল করেছেন যে, তিনি রাফিযী ছিলেন এবং প্রখ্যাত রাবীর হাওলা দিয়ে মুনকার রেওয়ায়েত বর্ণনা করতেন। তাই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।ঃ

(তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা, গৃহীত মওযু ও যঈফ হাদীসের প্রচলন, ১৯ পৃঃ)

www.pathagar.com

উপসংহারে বলতে চাই শাইখ কি উল্লিখিত শী'আ মনোভাব নিয়ে রাফেজী মতবাদ প্রচার করতে চেয়েছেন? শেষ পর্যন্তবর্ণনা করার ভঙ্গি কি এই যে, কেউ কেউ বলেছেন তার কোন নাম ঠিকানা নেই। তার পরও আমরা বিষয়টি উদ্ধার করে উদ্ধৃতিসহ মুসলিম ভাইদের নিকট পেশ করলাম। আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের এই শ্রমটুকু তার শাহী দরবারে গ্রহণ করেন। আমীন!

উল্লেখ্য যে, একথা মুশরিকগণও স্বীকার কতর যে মহাআরশ অধিপতি শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা। (সূরা মু'মিনুন- ৮৬-৮৭)

তাবলীগী নিসাব ও পরোক্ষ শিরকের প্রাদুর্ভাব

ফাজায়েলে দরূদ ৪৬নং কাহিনীতে শাইখ লিখেছেন-

"হাফেজ আবু নাঈম হজরত ছুফিয়ান ছুরী (ছঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে আমি এক সময় কোথাও বাহিরে যাইতেছিলাম, তখন দেখিলাম যে একজন যুবক যখনই কোন কদম উঠাইতেছে অথবা রাখিতেছে তখনই পড়িতেছে– আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মাদিন অআলা আ-লে মোহাম্মাদিন।" আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি এই আমল কোন কিতাবী প্রমাণের দ্বারা করিতেছ, না নিজের ইচ্ছামত করিতেছ যুবক বলিল আপনি কে? আমি বলিলাম সুফিয়ান ছুরী সে বলিল ইরাকওয়ালা ছুফিয়ান। আমি বণিলাম হ্যাঁ। যুবক বলিল আপনার আল্লাহর মারফত হাছেল আছে কি? বলিলাম হ্যাঁ আছে। সে বলিল কিভাবে আছে, আমি বলিলাম রাত্র হইতে দিন বাহির করে, দিন হইতে রাত্র, মায়ের পেটে বাচ্চার ছুরত দান করে। সে বলিল আপনি কিছুই চিনেন নাই। আমি বলিলাম তা হইলে তুমি কিভাবে আল্লাহর মারফত হাফিল করিলে, যুবক বলিল কোন কাজের জন্য দৃঢ় আশা পোষণ করি কিন্তু তবুও তা ত্যাগ করিতে হয়। আর কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করি কিন্তু তা করিতে পারি না ইহা দ্বারা আমি বুঝিয়া লইলাম যে নিশ্চয় একজন আছেন। যিনি আমার কাজ সম্পাদন করেন। আমি বলিলাম তোমার এই দরূদ পড়ার ভেদ কি? সে বলিল আমার মায়ের সহিত হজ্বে গিয়াছিলাম। পথিমধ্যে আমার মা মারা যান। তাহার

www.pathagar.com

মুখ কালো হইয়া যায় এবং পেট ফুলিয়া যায়। মনে হইল তিনি বহুত বড় পাপ করিয়াছেন। তাই আমি আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইলাম। তখন দেখিলাম যে হেজাজের দিক হইতে একটা মেঘ খণ্ড আসিল আর সেখান হইতে একজন লোক জাহের হইল তিনি আমার মায়ের মুখে হাত ফিরাইলেন যদ্বারা তাহার মুখ রওশন হইয়া গেল এবং পেটে হাত ফিরাইলেন যদ্বারা ফুলা একেবারেই চলিয়া গেল। আমি আরজ করিলাম আপনি কে যাঁহার উছিলায় আমার মায়ের মছিবত কাটিয়া গেল। তিনি বলিলেন আমি তোমার নবী মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম। আমি আরজ করিলাম হুজুর (ছঃ) আমাকে কিছু অছিয়ত করুন, হুজুর (ছঃ) বলিলেন যখন কদম উঠাইবে এবং রাখিবে তখনই পড়িবে "আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা মোহাম্মদিও আলা আলে মোহাম্মাদিন- (নোজহাত)।

(তাবলীগী নিসাব- ফযায়েলে দরূদ- ১২৬-১২৭ পৃ:)

পাঠক! রসূল (ﷺ)-এর ইন্তিকালের পরে বারযখী জীবন ছেড়ে দুনিয়াতে এসে কারো বিপদের গায়েবী খবর জানার ধারণা উল্লিখিত আয়াতে রব্বানীর আলোকে শিরক নয় কি? তার ইন্তিকালের পর মেঘের মধ্যে তার উড়ে এসে কারো বিপদ উদ্ধার করার ধারণাও শির্ক। সর্বপরি কথা হলো, দরূদের ফাযীলাত বর্ণনায় কুরআন ও সহীহ্ হাদীস কি যথেষ্ট নয়? তিনি বইয়ের কলেবর বাড়ানোর জন্য এই অযথা অপচেষ্টা কেন করেছেন আমাদের বুঝে আসে না।

৮৩ নং অনুরূপ আরো কয়েকটি শিরকী ঘটনা উল্লেখ করেছেন তার সর্বশেষ ঘটনা আপনাদের নিকট তুলে ধরছি :

"রওজুল ফায়েক গ্রন্থে অন্য একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, হজরত সুফিয়ান ছুরী (রঃ) বলেন যে, আমি তওয়াফ করিতেছিলাম। তখন এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম যে, সে প্রতি কদমে কদমে কোন প্রকার দোয়া না পড়িয়া শুধু দরূদ শরীফ পড়িতেছে, আমি তাহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল আপনি কে? আমি বলিলাম আমি ছুফিয়ান ছুরী। সে বলিল আপনি যদি এই জামানার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি না হইতেন আমার রহস্যের কথা বর্ণনা করিতাম না। তারপর লোকটি বলিতে লাগিল আমি এবং আমার পিতা হজ্জে রওয়ানা হইয়াছিলাম, পথিমধ্যে পিতার এন্তেকাল

www.pathagar.com

হইয়া গেল। তাহার চেহারা কালো হইয়া গেল আর আমি পেরেশান হইয়া তাহার চেহারা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিলাম। ঐ সময়ে আমার নিদ্রা আসিয়া যায়।

আমি স্বপ্নে দেখিতে পাই যে একজন অপূর্ব সুন্দর লোক, তাহার মত এত সুন্দর পুরুষ আমি জীবনে কখনও দেখি নাই এবং তাহার মত পরিস্কার পোশাক আমি ইতিপূর্বে আর দেখি নাই এবং তাঁহার চেয়ে অধিক খুশবু ওয়ালা আমি আর কখনও দেখি নাই। তিনি খুব দ্রুত কদমে আসিয়া আমার পিতার চেহারা হইতে কাপড় হটাইয়া উহাতে আপন হাত ফিরাইয়া দেন, যাহাতে পিতার চেহারা সাদা হইয়া যায়, তিনি ফিরিয়া যাইবার সময় আমি তাঁহার আঁচল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খোদা আপনার উপর রহম করুক আপনি কে? আপনার উছিলায় এই পরদেশে আল্লাহ পাক আমার পিতার উপর রহম করিয়াছেন। তিনি বলিলেন তুমি আমাকে চিন না? আমি মোহাম্মাদ এবনে আব্দুল্লাহ যার উপর কোরান অবতীর্ণ হইয়াছে। তোমার পিতা বহুত বড় পাপী ছিল কিন্তু আমার উপর বেশী বেশী করিয়া দরূদ পাঠ করিত। বিপদের সময় আমি আজ তাহার সাহায্য করিলাম। এইভাবে যেই ব্যক্তিই আমার উপর দরূদ পাঠ করে আমি তাহার সাহায্য করিয়া থাকি। (ফাজায়েলে দরূদ- ১২২)

সম্মানিত পাঠক! এতবড় একজন শাইখুল হাদীসের দরূদের ফাযীলাত লিখতে কি কোন সহীহ হাদীসের গ্রন্থ নজরে পড়ে নি। যে কারণে রওযুল ফায়েজ নামক একখানা অপরিচিত অপ্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে এধরণের উদ্ভট শিরক বিদ'আত মিশ্রিত কাহিনী বর্ণনা করা কি প্রয়োজন ছিল তা আমাদের বোধগম্য নয়। তাছাড়া নাবী (ﷺ) আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তাঁর উপর দরূদ পড়ার জন্য কাবীরা গুনাহগারকে সাহায্য করেন, এভাবে গুনাহ মাফ করা এবং সাহায্য করা, বিপদ দূর করা এতসব আল্লাহর কাজ। নাবী (ﷺ)'র মৃত্যুর পর এ জাতীয় কাজ আল্লাহর নাবী করতে পারেন বলে ধারণা শিরক নয় কি? তাছাড়া আমরা আমাদের জ্ঞান মুতাবেক জানি যে, ছোট ছোট গুনাহ নেক আমাল দ্বারা মাফ হয়, কিন্তু বড় গুনাহ তাওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না, সে কথা কুরআন ও সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيماً

" যে সকল বড় গুনাহ সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, যদি তোমরা সে সব বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দিব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাবো।" (সূরা নিসা- ২৯)

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যারা কাবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে তাদেরকে তাঁর ফযল ও করম দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। কারণ সগীরা গুনাহ বিভিন্ন নেক আমাল দ্বারা যেমন, সলাত, সিয়াম, জুমু'আ, রমাযান ইত্যাদির মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। যেমন রসূল (ﷺ)- বলেন :

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر

অর্থ : পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, এক জুমু'আ হতে অন্য জুমু'আ এবং এক রমাযান হতে অন্য রমাযান মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করিয়ে দেয়, যদি বড় গুনাহগুলো হতে বেঁাচে থাকা যায়"।

(সহীহ মুসলিম, গৃহীত কিতাবুল কাবায়ের- পৃঃ ৬ ইমাম আয-যাহাবী (রহ.))

বুঝা গেল সলাত, সিয়াম দ্বারা ছোট গুনাহ মাফ হয় কিন্তু শাইখের উল্লেখিত ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে "রসূল (ﷺ) নিজেই বলেছেন, তোমার পিতা বড় পাপী ছিল" তাহলে সে কাবীরা গুনাহকারী ছিল। তা তাওবাহ ছাড়া কিভাবে ক্ষমা হল, আর রসূল (ﷺ) বা এত বড় গুনাহগারকে সাহায্য করবেন কেন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ছাড়া? সাহায্য তো নাবীগণ নিজেরাই আল্লাহ তা'আলার কাছে চাইতেন এবং আমাদেরকেও তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে নির্দেশ করেছেন। তা ছাড়া আল্লাহর রসূল তাঁর উম্মাতের সাহায্যের জন্য (বারযাখী) জীবন থেকে এ দুনিয়াতে আসেন।

www.pathagar.com

এই ধারণাও শির্ক। উম্মাতের বিপদের কথা তিনি (ﷺ) জানতে পারেন এ ধারণাও শির্ক। তাছাড়া ঘটনা দ্বারা এটাও বুঝা যায়, যত বড় পাপী হোক না কেন দরূদ পাঠ করলে, মাফ হয়ে যায়। তাহলে তো মানুষ সবকিছু ছেড়ে শুধু দরূদ পড়াই কাম্য মনে করবে, বাকী সব 'আমাল বাদ দিবে। এটাইকি শারী'আতের কাম্য? এ বিশ্বাস শারী'আত পরিপন্থী নয় কি?

ইসালে সাওয়াব

"আলী বিন মুছা হাদ্দাদ (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সাথে কোন এক জানাজায় শরীক ছিলাম। মোহাম্মদ বিন কোদামা জওহারীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সেই লাশ দাফন হওয়ার পর এক অন্ধ ব্যক্তি কবরের পার্শ্বে বসিয়া কোরআন পড়িতে লাগিল। ইমাম সাহেব বলেন এইরূপ তেলাওয়াত করা বেদআত। ফিরিয়া আসিয়া মোহাম্মদ বিন কোদামা ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মোবাশ্বের বিন ইছমাঈল আপনার মতে কেমন লোক? ইমাম সাহেব বলেন তিনি খুব বিশ্বস্ত লোক। এবনে কোদামা জিজ্ঞাসা করেন আপনি কি তাঁহার নিকট হইতে হাদীছ শিখিয়াছেন? তিনি বলেন হ্যাঁ শিখিয়াছি। তারপর মোহাম্মাদ বিন কোদামা বলেন, মোবাশ্বের আমাকে বলিয়াছেন আবদুর রহমান বিন আলা বিন জাল্লাজ স্বীয় পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতার এন্তেকালের সময় তিনি তাঁহার কবরের পার্শ্বে ছূরায়ে বাকারার প্রথমাংশ তেলাওয়াত করিবার অছিয়ত করিয়া গিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি ইহাও বলেন যে, আমি হজরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) কে এইরূপ অছিয়ত করিতে শুনিয়াছি। ইমাম সাহেব এই ঘটনা শুনিয়া এবনে কোদামাকে বলেন যাও তুমি অন্ধকে কোরআন তেলাওয়াত করিতে বল।"

(ফাজায়েলে ছাদাকাত-১ম খণ্ড, ১০৮-১০৯ পৃঃ)

সম্মানিত পাঠক ভাই ও বোনেরা! এ জাতীয় আরো ঘটনা শাইখ সাহেব তার তাবলীগী নিসাবের ফাজায়েলে ছাদাকাতে উল্লেখ করেছেন। যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মুর্দার নিকট অথবা কবরের পার্শ্বে বসে ইসালে সাওয়াবের জন্য কুরআন তিলাওয়াত করা বৈধ। এখন আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের ফায়সালা তুলে ধরছি এবং সিদ্ধান্ত পাঠকবর্গই নিবেন।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্ বলেন :

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

"এ বারাকাতময় কিতাব আমি তোমার উপর নাযিল করেছি, তারা এগুলো নিয়ে গবেষণা করে এবং যারা জ্ঞানের অধিকারী তারা যেন এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা সোয়াদ-২৯)

সাহাবাগণ (রাযি.) কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও নিষেধের উপর 'আমাল করতেন। ফলে তাঁরা দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে সৌভাগ্যলাশী হয়েছিলেন। যখন থেকে মুসলিমরা এ কুরআনের শিক্ষাকে ছেড়ে দেয়া শুরু করল, মৃতদের কবরের উপর দুঃখের দিনে তা পড়তে শুরু করল, তখন থেকেই তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করল এবং তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হতে শুরু হল। তাদের জন্য সত্যই আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত কথা প্রযোজ্য :

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾

"রসূল বলেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার জাতি এ কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। (সূরা ফুরকান- ৩০)

নিশ্চয়ই আল্লাহ একে অবতীর্ণ করেছেন জীবিতদের জন্য, যাতে তারা তাদের জীবদ্দশায় 'আমাল করতে পারে। তা মৃতদের জন্য নয়। কারণ তাদের 'আমাল বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে তারা আর তা পড়তেও পারে না, 'আমাল করতেও পারে না এবং কুরআন পড়ার কোন সওয়াবও তাদের কাছে পৌঁছে না, একমাত্র তাদের সন্তানদের পড়া ব্যতীত। কারণ সে তারই ঔরসজাত।

নাবী বলেন :

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ

অর্থ : যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার 'আমালনামা বন্ধ হয়ে যায় তিনটা ক্ষেত্র ব্যতীত- ১) সাদাকায়ে জারিয়া, ২) 'ইলম, যার দ্বারা অন্যের উপকার হয়, ৩) নেক সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে। (মুসলিম)

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾

"মানুষ যা করে শুধুমাত্র তারই প্রতিফল ভোগ করবে।"

(সূরা নজম- ৩৯)

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর বলেন :

﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لاَ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾

"যদি কোন বোঝা বহনকারী তার বোঝা বহন করতে আহ্বান করে তবে তার উপর হতে কিছুই বহন করা হবে না, যদিও সে তার নিকট আত্মীয় হয়। (ফাতির : ১৮)

যেমন তার উপর অন্যের বোঝা চাপানো হবে না এবং অন্যের দুষ্কার্যের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে না। অনুরূপভাবে অন্যের পুণ্যও তার কোন উপকারে আসবে না।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) এবং তাঁর অনুসারীগণ এই আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কুরআন পাঠের সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে না। কেননা না এটা তার 'আমাল এবং না তার উপার্জিত জিনিস। এই কারণেই রসূল ﷺ না এর বৈধতা বর্ণনা করেছেন, না এ কাজে স্বীয় উম্মাতকে উৎসাহিত করেছেন। কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা দ্বারাও নয় এবং কোন ইঙ্গিত দ্বারাও নয়। অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম (রাযি.)-এর মধ্য হতে কোন একজন হতেও এটা প্রমাণিত নয় যে, তাঁরা কুরআন পড়ে তার সওয়াবের হাদিয়া মৃতের জন্য পাঠিয়েছেন। এটা যদি পুণ্যের কাজ হত এবং শারী'আত সম্মত 'আমাল হত, তবে সওয়াবের কাজে আমাদের চেয়ে বহুগুণে অগ্রগামী সাহাবয়ে কিরাম (রাযি.) এ কাজ অবশ্যই করতেন। সাথে

www.pathagar.com

সাথে এটাও স্মরণ রাখার বিষয় যে, পুণ্যের কাজ কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারাই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কোন প্রকারের মত ও কিয়াসের স্থান সেখানে নেই। হ্যাঁ, তবে দু'আ ও দান-খয়রাতের সওয়াব মৃত ব্যক্তির কাছ পৌঁছে থাকে। এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে এবং শারী'আত প্রবর্তকের শব্দ দ্বারা প্রমাণিত। তাছাড়া উল্লিখিত মুত্তাফাকুন 'আলাইহির যে হাদীসটি আমরা উল্লেখ করেছি, যা আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত; সেখানে মৃত্যুর পরে শুধু তিনটি 'আমাল গৃহীত হয়। এর ভাবার্থ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি জিনিসও স্বয়ং মৃত ব্যক্তিরই চেষ্টা ও 'আমাল। অর্থাৎ অন্য কারো 'আমালের প্রতিদান তাকে দেয়া হয় না। যেমন হাদীসে এসেছে যে, মানুষের উত্তম খাদ্য তাই যা সে স্বহস্তে উপার্জন করেছে। আর মানুষের সন্তানও তারই উপার্জিত। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, সন্তান, তার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের জন্য দু'আ করে, সেও প্রকৃতপক্ষে তারই 'আমাল। অনুরূপভাবে সাদাকায়ে জারিয়াহ প্রভৃতিও তারই 'আমালের ফল এবং তারই ওয়াকফকৃত জিনিস। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে :

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾

"আমিই মৃতকে করি জীবিত এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে প্রেরণ করে ও যা তারা পশ্চাতে রেখে যায়।" (ইয়াসীন : ১২)

এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, তার পিছনে ছেড়ে আসা সৎকর্মগুলোর সওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকে। এখন থাকল ঐ 'ইলম যা সে লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে রেখেছে এবং তার ইন্তিকালের পরেও জনগণ তার উপর 'আমাল করতে থাকে। এটাও প্রকৃতপক্ষে তারই চেষ্টা ও 'আমাল যা তার পরে জারি রয়েছে। "যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে এবং যত লোক তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হিদায়াতের অনুসারী হয়, তাদের সবারই কাজের প্রতিদান তাকে প্রদান করা হয়। আর তাদের পুণ্যের কিছুই কম করা হয় না।" (তাফসীর ইবনে কাসীর, সপ্তদশ খণ্ড, ১৬৯-১৭০)

www.pathagar.com

তাছাড়া বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, কেউ মারা গেলে, সেখানে কুরআন খতম ও অন্যান্য খতম পড়ার জন্য একদল ভাড়াটে ধর্ম ব্যবসায়ী পাওয়া যায়, যারা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এগুলো করে থাকে। তাদের সম্পর্কে হানাফী ফিকহ গ্রন্থে অনেক কঠোর বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। যেমন মারেফুল কুরআনে মুফতী শফী হানাফী বলেন : "ইসালে সওয়াব উপলক্ষে খতমে-কুরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েয। আল্লামা শামী "দুররে মুখতারের শারাহ" এবং "শিফাউল-আলীল" গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলীলসহ একথা প্রমাণ করেছেন, কুরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময় পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তী কালের ফকীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যে, তাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শারী'আতের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। সুতরাং এসব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক। এজন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদের ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরআন খতম করানো বা অন্য কোন দু'আ-কালাম ও অযিফা পড়ানো হারাম। কারণ, এর উপর কোন ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। এখন যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং পড়াবে, তারা উভয়ই গুনাহগার হবে। বস্তুতঃ যে পড়েছে সেই যখন কোন সওয়াব পাচ্ছে না, তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে? কবরের পাশে কুরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কুরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথমে যুগের উম্মাতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ'আত।

(তাফসীরে মারিফুল কুরআন ৩৫ পৃষ্ঠা)

সমাজে এর ক্ষতিকর দিকসমূহ

১। আজকাল মৃত ব্যক্তির নিকট বসে কুরআন তিলাওয়াত করা একটা রসম-রিওয়াজে পরিণত হয়েছে। এমনকি কোন বাড়ী থেকে

www.pathagar.com

কয়েকজনের তিলাওয়াত শুনলে মনে হয়, কেউ ওখানে মারা গেছে। যদি রেডিওতে সারাদিন কুরআন তিলাওয়াত শুনা যায় তবে বুঝতে হবে কোন নেতা মারা গেছেন। একবার কোন এক ব্যক্তি কোন এক অসুস্থ বাচ্চাকে দেখতে গিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করেন। শুনামাত্র তার মা চেঁচিয়ে উঠেন, আমার বাচ্চাতো এখনো মারা যায় নি, কিভাবে তুমি কুরআন পড়ছ?

২। যে মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় সলাত ত্যাগ করেছে, তার জন্য মৃত্যুর পর কুরআন পড়লে কি লাভ হবে?

কারণ তাকে তো আযাবের খবর দেয়া হয়েছে :

﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ • الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ﴾

"ঐ সমস্ত সলাতীদের জন্য ধ্বংস যারা সলাতের ব্যাপারে অলসতা করে।" (সূরা মাউন ৪-৫)

৩। যে হাদীসে বলা হয়েছে- "তোমরা মৃতদের উপর সূরা ইয়াসিন পড়" তা বানানো হাদীস। দারকুতনী বলেন, সনদ দুর্বল এবং মূল কথাও দুর্বল। নাবী (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীদের থেকে এমন কোন দলীল নেই যে, তারা মৃতের উপরে কুরআন পড়েছেন। না সূরা ইয়াসিন না ফাতিহা। অথবা কুরআনের অন্য কোন অংশ। বরং দেখা যায়, নাবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের বলতেন :

استغفر لاخيكم وسلوا له الله التبت فإنه الآن يسال

"দাফনের পর তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাফ চাও এবং আল্লাহর কাছে তার জন্য ঈমানের দৃঢ়তা চাও। কারণ, তাকে এখন প্রশ্ন করা হবে। (সহীহ আবূ দাউদ)

৪। নাবী (ﷺ) কোন সাহাবীকে শিখান নি যে, কবরে ঢুকার সময় বা পরে সূরা ফাতিহা (বা অন্য কোন অংশ) পড়বে। বরং বলেছেন :

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُم أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَأَنْتُمْ مِنْ سَلَفِنَا وَإِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ اَسْاَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ مِنَ الْعَذَابِ

"হে ঘরের মু'মিন বাসিন্দাগণ! তোমাদের উপর শান্তিবর্ষিত হোক। আমরাও আল্লাহ চাহে তো তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আল্লাহ

www.pathagar.com

তা'আলার কাছে তোমাদের এবং আমাদের জন্য তাঁর আযাব হতে মাফ চাই।" (সহীহ মুসলিম, মিশকাত, হাঃ-১৭৬৪)

এ হাদীস আমাদের এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, মৃতদের জন্য আমরা দু'আ করব, তাদের কাছে দু'আ বা সাহায্য চাইব না।

৫। আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে এজন্য নাযিল করেছেন, যাতে জীবিতরা 'আমাল করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

"এ জন্য যে, যারা জীবিত তাদেরকে যেন ভয় দেখান হয়, আর কাফিরদের ব্যাপারে যা বলা হয়েছে তা ঘটবেই। (সূরা ইয়াসীন- ৭০)

৬। কবরস্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা নিষেধ। কারণ নাবী বলেন :

لاتجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيـــه ســـورة البقرة (رواه المسلم)

"তোমরা বাসস্থানসমূহকে কবরস্থান বানাবে না। কারণ শাইতান ঐ সমস্ত বাড়ী হতে পলায়ন করে যেখানে সূরা বাকারাহ পড়া হয়। (সহীহ মুসলিম)

এ হাদীস দ্বারা এটাই বুঝা যায় যে, কবরস্থান কুরআন পাঠের স্থান নয়; বরং বাড়ী তার পাঠস্থান। যে সমস্ত হাদীসে কবরস্থানে কুরআন পাঠের কথা বলা হয়েছে তা শুদ্ধ নয়।

(দেখুন এই বান্দার লেখা **মাযহাবের স্বরূপ** ও منهاج الفرقة الناجية **মুক্তিপ্রাপ্ত** দলের পথ নির্দেশিকা- লেখক মুহাম্মাদ জামীল যাইনু, দারুল হাদীসের শিক্ষক, মাক্কাতুল মুকাররমা, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৭/৯৪)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ লক্ষ্য করেছেন কি? তাবলীগী নিসাবের মাধ্যমে উদ্ধৃতিহীন এ জাতীয় বক্তব্য যা রসূলের বাণীও নয় তার দ্বারা মুসলিম আক্বীদাহ প্রতিষ্ঠিত করার প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়েছে। এটাকি কোন শাইখুল হাদীসের নীতি হওয়া উচিত? আল্লাহ তা'আলা আমাদের সরল পথের সন্ধান দিন- আমীন!

www.pathagar.com

তাবলীগী জামা'আতের অভিনব গাশ্ত পদ্ধতি

তাবলীগী ভাইয়েরা তাঁদের তাবলীগের ব্যাপারে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করেন। বিশেষ করে যে মাসজিদে অবস্থান করেন, সেখান থেকে আসর বাদ কিছু মুসল্লী একসঙ্গে বের হন দা'ওয়াত দেয়ার জন্য। যাকে তারা উমুমি গাশ্ত বলেন। এই ঘোরাফেরাকে ফারসী ভাষায় 'গাশ্ত' বলা হয়। তাবলীগী গাশ্তের ক্ষেত্রে তাবলীগী মুরুব্বীগণ কতিপয় নিয়ম আবিষ্কার করেছেন। যথা : ১) আমীর, ২) রাহবার বা পথপ্রদর্শক, ৩) মুতাকাল্লিম (বক্তা) নির্বাচন। এই তিন রকম ব্যক্তি অর্থাৎ পরামর্শের নেতা বা জামা'আতের পরিচালক আমীর এবং পথ দেখাবার দায়িত্বশীল রাহবার ও কথা বলার দায়িত্বে মুতাকাল্লিম নির্বাচন তাঁদের মনগড়া কাজ বলে মনে হয়। কারণ কোথাও কোন দল প্রেরণের সময় নেতা একজনকেই নির্বাচন করা রসূলুল্লাহ-এর সুন্নাত। একই দলের তিনজনকে তিন রকম দায়িত্ব দেবার নিয়ম সুন্নাতে মুরুব্বী, মুহাম্মাদী সুন্নাত নয়। তাই দ্বীন ইসলামের তাবলীগী গাশ্তের একজন আমীরের নির্বাচন হবে। যিনি বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে যোগ্য এবং পারতপক্ষে বয়স্ক ও অভিজ্ঞ হবেন। এখন প্রশ্ন হলো যে, ঐ গাশ্ত কোথায় হবে? নিজ নিজ গ্রামে, না দেশের বিভিন্ন জেলায়, না বিদেশে? এক্ষেত্রে আমরা এখন যাচাই করে দেখব কুরআন ও হাদীস রসূল ﷺ কীভাবে এ কাজটি করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল-কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাবলীগের ক্ষেত্র পর্যায়ক্রমে তিন রকম হবে। যেমন আল্লাহ্ তার নাবী ﷺ-কে বলেন :

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

"নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দিন।" (সূরা আশ-শু'আরা ২১৪)

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, তাবলীগের প্রথম ক্ষেত্র হবে নিজের ঘর-বাড়ী ও পাড়া-প্রতিবেশী। দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾

www.pathagar.com

"আমি এ কল্যাণময় কিতাব নাযিল করেছি যা তার পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যা দ্বারা আপনি মক্কাহ ও তার চর্তুপার্শ্বের লোকদের কে সতর্ক করুন। (সূরা আল-আন'আম ৯২)

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, নিজের ঘর-বাড়ী ও পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে আল্লাহ ও জাহান্নাম প্রভৃতির ভয় দেখানোর পর ঐ পরিধি একটু বাড়িয়ে শহর ও শহরতলীতে বিস্তৃত হবে। তৃতীয় পর্যায় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন :

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

"হে রসূল! বলে দিন, হে মানব সমাজ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রসূল বা দূত। (সূরা আল-আ'রাফ ১৫৮)

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাবলীগের কাজ শেষ হলে, তবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে হবে। এটা রসূলের নায়েবদের দায়িত্ব সাধারণের নয়। সাধারণ জনগণকে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" (সূরা আত-তাহরীম ৬)

এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক ঈমানদারই নিজেকে এবং তার পরিবারবর্গকে দ্বীন ইসলামের তাবলীগ করবে। বর্তমানে শেষ রসূল ইহজগতে আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। তাই উপরোক্ত প্রথম দু'টি আয়াতের ভাবার্থ প্রমাণ করে যে, নায়েবে রসূল যাঁরা তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের নিকটবর্তী আত্মীয় ও পাড়া-প্রতিবেশীদের আল্লাহ এবং জাহান্নামের ভয় দেখানো। এ কাজটি প্রত্যেক মাসজিদ থেকে সম্ভব হত, যদি আমাদের মাসজিদের খুৎবাহ মাতৃভাষায় দেয়া হত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কথিত কিছু গোঁড়া মৌলভীর ফাতাওয়ার কারণে বাংলাভাষী মুসলিম জনগণ প্রতি সপ্তাহে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। তাদের বক্তব্য হল, আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুৎবাহ দেয়া

www.pathagar.com

যাবে না। অথচ মহান আল্লাহ সূরা ইবরাহীমের ৪ নং আয়াতে বলেন : "আমি প্রত্যেক রসূলকেই তাঁর স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য।" আর আল্লাহর রসূল (ﷺ) তাঁর মাতৃভাষায় খুৎবাহ দিতেন এবং তাঁর সম্মুখের শ্রোতাদেরকে বুঝিয়ে দিতেন তাদের ভাষায়। সুতরাং আমাদেরকেও রসূলের অনুসরণে মাতৃভাষায় খুৎবার মাধ্যমে জনগণকে খুৎবার বিষয়বস্তু বুঝিয়ে দিতে হবে এটাই রসূলের সুন্নাত। এজন্য দেখা যায় ৪০ বৎসর খুৎবা (ওয়াজ) শুনে জনগণ ৪টি মাসআলাও শিখতে পারে নি। অথচ খুৎবার (ওয়াজের) উদ্দেশ্যই ছিল জনগণকে সপ্তাহে একদিন দ্বীনী 'ইলম শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ যেন আমাদের ওলামায়ে কিরাম সঠিক বুঝ দান করেন।

গাশতকালীন যঈফ হাদীসের 'আমাল

তাবলীগী ভাইদের দেখা যায় গাশ্তের সময় মুতাকাল্লিম যাকে দা'ওয়াত দেয়, তার সঙ্গে মুসাফাহা করে নিম্নোক্ত হাদীসের ফাযীলাত বর্ণনা করেন, যা আমি নিজেও তাবলীগ জামা'আতে থাকাকালীন করেছি। ভুল বুঝে অজ্ঞাতসারে যা করেছি, আল্লাহ যেন মাফ করেন। কারণ তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন :

﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾

"হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি তবে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।" (সূরা আল-বাক্বারাহ : ২৮৬)

হাদীসটি নিম্নরূপ :

ما من عبدين متحابين في الله يستقبل احدهما صاحبه فيصافحه ويصليان على النبي ﷺ الا لم يتفرقا حتى يغفر الله لهما ذنوبهما ما تقدم منهما وما تاخر

"যে কোন দুই বান্দা আল্লাহর রাহে পরস্পরকে ভালবেসে একে অপরকে অভিনন্দন জানিয়ে মুসাফাহা করে এবং নাবী (ﷺ)-এর উপর দরূদ পাঠ করে, তারা দু'জন পৃথক হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর তা'আলা উভয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন।"

www.pathagar.com

এ বাক্যে হাদীসটি নিতান্তই মুনকার। এটি ইবনুস সুন্নী (হাঃ নং ১৯০), ইবনু হিব্বান 'আয-যু'আফা (১/২৮৯) গ্রন্থে এবং আল-বাতেরকানী 'জুযউম মিন হাদীসিহি' (১/১৬৫) গ্রন্থে দারাসাত ইবনু হামযাহ হতে তিনি মাতার ওররাক হতে তিনি ক্বাতাদাহ হতে.........বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি সম্পর্কে শাইখ আলবানী (রহ.) বলেন : এ সনদটি দুর্বল। দারাসাত ইবনু হামযাহ সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি নিতান্তই মুনকারুল হাদীস ছিলেন। তিনি মাতার ও অন্যদের থেকে এমন কিছু বর্ণনা করেছেন যে, শ্রবণকারীর নিকট তা জালই মনে হবে। তাকে দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ক্বাতাদার মধ্যে তাদলীস ছিল। তিনি আন্ আন্ করে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটির অর্থবোধক বহু হাদীস সাহাবাদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। যার কোনটিতেই নাবী (ﷺ)-এর উপর দরূদ পাঠ করার কথা এবং পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবার কথা উল্লেখ করা হয় নি। এটিই প্রমাণ করছে যে, বর্ধিত অংশগুলোর কারণে হাদীসটি মুনকার।

(দেখুন যঈফ ও জাল হাদীস, সিরিজ-২, ১৭৫ পৃঃ)

উল্লেখ্য যে, হাদীসের বর্ধিত অংশটুকু বাদ দেয়ার পরে সহীহ সূত্রে যদি হাদীসটি বর্ণিত থাকে, তাহলে তার উপর 'আমাল করাতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে যেহেতু আমি এখনও অবগত হতে পারিনি তাই আহলে 'ইলমদের নিকট তাহক্বীকের অনুরোধ রইল।

প্রচলিত তাবলীগের তা'লীম 'ওয়াহী'র নয় থানবী'র আর তরীকা নাবী (ﷺ)'র নয় জামাতের প্রতিষ্ঠাতার

"একবার তিনি বলেন- হজরত থানবী (রহ.) বহুত বড় কাজ করিয়া গিয়াছেন, আমার অন্তর চায় তালীম হইবে তাঁহার আর তাবলীগের তরীকা হইবে আমার। এইভাবে তাঁহার তা'লীম যেন সাধারণ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

(মালফুজাত-ইলিয়াস, মালফুজাত নং ৫৬ পৃঃ ৩৩, তাবলীগী কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা।)

www.pathagar.com

উল্লিখিত বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার মনের বাসনা ছিল যে, তা'লীম হবে থানবীর অর্থাৎ থানবীর তা'লীমের তাবলীগ এবং তাবলীগের তরীকা হবে প্রতিষ্ঠাতার নিজের। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তার এ বাসনা পূরণ হয় নি। কারণ তা'লীম চালু হয়েছে শাইখুল হাদীসের রচনার, যা বাধ্যতামূলক, আর থানবীর রচনাবলী থেকে গেছে ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাধীন (ঙঢ়ঃরড়হধষ)। কারণ তার মধ্যে মাসায়েল বেশি ফাযায়েল কম আর তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশ ছিল তাবলীগের ক্ষেত্রে মাসায়েলের পরিবর্তে ফাযায়েলের গুরুত্ব বেশি দেয়ার জন্য। সেজন্য সম্ভবতঃ শাইখুল হাদীসের ফাযায়েলের গ্রন্থগুলো প্রাধান্য পেয়েছে। আর তরীকা বা পদ্ধতিতো প্রতিষ্ঠাতার চালু আছে। যাই হোক, এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা দেখব জামা'আত জনকের উল্লিখিত বাসনা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কতটুকু যুক্তিযুক্ত।

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও ভগ্নিরা! লক্ষ্য করুন, আল্লাহ তাঁর রসূলকেও তাবলীগ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন, তিনি কিসের তা'লীম প্রচার করেছিলেন- তা আমরা এখন একটু যাচাই করে দেখব।

মহান আল্লাহ তাঁর রসূল (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলেন :

﴿وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾

"আর আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর কিতাব এবং হিকমাত নাযিল করেছেন এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না।"

(সূরা আন-নিসা ১১৩)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾

"তিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদের মধ্য হতে রসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি তাদের নিকট আল্লাহ আয়াত তিলাওয়াত করেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ

www.pathagar.com

করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ছিল।" (সূরা আল-জুমু'আহ ২)

এছাড়া একই বিষয়ে দেখুন- সূরা আল-বাক্বারাহ ১২৯, সূরা আল-আহযাব ৩৪।

উপরিউক্ত আয়াতগুলোতে কিতাব বলে কুরআন, হিকমাত বলে সুন্নাত বুঝানো হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, এসব আয়াতে সুন্নাতকে কুরআন হতে আলাদা জিনিস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন এবং সুন্নাত দু'টি আলাদা জিনিস। এ পার্থক্য বর্ণনা করে স্বয়ং রসূল (ﷺ) হতে হাদীস উল্লেখ রয়েছে। মুয়াত্তা মালিকে বর্ণিত রসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন,

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

"তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস ছেড়ে গেলাম, যা তোমরা আঁকড়ে ধরলে কক্ষনো পথভ্রষ্ট হবে না, তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নাবীর সুন্নাত। (মুয়াত্তা মালিক, মিশকাত হাঃ ১৮৬ সনদ হাসান)

উল্লিখিত আয়াতে হিকমাহ অর্থ হাদীস যে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ একমত যেমন মুফতী মুহাম্মাদ শা'ফী হানাফী (রহ.) বলেন :

﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামাত বর্ণনা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তিনটি গুণ উল্লেখ করা হয়েছে। ১. কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত, ২. উম্মাতকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা, ৩. কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়া।

উল্লিখিত তিনটি বিষয়ই উম্মাতের জন্যে যেমন আল্লাহর নিয়ামাত। তেমনি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যও এর অন্তর্ভুক্ত।.......তৃতীয় উদ্দেশ্য {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} 'কিতাব' বলে কুরআন এবং হিকমাত' বলে রসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে বর্ণিত উক্তিগত ও কর্মগত শিক্ষাসমূহ বুঝানো হয়েছে। তাই অনেক তাফসীরকারক এখানে হিকমাতের তাফসীর করেছেন 'সুন্নাহ'। (তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন- ১৩৬৯ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

পাঠক মহোদয়! এ আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম আল্লাহ তাঁর নাবীকে দু'টি বিষয়ের তা'লীম করার নির্দেশ দিয়েছেন। একটি আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন ও অপরটি রসূলের সুন্নাত বা হাদীস। আর উভয়টি 'ওয়াহী' একটি হল ওয়াহী মাতলু অর্থাৎ যা তিলাওয়াত করা হয়; অপরটি গাইর মাতলু অর্থাৎ যা তিলাওয়াত করা হয় না। কিন্তু উভয়টি 'ওয়াহী'। তাহলে বুঝা গেল আল্লাহ তাঁর নাবীকে 'ওয়াহী'র (তাবলীগ) তা'লীম করার জন্য নির্দেশ করেছেন। আর এই 'ওয়াহী' কুরআন ও সহীহ হাদীস, তাই দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ পরিচালনা করতে হবে পবিত্র কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾

"আমি (মুহাম্মাদ (ﷺ) আমার উপর যা 'ওয়াহী' অবতীর্ণ হয়, তারই অনুসরণ করি। যদি আমি আমার প্রতিপালকের নাফরমানী করি, তাহলে ক্বিয়ামাতের কঠিন শাস্তির ভয় করি।" (সূরা ইউনুস- ১৫)

আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, রসূল (ﷺ) 'ওয়াহী'র তা'লীম করার মাধ্যমে তাবলীগী কাজ আঞ্জাম দিতেন এবং আল্লাহর শাস্তি র ভয় করতেন। আল্লাহ বলেন :

﴿مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى • إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾

"তিনি (মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কিছুই বলে না, যা ওয়াহী অবতীর্ণ হয়, তাই বলেন। (সূরা আন-নাজম ৩-৪)

সুপ্রিয় পাঠক! লক্ষ্য করুন, রসূল (ﷺ) তো ওয়াহী ছাড়া অন্য কিছুর তা'লীম করেন নি এবং এ ব্যাপারে 'ওয়াহী' বহির্ভূত হওয়ার জন্য আল্লাহর শাস্তির ভয় করতেন। তাহলে এখন লক্ষ্য করুন, তাবলীগ প্রতিষ্ঠাতা তার মনের যে বাসনা চরিতার্থ করতে চেয়েছেন যে, তা'লীম হবে 'থানবীর'। পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন, তিনি যেহেতু বড় আলিম ছিলেন এবং তার লেখা গ্রন্থগুলো 'ওয়াহী' ভিত্তিক হবে, তাই তিনি এ কথা বলেছেন। আমরা বলতে চাই, থানবীর তা'লীমও সকল পর্যায় 'ওয়াহী' ভিত্তিক নয়, যেমন তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ যার সাথে ভারতবর্ষে প্রায় সকল মুসলিম পরিচিত গ্রন্থটির নাম 'বেহেশতী জেওর'। তার তো ভূমিকাতেই

www.pathagar.com

আমরা শিরকী আক্বীদা দেখতে পাই। পাঠকের অবগতির জন্য সামান্য কিছু তুলে ধরা হল :

নামকরণে কুসংস্কার

হিন্দু কিসসা-কাহিনীতে দেখা যায়, এক দেবতার উপাসক অন্য দেবতার নামে নামকরণ করে না এতে নাকি আরাধ্য দেবতা ক্রুদ্ধ হয়। শাক্তদের মধ্যে পাওয়া যায় না বৈষ্ণবদের নাম। আবার এক দেবতার পূজারী অন্য দেবতার কোপানলে পতিত হয়। এক দেবতা প্রসন্ন হয়, অন্য দেবতা রুষ্ট হয়। মনসা মঙ্গলের গল্প কাহিনীতে দেখা যায় : শিব ভক্ত চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা দিতে অসম্মত হলে, চাঁদ সওদাগরকে কি নাজেহালই না হতে হয়। সপ্ত ডিঙ্গি, সাত পুত্র খুইয়ে বেচারী সর্বহারা হয়- অবশেষে পূজা দিতে সওদাগর রাজি হলে দেবীর প্রসন্নতায় আবার সবই প্রাপ্ত হয়। এটা হলো হিন্দুদের ধর্মমত, বিশ্বাস। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিমদের ঘরেও এ ধরনের বিশ্বাস বা আক্বীদাহ অনুপ্রবেশ ঘটেছে। জাহেলরা এ ধরনের আক্বীদায় বিশ্বাস করলে দুঃখ হত ঠিকই, কিন্তু আলিম ঘরাণায় যে এই ধরনের খেয়াল ও জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগের বৈকি! এই ধরনের ভ্রান্ত কুসংস্কারপূর্ণ, তাওহীদের পরিপন্থী আক্বীদাহর নমুনা পেশ করছি। এক বিখ্যাত আলিমের বিখ্যাত কিতাব থেকে :

কিতাবের নাম : বেহেশতী জেওর

মূল : আশরাফ আলী থানবী

অনুবাদ : শামসুল হক সাহেব (ফরিদপুরী)

প্রকাশ : এমদাদিয়া লাইব্রেরী (চকবাজর, ঢাকা-১১০০)

পৃষ্ঠা : দুই

বিষয় : জন্ম বৃত্তান্ত

মূল : আশরাফ জীবনী (সওয়ানেহ আশরাফ)

গৃহীত : ইসলামে নামকরণের পদ্ধতি

লেখক : বাশীর বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল হামীদ আল্-মা'সূমী (মাক্কাতুল মুকাররামা, সউদী আরব)।

www.pathagar.com

হাকীমুল উম্মাত মাওলানা থানবীর জন্ম বৃত্তান্ত অলৌকিক ঘটনার সহিত জড়িত। তাঁর পিতার কোন পুত্র সন্তানই জীবিত থাকত না। তদুপরি তিনি এক দূরারোগ্য চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শে এমন এক ঔষধ সেবন করেন যাতে তার প্রজনন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে রহিত হয়ে যায়। এতে হাকীমুল উম্মাতের মাতামহী নেহায়েত বিচলিত হয়ে পড়েন। একদা তিনি হাফিয গোলাম মর্তুজা সাহেব পানিপথীর খিদমাতে এ বিষয়টি আরয করেন। হাফিয সাহেব ছিলেন মজযুব। তিনি বললেন, "উমার ও 'আলীর টানাটানিতেই পুত্র সন্তানগুলো মারা যায়। এবার পুত্র সন্তান জন্মিলে 'আলীর সোপর্দ করে দিও। ইনশাআল্লাহ্ জীবিত থাকবে। তাঁর এ হেয়ালী কেউই বুঝতে পারলেন না। পূর্ণ কথার সারমর্ম একমাত্র মাওলানার বুদ্ধিমতী জননীই বুঝলেন, আর তিনি বললেন, হাফিয সাহেবের কথা অর্থ সম্ভবত : এই যে, ছেলের পিতৃকুল ফারুকী। আর আমি 'আলী (ﷺ)-এর বংশধর। এযাবৎ পুত্র সন্তানদের নাম রাখা হচ্ছিল পিতার নামানুকরণে, অর্থাৎ 'হক' শব্দ যোগে রাখা হয়েছিল। যেমন আব্দুল হক, ফাজলে হক ইত্যাদি। এবার পুত্র সন্তান জন্মিলে মাতৃকূল অনুযায়ী নাম রাখতে অর্থাৎ আমার ঊর্ধ্বতন আদি পুরুষ 'আলী (ﷺ)-এর নামের সহিত মিল রেখে নামকরণের কথা বলেছেন। এটা শুনে হাফিয সাহেব সহাস্যে বলে উঠলেন, বাহবা! মেয়েটি বড়ই বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়। আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল। এর গর্ভে দু'টি ছেলে হবে। ইনশাআল্লাহ উভয়ই বেঁচে থাকবে এবং ভাগ্যবান হবে। একজনের নাম রাখবে আশরাফ আলী, অপরজনের নাম রাখবে আকবর আলী। একজন হবে আমার অনুসারী, সে হবে আলিম ও হাফিয। অপরজন হবে দুনিয়াদার। বস্তুতঃ তা-ই হয়েছিল্ আল্লাহ তা'আলা এক বুযুর্গের দ্বারা থানবী মাতৃগর্ভে আসার পূর্বে অর্থাৎ আলমে আরওয়াহে থাকাকালীন তাঁর নাম রেখে দিলেন। আল্লাহ তা'আলার কত বড় মেহেরবানী। কত বড় সৌভাগ্যের কথা!

বইটির ১ম পৃষ্ঠা পড়লে পাঠক অবগত হবেন যে, আশরাফ আলী থানবীর পিতৃপুরুষ 'উমার (ﷺ) এবং মাতৃকূল 'আলী (ﷺ) থেকে। থানবী সাহেবের পিতার কোন সন্তান জীবিত থাকত না, কেননা তাদের নাম রাখা

www.pathagar.com

হয়েছিল 'উমার (ﷺ)-এর নামে। ফলে 'উমার ও 'আলীর টানাটানিতেই পুত্র সন্তানগুলো মারা যায়। এ যেন ঠিক চাঁদ সওদাগরের কিসসা কাহিনীর মত এক দেবতা তুষ্ট হলে অন্য দেবতা রুষ্ট হয়।

উপরিউক্ত কথাগুলোর মধ্যে 'উমার ও 'আলী (ﷺ)-এর জীবন দান; মৃত্যু ঘটানোর ক্ষমতা ও পরস্পরের মধ্যে রেষারেষির কথা সুস্পষ্ট। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম জানে এবং বিশ্বাস করে একমাত্র আল্লাহই পারেন মানুষের জীবন দান করতে এবং মৃত্যু ঘটাতে। আল্লাহ নিজেকে যে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন; সে নাম হলো 'আল-মহী ওয়াল মুমী' (জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা)।

আল্লাহ ইরশাদ করেন :

﴿أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى، مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى﴾

"তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান, তিনিই মৃত্যু দেন, তিনিই জীবন দান করেন। তিনিই সৃষ্টি করেন যুগল পুরুষ ও নারী স্খলিত কীট বিন্দু হতে।"

(সূরা আন-নাজম ৪৩-৪৬)

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

﴿اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদেরকে রিযক (জীবনোপকরণ) দিয়েছেন। তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করেন। আল্লাহতো তাঁর কার্যে কোন অংশীদারী থেকে বহু ঊর্ধ্বে এবং পূতপবিত্র মহান। (সূরা রূম- ৪০)

মুশরিকদের জবাবে নাবী ইবরাহীম ('আ.) বলেন :

﴿الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾

www.pathagar.com

"তিনি আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয় এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনর্জীবিত করবেন।" (সূরা শু'আরা- ৭৯-৮১)

এছাড়াও কুরআন মাজীদের আরও বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, একমাত্র তিনি প্রাণ ও মৃত্যু ঘটানোর মালিক। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রসূল (ﷺ) বলেন, মানুষের মৃত্যু হলে তার সমস্ত ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম)

তাহলে 'উমার বা 'আলী (রাঃ) কারোর মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম? 'আলী (রাঃ)-এর সেই ক্ষমতা থাকলে কারবালার ময়দানে তাঁর পুত্র-পৌত্র হত্যাকারীদের 'টানাটানি' করে মেরে ফেলতে পারতেন না? জীবিতাবস্থায় 'আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ) রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হয়েছেন, তাদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। তাদের মৃত্যুর পরে সব দ্বন্দ্বের অবাসান ঘটেছে। 'আলী ও মু'আবিয়ার মরণোত্তর 'টানাটানির' খবর তো কেউ শোনে নি কোনদিন। 'উমার (রাঃ)-এর সাথে 'আলী (রাঃ)-এর জীবিতাবস্থায় এমন কোন দ্বন্দ্ব বা রেষারেষি ছিল না যে মৃত্যুর পরেও তা অব্যাহত থাকবে! বরং পরস্পারের মধ্যে ছিল সুগভীর শ্রদ্ধা, পরম ভালবাসা। খলীফা 'উমার ইবনুল খাত্তাব 'আলী (রাঃ)-এর শিশুকন্যা উম্মু কুলসুমকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। 'আলী (রাঃ) বিস্মিত হয়ে বলেন : হে আমীরুল মু'মিনীন আমার এ ছোট মেয়েটি আপনার কি উপকারে লাগবে? আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খাত্তাব বললেন : হে 'আলী! আমি কি কোন উপকারের আশায় তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছি। আমি তো আত্মীয়তার বাঁধনে আহলুল বাইতের সাতে সম্পর্ক দৃঢ় করতে চাইছি। 'আলী (রাঃ) খুশি হয়ে 'উমার (রাঃ)-এর সাথে তার মেয়ের বিয়ে দিলেন। খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাসে দেখা যায়, 'উমার ও 'আলী (রাঃ) পরস্পরের প্রতি আনুগত্য, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। তাহলে মৃত্যুর পরে তাদের মধ্যে কিভাবে 'টানাটানি' শুরু হয়। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। লেখকতো কোন শী'আ প্রভাবে প্রভাবিত হন নি?)

www.pathagar.com

ঐ বইয়ের একই পৃষ্ঠায় ইলমুল গায়িবের খবর জানা পীর গোলাম মুর্তজা পানিপথী সাহেব বলেন, এর গর্ভে দু'টি ছেলে হবে ইন্‌শা-আল্লাহ, উভয়ই বেঁচে থাকবে এবং ভাগ্যবান হবে। একজনের নাম রাখবে আশরাফ আলী, অপরজনের নাম রাখবে আকবর আলী। একজন হবে আমার অনুসারী, সে হবে আলিম ও হাফিয। অপরজন হবে দুনিয়াদার। বস্তুতঃ তা-ই হয়েছিল........। এ যেন রাম জন্মের পূর্বে রামায়ণের কাহিনী লেখার মত। পীর হাফিয গোলাম মুর্তজা কল্পনা-বিশিষ্ট কবি বাল্মিকীর সুন্নাতের অনুরসরণ করেছেন।

কুরআন-হাদীস অনুযায়ী ইলমুল গায়িব একমাত্র আল্লাহই জানেন। রসূল ও নাবীগণও গায়িবের খবর জানতেন না। অথচ পীর সাহেব গোলাম মুর্তজা (নামটি অশুদ্ধ শিরক ফি তাসমীয়াহ শিরকী নাম বলে মনে হয়) আশরাফ আলী থানবী ও তার ভাই আকবর আলীর জন্মের অভিষ্যদ্বাণী করেছেন, তাদের নামকরণ করেছেন এবং তাদের ভাগ্য নির্ধারণেরও (ক্বাদর) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। অথচ আল্লাহ কুরআন বলেন :

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

"কখন ক্বিয়ামাত হবে তা কেবল আল্লাহই জানেন। তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা (জরায়ুতে) মাতৃগর্ভে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং জানে না কোন দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।" (সূরা লুক্বমান ৩৪)

খাতেমুন নাব্যিয়ীন আশরাফুল মুরসালীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ (ﷺ) ও গায়িবী খবর জানতেন না। আল্লাহ তা'আলা নাবীকে বলতে নির্দেশ দেন :

﴿قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾

www.pathagar.com

"বল, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়িবের খবর জানতাম তবে আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।" (সূরা আ'রাফ- ১৮৮)

রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

لا يعلم الغيب إلا الله

"আল্লাহ ছাড়া কেউই ভবিষ্যতের খবর জানে না।"

(তাবারানী, হাঃ হাসান)

রসূল ﷺ শুনলেন কতিপয় শিশু মেয়ে বীরত্বগাথা গাইছে। সেখানে তিনি পৌঁছলে তারা গাইতে শুরু করল, "আমাদে মধ্যে নাবী আছে, তিনি জানেন আগামীকাল কি ঘটবে। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ঐ কথা বলতে নিষেধ করলেন এবং তারা পূর্বে যেভাবে বীরত্বগাথা গাইছিল, সেভাবে গীত গাইতে বললেন।" (বুখারী- কিতাবুন নিকাহ)

রসূলুল্লাহ ﷺও যে ভবিষ্যতের খবর জানতেন না হাদীসে তার বহু প্রমাণ করেছে। তিনি গায়িব জানলে তাঁর স্ত্রী উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর চরিত্রে কলঙ্ক দানের চরম মুহূর্তে তিনি নিরব থাকতেন না। আল্লাহর কাছ থেকে ওয়াহী না আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। ইয়াহূদীরা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন যে, আগামীকাল জবাব দেবেন। ইনশাআল্লাহ্ বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই আঠারো দিন পর্যন্ত ওয়াহী আসা বন্ধ ছিল। ইয়াহূদীরা এ নিয়ে খুবই হাসি-মস্করা শুরু করে। অবশেষে আল্লাহর কাছে থেকে জিবরীলের মাধ্যমে জানতে পেরেই তিনি ইয়াহূদীদের প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেন। এভাবে রসূল (ﷺ) জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় দেখা যায়, তিনি গায়েবী খবর জানতেন না। যে গায়েবী খবর তিনি বলেছেন, তা জিবরীলের কাছে জ্ঞাত হয়েই। দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি আগামীকালের খবরই জানতেন না তাহলে পীর গোলাম মুর্তজা পানিপথী কিভাবে আশরাফ আলী থানবী ও তার ভাইয়ের জন্মের কথা জানলেন এবং নামরকণ করলেন ও তাদের তাক্বদীরেরও খবর জানালেন? খাতিমুন

www.pathagar.com

নাবিয়্যিন ওয়াল মুরসালীন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ (ﷺ)-এর মৃত্যুর পরই জিবরীল ('আ.)-এর দুনিয়াতে ওয়াহী নিয়ে আসার দায়িত্ব খতম। পীর সাহেবের কাছে তাহলে কিভাবে গায়েবী খবর এলো? কুরআন ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, গায়েবী খবর একমাত্র আল্লাহই জানেন। মাতৃগর্ভে কি আছে সে খবরও আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। রসূলল্লাহ ও নাবীগণও এ খবর জানতেন না। অথচ পীর গোলাম মুর্তজা আশরাফ আলী ও আকবর আলীর জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তাদের নামও রেখে গিয়েছেন। পীর সাহেবের নামই আপত্তিজনক (যা আমার এ অধ্যায় পূর্বে উল্লেখ করেছি) এবং তিনি যে নামকরণ করেছেন তাও অবৈধ। রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এক সাহাবীর নাম ছিল আকবর, তিনি তা পরিবর্তন করে তার নাম রাখেন বাশীর। (ইমাম বুখারী তাঁর কিতাব 'তারীখুল কাবীর'-এ উল্লেখ করেন :

بشر أحمد بنى الحارث بن كعب قال محمد بن مسلم حدثنا سعيد بن مروان أبو عثمان إلى هاوى واثنى عليه خيرا وعميرة بن عبد النذر أبو سماعة الرهـــاوى مولى لهم سمع عصام بن بشير عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وسلم سماه بـــشيرا وكان إسمه أكبر قال سعيد وكان عصام بلغ سنة عشرا ومائة واظن أنه حديثا هذا منذ خمسين سنة

বাশীরের পুত্র ইসাম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। নাবী (ﷺ) তাঁর (বর্ণনাকারী পিতার) নামকরণ করেন বাশীর যার নাম ছিল আকবর।

(বুখারী তারীখুল কাবীর, ১ম খণ্ড, ৯৮ পৃঃ, হাঃ ১৮২১)

পরবর্তীকালে ইমাম নাসায়ী হাদীসটি আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, আমার পিতা থেকে শুনেছি যে, বানী হারিস বিন কা'ব আমার পিতাকে প্রতিনিধি করে রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে পাঠিয়েছিল। সে (বর্ণনাকারীর পিতা) বলেন, আমি নাবী (ﷺ)-এর কাছে পৌঁছে সালাম করলাম। তিনি বললেন, মারহাবা ওয়া আলাইকাস সালাম। তুমি কোথা থেকে এসেছ? সে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! বানী হারিস ইসলাম গ্রহণের জন্য আমাকে তাদের

www.pathagar.com

প্রতিনিধি স্বরূপ আপনার কাছে পাঠিয়েছে। তিনি বললেন, (তোমাকে) মারহাবা, তোমার নাম কি? সে বলল, (বললাম) আমার নাম, আকবার। তিনি বললেন : বরং তুমি বাশীর; (এভাবে) নাবী (ﷺ) তার নামকরণ করলেন বাশীর। **(নাসাঈ আল ইয়াম ওয়াল্লায়লাহ, ১ম খণ্ড, ২৭৮ পৃঃ, হাঃ ৩১৩)**

সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যাকারী অবিস্মরণীয় 'আলিম হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী তাঁর বিখ্যাত কিতাব الاصابه তে এ হাদীসের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। **(ইবনু হাজার আসকালানী, আল ইছাবাহ, ১৬১ পৃঃ, হাঃ ৭১২)**

উপরিউক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, 'আকবার' নাম রসূলুল্লাহ ﷺ এর অপছন্দ ছিল। সহীহায়ন অর্থাৎ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ও সুনানে আরবাহ অর্থাৎ আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনু মাযাহ-ছয়টি গ্রন্থের পৃষ্ঠায় যে হাদীস লিপিবদ্ধ, হাদীসের ব্যাখ্যাকারী বিখ্যাত গ্রন্থে আলোচিত যে আকবার নাম কারো জন্য বৈধ নয়। সে খবর পীর জানেন না অথচ সাত আসমানের উপর কোন অদৃশ্যলোকে 'আলমে আরওয়াতে' বিশ্বকর্তার আদম সৃষ্টির কারখানার তিনি খোঁজ রাখেন। কিন্তু হাতের কাছে হাদীসের খবর তিনি জানেন না। পীর গোলাম মুর্তজার এহেন কিসসার সাথে আর এক 'পীর হযরতের' ঘটনা এখানে প্রাসঙ্গিক : এক পীর সাহেব মুরীদের বাড়ীতে তশরীফ নিয়ে এসেছেন। মুরাকাবায় বসে পীর সাহেব তিন কালের তিন তিন আলমের খবর দিচ্ছেন। কার কি হবে সে ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা সকলের মনে ভয় ও ভক্তির উদ্রেক করছেন। পীর 'কেবলার' গায়েবানা কাশ্ফের হাকীকাত মালুম করার জন্য মেহমান নওয়াজ এক ব্যক্তি পীর সাহেবকে দা'ওয়াত দিলেন। ভোজনপ্রিয় পীর সাহেবের সম্মুখে তিনি হাজির করলেন থালাপূর্ণ ভাত। পীর সাহেব তার প্রিয় খাদ্য দেখতে না পেয়ে গৃহকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন : মুরগী কোথায়? উত্তরে তিনি বলেন, কাশফের সাহায্যে পীর সাহেব মুরগীর অনুসন্ধান করুন, যখন তিনি ত্রিলোক এবং ত্রিকালের খবর জানেন, তখন একটা মুরগীর খোঁজ তিনি নিতে পারবেন না? কিন্তু পীর সাহেবের 'কাশফ' মুরগীর সন্ধান দিতে ব্যর্থ হলো। গৃহকর্তা ভাতের মধ্যে লুকায়িত মুরগীর রোস্ট বের করে সকলকে দেখালেন এবং সকলকে উদ্দেশ করে বললেন,

www.pathagar.com

সম্মুখের মুরগীর খবর যার জানা নেই সে আসমান যমীনের ভূত-ভবিষ্যতের খবর দেয় কিভাবে?

সবদিক থেকে বিচার করলে আশরাফ আলী থানবীর জন্মসংক্রান্ত কিস্সা ইসলামী আক্বীদাহর পরিপন্থী এবং সুন্নাতের বিরোধী। অথচ এ আক্বীদাহ ফাসেদাহ (দুর্গন্ধ, পচা বিশ্বাস)- এর সমর্থনে এবং মহোৎসাহে শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেব মন্তব্য করেন। "আল্লাহ তা'আলা এক বুযুর্গের দ্বারা থানবীর মাতৃগর্ভে আসার পূর্বে অর্থাৎ 'আলমে আরওয়াহে' থাকাকালীন তার নাম রেখে দিলেন, আল্লাহ তা'আলার কত বড় মেহেরবানী! কত বড় সৌভাগ্যের কথা!"

আলিমুল গায়িব আল্লাহতা'আলা পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেন, "মাতৃগর্ভে কি আছে একমাত্র তিনিই জানেন।" (সূরা লুক্বমান- ৩৪)

কিন্তু পীর সাহেবকে দেখা যাচ্ছে শুধু মাতৃগর্ভেরই নয়; বরং 'আলমে আরওয়াহে' থাকাকালীন খবর জানেন। এক্ষেত্রে ঈমানদার পাঠক আল্লাহর কথা বিশ্বাস করবেন, না শামসুল হক ফরিদপুরীর পীর কেবলার কেরামতীর উকালতীকে প্রশ্রয় দেবেন? শুধু তাই নয়, মাতৃগর্ভে আসার পূর্বে অর্থাৎ 'আলমে আরওয়াহে' থাকাকালীন তার নামও রেখে দিলেন। 'একি কথা শুনি আমি মন্থরবার মুখে' এ যে আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার সাথে টেক্কা দিয়ে ইলাহী কারবার। আল্লাহই তো সন্তান জন্মানোর পূর্বাভাষ দিয়ে সুসংবাদ দিতে পারেন এবং নামও রাখতে পারেন, কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾

"হে যাকারিয়া! তোমাকে এক পুত্রের (জন্মের) সুসংবাদ দান করছি, যার নাম ইয়াহইয়া, যে নামে ইতোপূর্বে কেউ নামকরণ করেনি।"

(সূরা মারইয়াম- ৭)

অথচ পীর গোলাম মুর্তজা পানিপথী সাহেব ইলাহী কায়দায় আশরাফ আলী ও তার ভাই আকবর আলীর জন্মের সুসংবাদ দান করে তাদের নামকরণও করেছেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা তো দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষনা করেন :

﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

"তাঁরই গৌরব ও মহানতা, তিনি তাঁর অংশীদারী থেকে বহু উর্ধ্বে।"

(সূরা আর-রূম ৪০)

অথচ এ সম্বন্ধে শামসুল হক ফরিদপুরী মন্তব্য করেন, আল্লাহ তা'আলার কত বড় মেহেরবানী, কত বড় সৌভাগ্যের কথা! কুরআন ও সুন্নাহয় বিশ্বাসী মুসলিম অবশ্যই বলবে, কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা। কত বড় বদনসীবী!

'বেহেশতী জেওর' যে কিতাবের নাম তার মধ্যে এ ধরনের ইসলামী আক্বীদাহ পরিপন্থী কিস্‌সা সংযোগ করে যেন হাঁড়িভর্তি দুধের মধ্যে এক ফোটা গো-চনা ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। উর্দূ ভাষীদের উদাহরণ দিয়ে বলা চলে- কিমা মে হাড্ডি'। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ ধরনের শিরকী কথার প্রতিবাদে এগিয়ে আসেনি কোন নায়েবে নাবী (উলামা)। মুনকারকে নাহী (নিষেধ) করার জন্য কোন তাওহীদবাদী মুসলিমের কণ্ঠ হয় নি সোচ্চার।- এসবই হয় এ 'দ্যাশেই'।

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না'কো তুমি।"

সম্মানিত পাঠক! লক্ষ্য করুন যে থানবীর তা'লীম আমাদের মধ্যে তাবলীগের মাধ্যমে চালু করতে চয়েছেন ইলিয়াস সাহেব, তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ভূমিকাতেই শিরক। এ ধরনের আরো অনেক বিভ্রান্তিকর বিষয় আছে 'বেহেশতী জেওর' নামক গ্রন্থে যা লিখতে গেলে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবে, তাই আর মাত্র একটি মাসআলা উল্লেখ করে ইতি টানব। মাসআলাটি নিম্নরূপ : 'বেহেশতী জেওর' বইয়ের ৪র্থ খণ্ডের ১৭ নং মাসআলায় উল্লেখ আছে "রাতের অন্ধকারে স্ত্রী মনে করে কন্যা বা শ্বাশুড়ীর শরীর স্পর্শ করলে অথবা কোন ছেলে স্বীয় বিমাতার শরীর স্পর্শ করলে, সে পুরুষ তার স্ত্রীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে।

(বেহেশতী জেওর, ৪র্থ খণ্ড,, ১৭ পৃঃ)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! এবার লক্ষ্য করুন আলোচ্য ফাতাওয়াটি কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে সঠিক কিনা? বেহেশতী জেওর-এর বর্ণিত

www.pathagar.com

মাসআলাটি পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। সঠিক কথা এই যে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ ধরনের জঘন্য আচরণ হয়ে গেলে স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না। কেননা একটি হারাম কাজ অপর একটি হালালকে হারাম করতে পারে না। এরূপ কাজ হয়ে গেলে তাকে খালেস অন্তরে তাওবাহ করতে হবে।

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার শ্বাশুড়ী ও শ্যালিকার সাথে যিনা করে ফেললে তিনি বলেন যে, এ কাজের জন্য তার স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না।

(ইবনু আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী, সনদ সহীহ, ইরওয়াউল গালীল হাঃ ১৮৮১, ৬/২৮৮; গৃহীত আত-তাহরীক নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারী- ২০০৫, প্রশ্ন ২/১৬২)

একটি জাল হাদীস

তাবলীগী নিসাবে ফাযায়েলে যিকিরে শাইখুল হাদীস লিখেছেন :

"একটি হাদীছে আসিয়াছে, যেই ব্যক্তি কাউকেও লজ্জা দেয়ার উদ্দেশ্যে তাহার পাপের উল্লেখ করিবে মৃত্যুর পূর্বে পূর্বের সে ঐ পাপে গ্রেপ্তার হইবে।" (ফাজায়েলে জিকির ৪৪৭)

হাদীসটির কোন সনদ বর্ণনা করা হয়নি আমরা কি করে বুঝব এটা সহীহ হাদীস কিনা? তার পরেও আমরা এই অর্থের হাদীস পেয়েছি যার সনদ জাল। নিম্নে এরূপ ১টি হাদীস উল্লেখ করা হল-

من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে কোন গুনাহের কারণে ভর্ৎসনা করবে, সে ব্যক্তি সে কর্ম না করা পর্যন্তপর্যন্তমৃত্যুবরণ করবে না।"

হাদীসটি জাল। এটিকে ইমাম তিরমিযী (৩/৩১৮), ইবনু আবিদ দুনিয়া 'যাম্মুল গীবা' গ্রন্থে, ইবনু আদী (২/২৯৬) এবং খতীবুল বাগদাদী (২/৩৩১-৩৩০) মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান সূত্রে.......বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন : হাদীসটি হাসান গারীব। এটির সনদ মুত্তাসিল নয়। খালিদ ইবনু মিক'দাদ মু'আয ইবনু জাবালকে পান নি। আলবানী বলেন :

www.pathagar.com

তাহলে কিভাবে এটি হাসান? যেমনটি যাহাবীর 'আল-মীযান' গ্রন্থে এসেছে। অতঃপর তিনি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই সাগানী তার 'মাওযু'আত' গ্রন্থে (পৃঃ ৬) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তার পূর্বে ইবনুল জাওযী (৩/৮২) ইবনু আবিদ দুনিয়ার সুত্রে বর্ণনা করেছেন অতঃপর বলেছেন : এটি সহীহ নয়। মুহাম্মাদ ইবনু হাসান মিথ্যুক। সুয়ূতী 'আল-লাআলী' গ্রন্থে (২/২৯৩) তার সমালোচনা করে বলেছেন যে, এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন : এটি হাসান গারীব এবং তার শাহেদ রয়েছে। আল্লামা আলবানী বলেন : তার শাহেদটি মারফূ নয়। সালেহ ইবনু বাশীর আল-মুরবীর কারণে এটির সনদ দুর্বল। তিনি দুর্বল যেমনভাবে আত-তাকরীব' গ্রন্থে এসেছে। মারফূ না হওয়ার কারণে এটি শাহেদ হওয়ার যোগ্য নয়। এছাড়াও মারফূ হিসাবেও শাহেদ এসেছে, কিন্তু সেটিও দুর্বল।

(দেখুন- 'মিশকাত', ৩য় খণ্ড; যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ, ১ম খণ্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা)

তাবলীগী জামা'আতে বহুল প্রচারিত জাল হাদীস

তাবগীলী মুবাল্লিগদের একটি হাদীস বহুত বলতে শুনা যায়। হাদীস নিম্নরূপ :

فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة

"এক ঘণ্টার কিছু সময় চিন্তা ফিকির করা ষাট বছরের 'ইবাদাত হইতে উত্তম।" (তাবলীগ নিসাব ফাজায়েলে জিকির ৩০৪ পৃঃ)

হাদীসটি জাল। আবুশ শায়খ এটিকে 'আল-আযমাহ' গন্থে (১/২৯৭/৪২) উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী 'মাওযুআত' (৩/১৪৪) গ্রন্থে উসমান ইবনু আবদুল্লাহ আল-কুরাশী সূত্রে ইসহাক ইবনু নাজীহ আল-মালতী হতে.....বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন, 'উসমান এবং তার শায়খ তারা উভয়েই মিথ্যুক। বিস্তারিত দেখুন, আল্লামাহ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) এর 'যঈফ ও জাল হাদীস' সিরিজ ১ম খণ্ড, ২০১ পৃঃ)

www.pathagar.com

সম্মানিত পাঠক! এ জাতীয় গলদ ফিকিরের আক্বীদাহ তাবলীগী নিসাবেও দেখা যায়, যেমন ফাযায়েলে যিকিরে শায়খ যাকারিয়া লিখেছেন,

"ইমাম গাযালী (রহঃ) লিখিয়াছেন, চিন্তা ফিকিরের মধ্যে জিকিরের অর্থ তো রহিয়াছে তদুপরি দুইটি জিনিস এখানে অতিরিক্ত পাওয়া যায়। একটি আল্লাহর মারফত, কেননা চিন্তা ফিকিরই হইল মারফতের চাবিকাঠি। অপরটি আল্লাহর মহব্বত, আর এই মহব্বত হাছিল হয় একমাত্র চিন্তা-ফিকিরের মাধ্যমে। ছুফিয়ায়ে কেরামের ভাষায় ইহাকেই মোরাক্কাবা, বলা হয়। (ফাজায়েলে জিকির- ৩০৫ পৃঃ)

উল্লেখ্য সূফীবাদ একটি ভ্রান্তআক্বীদা বিস্তারিত দ্রঃ এই গ্রন্থের **"সূফীবাদ বনাম ইসলাম"**।

তাবলীগী মুরব্বীগণ আপনাদের জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার এই অসি'আতটি মানবেন কি?

তাবলীগী জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা জনাব ইলিয়াস (র.) বলেন : হজরত থানবী (রহ.) বহুত বড় কাজ করিয়া গিয়েছেন, আমার অন্তর চায় তালীম হইবে তাঁহার আর তাবলীগের তরীকা হইবে আমার। এইভাবে তাঁহার তা'লীম যেন সাধারণ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

(মালফূজাত, মাওঃ ইলিয়াস, ৩৩ পৃঃ, মাঃ ৫৬)

সম্মানিত তাবলীগী মুরুব্বী ও মুবাল্লিগ ভাইয়েরা! উল্লিখিত মালফুজাত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জনাব থানবীর তা'লীমকে সাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয়া ইলিয়াস সাহেবের মনের বাসনা। আপনারা উক্ত বাসনা সম্ভবত যথাযথ পূরণ করেছেন না। তার বড় প্রমাণ হল থানবীর লিখিত অগণিত মাসআলার কিতাব আপনারা নিসাবের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। কারণ আপনাদের নিকট মাসায়েল থেকে ফাযায়েলের গুরুত্ব বেশী। প্রমাণ স্বরূপ একটি মাসআলা যা থানবীর লেখা এবং সহীহ হাদীস সম্মতও বটে। কিন্তু আপনারা তার বিরুদ্ধাচরণ করেন। দেখুন : প্রস্রাবান্তেঢিলা নিয়ে হাঁটাহাঁটি করা ঈমানের অঙ্গহানী এবং একটি বিদ'আতী কাজ। এ মর্মে জনাব থানবী, তার লিখিত তা'লীমুদ্দীন নামক গ্রন্থে লিখেছেন, "বেহায়ার মত

www.pathagar.com

কুলুখ ধরে ফিরবে না"। (তা'লীমুদ্দীন বাং ৫১ পৃঃ, ইসতিবরাহ- ১ম খণ্ড, ১-২ পৃষ্ঠা) অথচ তাবলীগীগণকে ও দেওবন্দী হানাফীদেরকে দেখা যায় প্রসাবান্তে মাটির ঢিলা (যার পরিবর্তে বর্তমান টয়লেট পেপার) নিয়ে প্রস্রাবের রাস্তায় স্থাপন করে হাঁটাহাঁটি, পা কুচি মারা, কুতমারা, কাশি দেয়া ইত্যাদি কাজে অভ্যস্ত। এমনকি আপনাদের মারকাজ ও মাদরাসাগুলোতে কুলুখ রাখার ঘর পর্যন্তদেখা.যায়। অথচ প্রস্রাব হতে (তাহারাত) পবিত্রতা অর্জনের জন্য এই প্রকার কার্যকলাপের দলীল কোন সহীহ হাদীসে নেই। পানির দুস্প্রাপ্যতায় সহীহ হাদীস মতে মাটির ঢিলা, পাথর ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তা নিয়ে হাঁটাহাঁটি, পা কুচি মারা কুত দেয়া কাশি দেয়া ইত্যাদির দলীল নেই। সহীহ হাদীস মতে কমপক্ষে ৩টা পাথর বা মাটির ঢিলা দিয়ে প্রস্রাবের দ্বার মুছে ফেলে দেয়াই যথেষ্ট। ঢিলা ব্যবহার করলে আর পানির ব্যবহার প্রয়োজন নেই। প্রমাণ দেখুন :

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হলে আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি কোন দিকে তাকালেন না, আমি তাঁর নিকটবর্তী হলে, তিনি বললেন, কয়েকটি কঙ্কর চাই। ওটা দিয়ে আমি শৌচ কাজ করর; কিন্তু হাড় কিংবা গোবর আনবে না। আমি তাঁর জন্য কাপড়ের খুটে করে কয়েকটি কঙ্কর এনে তাঁর পাশে রেখে চলে গেলাম। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সমাধা করে সেগুলো ব্যবহার করলেন। (সহীহ আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, আ. প্র.- ১০৯, পৃঃ- হাঃ ১৫২, সহীহ মুসলিম- ২য় খণ্ড, ই. ফা. বাং- ৩৪ পৃঃ হাঃ ৪৯৭ ও ৪৯৮)

ঢিলা কুলুখের পর রসূলুল্লাহ (ﷺ) পুনরায় পানি ব্যবহারের কথা বলেন নি। উপরন্তু.বললেন, এটাই যথেষ্ট। (আবূ দাউদ, ই. ফা. বাং হাঃ ৪০)

রসূল (ﷺ) থেকে পানি ব্যবহারের পূর্বে ঢিলা কুলুখ ব্যবহারের কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ দেখুন : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন প্রকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সাথে বের হতাম। তিনি তা দিয়ে শৌচকার্য সমাধা করতেন।

(সহীহ বুখারী- ১ম খণ্ড- আ. প্র. পৃঃ ১০৮, হাঃ ১৪৭, ১৮৯, সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড- খণ্ড- ই. ফা. বাং- পৃঃ ৩৯ হাঃ ৫১০, ৫১১, ৫১২, আবূ দাউদ- ১ম খণ্ড- ই. ফা. বা- হাঃ ৪৩)

www.pathagar.com

পর্যাপ্ত পানি বিদ্যমান থাকার পরও মাটির ঢিলা ব্যবহার করা একটা অনর্থক কাজ। তাছাড়া কাপড়ের নীচে হাত রেখে সদর রাস্তায় জনসম্মুখে হাঁটাহাঁটি, পা কুচি মারা, কুত ও কাশির মাধ্যমে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত বেহায়াপনা আর কি হতে পারে। এছাড়া বলা হয়ে থাকে, পুরুষদের প্রস্রাব করার পরও ২/১ ফোঁটা প্রস্রাব ভিতরে আটকে থাকে এবং তা কিছুক্ষণ পর বের হয়ে শরীর ও কাপড় নাপাক করে দেয়। তাই ঢিলা নিয়ে বিভিন্ন কায়দায় লজ্জার মাথা খেয়ে বহু কসরত করে আটকে থাকা ২/১ ফোঁটা প্রস্রাব বের করে আনে। প্রস্রাবের পর কিছু পরিমাণ প্রস্রাব ভিতরে আটকে থাকে কি থাকে না, পরে বের হয় কি হয় না, এটা কি আল্লাহর অজানা? আল্লাহ তা'আলা সব কিছু জেনে শুনেই রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মারফত প্রস্রাব-পায়খানা হতে পবিত্রতা অর্জনের বিধান আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। ঢিলা নিয়ে এই কসরত কার আদেশে করা হচ্ছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূল (ﷺ)-এর আদেশে নয়। সাবধান! অন্যের আদেশ মান্য করলে মুশরিক হয়ে যাবেন। মুশরিক হলে পরিত্রাণের উপায় নেই। আপনাদের অবগতির জন্য আবারও বলছি কি পরিমাণ (নাজাসাত) অপবিত্রতা গায়ে বা কাপড়ে লাগলে হানাফী মাযহাবের দেওবন্দী আলিমদের স্বনামধন্য আলিম আশরাফ আলী থানবীর মতে কাপড় বা শরীর নাপাক হয় না। "পাতলা প্রবাহমান নাজাসাতের গলীযা এক দিরহাম পর্যন্তশরীরে বা কাপড়ে লাগলে মাফ আছে। ভুল বা অন্য কোন ওযরে যদি এক দিরহাম পরিমাণ নাজাসাত সহ নামায পড়ে, তাহলে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় এরূপ নাজাসাতসহ নামায পড়া মাকরূহ"। (থানবী- বেহেশতী জেওর, নাজাসাত হতে পাক হবার মাসায়েল, পৃঃ ১০১, মাসআলা ৬)

২/১ ফোঁটা নয়, একেবারে হাতের তালুর মধ্যস্থলের পরিমাণ প্রস্রাব কাপড়ে বা শরীরে লাগলেও সলাত হবে বলে আমাদের হানাফী ফিকহের বড় বড় কিতাবেও উল্লেখ আছে।

(আল হিদায়া- ১ম খণ্ড, ই. ফা. বাং, পৃঃ ৫১) আল-মুখতাসারুল কুদূরী : আরাফাত পাবলিকেশন্স, মাদরাসার পাঠ্য- ৯ম ও ১০ম শ্রেণী, পৃঃ ৫২, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৮)

www.pathagar.com

এছাড়া বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছু গোড়া মৌলবাদের যুক্তি দিতে দেখা যায় এভাবে, যেমন একটি পাত্রের পানি ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ উর্দ্ধমুখি করলে যেমন দুই এক ফোটা পড়ে। অনুরূপ নাকি পেশাবের অবস্থা, তাদের উত্তরে আমি বলি তোমার পাত্র তো বারমাস নিম্নমুখি থাকে।

সম্মানিত মুবাল্লিগ ভাইগণ! এখন আপনাদের জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতার অসীয়াতখানা একটু মানবেন কি?

তাবলীগের চিল্লা পদ্ধতি নব উদ্ভাবিত বিদ'আত

হাদীস শরীফের ৪০ দিনের বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। যেমন হাদীস শরীফে মাতৃউদরে মানব জন্মের ধারাবাহিকতা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, মানুষ চল্লিশ দিন যাবত বীর্যরূপে অবস্থান করে। অতঃপর চল্লিশ দিনে মাংস পিণ্ডরূপ ধারণ করে। তারপর প্রতি ৪০ দিনে এক এক অবস্থায় রূপান্তরিত হইতে থাকে, এই কারণে ছুফী দরবেশদের নিকট চিল্লার একটি বিশেষ তাৎপর্য রহিয়াছে। (ফাজায়েলে নামায পৃষ্ঠা-৬৬) পাঠক! 'চিল্লা' ফারসী শব্দ। যার শাব্দিক অর্থ 'চল্লিশ (জামিউল লুগাত, ২৫৩ পৃঃ)। সূফী ও পীরদের পরিভাষায় 'চিল্লা' বলা হয় কোন একটি বিশেষ জায়গায় (অর্থাৎ খানকায়) অবস্থান করে কিছু বিশেষ 'আমাল চল্লিশ দিন ধরে অভ্যাস করা। এই চিল্লার বিশদ নিয়ম জানতে হলে আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর খাস উস্তাদ ইয়াকূব নানতুভী (জন্ম ১৩ সফর ১২৪৯ হিঃ, মৃত্যু ৩ রবিউল আউয়াল ১৩০২ হিঃ)-এর মাকতুবাত ওয়া বিইয়াযে ইয়াকূবীর ২৩৮-২৩৯ পৃঃ দেখুন)। দেওবন্দী পীর-মুরিদীর বাহক প্রতিষ্ঠাতা তাবলীগী জামা'আত জনাব ইলিয়াস ঐ চিল্লাকেই সুকৌশলে তাঁর তাবলীগী মিশনে লাগিয়েছেন। তবে তিনি চিল্লার একটু তারতম্য ঘটিয়েছেন। তা হল এই যে, তাঁদের তাবলীগী চিল্লা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় কিংবা খানকায় বসে নয়, বরং তা তাবলীগী গাশত বা ঘোরাফেরায় হবে। বর্তমানে দেখা যায় তাবলীগী দা'ওয়াতের পদ্ধতি নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

১। দ্বীনের দা'ওয়াতের জন্য বিভিন্ন রকমের চিল্লা লাগানো।

২। নিজের পরিবার ও প্রতিবেশীকে দা'ওয়াত না দিয়ে দূর-দূরান্তে দ্বীনের দা'ওয়াতী কাজে বের হওয়া।

৩। দ্বীনের দা'ওয়াতের কাজে সপ্তাহে একদিন, মাসে তিনদিন, বছরে ৪০ দিন, সারা জীবনে ১২০ দিন অর্থাৎ তিন চিল্লার সময় নির্দিষ্ট করে চিল্লা লাগানো।

এগুলো বিদ'আত হবার কারণ হচ্ছে, রসূল ﷺ ও সহাবাগণ দ্বীনের দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে এ জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক ও আজীবনের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেননি। আমরা কেন নতুন করে তা করতে যাব? বরং কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾

"আপনি আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন জ্ঞানগর্ভ কথা ও সদুপদেশের মাধ্যমে।" (সূরা নাহল : ১২৫)

﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾

"আল্লাহ সাধ্যের বাইরে কাউকে কষ্ট দেন না।" (সূরা বাক্বারাহ : ২৮৬)

﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো।" (সূরা তাগাবুন : ১৬)

এ আয়াতগুলোর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সাধ্যানুসারে হিকমাতের সাথে উপযুক্ত সময়ে দা'ওয়াতের কাজ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে বাঁধা-ধরা কোন সময় চাপিয়ে দেয়া হয় নি। সর্বোপরি রসূল (ﷺ) থেকে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই এটি বিদ'আত। কেননা রসূল (ﷺ) বলেন :

من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

"যে কেউ আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন অবাঞ্ছিত কিছু আবিষ্কার করল যা তাতে নেই, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

www.pathagar.com

আরেকটি বর্ণনা এসেছে :

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

"যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যা আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।" (সহীহ্ মুসলিম)

অতএব নিজের স্ত্রী এবং পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ ও অন্যান্য অধিকারের দিকে খেয়াল না রেখে খালি হাতে তাদেরকে আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করে দ্বীনের কাজের নামে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দূরে থাকা বিদ'আত। রসূল (ﷺ) এমনটি করেন নি। এমনকি যুদ্ধে যাবার সময়ও তিনি লটারীর মাধ্যমে বাছাই করা স্ত্রীকে সাথে করে নিয়ে গেছেন। অতএব সকল বিষয়ে রসূলের সুন্নাতকেই আঁকড়ে ধরে নিজেকে বিদ'আতমুক্ত রাখাটাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত।

এমনভাবে জিকির কর যেন লোকে পাগল বলে

عن أبي سعيدن الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون (رواه احمد)

"হুজুর পাক (ছঃ) এরশাদ করেন। এত বেশী পরিমাণ আল্লাহর জিকির করিতে থাক যেন লোকে তোমাকে পাগল বলিতে থাকে। (আহমাদ) অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে, এত বেশী জিকির করিতে থাক যেন মোনাফেকগণ তোমাকে রিয়াকার বলিয়া আখ্যা দেয়।"

ফায়েদা ঃ এই হাদিছ দ্বারা বুঝা গেল যে, মোনাফেক এবং বেওকুফ লোক যদি জিকিরকারীকে রিয়াকার এবং পাগল বলে তবুও জিকির হইতে বিরত থাকিবে না বরং এত বেশী এবং গুরুত্ব সহকারে জিকির করিতে থাকিবে যেন বাস্তবিকই লোকে পাগল বলিয়া ছাড়ে। এবং পাগল তখনই বলা হয় যখন খুব বেশী এবং জোরে জোরে জিকির করা হয়, আস্তে আস্তে জিকির করিলে কেহ পাগল বলে না।")ফাজায়েলে জিকির- ২৯৭ পৃঃ)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! জনাব শায়খ উল্লিখিত হাদীস দু'টির কোন সনদ বর্ণনা করেননি আমাদের তাহক্বীক্ব মতে হাদীস দু'টোই যঈফ

(যা আমরা রিজাল এর মানদণ্ডে যাচাইকৃত বিষয়টি আপনাদের সামনে তুলে ধরব।) আর উক্ত যঈফ হাদীস দ্বারা শাইখ জলি যিক্‌রও প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যা সম্পূর্ণ কুরআন ও হাদীস পরিপন্থী। আমার ধারণা শাইখ যেহেতু চিশতীয়া খান্দানের লোক আর চিশতীয়া তরীকার যিকর হলো জোরে জোরে তাই তিনি সেটা প্রমাণ করার জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসে দলীল না পেয়ে উল্লিখিত যঈফ হাদীসের আশ্রয় নিয়েছেন। এ পর্যায়ে আমরা প্রথমে হাদীস দু'টির মান পাঠকের সামনে তুলে ধরব এবং জলি যিকরের ব্যাপারে কুরআন হাদীসের দলীল তুলে ধরব। এবার লক্ষ্য করুন, হাদীস দু'টির অবস্থা। শাইখ লিখিত প্রথম হাদীসটি দুর্বল।

এটি হাকিম (১/৪৯৯), ইমাম আহমাদ (৩/৬৮), আবদুল্লাহ ইবনু হুমায়দ 'আল-মুনতাখাব মিনাল মুসনাদ' (১/১০২) গ্রন্থে, আস-সালাবী 'আত-তাফসীর' (৩/১১৭-১১৮) গ্রন্থে, অনুরূপ আল-ওয়াহেদী 'আল-ওয়াসীত' (৩/২৩০/২) গ্রন্থে এবং ইবনু আসাকির (৬/২৯/২) দাররাজ আবুস সামহে সূত্রে আবুল হায়সাম হতে তিনি আবূ সাঈদ খুদরী হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর হাকিম বলেছেন, সনদটি সহীহ। যাহাবী তার সমালোচনা করেছেন নাকি তাকে সমর্থন করেছেন, তা আমার নিকট স্পষ্ট হয় নি। তবে তিনি দুর্বল বলেছেন এরূপই তার কথায় মিলছে দু'টি কারণে :

১। দাররাজের এ হাদীসটি ছাড়া অন্য হাদীসগুলোর ক্ষেত্রে যখন হাকিম সহীহ বলেছেন, তখন তিনি দাররাজকে উল্লেখ করে তার (হাকিমের) সমালোচনা করে বলেছেন যে, তার বহু মুনকার হাদীস রয়েছে।

২। তার সম্পর্কে তিনি 'আল-মীযান' গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম আহমাদ বলেছেন, তার হাদীসগুলো মুনকার এবং দুর্বল। ইয়াহইয়া বলেন, তার ব্যাপারে কোন সমস্যা নেই। তার থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি নির্ভরযোগ্য।

নাসাঈ বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীস। আবূ হাতিম বলেন, তিনি দুর্বল। ইবনু আদী তার কতিপয় হাদীস উল্লেখ করে বলেছেন, তার

www.pathagar.com

অধিকাংশ হাদীস অনুসরণযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী তার কতিপয় মুনকার হাদীস উল্লেখ করেছেন। এটি সেগুলোর একটি। এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে, হাফিয কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান বলা সঠিক হয় নি। যেমনটি তার থেকে মানাবী নকল করেছেন। (দেখুন যঈফ ও জাল হাদীস, সিরিজ- ২য় খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা)

শাইখ বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসটির অবস্থাও ঐ একই। আল্লামা আলবানীর তাহক্বীক্ব আমরা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। হাদীসটি পেশ করা হল :

أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون انكم مراءون

'তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে করে মুনাফিকরা বলে যে, তোমরা দেখানোর জন্য তা করছ।'

হাদীসটি দুর্বল। এটিকে ইবনুল মুবারাক 'আয-যুহুদ' (১/২০৪/১০২২) গ্রন্থে এবং 'অবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ 'যাওয়ায়েদুয যুহুদ' (১০৮ পৃঃ) গ্রন্থে সাঈদ ইবনু যায়দ সূত্রে 'আমর ইবনু মালিক হতে তিনি আবুব জাওযা হতে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটি দুর্বল। মুরসাল এবং সাঈদ ইবনু যায়দ দুর্বল হওয়ার কারণ। আবুয জাওযা সূত্রে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ' মুত্তাসিল হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তার সনদটি খুবই দুর্বল।

(سلسله الاحاديث الضعيفة و الموضوعة) বাংলা যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃঃ)

এই ছিল শায়খের লিখিত হাদীসের অবস্থা। এবার লক্ষ্য করুন শায়খ উল্লিখিত হাদীসের ফায়দায় যা লিখেছেন।

"এবং পাগল তখনই বলা হয় যখন খুব বেশি এবং জোরে জোরে যিকর করা হয়, আস্তে আস্তে যিকর করলে কেউ পাগল বলে না" এর দ্বারা তিনি যিকর জলির প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এখন আমরা লক্ষ্য করব এ বিষয়ে কুরআন হাদীসের সমাধান কি? যিকর সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾

www.pathagar.com

"তোমরা আল্লাহ্র যিকর ঐ নিয়মে কর যেভাবে তিনি তোমাদের পথ দেখিয়েছেন।" (সূরা বাকারাহ ১৯৮)

সূরা আহযাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً﴾

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলকে উত্তম আদর্শ নির্ধারণ করা হয়েছে, ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা রাকে এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহর যিকর করতে চায়। (আহযাব ২১)

সুতরাং আল্লাহর যিকর যা বান্দাগণকে তিনি তাঁর রসূল ﷺ'র মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন তার মধ্যে আছে হিদায়াত, নূর এবং পরকালে পরিত্রাণের উপায়। মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾

"তোমার প্রতিপালককে মনে মনে সবিনয়ে ও সশঙ্কচিত্তে অনুচ্চস্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে এবং তুমি উদাসীন হবে না।

(সূরা আ'রাফ ২০৫)

এছাড়া দেখুন এই সূরার ৫৫-৫৬ নং আয়াতে বিনীতভাবে ও গোপনে যিকর করার নির্দেশ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, তোমরা আল্লাহর যিকর (স্মরণ) কর আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো। অতএব আল্লাহ্ যিকর অপেক্ষা বান্দার জন্য উত্তম কাজ আর কিছুই নেই। এটাই বান্দার জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামাত। মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

﴿وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর যিকরই সবচেয়ে বড় মূল্যবান।

কেননা এ যিকরের বদৌলতে বান্দা তার মালিক তার জীবনের সবকিছু আরাধ্য সেই মহান সত্তার সঙ্গ লাভ করে। বান্দা ঐ যিকরের

www.pathagar.com

কারণে তার মহান প্রতিপালক, সর্ব কাজের ব্যবস্থাপকের নিকট স্মরণীয় হয়। নেমে আসে তার জীবনের উপর অপূর্ব তৃপ্তি। মানুষ চায় তার জীবনে শান্তিও মনের তৃপ্তি এবং এমন এক সঙ্গ ও সাহর্চয যার কারণে সে হয়ে যায় সবচেয়ে মানসিক অভাবমুক্ত। মিটে যার যাবতীয় চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। দূর হয় নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব। কিন্তু এটা একমাত্র ঐ তরীকার অনুসরণে হয় যে তরীকা তার প্রভু তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর ঐ তরীকাই হলো মুহাম্মাদ ﷺ'র তরীকা। সুতরাং যারা যিকর ও ওযিফা 'আমালে মুহাম্মাদী তরীকার অনুসরণ না করে বিভিন্ন (অর্থাৎ চিশতিয়া, সাবেরীয়া, ক্বাদেরিয়া, নকশা বন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয় ইত্যাদির) তরীকা মতে যিকর করে এবং ঐ নিয়মের তালকীন দেয়, তারা বিদ'আত নীতির অনুসারী। যারা মুহাম্মাদী তরীকার ওযীফা' ও জিকর করতে আগ্রহী তাদেরকে এ বান্দার অনুদিত মুসলিমের দু'আ বইটি সংগ্রহে রাখতে বলছি। দ্বীন ইসলাম তথা উম্মাতে মুসলিমার মধ্যে সর্বপ্রথম ফিতনা আত্মপ্রকাশ পায় ঐ (জোরে জোরে) হালকায়ে যিকরওয়ালাদেরই নব আবিষ্কারের মাধ্যমে। কূফার মাসজিদে কিছু মানুষ জমায়েত হয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে অর্থাৎ একশত বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', একশত বার 'সুবহানাল্লাহ' একশত বার 'আল্লাহু আকবার' সকলে মিলে একই আওয়াজে পড়তে থাকে এবং তা একটা নেকীর কাজ মনে করে। একই সাথে সুর মিলিয়ে ঐ যিকর করতে থাকলে সহাবী ইবনু মাস'উদ (রাঃ) (মৃত্যু ৩২ হিজরী) তাদেরকে মাসজিদ থেকে বিদ'আতী বলে বের করে দেন এবং বলেন : এরূপ নিয়মে যিকর করার নিয়ম আল্লাহর রসূল ﷺ ও সহাবাগণের নয়। সুতরাং তোমরা বিদ'আতী, তোমরা বিদ'আতী, তোমরা রসূল ﷺ'র তরীকার পরিপন্থী নিয়মের আবিষ্কারক বিদ'আতী দল। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) তাদের বলতেন, তোমরা কি মুহাম্মাদ ﷺ'র সহাবাগণ অপেক্ষা অধিক দ্বীনদার? না, না তোমরা বিদ'আতী, তোমরা বিদ'আতী। তারা বলতে লাগল, 'আমরা' তো ভাল মনে করে নেকীর আশায় তা করছি। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বললেন : "অনেক মানুষ ভাল মনে করে অনেক কাজ-কর্ম করবে, কিন্তু সেগুলো ভাল নয়, কিংবা নেকীর

www.pathagar.com

কাজও নয়। তোমরা এতে এমন এক নিয়ম আবিষ্কার করছ যা ইতোপূর্বে ছিল না। সুতরাং তোমরা বিদ'আতেরই এক পথ খুলেছ।

এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন স্পেনের বিখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনুল ওয়াবাহ (মৃত্যু ২৭৬ হিঃ)। এ সম্পর্কে তার অতি মূল্যবান গ্রন্থ 'আলবিদ 'আওয়ান নাহিয়ি আনহু' যা মিশরে ছাপিয়েছে ঐ অর্থের হাদীস সুনান দারিমীতেও বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া দেখুন আল্লামা হারূন ইবনু বাহাউদ্দিন আল হানাফী 'নাযরাতুল হাক' হক নীতির ঠেলিস্কোপ নামক কিতাবে ইবনু আবী শায়বার বরাতে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া ইবনুল মুবারা'র কিতাবুর রিকাক; ১৭৩ পৃষ্ঠা, বাংলায় দেখুন- 'ফিরকাবন্দীর মূল উৎস, ৩৩ পৃৎ ইসলাম ও তাসাওউফ, ২৭-২৮ পৃঃ, সত্যের পথে প্রতিবন্ধকতা, ২৩-২৪।

উল্লেখ্য যে, যদিও তাবলীগী ভাইয়েরা এভাবে হালকায়ে যিকর আমভাবে করে না তথাপিও বাংলাদেশের এক বিশেষ পীর যিনি চিশতিয়া, সাবেরিয়া তরীকার সাথে সম্পর্ক রাখেন তাকে শায়খের বর্ণিত উল্লিখিত যঈফ হাদীস দ্বারা এবং তার লিখিত ফায়দা দ্বারা বার বার দলীল দিতে দেখা গেছে এবং তারা এ ধরনের যিকরে অভ্যস্ত। আল্লাহ আমাদের হক বুঝবার তাওফীক দান করুন। সর্বশেষে বলতে চাই, উল্লিখিত যঈফ হাদীসখানা কুরআন মাজীদেরও খিলাফ। কারণ যিকর হল 'ইবাদাত আর ইবাদাতের ক্ষেত্রে পাগলামীর কোন গুনজায়েশ নেই। কেননা পাগল জ্ঞানহীনের 'ইবাদাত সঠিক হয় না এবং তা কবূল করাও হবে না।

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾

"যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমরা কি বলছ?"

(আন নিসা ৪৩)

(ড. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী- ইসলামের 'ইবাদাতের পরিধি, ৩৮-৩৯ পৃঃ)

www.pathagar.com

আখিরী মুনাজাত ও অন্যান্য দু'আ

আমাদের দেশে প্রতি বৎসর দু'টি স্থানে দু'টি বড় অনুষ্ঠান মহাসমারোহে পালিত হয়। একটি হল বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে আর একটি হল বিশ্ব ইজতেমায়। এক মঞ্জিলে বড় বড় বিত্তবান বা মালদার সওদাগর নিজেরা গরু, ছাগল, উট নিয়ে ওরস করতে যায়। অন্য মঞ্জিলে বড় ছোট সব ধরনের লোকেরা গাট্‌ঠি-বোচকা নিয়ে ইজতেমা করতে যায়। এর একটায় করতে যায় জেকের আর একটায় করতে যায় ফেকের। একটায় করতে যায় আখিরী মুনাজাত আর একটায় করতে যান আখিরী মুলাকাত। আমরা জানি আখিরী মানে শেষ কিন্তু তাদের আখিরী মুলাকাত ও মুনাজাত কবে শেষ হবে আল্লাহই ভাল জানেন। অন্যদিকে জাহিল লোকদের মুখে শুনা যায় টঙ্গীতে আখিরী মুনাজাতে অংশ নিলে নাকি তামাম জিন্দেগীর গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং তিনবার অংশগ্রহণ করলে নাকি হজ্জের সাওয়াব পাওয়া যায় (নাউযুবিল্লাহ)। এজন্য দেখা যায়, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ও ঢাকার জনগণ সবাই অফিস আদালত বন্ধ করে আখিরী মুনাজাতে শরীক হয়। যার ফলে এ বৎসর দেখলাম উত্তরার রাজলক্ষ্মী কমপ্লেক্স পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আখিরী মুনাজাতের হজ্জের সাওয়াব অর্জনে। জনশ্রুতি আছে বড় জামা'আতে দু'আ কবূল হয় এবং এত বড় ইজতেমায় কার দু'আ কবূল হবে বলা যায় না। এর মধ্যে কারো উসিলায় আমাদের দু'আও কবূল হয়ে যেতে পারে এই বুক ভরা আশা নিয়ে সবাই আসে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুধু করে বিরোধী দলের নেত্রী ও বামপন্থী আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণকারীরাও নাকি সেখানে হাজির হন। অথচ আমরা কুরআন-হাদীসে দেখি দু'আ কবূল হওয়ার জন্য ৬০ লক্ষ ৭০ লক্ষের বিশ্ব ইজতেমার দরকার হয় না। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে হালাল খেয়ে দু'আ করলে একজনের দু'আও আল্লাহ শোনেন। নাবীগণ বিপদের মুহূর্তে একাই দু'আ করেছেন, যেমন : ইবরাহীম, ইউনুস, যাকারিয়া ও অন্যান্য নাবী এবং শেষ নাবী মুহাম্মাদ (ﷺ)ও একা বদর প্রান্তরে দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ তা শুনেছিলেন বলে কুরআন- হাদীস সাক্ষী। যাই হোক আমরা এখন আলোচনা করব কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে তাবলীগী

www.pathagar.com

জামা'আতের আখেরী মুনাজাত ও অন্যান্য দু'আ নিয়ে যা তারা করে থাকে তা কতটুকু শরী'আত সম্মত। প্রচলিত সলাতের পর গাশতের জন্য বের হবার সময় তা'লীম শেষে, বয়ান শেষে ও বিশ্ব ইজতেমায় শেষ দিনের দু'আকে এর সমর্থক কথিত আলিমগণ ও জাহিলরা মুনাজাত বলে থাকে। নামকরণের দিক থেকেও এ কাজটি বিদ'আত। কারণ মুনাজাত বলা হয় দুই বা ততোধিক জনের এমন গোপন কথোপকথনকে যা অন্য আর কেউ শুনবে না ও জানবে না। আরবী সর্ববৃহৎ অভিধান 'লিসানুল আরবে' مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ 'তিনজনের গোপন পরামর্শ (কথোপকথন) হলে সেখানে আল্লাহ চতুর্থজন থাকেন'। এ আয়াতে نجوى শব্দের অর্থ লিখতে গিয়ে বলেছেন :

ناجى الرجل مناجاة ونجاء ساره وانتجى القوم وتناجوا تساروا

লোকটির সাথে মুনাজাত করছে অর্থৎ তার সাথে চুপিসারে কথা বলছে। এক সমষ্টি লোক মুনাজাত করছে অর্থাৎ তারা আপোসে চুপিসারে কথা বলছে।

মুনাজাত مناجاة শব্দের উৎপত্তি نجو নাজউন শব্দ থেকে-এর অর্থ উক্ত অভিধানে এসেছে النجو السر بين اثنين। আন্নাজউন অর্থ দু'জনের মাঝে গোপনভেদ।

(লিসানুল আরাব- ১৪ খণ্ড, ৬৪ পৃঃ; আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, ৪র্থ খণ্ড, ৩৯৬ পৃঃ; গৃহীত সংশয় ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুনাজাত)

এ অর্থেই নাবী (ﷺ)'র হাদীসও এসেছে :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث (متفق عليه)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'কোথাও তিনজন একসাথে থাকলে যেন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে মুনাজাত (গোপনে কথোপকথন) না করে।'

(সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, রিয়াদুস সালিহীন, ৬০৫)

www.pathagar.com

অতএব ইমাম মুক্তাদী মিলে সলাতের পর বা মাইয়্যাতের দাফনের পর বা বক্তা ও শ্রোতা মিলে বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর বিশ্ব ইজতেমায় শেষের দিন উচ্চ শব্দে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা নামকরণের দিক থেকে বিদ'আত ও অজ্ঞতা। এ অজ্ঞতায় তাবলীগী মুরুব্বী ও আমাদের দেশের বড় ছোট অধিকাংশ আলিম ও বক্তা মুবাল্লিগ প্রায় সকলে নিমজ্জিত (লা হাওলা ওয়ালা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্)। এছাড়া যদি আমরা রসূলের আদর্শের দিকে একটু লক্ষ্য করি তাহলে বিদায় হাজ্জের দিন আরাফার মাঠে লক্ষাধিক সহাবীর বিশ্ব ইজতেমায় বিশ্বনাবী তাঁর সহাবীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে আখেরী ইজতেমায় আখেরী মুনাজাত করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া পায় না। তাহলে তাবলীগ জামা'আতের নাবীওয়ালা কাজ বলাটা কি মিথ্যা প্রমাণিত হয় না?

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! এবার লক্ষ্য করুন তাবলীগীদের বয়ান ও তা'লীম এবং গাশতের শুরুতে মুনাজাত সম্পর্কে এক ব্যক্তি লিখিতভাবে প্রশ্ন করেছেন বিশ্ববরেণ্য আলিমে দ্বীন সৌদি আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীনের নিকট। তিনি উত্তরে লিখেছেন, সম্মিলিতভাবে দু'আ করা, নাসীহাতের পর অথবা মাসজিদ থেকে বের হবার সময় কিংবা দা'ওয়াতে বের হবার সময়, এর কোন ভিত্তি বা দলীল নেই, এটি এক প্রকার বিদ'আত। এজন্য উচিত হবে লোকজনকে এ কথা বলে বুঝনো যে, যারা এসব করছে তা শরী'আত সম্মত নয়, তারা যেন শরী'আত সম্মত কর্মকাণ্ডের দিকে ফিরে আসে।

(বিশ্ববরেণ্য আলিমদের দৃষ্টিতে তাবলীগী জামা'আত ৫৪ পৃঃ)

এবার লক্ষ্য করুন! যে, নিসাব গ্রন্থ নিয়ে আমাদের এই লেখা সেই তাবলীগী নিসাবেই শাইখুল হাদীস সাহেব লিখেছেন, শেষ বয়সে হুজুর আকরাম ﷺ'র এই অভ্যাস ছিল যে, যখন তিনি কোন মজলিস হইতে উঠিতেন, তখনই এই দু'আ পড়িতেন :

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

কোন ব্যক্তি আরজ করিল, হে রসূলুল্লাহ! আজকাল আপনি এমন একটি দু'আ পড়ছেন যা ইতোপূর্বে কখনও পড়তেন না। রসূল ﷺ

www.pathagar.com

এরশাদ করলেন, এটা হল মজলিসের কাফফারা স্বরূপ। অন্য রিওয়ায়াতে আছে, জিবরীল ('আ.) আমাকে বলেছেন যে, এটা মজলিসের কাফ্ফারা। (নাসাঈ)

আম্মাজান 'আয়িশাহ রসূল (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা' এ দু'আ খুব বেশি কেন পড়ে থাকেন? রসূল বলেন, এটা পড়লে মজলিসের মধ্যে আজে বাজে কথার দরূণ যে সব ভুল হয়েছে তা মাফ হয়ে যায়।(তাবলীগী নিসাব ফাজায়েলে জিকির ৪৪৭-৪৪৮ পৃঃ)

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাবলীগী মুরুব্বীরা তাদের নিসাবের এ বিধানটিও মানে না। তা আমি নিজে তাবলীগ জামা'আতের সাথে থেকে অনেকবার প্রত্যক্ষ করেছি। কারণ আমি নিজে তাবলীগী জামা'আতের সাথে থাকাকালীন প্রায়ই খুলনা মারকাযে আমার ওপর বয়ান অথবা রাতে এশার পরে হিকায়েতে সহাবার তা'লীম করার দায়িত্ব থাকত। একদিন আমার এক তাবলীগের সাথী বন্ধুবর জনাব তাফসীর তা'লীম শেষে উক্ত দু'আ পড়ে মজলিস শেষ করলেন। তাতে মারকাজ মাসজিদে সমালোচনার ঝড় উঠল। আরো একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না, তা হল একদিন কার্য উপলক্ষে খুলনায় আল-আরাফাহ ব্যাংকে যোহর সলাত হ'ল। সলাত শেষে দেখি তা'লীম হচ্ছে তাবলীগী নিসাবের, তাই বসে পড়লাম। তা'লীম করছিলেন ব্যাংকের একজন কর্মচারী, তিনি খুলনা দারুল উলুম মাদরাসা থেকে দাওরা পাশ আলিম। তা'লীম করছিলেন ফাজায়েলে জিকির থেকে। এক পর্যায় ঠিক উল্লিখিত হাদীস খানা তিনি পড়লেন এবং তা'লীম শেষে হাত তুলে মুনাজাত শুরু করলেন। আমি তখন আর ঠিক থাকতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করালাম এতক্ষণ যা তা'লীম করলেন, শেষ কাজটি তো তার বিপরীত করলেন। তিনি আমাকে উত্তর দিলেন হাদীস তো আর একটা নয়, অনেক হাদীস আছে। আমি বললাম, দলীল বলে দিলে আমি দেখে নেব। কিন্তু তিনি আমাকে সন্তোষজনক কোন উত্তর দিলেন না। বরং উত্তেজিত হলেন। এ হল, তাবলীগ জামা'আতের নাবীওয়ালা কাজ। আল্লাহ আমাদের হক্বকে হক্ব জেনে তার উপর 'আমাল করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

www.pathagar.com

ফাযায়েলে আমল, না মাসায়েলে আমল?

"হযরত ছায়ীদ বিন্ মোছাইয়্যেব (রহঃ) একজন বিখ্যাত তাবেয়ী ও মোহাদ্দেছ ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন আবি বেদাআ তাঁহার খেদমতে বেশী বেশী আগমন করিতেন। এক সময় কয়েকদিন যাবত অনুপস্থিত থাকার পর হঠাৎ হাজির হওয়ায় হজরত ছায়ীদ (রহঃ) তাঁহাকে অনুপস্থিত থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আব্দুল্লাহ বলিলেন, আমার বিবির এন্তেকাল হইয়া গিয়াছিল তাই বিভিন্ন ঝামেলায় ব্যস্ত ছিলাম। হজরত ছায়ীদ বলিলেন, আমাকে খবর দিলেই ত আমি জানাজায় শরীক হইতে পারিতাম। তারপর তিনি যখন উঠিয়া যাইতেছিলেন হজরত ছায়ীদ জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্য বিবাহ করিয়াছ কি?

তিনি বলিলেন হজরত! আমার আমদানী হইল মাত্র দুই তিন আনা আমার নিকট কে বিবাহ দিবে? হজরত ছায়ীদ বলিলেন, আমি দিব। এই বলিয়া তিনি খোত্‌বা পড়িয়া দশ বার আনা মোহরের বিনিময়ে আপন বেটীকে আমার নিকট বিবাহ দিয়া দিলেন। (ইহা তাঁহার নিকট জায়েজ ছিল, কিন্তু হানাফী মাজহাব মতে মোহর আড়াই টাকার কম জায়েজ নাই)। **(ফাজায়েলে জিকির ৪৪৪-৪৪৫)**

সম্মানিত পাঠক! শাইখ ফাজায়েলের মধ্যে মাসায়েল লিখতে গিয়ে যেন বিপদেই পড়েছেন। কারণ তিনি একজন হানাফী মুকাল্লিদ। তাই একজন মুহাদ্দিসের হাদীসসম্মত ফায়সালাকে গ্রহণ করতে না পেরে দুই বন্ধনীর মধ্যে যে ফাতওয়াটা দিলেন তা কুরআন-হাদীসের অনুকূলে না প্রতিকূলে তা দেখার সুযোগও মনে হয় তার হয়নি। উল্লিখিত ফাতওয়া দেখে মনে হয় হানাফী মাযহাবটা তার দৃষ্টিতে কুরআন-হাদীস বিরোধী। তা না হলে নিজে মুহাদ্দিস হয়ে, একজন মুহাদ্দিসের মর্যাদাকে স্বীকার করে তার হাদীসের পক্ষের ফায়সালাকে কেমন করে মাযহাবের দোহাই দিয়ে উড়িয়ে দিলেন তা আমাদের বোধগম্য নয়। অথচ মহামতি ইমাম আবূ হানীফা নু'মান বিন সাবিত (রহ.) বলেছেন :

اذا صح الحديث فهو مذهبي

হাদীস বিশুদ্ধ হলে ওটাই আমার মাযহাব বলে পরিগণিত হবে।

(ইবনু আবিদীন এর হাশিয়া, ১ম খণ্ড, ৬৩ পৃঃ)

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন, মানুষের মাঝে যত দিন হাদীসের তলব থাকবে, ততদিন তাদের কল্যাণ হবে। যখনই তারা হাদীস বর্জিত জ্ঞান চর্চা শুরু করবে তখনই তারা বরবাদ হবে। (মীযানুল কুবরা, ১ম খণ্ড, ১ পৃঃ)

সম্মানিত পাঠক! এবার লক্ষ্য করুন মোহর সংক্রান্ত বিষয়ে সহীহ হাদীসের ফায়সালা কি?

সাহল ইবনে সাদ বলেন, আমি নাবী ﷺ'র নিকটে লোকদের সাথে বসা ছিলাম। এক মহিলা দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সে (আমি) নিজেকে বিবাহের জন্য আপনার নিকট হেবা করছি, এ সম্পর্কে আপনার মত দিন। নাবী ﷺ তাকে কোন উত্তর দিরেন না। তিনবার একই প্রশ্ন করলে আল্লাহর রসূল নিরুত্তর রইলেন। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন। নাবী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কিছু আছে কি? সে উত্তর দিল, না। নাবী ﷺ বললেন, যাও এবং খুঁজে দেখ, কিছু যোগাড় করতে পার কিনা, তা লোহার একটি আংটি হলেও। লোকটি খোঁজ করল এবং ফিরে এসে বলল, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না, এমনকি একটি লোহার আংটিও নয়। নাবী বললেন, তুমি কি কুরআনের কিছু মুখস্ত করেছ? সে উত্তর দিল, আমি উমুক অমুক সূরা জানি। নাবী বললেন, যাও, তুমি যে পরিমাণ কুরআন জান তার বিনিময়ে আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম।

(সহীহ আল বুখারী- কিতাবুন নিকাহ)

অন্য হাদীসে এসেছে,

عن سهل بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج ولو ختم من حديد

সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি বিবাহ কর, মোহরানা হিসাবে একটি লোহার আংটির বিনিময়ে হলেও। (সহীহ আল বুখারী- কিতাবুন নিকাহ)

www.pathagar.com

ইবনু জুবায়র এর রক্ত পান

"হুজুর পাক (ছঃ) একবার সিঙ্গা লাগাইয়া আব্দুল্লাহ এবনে জোবায়ের (রাঃ)-কে বলিলেন, এই রক্তগুলি কোথাও পুঁতিয়া রাখ। তিনি আসিয়া আরজ করিলেন, হুজুর! পুঁতিয়া দিয়াছি। হুজুর (ছঃ) বলিলেন, কোথায় পুঁতিয়াছ! তিনি বলিলেন, আমি উহা পান করিয়া ফেলিয়াছি। হুজুর (ছঃ) ফরমাইলেন, যে শরীরে আমার রক্ত প্রবেশ করিয়াছে তাহার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম কিন্তু তোমার দ্বারা লোক ক্ষয় ও লোক দ্বারা তোমার ক্ষয় অনিবার্য। হুজুরে পাক (ছঃ) এর মলমুত্র রক্ত সব কিছুই পাক পবিত্র, কাজেই তাতে তর্কের অবকাশ নাই।"

(ফাজায়েলে আমল, হেকায়েতে সাহাবা, ৭৪৫ পৃঃ)

"একই ঘটনায় আর একজন সহাবী আবূ সাঈদ খুদরীর পিতা মালিক বিন সালাম উহূদের যুদ্ধে নাবী ﷺ ক্ষতস্থানের রক্ত চুষে খেয়ে ফেললেন। "হুজুর (ছঃ) বলিলেন, যেই শরীরে আমার রক্ত ঢুকিয়াছে তাহাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করিবে না।"

(ফাজায়েলে আমল, হেকায়েতে সাহাবা, ৭৪৬ পৃঃ)

সম্মানিত পাঠক! তাবলীগী নিসাবের লেখকের উদ্ধৃতিহীন উল্লিখিত বক্তব্য দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় ফুটে উঠে।

১। রসূলুল্লাহর রক্ত এবং পেশাব ও পায়খানা কি পাক?

২। সাহাবায়ে কিরাম রসূলের রক্ত ও পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি পান করেছেন কি?

৩। রক্ত পান করা হালাল, না হারাম কাজ?

৪। আল্লাহ যে রক্তকে হারাম করেছেন রসূলুল্লাহ ﷺ তা কোন পানকারী ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সুসংবাদ দেয়ার মাধ্যমে হালাল করতে পারেন কি?

৫। তাবলীগী নিসাব ফাযীলাতের কিতাব, না মাস'আলার কিতাব? নাকি তা কোন হারামকে পরোক্ষভাবে হলাল বানাবার কিতাব? এখন আমরা দেখব, কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিধান কি? মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদের সূরা নাহলে ৪টি জিনিস হারাম করেছেন, তার মধ্যে একটি রক্ত, তিনি বলেন,

www.pathagar.com

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾

"আল্লাহ তো কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকর-মাংস এবং যা যবহকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে, তা হারাম করেছেন।

(সূরা নাহল ১১৫, সূরা মায়িদাহ ৩)

এ আয়াত এবং কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, নাবী (ﷺ)'র রক্ত হারাম নয়। তাছাড়া মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

" হে নাবী আপনি বলুন, অবশ্যই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ! (পার্থক্য) আমার প্রতি ওয়াহী নাযিল হয়।" (সূরা আল কাহাফ ১১০)

বিষয়টি বুঝতে হলে সর্বপ্রথম এই আক্বীদাহ পোষণ করতে হবে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ একজন মানুষ ছিলেন পার্থক্য এই যে, তিনি ছিলেন রসূল। যা উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

এ ছাড়া অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, "রসূল নিজ ইচ্ছায় কিছু বলেন না, বরং 'ওয়াহী' হলেই তবে বলেন।" (সূরা নাজম ৩-৪)

সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু মানুষ ছিলেন, সেহেতু মানুষের মলমূত্র নাপাক। রসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পায়খানা-পেশাব করার পর পানি, মাটি, কঙ্কর ইত্যাদি ব্যবহার করতেন।

(মুত্তাফাকুন 'আলাইহ, মিশকাত হাঃ ৩৪২, ৩৩৬ পবিত্রতা অধ্যায়)

উল্লিখিত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাবী ﷺ'র রক্ত, পেশাব, পায়খানা পবিত্র ছিল বলে যে দাবী করা হয়েছে তা অসার। তাছাড়া শাইখ ফাজায়েলের কিতাবে উক্ত বিষয় উল্লেখ করে ফাঁপরে পড়েছেন যে, তিনি এ প্রসঙ্গে কোন মাস'আলার উল্লেখ করবেন কিনা, না করলে উপায় নেই। তাই তিনি উক্ত ঘটনা উল্লেখের পর বিনা দলীলে লিখেছেন যে নাবী ﷺ'র পায়খানা ও পেশাব পাক। শেষের এই বাক্যটি লিখে শাইখ যাকারিয়া বুঝাতে চেয়েছেন যে, নাবী ﷺ রক্ত কেন, তাঁর ﷺ পেশাব এবং পায়খানাও পাক। অতএব তাঁর পেশাব এবং পায়খানাও পাক হবার কারণে তা খাওয়া চলত (আসতাগফিরুল্লাহ)। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, রসূল

www.pathagar.com

ﷺ'র পেশাব ও পায়খানা যদি পাক হত তার জন্য অযূ গোসল বা পবিত্রতা অর্জন অপরিহার্য ছিল কেন? বুঝা যাচ্ছে শাইখ নিজের পক্ষ থেকে বিধান তৈরি করে ইসলামের নামে চালিয়ে দিতে চেয়েছেন, অথচ মহান আল্লাহ সে অধিকার কাউকে দেননি। যেমন তিনি বলেন :

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"তাদের কি এমন কতকগুলো শরীক দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। নিশ্চয়ই যালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (সূরা আশ-শুরা ২১)

তাছাড়া রসূল সম্বন্ধে এ জাতীয় বিশ্বাস শিরকের পর্যায় উপনীত করে। কারণ শিরকের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকরণ হচ্ছে নাবী, রসূল, সৎ ব্যক্তি বা কারো সম্মান-মর্যাদার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি। আল-কুরআনের ভাষায় এটিকে বলা হয় غلـو ইংরেজীতে এর অর্থ করা হয়েছে Exceeding of proper bounds. সম্মান, মর্যাদা এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার সীমালঙ্ঘন শিরকের দিকে ঠেলে দেয়ার অন্যতম কারণ। কুরআন মাজীদে দু'টি স্থানে মহান আল্লাহ غلـو অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন :

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلَٰثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلاً﴾

www.pathagar.com

"হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন করো না এবং আল্লাহর ব্যাপারে সঙ্গত বিষয় ছাড়া কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মারইয়াম পুত্র ঈসা মাসীহ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং রূহ তাঁর কাছ থেকেই আগত। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। আর এ কথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক। এ কথা পরিহার কর। তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক ইলাহ। সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব তাঁরই জন্য, আর কর্ম বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা আন-নিসা ১৭১)

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾

"বল, হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা নিজেদের ধর্মে বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন করো না এবং তোমরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। আর তারা সঠিক-সরল পথ থেকে বিচ্যুৎ হয়ে পড়েছে। (সূরা আল-মায়িদাহ ৭৭)

এখানে লক্ষনীয় যে, প্রথম আয়াতে 'সীমালঙ্ঘন' করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর ঈসা বিন মারইয়ামকে আল্লাহর রসূল বলা হয়েছে। আল্লাহকে তিনের এক বলতে বারণ করা হয়েছে। আল্লাহই একমাত্র ইলাহ বলা হয়েছে। এতে এ বিষয়টি স্পষ্ট হলো যে, সীমালঙ্ঘনই ঈসা বিন মারইয়ামকে ঘিরে বিভ্রান্তআক্বীদার মূল কারণ।

দ্বিতীয় আয়াতে সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করা হয়েছে। তারপর যারা ভ্রান্ত ও যারা সীমালঙ্ঘন করে তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, সীমালঙ্ঘন বা বাড়াবাড়িই হচ্ছে গোমরাহীর কারণ। পুরো কুরআন মাজীদ غلـو তথা বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন বিষয়ক আয়াত এ দু'টোই। ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান-মর্যাদায় অতিরঞ্জন এক ভয়ানক মানসিক ব্যাধি যা মানুষকে শিরকের দিকে ঠেলে দেয়। আর এ কারণে রসূল ﷺ এ ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে উম্মাতকে সতর্ক ও সাবধান করে বলেছেন :

www.pathagar.com

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو

তোমরা বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করবে। কেননা এ বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে।, (আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

এ ভক্তি-শ্রদ্ধার সীমালঙ্ঘনই খ্রিষ্টানদের ভ্রান্তিও পথভ্রষ্টতায় নিক্ষেপ করেছিল ফলে তারা আল্লাহর বান্দাহ ও নাবী ঈসা ('আ.)-কে মানুষ ও নাবীর সামীনা থেকে বের করে নিয়ে ইলাহ তথা প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। আল্লাহর মত তারও উপাসনা শুরু করেছে। এ অতিরঞ্জনের কারণেই আহলে কিতাবরা আল্লাহর স্থলে আহবার ও রুহবান তথা জ্ঞানী ও দরবেশদেরকে রব বানিয়েছে। ভক্তি-শ্রদ্ধার আতিশয্যেই বুযুর্গ লোকদেরকে তাদের মূল অবস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে আরো উপরে অধিষ্ঠিত করেছে। তাদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করা হয় যে, তারা উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন। তারা যেমন কারো কল্যাণ করতে পারেন, আবার তাকে বিপদমুক্তও করতে পারেন। এ বিশ্বাসেই মানুষ তাদের কাছে ফরিয়াদ ও প্রার্থনা করে যেমনটি করে আল্লাহর কাছে , বিপদ মুক্তির জন্য তাদের সাহায্য চায় যেমনটি চায় আল্লাহর কাছে, তাদের কবরগুলোক তারা তাদের প্রয়োজন পূরণের আশ্রয়কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছে। (যে আক্বীদা-বিশ্বাস নাবী ﷺ সম্পর্কে নিসাবের লেখক শাইখও করে থাকে। যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি আর একটু পরেই উল্লেখ করছি)। তাই ভক্তি-শ্রদ্ধার এ বাড়াবাড়ি অতীত ও বর্তমান মুসলিম উম্মাহর জন্য এক ভয়াবহ বিপদ, যা অতীতেও তাদের বিভিন্ন ধরনের শিরকের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে এবং এখনো করছে। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী' ইমামুল মুরসালীন, রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদ ﷺ-কে মানা ঈমানের অনিবার্য দাবী। ইসলামের মূলভিত্তি শাহাদাতাইন মানে দু'টি বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া। তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। তাঁর রিসালাতে বিশ্বাস, তাঁকে মানা, তাঁকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা ঈমান ও ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই তাঁকে ঘিরেই সম্মান-মর্যাদা এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার সীমালঙ্ঘন ও অতিরঞ্জনের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। কোন অবস্থাতেই যেন তাঁকে তাঁর সম্মান-মর্যাদার মূল

www.pathagar.com

অবস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে আল্লাহর সাথে শরীক করা না হয়। তাই আল্লাহ বলেছেন :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾

"বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওয়াহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ মাত্র একজনই। (সূরা আল-কাহাফ ১১০)

﴿قُلْ لاَ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ﴾

"বল, আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে রয়েছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ। আমি গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয়ে অবগত নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি মালাক (ফেরেশতা)। আমি তো শুধু আমার কাছে প্রেরিত ওয়াহীর অনুসরণ করি। তুমি বল, অন্ধ ও দৃষ্টিসম্পন্ন কি সমান হতে পারে।? তোমরা কি চিন্তা কর না।" (সূরা আল-আন'আম ৫০)

﴿قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَرّاً إِلاَّ مَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

"বল, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধন ও অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, তবে আল্লাহ যা চান। আর আমি যদি গায়েব তথা অদৃশ্য বিষয় জানতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করতে পারতাম কোন অমঙ্গলই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি তো শুধু ঈমানদার গোষ্ঠীর জন্য একজন ভীতি প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদদাতা।" (সূরা আ'রাফ ১৮৮)

রসূল ﷺ নিজেই নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে তাঁকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। আনাস থেকে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন :

www.pathagar.com

أنا محمد بن عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عزوجل

'আমি 'আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তোমরা আমাকে তাঁর উপরে উঠাও তা আমি পছন্দ করি না। (মুসনাদে আহমাদ)

'উমার ﷺ থেকে বর্ণিত যে, রসূল ﷺ বলেছেন :

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله

'খ্রিষ্টানরা মারইয়াম পুত্রকে নিয়ে যেভাবে অতিরঞ্জন করেছে তোমরা আমাকে নিয়ে সেভাবে অতিরঞ্জন করো না। আমি তো শুধু আল্লাহর একজন বান্দা। তাই তোমরা (আমার ক্ষেত্রে বল যে,) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। (সহীহুল বুখারী)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! এতক্ষণ আপনারা লক্ষ্য করেছেন শাইখুল হাদীস সাহেব নাবীকে নিয়ে কেমন বাড়াবাড়ি করেছেন। তাঁর রক্ত, পায়খানা, পেশাবকে পবিত্র করতে গিয়ে তিনি যে ফাতওয়া দিয়েছেন তা কুরআন-হাদীসের সাথে সংঘর্ষশীল। আর ফাতওয়ার বিষয়টি স্পর্শকাতর। সে বিষয়ে আলোচনার পর আমরা দেখাব নাবীকে নিয়ে তিনি আরো কত বাড়াবাড়ি করেছেন। ইসলামে ফাতওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম, ফাতওয়ার এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন শুধু তিনিই করতে পারেন, যার এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা আছে। শুধুমাত্র পাণ্ডিত্য থাকলেই চলবে না, থাকতে হবে আল্লাহর ভয়। কেননা যিনি ফাতওয়া দেন তিনি মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে লোকদের জানান যে, এটি বৈধ আর এটি বৈধ নয়। তিনি মানুষকে হালাল-হারাম সম্পর্কে অবহিত করেন।

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾

www.pathagar.com

"তোমাদের মুখ যেসব মিথ্যা রচনা করে, তার ভিত্তিতে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম হবে না।" (সূরা আন-নাহল ১১৬)

এ কারণেই অতীতের স্বনামধন্য ইসলামী ব্যক্তিত্বগণ ফাতওয়া প্রদানকে ভয় পেতেন। ফাতওয়া দেয়ার মত কাউকে পাওয়া না গেলে খুবই প্রয়োজনের সময় ছাড়া তারা ফাতওয়া দিতেন না।

কিন্তু বর্তমান সময়ে ফাতওয়া যেন প্রতিযোগিতার একটি ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অবতরণ করে অনেকে খ্যাতি অর্জনের চেষ্টা করছে, এমনকি কেউ কেউ আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে হলেও মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। যেমনটি ঘটেছে শায়খের ক্ষেত্রে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি একজন মুহাদ্দিসের হাদীসের সিদ্ধান্তকেও স্বীয় মাযহাবের লোকদের খুশি করার জন্য বিরোধী ফাতওয়া দিয়েছেন। এ ধরণের লোকদের পুরস্কার হিসেবে 'যুগের মুজতাহিদ' শাইখুল হাদীস ইত্যাদি উপাদিতে ভূষিত করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করা হচ্ছে। অথচ উচিত ছিল তাদেরকে উপদেশ প্রদান এবং আল্লাহর ভয় দেখানো। দ্বীনের ইমামত মানে দ্বীনী নেতৃত্ব, গভীর 'ইলম ও পাণ্ডিত্য, নেক 'আমাল, হাক্বের প্রকাশ ও বাতিলের প্রতিবাদের মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্য ধারণ, এটা যোগ্যতা অর্জন ছাড়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ, সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন :

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾

"তারা সবর করত বলে আমি তাদের মধ্যে থেকে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত। তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল।" (সূরা সাজদাহ ২৪)

গভীর 'ইলম ও পাণ্ডিত্য এবং সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরন ছাড়া ইজতিহাদী যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। যারা ফাতওয়া দেয় তাদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে, এমন কিছু বিষয় রয়েছে যাতে ইজতিহাদের কোন সুযোগ নেই। এসব বিষয়ে ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোন মতামত দেয়া যাবে না। বিষয়গুলো হচ্ছে :

www.pathagar.com

১। আক্বীদাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। কেননা আক্বীদাহ সংক্রান্ত বিষয়গুলো তাওকীফী। তাওকীফী মানে এমন বিষয় যা আল্লাহ ও রসূল ﷺ কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত। তাওকীফী বিষয়ে ইজতিহাদের কোন সুযোগ নেই।

২। যেসব বিষয় শারঈ (অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ) থেকে সুস্পষ্ট বিধান দেয়া আছে। কেননা 'নস' মানে সুস্পষ্ট দলীল থাকা সত্ত্বে ইজতিহাদ চলে না, যা ঘটেছে শাইখের ক্ষেত্রে। কারণ মাযহাবী ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো মুফতী নিজ মাযহাব বা অন্য মাযহাবের এমন সব মতসমূহ গ্রহণ করবেন যা কুরআন-সহীহ হাদীসের দলীলের বিবেচনায় তার কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। দলীল বিরোধী অথচ তাঁর মনে দুর্বলতা রয়েছে অথবা মানুষ খুশি হবে এ দৃষ্টিভঙ্গিতে সে কোন ফাতওয়া দিবে না। কেননা যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি বিবেচনায় না রেখে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকে তার উপর অসন্তুষ্ট করে দেন। যে বা যারা সুস্পষ্ট দলীলের বিরোধিতা করে তাদের প্রতিবাদ করা উচিত। কোন অবস্থাতেই তাদের ব্যাপারে নীরব থাকা যাবে না। কেননা এ অবস্থায় চুপ থাকা মানে হাক্বকে গোপন রাখা আর বাতিলকে মেনে নেয়া। আর আল্লাহ পাক এর পরিণতি সম্পর্কে বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

"নিশ্চয়ই যারা আমাদের অবতীর্ণ কোন দলীল এবং হিদায়াতকে লোকদের জন্য আমরা কিতাবের মধ্যে বর্ণনা করার পরেও গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করেন আর অভিসম্পাতকারীরাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে থাকে। কিন্তু যারা তাওবাহ করে এবং সংশোধন করে নেয় এবং সত্যকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, তাদের তাওবাহ আমি কবুল করি, বস্তুতঃ আমি অত্যধিক তাওবাহ কবুলকারী, পরম দয়ালু।

(সূরা বাক্বারাহ ১৫৯-১৬০)

যে ভুল করে তার ভুল ধরিয়ে দেয়ার অর্থ তাকে খাটো করা নয় বরং এটি হচ্ছে নসীহাত, কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা করা। রসূল

www.pathagar.com

ﷺ বলেছেন, 'দ্বীন হচ্ছে নসীহাত, অর্থাৎ একে অপরকে কল্যাণের কথা বলা। ভাল কাজে সহযোগিতা করা। ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা, আল্লাহ আমাদের সকলকে কল্যাণকর 'ইলম ও জ্ঞান অর্জন এবং নেক 'আমালের তাওফীক দিন।

সম্মানিত পাঠক! এবার লক্ষ্য করুন শাইখ রসূলকে নিয়ে কিরূপ বাড়াবাড়ি করেছেন।

নাবী প্রেমের বিভিন্ন কাহিনী

১। জনৈক বেদুঈন হুজুর (ছঃ)-এর কবর শরীফের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া আরজ করিল, হে রব! তুমি গোলাম আজাদ করিবার হুকুম করিয়াছ। ইনি তোমার মাহবূব আমি তোমার গোলাম। আপন মাহবূবের কবরের উপর আমি গোলামকে আগুন হইতে আজাদ করিয়া দাও। গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল, তুমি একা নিজের জন্য কেন আজাদী চাহিলে? সমস্ত মানুষের জন্য কেন আজাদী চাহিলে না। আমি তোমাকে আগুন হইতে আজাদ করিয়া দিলাম। (ফাজায়েলে হজ্ব- ১৫২-১৫৩ পৃঃ)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! রসূলের ইন্তিকালের পর তাঁর মাযারে গিয়ে প্রার্থনা করা মাযারপূজারীদের সাদৃশ্য নয় কি? আর গায়িবী আওয়াজ শুনা এটাতো নবুওয়াতের কাজ। ঐ বেদুঈন কি নাবী ছিল যে, তার কাছে গায়িবী আওয়াজ এলো 'আমি তোমাকে আগুন হইতে আজাদ করিয়া দিলাম।' আমাদের ভাবতে অবাক লাগে শাইখুল হাদীসের মত একজন স্বনামধন্য আলিম এ জাতীয় ইসলাম বিরোধী আক্বীদাহ বিশ্বাস কিভাবে ছড়াতে চেয়েছেন তাবলীগী নিসাবের মাধ্যমে। এ জাতীয় কিস্সা এ অধ্যায়ে প্রায় সবগুলোই। পাঠক একটু কষ্ট করে ফাজায়েলে হজ্ব অধ্যয়ন করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তথাপিও বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি না করে কয়েকটি ঘটনা আমরা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি।

২। একই অধ্যায়ে ৪র্থ নং কাহিনীতে শায়খ লিখেছেন, হজরত হাছান বছরী (রঃ) বলেন, বিখ্যাত ছুফী হজরত হাতেম আছাম্ম- যিনি দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবত একটি কোব্বার মধ্যে চিল্লাকাশী করেন, বিনা প্রয়োজনে জীবনে একটি কথাও বলেন নি। তিনি হুজুর (ছঃ)- এর কবর শরীফে হাজির হইয়া শুধু এই কথাটুকু আরজ করেন, ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমার

www.pathagar.com

হাবীবের কবরে হাজির হইয়াছি তুমি আমাদেরকে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিও না। গায়েব হইতে আওয়াজ আসিল, আমি তোমাদিগকে মাহবূবের কবর জেয়ারত এই জন্যই নছীব করিয়াছি যে, উহা কবুল করিব। যাও, আমি তোমার এবং তোমার সাথে যত লোক এখানে হাজির হইয়াছে সকলের গোনাহ মাফ করিয়া দিলাম। ([জারকানী] ফাজায়েলে হজ্ব ১৫৩ পৃঃ)

সম্মানিত পাঠক! এ জাতীয় সূফীদের চিল্লাকাশীর বিধান মুহাম্মাদী ﷺ শারী'আতে কোথাও আছে কি? এটাতো হিন্দু যোগী সন্ন্যাসীদের শিরকী পদ্ধতি, যা সূফীগণ ইসলাম ওজায়েয করেছে। শাইখ সাহেব নিজেও সূফী ছিলেন এবং হিন্দুস্তানে জন্মগ্রহণ করে হিন্দু প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেননি বলে মনে হয়।

আর এ জাতীয় গায়িবী খবরতো মুহাম্মাদীরা নাবী ছাড়া আর কারও ব্যাপারে স্বীকার করে না। আমরা জানি, এ জাতীয় গায়িবী খবর আহমাদী জামা'আতের কাদিয়ানীরা গোলাম আহমাদ সম্পর্কে বিশ্বাস করে। যার কারণে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীসহ তার অনুসারীরা সকলেই কাফির মুরতাদ ওয়াজিবুল ক্বতল হয়েছে। আর তাবলীগী নিসাব পড়লে তো মনে হয়। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মত অগণিত সূফী গায়িবী খবর পেয়ে নবুওয়াতের মর্যাদা হাসিল করতে চেয়েছেন। খতমে নবুওয়াত মুভমেন্ট, এদের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা রাখবেন কি?

৩। একই নিবন্ধের অন্যত্র ৫ নং কিস্‌সায় শাইখ লিখেছেন, 'শায়েখ ইব্রাহীম এবনে শায়বান (রঃ) বলেন, আমি হজ্বের পর মাদীনা পাকে পৌঁছিয়া কবর শরীফে হাজির হইয়া হুজুরে পাক (ছঃ)-এর খেদমতে ছালাম আরজ করিলাম। উত্তরে হুজরা শরীফ হইতে অ-আলাই-কাচ্ছালামু শুনিতে পাই।' (ফাজায়েলে হজ্ব ১৫৪ পৃঃ)

৪। একই বইয়ের ৬নং কিসসায় তিনি লিখেছেন : 'আল্লামা কাস্ত ালানী (রঃ) বলেন, আমি একবার এমন কঠিন রোগে আক্রান্তহই যে, ডাক্তারগণ পর্যন্তনিরাশ হইয়া যায়। অবশেষে আমি মাক্কা শরীফ অবস্থানকালে হুজুর (ছঃ)-এর উছিলায় দোআ করিলাম। রাত্রি বেলায় আমি স্বপ্নে দেখি, এক ব্যক্তির হাতে একটি কাগজের টুকরা, তাহাতে

www.pathagar.com

লেখা রহিয়াছে, ইহা আহমাদ বিন্ কস্তালানীর জন্য ঔষধ। হুজুরে পাক (ছঃ)-এর তরফ হইতে তাঁহার নির্দেশে ইহা দান করা হইয়াছে। আমি ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া দেখি, আমার মধ্যে রোগের কোন চিহ্ন নাই। ৮৮৫ হিজরীতে অন্য এক ঘটনা ঘটে। তাহা এই যে, মক্কা শরীফ হইতে ফিরিবার পথে এক হাবশী আমার খাদেমাকে ঘুষি মারিলে সে পড়িয়া যায়। ইহাতে সে কিছুদিন যাবত খুব অসুস্থ থাকে। আমি হুজুর (ছঃ) এর উছিলায় তাহার জন্য দোআ করি। রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখি, এক ব্যক্তি এক জ্বিনকে সঙ্গে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল, ইহাকে হুজুরে পাক (ছঃ) আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। সে হাবশীর ছুরতে আসিয়া আপনার খাদেমাকে ঘুষি মারে। কাস্তালানী বলেন, আমি সেই জ্বিনকে খুব শাসাইয়া দেই এবং এই রকম কাজ যেন সে জীবনে কখনও না করে সেই জন্য তাহাকে কছম দিয়া দেই। তার পর চোখ খোলামাত্র আমি দেখিতে পাই, খাদেমার শরীরে কষ্টের আর কোন চিহ্ন নাই। (ফাজায়েলে হজ্ব পৃষ্ঠা-১৫৪)

পাঠক! লক্ষ্য করুন, এ জাতীয় আক্বীদা-বিশ্বাস যা শায়খ তুলে ধরেছেন, তা কি কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী নয়? আমরা দেখি কুরআন হাদীসের শিক্ষা হল মানুষ অসুস্থ হলে আরোগ্যের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবে। নাবীগণও অসুস্থ হলে আল্লাহর নিকট দু'আ করতেন। কোন নাবী অসুস্থ হলে অন্য নাবীর ওয়াসীলায় অথবা তাঁর মাযারে গিয়ে প্রার্থনা করেছেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম ('আ.) অসুস্থ হলে কি করেছিলেন আল্লাহ তা'আলা তা কুরআনে বর্ণনা করেন এভাবে {وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} অর্থাৎ "আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনি (আল্লাহ) আমাকে আরোগ্য দান করেন।" (আশ-শু'আরা ৮০)

আইয়ূব ('আ.) অসুস্থ হয়ে আল্লাহর নিকট এভাবে প্রার্থনা করেন;

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾

"আর স্মরণ কর আইয়ূবের কথা যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর আপনি দয়াবানদের চেয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। (আল-আম্বিয়া ৮৩)

www.pathagar.com

বিশ্বনাবী ﷺ যখন কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যেতেন তখন এই দু'আ পাঠ করতেন :

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا (متفق عليه)

"হে মানবমণ্ডলীর প্রতিপালক! এই রোগ দূর করে দিন, আরোগ্য প্রদান করুন। একমাত্র আপনি আরোগ্য প্রদানকারী। আপনার শিফা ব্যতীত আর কোন শিফা নেই। আপনার শিফা এমন যে কোন রোগকে ছাড়ে না।" (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম মিশকাত হাঃ ১৫৩০, মুসলিমের দু'আ পৃঃ ১৩৪)

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারা লক্ষ্য করেছেন শায়খ তাবলীগী নিসাবের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলিমকে তাওহীদ বিরোধী এক ভয়ানক শিরকী আক্বীদার তা'লীম দিতে চেয়েছেন। কথিত আছে, আল-কুরআনের পরে সারা বিশ্বে সব থেকে বেশী পঠিত যে বইখানা তা নাকি এ নিসাব গ্রন্থ। আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী এ জাতীয় আক্বীদাহ-বিশ্বাস ছড়ানোর বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহ কি সোচ্চার হবে না?

৫। একই প্রবন্ধের ৮ নং এ শাইখ লিখেছেন- "শায়েখ আবুল খায়ের (রঃ) বলেন, একবার মদীনা মোনাওয়ারায় হাজির হইয়া পাঁচ দিন পর্যন্ত আমাকে উপবাস থাকিতে হয়। খাওয়ার জন্য কিছুই না পাইয়া অবশেষে আমি হুজুরের এবং শায়ইখানের কবরের মধ্যে ছালাম পড়িয়ে আরজ করিলাম, ইয়া রাছূলাল্লাহ! আমি আজ রাত্রে হুজুরের মেহমান হইব। এই কথা আরজ করিয়া মিম্বর শরীফের নিকট গিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। স্বপ্নে দেখি, হুজুরে পাক (ছঃ) তাশরীফ আনিয়াছেন; ডানে হজরত আবূ বকর, বাম দিকে হজরত ওমর এবং সামনে হজরত আলী (রাঃ)। হজরত আলী (রাঃ) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, এই দেখ, হুজুর (ছঃ) তাশরীফ আনিয়াছেন। আমি উঠিবা মাত্রই হুজুর (ছঃ) আমাকে একটা রুটি দিলেন, আমি উহার অর্ধেক খাইয়া ফেলি। তার পর যখন আমার চোখ খুলিল তখন আমার হস্তে বাকী অর্ধেক ছিল।" (ফাজায়েলে হজ্ব ১৫৫ পৃঃ)

সম্মানিত মুসলিম ভাইগণ! আল্লাহকে ছেড়ে মৃত্যুর পর নবীর মাযারে গিয়ে খাদ্যের প্রার্থনা করা স্পষ্ট শির্ক নয় কি? মৃত্যুর পর নবী কবরে

www.pathagar.com

থেকে খাওয়াতে পারেন এ আক্বীদাহ্ পোষণ করা শির্ক নয় কি? অথচ মহান আল্লাহ বলেন :

﴿وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

"ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর"।

(সূরা হূদ : ৬)

মহান আল্লাহ্ আরও বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

"আল্লাহ তো রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল প্ররাক্রান্ত।"

(সূরা যারিয়াত : ৫৮)

সম্মানিত পাঠক! আল্লাহ্র নিকট রিয্ক প্রার্থনা না করে এ ধরনের প্রমাণহীন উদ্ভট কাহিনী বর্ণনা করা এবং ঈমানদারদেরকে মাযারভক্ত বানানোর এ জাতীয় ষড়যন্ত্র অত্যন্ত সন্তর্পণে নিসাবের মাধ্যমে মুসলিম হৃদয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। যা স্পষ্ট শির্ক। এজন্যই তো আমরা দেখি তাবলীগী জামা'আতের প্রধান মারকায নিজামউদ্দিন। সেখানে গিয়ে আমি নিজ চোখে দেখেছি অগণিত মুসলিম নামধারী মুশরিক প্রতিদিন নিজামউদ্দিন আওলিয়ার মাযারে পুষ্প অর্পণ করছে। তার নিকট বিপদের জন্য প্রার্থনা করছে। অথচ পাশেই তাবলীগী মারকাযে হাজার হাজার মুবাল্লিগ প্রতিদিন সারা বিশ্ব থেকে জড় হচ্ছে। কিন্তু এ স্পষ্ট শির্কের বিরুদ্ধে তারা نهي عن المنكر অর্থাৎ অসৎ কাজে বাধা দানের দায়িত্বটুকু পালন করছেনা। নিজ দেশে বড় মারকাযের পাশ থেকে শির্ক সরাতে পারেনি। আবার তারা অন্য দেশে তাবলীগ করে বেড়াচ্ছে এবং মসজিদ থেকে কুরআনের দারস বন্ধ করে তবলীগী নিসাবের শির্ক, বিদ'আত, জাল, যঈফ, উদ্ভট কিসসা কাহিনীর প্রচারে মেতে উঠেছে এবং তাতে তারা সফলও হয়েছে। তারা ফখর করে বলে, আমাদের লোকসংখ্যা বেশী। কারণ এ জামা'আত আল্লাহর নিকট মাকবূল হয়েছে। এটাই তার প্রমাণ। আমরা বলি, লোক বেশী হওয়া এবং দল ভারী হওয়াটা কুবূলিয়াতের প্রমাণ বহন করে না। কারণ, সর্বযুগে মুশরিকদের সংখ্যাই বেশী থাকবে।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾

"বেশী সংখ্যক মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে কিন্তু তারা মুশরিক।" (সূরা ইউসুফ : ১০৬)

পরিশেষে বলতে চাই, মু'মিনদেরকে মুশরিক বানানোর ষড়যন্ত্রে যারা মেতে উঠেছে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য মুসলিমদেরকে অভ্রান্ত ওয়াহীর দাওয়াতকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। এ জাতীয় আক্বীদা-বিশ্বাসকে দেখে দুঃখ করে কবি শফিক বলেন,

গ্রাস করেছে আজি গ্রাস করেছে
নবীর দ্বীনকে শিরক বিদ'আতে গ্রাস করেছে।
মুসলমান আজ ফযীলতের ধোঁকায় পড়েছে
তাই তিন চিল্লায় জান্নাত কেনার কোশেশ করতেছে
এখন নাকি টুঙ্গির মাঠে হজ্জও হইতেছে।
গ্রাস করেছে আজি গ্রাস করেছে
নাবীর দ্বীনকে শিরক বিদ'আতে গ্রাস করেছে।

এ ছাড়া ফাজায়েলে হজ্জে নাবীপ্রেমের বিভিন্ন কাহিনীতে এ জাতীয় বাড়াবাড়ির কথা লেখা আছে যা সম্পূর্ণ লিখতে গেলে কলেবর আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে, তাই আমরা শুধু অংশ বিশেষ তুলে ধরলাম। বিস্তারিত নিসাব গ্রন্থে দেখে নেয়ার জন্য পাঠকদের প্রতি অনুরোধ রইল। ফাজায়েলে হজ্জের উল্লিখিত প্রবন্ধের ১১নং লেখা আছে আবুল ওফা নামক জনৈক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর ক্ববর থেকে বের হয়ে নাবী ﷺ তাঁর হাত ধরে মক্কার মাসজিদে হারামে পৌছে দিলেন।

(ফাজায়েলে হজ্ব ১৫৬-১৫৭)

১২ নং কাহিনীতে আছে "আবূ এমরান ওয়াছেতকে পিপাসার কারণে প্রাণ বের হওয়ার উপক্রম হলে বেহেশতের রেদওয়ান ফেরেশতা তাকে পানি পান করালেরন এবং মাদীনায় গিয়ে নাবী ﷺ এবং তার সাথীদ্বয়কে সালাম পৌছাতে আরয করলেন। (ফাজায়েলে হজ্জ পৃঃ ১৫৭)

www.pathagar.com

আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে, রেদওয়ান ফেরেশতা জান্নাতে যাওয়ার পূর্বে আবূ ইমরানের নিকট আসলেন পিপাসা নিবারণ করালেন কিন্তু নাবীর ক্ববর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেন না। এ জাতীয় গাঁজাখোরী লেখা শাইখুল হাদীসের মত আলিমের কলম দ্বারা কিভাবে সম্ভব হল?

১৪ নং লেখা হয়েছে- "ছাইয়্যেদ নূরুদ্দিন আইজী শরীফ আফীযুদ্দীনের পিতা সম্পর্কে লিখিয়াছেন, তিনি রওজা মোবারকে পৌঁছিয়া যখন আচ্ছালামু আলাইকা আইউহান্নাবীউ অরহমাতুল্লাহে অবারাকাতুহু বলেন, তখন উপস্থিত সকলেই শুনিতে পান, কবর শরীফ হইতে আওয়াজ আসে, অ-আলাইকাচ্ছালামু ইয়া অলাদী।" (ফাজায়েলে হজ্ব ১৫৮ পৃঃ)

১৫নং ঐ একই রকমের ঘটনা লেখা হয়েছে।

১৬নং শাইখ লিখেছেন- "ইউছুফ বিন আলী বলেন, জনৈক হাশেমী মেয়েলোক মাদীনায় বাস করিত। তাহার কয়েকজন খাদেম তাহাকে বড় কষ্ট দিত। সে হুজুরের দরবারে ফরিয়াদ লইয়া হাজির হইল। রওজা শরীফ হইতে আওয়াজ আসিল, তোমার মধ্যে কি আমার আদর্শের প্রতি আনুগত্যের আগ্রহ নাই। তুমি ছবর কর যেমন আমি ছবর করিয়াছিলাম। মেয়েলোকটি বলেন, এই সান্ত্বনাবাণী শুনিয়া আমার যাবতীয় দুঃখ মুছিয়া গেল। ঐদিকে বদ আখলাক খাদেমগুলো মরিয়া গেল।"

(ফাজায়েলে হজ্ব ১৫৯ পৃঃ)

২৬নং ঐ একই রকম কিসসা লেখা আছে- ছাবেত বিন আহমদ বলেন, তিনি একজন মোয়াজ্জেনকে মসজিদে নব্বীতে আজান দিতে দেখিয়াছিলেন। মোয়াজ্জেন যখন আচ্ছালাতু খায়রুম মিনান্নাওম বলিল, তখন এক খাদেম আসিয়া তাঁহাকে একটি থাপ্পড় মারিল। মোয়াজ্জেন কাঁদিয়া উঠিয়া আরজ করিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ! আপনার উপস্থিতিতে আমার এইরূপ হইতেছে? সঙ্গে সঙ্গে সেই খাদেমের শরীর অবশ ইয়া গেল। লোকজন তাহাকে উঠাইয়া ঘরে লইয়া গেল এবং তিন দিন পর সে মরিয়া গেল।" (ফাজায়েলে হজ্ব ১৬২ পৃঃ)

সম্মানিত পাঠক! উল্লিখিত ঘটনাদ্বয় পড়ুন আর একটু ভেবে দেখুন, নাবী ﷺ ক্ববরে থেকে মানুষের মুসীবত দূর করেন এবং বেয়াদবীর অপরাধে মানুষকে মেরেও ফেলেন। জীবদ্দশায় নাবী ﷺ কাফিরদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে লড়াই করলেন, দাঁত শহীদ হল, মাথায় হেলমেট ঢুকে গেল তখনতো নাবী এভাবে কাফিরদের মেরে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তাতো করলেন না কিন্তু মরার পরে এ জাতীয় ক্ষমতায় বিশ্বাস তো মাযার ভক্তরা করে থাকে। যা বিবেকের পরিপন্থী মৃত্যুর পর যে লোকটারে চারজনে ধরে ক্ববরে রাখতে হল, অতঃপর ক্ববরে রেখে মাটি চাপা দিলে তার সমস্ত শক্তি এসে যায়। যার সাধারণ জ্ঞান আছে সেও কি এ জাতীয় বিশ্বাস করতে পারে? এবার লক্ষ্য করুন, নাবী ক্ববরে থেকে কিভাবে মহিলার মুসীবত দূর করলেন এবং খাদিম মারলেন? অথচ মহান আল্লাহ বলেন :

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ﴾

"আল্লাহ অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপতিত হয় না।"

(সূরা তাগাবুন ১১)

মহান আল্লাহ বলেন :

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾

"মহামহিমান্বিত আল্লাহ, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন।" (সূরা মুলক ১-২)

তিনি আরো বলেন :

﴿وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلاَ الأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

"আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহই যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না যারা ক্ববরে রয়েছে তাদেরকে।" (সূরা ফাত্বির ২২)

﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾

"আর তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন; অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন। মানুষ তো অতিমাত্রায় অকৃতজ্ঞ। (সূরা হাজ্জ ৬৬)

www.pathagar.com

তিনি আরো বলেন :

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾

"এরপর তোমরা অবশ্যই মরবে।" (সূরা আল-মু'মিনুন-১৫)

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, মুর্দা এবং যিন্দা সমন নয়। মুর্দা না শোনে, না বলে আর না কোন ক্ষমতা রাখে। তাহলে মৃত্যুর পর নাবীর মধ্যে এ জাতীয় ক্ষমতা বিশ্বাস করাটা তাওহীদ বিরোধী নয় কি? কুরআন বলে মউতের মালিক আল্লাহ এবং মুসীবত থেকে ত্রাণকর্তাও আল্লাহ। আর জনাব শাইখ বলেন, এ জাতীয় ক্ষমতা নাবীরও আছে। এখন কার কথায় বিশ্বাস করবেন? শায়খের কথায় বিশ্বাস করলে আল্লাহর কথা মিথ্যা হয়। আর আল্লাহর কথায় বিশ্বাস করলে শাইখের কথা মিথ্যা হয়। এখন কোনটা সত্য মনে করবেন তা আপনাদের বিবেচ্য। এবার কুরআন খুলুন আর দেখুন : নাবী, ওয়ালীদের লোকেরা ডাকে কিন্তু তারা তাদের কোন খবর রাখে না- সূরা মায়িদাহ ১১৬-১১৭ম ইউনুস ২৮-২৯, ফাতির-১৩-১৪, আহকাফ ৫-৬।

উল্লেখ্য সাহায্য একমাত্র আল্লাহর নিকট চাইতে হবে এবং বিপদ থেকে উদ্ধারকারী নাবী নয়, একমাত্র আল্লাহ। সূরা ফাতিহা ৪, বাক্বারাহ ১৬০, আন'আম ১৭-১৮, ৬৩-৬৪, আ'রাফ ৩৭, ১২৮, ১৯৭।

তাসবীহ দ্বারা যিক্র করা বিদ'আত

"শাইখুল হাদীস সাহেব তাবলীগী নিসাবের ফাজায়েলে যিকরের ৪৫৪ পৃষ্ঠায় সহীহ মুসলিমে একটি হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, "অন্য হাদীছে আসিয়াছে, হজরত ছায়াদ (রহঃ) হুজুরের সহিত জনৈক মেয়ে লোকের বাড়িতে গিয়া দেখেন যে, তাহার সামনে অনেক গুলি খেজুরের বিচি অথবা পাথরের কঙ্কর পড়িয়া আছে যাহার দ্বারা সে তাছবীহ পাঠ করিয়া থাকে।........এ জন্য সুফীগণ বলেন, পাপতো অগণিত করিতেছ অথচ আল্লাহর জিকির গুনিয়া গুনিয়া করিতেছ। ইহার অর্থ এই নয় যে, গণনা করিয়া অজীফা পড়িতে নাই, কারণ বিশেষ সময় গণনা করিয়া পড়ার ছওয়াব হাদীছে উল্লেখ আছে। বরং অর্থ হইল শুধু গণনার উপর হইবে না। অবসর সময়ে সীমাহীন সংখ্যায় পড়িতে থাক, যিকির এমন একটি দৌলত যাহার পরিধি সীমারেখার উর্ধ্বে।"

www.pathagar.com

উল্লিখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা মুছলিম সমাজের প্রচলিত তাছবীহ, অর্থাৎ সুতায় গাঁথা দানার তাছবীহ যে জায়েয উহার প্রমাণ পাওয়া যায় কাহারও মতে উহা যে বেদআত তাহা ঠিক নহে, কেননা পাথর কণা বা খেজুর বিচির উপর পড়িতে হুজুর কোন নিষেধ করেন নাই। গাঁথা বা বিনা গাঁথার মধ্যেও কোন প্রভেদ নাই, ছুফীদের ভাষায়- প্রছলিত তাছবীহকে শয়তানকে তাড়াইবার কোড়া বলা হয়। হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর হাতে কেহ তাছবীহ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, ইহার আবার প্রয়োজন কি? তিনি বলেন, যাহার সাহায্যে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছি উহাকে কি করিয়া ছাড়িতে পারি? ছাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে হজরত আবু ছুফিয়ান, ছায়াদ বিন আবি অক্কাছ, আবূ ছায়ীদ খুদরী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী পাথর কণা অথবা খেজুরের বিচির সাহায্যে তাছবী পাঠ করিতেন। হজরত আবূ হোরায়রা ও আবু দারদার নিকট থলিয়া ভর্তি খেজুর বিচি থাকিত। হজরত আবূ হোরায়রার পৌত্র বলেন- দাদাজানের নিকট দুই হাজার গিরার একা তাগা ছিল, শোয়ার আগে একবার উহাতে তাছবীহ পাঠ করিয়া লইতেন। ইমাম হোছাইনের বেটি ফাতেমার নিকটও তাছবীহ পাঠের জন্য গিরাযুক্ত একটা তাগা ছিল।

ছুফীদের পরিভাষায় তাছবীহকে মোজাক্কেরাহ বলা হয় অর্থাৎ ইহা আল্লাহকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কারণ ইহা হাতে থাকিলেই জিকির করিতে মন চায়। হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হুজুর (ছঃ) এরশাদ করেন তাছবীহ কি চমৎকার বস্তু যাহা আল্লাহকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

(ফাজায়েলে জিকির ৪৫৪-৪৫৫)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! শাইখ তাসবীহ দানার প্রমাণ করতে গিয়ে প্রথম হাদীসটি উল্লেখ করেছেন সা'দ থেকে কিন্তু তিনি তার কোন প্রমাণ উল্লেখ করেননি। তাহলে আমরা কেমন করে বুঝব যে, এটা রসূলুল্লাহ ﷺ'র হাদীস। তাছাড়া উল্লিখিত হাদীসটির রাবী বা বর্ণনাকারীর নামের শেষে বন্দনীর মধ্যে লেখা হয়েছে (রহঃ) রহমাতুল্লাহি আলাইহ। এতে প্রমাণ হয় তিনি একজন তাবিয়ী, সাহাবী হলে (রাযি) লেখা হত। (কিন্তু লেখার প্রেন্টিং মিসটেক হয়েছে কি জানি না) যাই হোক তিনি যদি তাবিয়ী হন তাহলে রসূলের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটল কিভাবে?

www.pathagar.com

যেমন তিনি লিখেছেন, সা'দ (রহ.) রসূলের সহিত, 'জনৈক মেয়ে লোকের বাড়িতে গিয়ে দেখেন, উল্লিখিত বক্তব্য ঠিক হলে আমাদের বুঝে আসে না একজন তাবিয়ীর কেমন করে রসূলের সাক্ষাত ঘটল। তাহলে তো তিনি সহাবী হবেন। আর যদি সহাবীও ধরে নিই তথাপিও বুঝার কোন উপায় নেই যে, এটা হাদীস কিনা? কারণ তিনি শুধু বলেছেন অন্য হাদীসে আছে। যাই হোক তাসবীহ দানার প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি যে দলীল উপস্থাপন করেছেন তার বেশীর ভাগ সূফীদের উক্তি। আর সহাবীদের 'যে দলীল দিয়েছেন তারও কোন দলীল প্রমাণ তিনি পেশ করেননি। তাহলে আমরা কিসের ভিত্তিতে বিশ্বাস করব যে, কথাটি হাদীসের। আসলে এসব কথা সূফীদের অথবা হাল জামানার একজন সূফী জনাব যাকারিয়া সাহেবের। তাহলে দেখুন সূফীদের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ কি বলেছেন। সহাবায়ে কিরামের যুগে মুসলিমদের মধ্যে তাসাওউফ ও সূফীর প্রচলন ছিল না। পরবর্তীকালে ১৫০ হিজরীতে মৃত আবূ হাশিম কূফী নামে জনৈক ব্যক্তি তাসাওউফের আক্বীদাহ প্রচার করেন। তারপর মুসলিমদের মধ্যে সূফীদের উদ্ভব হয়। সে সময় তাদেরকে 'আহলে খায়র' কিংবা 'সালিহীন' উপাধিতে সম্বোধন করা হতো। তাদের ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ ছিল যে, তারা তাদের মতবাদের সমর্থনে হাদীস জাল করতেন। তাই হাদীসের শাস্ত্রবিদগণ তাদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন। যেমন রিজালশাস্ত্রের মহাপণ্ডিত ও মুহাদ্দিস আল্লামা ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান (মৃত ১৯৮ হিঃ) বলেন, আমরা হাদীসের ব্যাপারে (সালিহীন) সূফীদের চেয়ে আর কাউকে এত মিথ্যাবাদী দেখিনি।

(সহীহ মুসলিম- ভূমিকা ১৩ পৃঃ, গৃহীত দ্বীনে ইসলামের তাবলীগ ৪২ পৃঃ)

ইবনু আবী আত্তাব বলেন, আমি ইয়াহইয়া ইবনু সায়ীদের পুত্র মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাত করলাম। অতঃপর তাঁকে সূফী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমার পিতা বলেছেন, তুমি হাদীসের ব্যাপারে 'আহলে খায়র' (সূফীদের) চেয়ে অধিক মিথ্যাবাদী আর কাউকে দেখবে না। (মুসলিমের ভূমিকা ১৪ পৃঃ প্রাগুক্ত-৪৩ পৃঃ)

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুসলিম (মৃত ২৬১ হিঃ) বলেন, মিথ্যা তাঁদের (সূফীদের) মুখ থেকে জারী হয়ে যেত। অথচ তারা ইচ্ছাকৃত মিথ্য বলতেন না। (প্রাগুক্ত ৪৩ পৃঃ)

www.pathagar.com

সহীহ্ মুসলিমের ব্যাখ্যাকার ইমাম নাবাভী (মৃত ৬৭৬ হিঃ) বলেন, তাঁরা (সূফীরা) হাদীসশাস্ত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতেন না। তাই তাদের হাদীস বর্ণনায় ভুল হয়ে যেত। আর তারা জানতেই পারতেন না, ওটা মিথ্যা। (প্রাগুক্ত ৪৩ পৃঃ নাবাভীর শারহু মুসলিম)

সম্মানিত ভ্রাতাগণ! এতক্ষণ আপনারা জানলেন সূফীদের সম্পর্কে হাদীস বিশারদ পণ্ডিতদের মতামত। এবার লক্ষ্য করুন, তাসবীহ্ সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস কি মন্তব্য করেছেন।

تعم المذكرور وإن افضل ما يسجد عليه الأرض وما انبته الارض

তাসবীহ্ পাঠের যন্ত্র দ্বারা তাসবীহ্ পাঠক কতই না ভাল ব্যক্তি। নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বস্তু সেটিই যার উপর সাজদাহ্ করা হয় এবং যমীন যা উৎপাদন করে। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) হাদীসটিকে জাল বলে উল্লেখ করেছেন। (বিস্তারিত দেখুন : যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ- ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৯-১৩০, হাঃ ৮৩।)

এছাড়া আল্লামা আলবানী বলেন, আমার নিকট এই অর্থও বাতিল কতিপয় কারণে :

১। তাসবীহ্ দানা দ্বারা তাসবীহ্ পাঠ করা বিদ'আত। কারণ তা নাবী ﷺ'র যুগে ছিল না। এটি আবিষ্কার হয়েছে পরবর্তীতে। কিভাবে তিনি তাঁর সাথীদেরকে এমন একটি কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন যেটিকে তারা চিনতেন না।

এর দলীল : ইবনু মাস'উদ (رضي الله عنه) এক মহিলাকে তাসবীহ্ দানা দ্বারা তাসবীহ্ পাঠ করতে দেখে তা কেটে ফেলেছিলেন এবং ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে পাথর দ্বারা তাসবীহ্ পাঠ করতে দেখে তিনি তাকে তার পা দ্বারা প্রহার করেন। অতঃপর বলেন : তোমরা আমাদের চেয়ে অগ্রণী হয়ে গেছ! অত্যাচার করে বিদ'আতের উপর আরোহণ করেছ এবং জ্ঞানের দিক দিয়ে নাবী ﷺ'র সাথীদেরকেও ছাড়িয়ে গেছ!

সম্মানিত পাঠক! তাবলীগী নিসাবের স্বনামধন্য লেখক হিকায়াতে সহাবার ৬৫৭-৬৫৮ পৃষ্ঠায় হাদীস বর্ণনায় ইবনু মাস'উদের সতর্কতা অধ্যয় লিখেছেন হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ মাসায়েল আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (رضي الله عنه)'র রিওয়ায়াত হতে সংগৃহীত। তার বক্তব্য অনুযায়ী আব্দুল্লাহ বিন মাস'উদ (رضي الله عنه)'র অনুসরণ আজকে যদি কোন তাবলীগী সূফীর

www.pathagar.com

তাসবীহ ছিড়ে বা পাও দ্বারা ছুড়ে মারা তো দূরের কথা সামান্যতম বেইজ্জতি হয় তবে তাকে মুসলিম ভাববেন কি?

২। এটি নাবী ﷺ'র দিক নির্দেশনা বিরোধী। কারণ 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর বলেন :

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينة

'আমি রসূল ﷺ- কে ডান হাতের মুষ্টি বেঁধে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি।'

(হাদীসটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু হিব্বান হাকিম ও বাইহাকী সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।)

৩। এছাড়া রসূল ﷺ'র নির্দেশেরও বিরোধী। তিনি মহিলাদেরকেও অঙ্গুলিগুলো মুষ্টি বেঁধে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দেন।- হাদীসটি হাসান। এটি আবূ দাউদ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। এটিকে হাকীম ও যাহবী সহীহ বলেছেন এবং নাব্বী ও আসক্বলানী হাসান বলেছেন।

(দেখুন যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ১ম খণ্ড, ১৩০-১৩১ পৃঃ)

তাবলীগী নিসাব কর্তৃক একটি পরিভাষা এবং শারী'আতে তার স্থান

রুহুল বয়ানে আবদুল্লাহ বিন ওমর (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছঃ) বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে সব সময় পাঁচ শত বিশিষ্ট অলী ও চল্লিশ জন আবদাল থাকেন। তন্মধ্যে কেউ মারা গেলে অন্য একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ছাহাবারা তাদের বিশিষ্ট আমালের কথা জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর (ছঃ) বলেন, তাহারা অত্যাচারীকে ক্ষমা করিয়া দেয়, দুর্ব্যবহারকারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে ও আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক দ্বারা অন্যের সহিত সহানুভূতি করে। (তাবলীগী নিসাব, ফাজায়েলে রমজান ১৭ পৃঃ, সংশোধিত সংস্করণ, ১৮ মার্চ , ২০০৩ইং তাবলীগী কুতুবখানা চকবাজার ঢাকা- ১২১১)

পাঠক! গাউস কুতুব এগুলো সূফীদের একটি পরিভাষা। আর প্রচলিত তাবলীগী জামা'আতের জনক ইলিয়াস ও তার ভাতিজা উভয়ে সূফী ছিলেন। এই নিসাবে এ ধরনের পরিভাষা আপনারা অনেকে স্থানে পাবেন। এ পরিভাষাটির সঙ্গে ইসলামের কতটুকু সম্পর্ক এবার লক্ষ্য করা যাক।

এ মর্মে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.)-কে ফাতওয়া জিজ্ঞেস করলে তদুত্তরে তিনি বলেন : এই ব্যাপারে লোকদের মধ্যে

www.pathagar.com

অনেক দলই গাউস কুতুবের সমর্থক। তারা তাদের বিশ্বাসের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ বাতিল, দ্বীন ইসলাম তথা ইসলামের মূল উৎস কুরআন ও সহীহ হাদীসে কোন সমর্থন মিলে না। দৃষ্টান্তপেশ করছি : কতক লোকে এ ধারণা পোষণ করে থাকে যে, গাউস এমন এক সত্তা যার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্ট জীবসমূহের রিযক অর্থাৎ জীবিকা অর্জিত হয়ে থাকে। আর তাদের সাহায্যে দুশমনের বিরুদ্ধে সহায়তা অর্জিত হয়ে থাকে। এমনকি উর্ধ্বলোকের ফেরেস্তা এবং পানির গর্ভে সঞ্চারমান মৎসসমূহও তার ওয়াসীলাতেই সাহায্য লাভ করে থাকে। জেনে রাখা প্রয়োজন যে, এটা এমন এক কথা যা নাসারাগণ ঈসা ('আ.) সম্বন্ধে বিশ্বাস করে থাকে আর রাফিযীরা (গালিয়াগণ) আলী (রাঃ) সম্বন্ধে। এধরনের আর এ হচ্ছে সুস্পষ্ট কুফর। যারা এরকম গোমরাহীর কথা বলবে তাদেরকে বলতে হবে, তাওবাহ কর। যদি তাওবাহ করে ভাল। কিন্তু জীবসমূহের মধ্যে, কোন মানুষের বা অন্য কিছুর ওয়াসীলায় আল্লাহর কোন সৃষ্টি জীবের সাহায্য লাভ হয় না। এধরনের কথা মুসলিমদের সর্বসম্মত রায় অনুসারে কুফরের পর্যায়ভুক্ত। কতক লোক বলে থাকে যে, পৃথিবীতে ৩১০ জনের কিছু বেশি এমন সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে, যাদেরকে বলা হয় নুজাবা (নজীব)। এদের মধ্যে বেছে ৭০ জনকে নির্বাচিত করা হয় যাদের বলা হয় নুকাবা (নকীব)। এই ৭০ জনের মধ্যে ৪০ জন এমন পুরুষ যাদের বলা হয় আবদাল। আবার তাদের মধ্যে রয়েছে ৭ জন আকতাব (কুতুব)। এই ৭ জনের মধ্যে আছেন ৪ জন, যাদের বলা হয় আওতাদ, অতঃপর ঐ ৪ জনের মধ্যে আছে এক ব্যক্তিসত্ত্বা যার নাম গাউস, তিনি অবস্থান করেন মক্কা মু'আয্যামায়। দুনিয়ার বাসিন্দাদের উপর যখন খাদ্য অথবা অন্য কোন ব্যাপারে কোন বালা-মুসীবত নাযিল হয়ে যায়, তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বিপদ নিরসনের জন্য প্রথমোল্লেখিত নুজাবাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, যাদের সংখ্যা ১৩০ এর কিছু উপরে। অতঃপর নুজাবাগণ ৭০ জন নুকাবার দিকে, সেই ৭০ জন নুকাবা ৪০ জন আবদালের দিকে, তারা আবার ৭ জন আকতাবের নিকট, তারা পুনরায় ৪ জন আওতাদের নিকট এবং সর্বশেষ তারা তাদের সর্বোচ্চ ব্যক্তি-সত্তা গাউসের দিকে ধাবিত হয়। কতক লোক উল্লিখিত সংখ্যা নাম এবং পদমর্যাদার মধ্যে কিছু কম-বেশী পার্থক্য করে থাকে। কেননা তাদের

www.pathagar.com

সম্বন্ধে বহু রকম উক্তি শুনতে পাওয়া যায়। বহু অদ্ভুত এবং উদ্ভট কথাও তাদের সম্বন্ধে প্রচারিত হয়ে থাকে। কেউ বলে গাউস এবং যুগের খিযর ('আ.)'র নামে আসমান থেকে মাক্কা মু'আয্‌যামায় একটা সবুজ পত্র অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এ ধারণা ঐসব লোক পোষণ করে থাকে যাদের বিশ্বাস এই যে, খিযর বিলায়েতের একটি পর্যায়। তাদের মতে প্রত্যেক যুগে একজন করে খিয্‌র থাকেন। খিয্‌র সম্বন্ধে তাদর দু'রকম কথা শুনতে পাওয়া যায়, আর এগুলো সমস্তই বাতিল, প্রত্যাখ্যাত এবং গ্রহনের অযোগ্য। কেননা, আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদে এবং রসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতে এর কোন ভিত্তি নেই। সালফে সালেহীনের মধ্যে কেউ এধরণের কথা বলে যাননি। এধরনের কথা না বলেছেন শারী'আতের কোন ইমাম, না পূর্বের যুগের মা'আরেফাতের কোন বড় মাশাইখ। একথা কে না জানে যে, সৃষ্ট জীব তথা মানুষ্যকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যে সত্তা সেই মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ চার শিষ্য সিদ্দিকে আকবার , ফারূকে আযম, উসমান যুননুরাইন এবং আমীরুল মু'মিনীন আলী (রাঃ) ছিলেন নাবীদের পর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এরা সবাই মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় অবস্থান করে গেছেন। এদের মধ্যে কেউই (হিজরতের পর থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে পর্যন্ত) মক্কায় বসবাস করেননি। কেউ কেউ মুগীরা ইবনে শু'বার গোলাম হেলাল সম্বন্ধে বলে থাকে যে, তিনি ৭৭জন কুতুবের একজন ছিলেন, তারা এর সমর্থনে একটি হাদীসও পেশ করে থাকে। কিন্তু সেই হাদীস হাদীসশাস্ত্র বিশারাদদের সর্বসম্মত মতে বাতিল। এ ধরনের কতিপয় হাদীস যদিও আবূ নায়ীম (রহ.) হিলিয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে রিওয়ায়াত করেছেন। তার দ্বারা ধোঁকায় পড়া এবং নিজেদেরকে বিভ্রান্তি তে ফেলা উচিত নয়। কেননা তাদরে সংকলিত গ্রন্থে একদিকে যেমন সহীহ এবং হাসান হাদীস সঙ্কলিত হয়েছে তেমনই তাতে যঈফ, মাওযূ এবং মিথ্যা হাদীসও স্থান পেয়েছে। যেগুলোর প্রক্ষিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বিজ্ঞ আলিমদের মধ্যে কোনই মতভেদ নেই। হাদীস সঙ্কলকগণ যেরূপ রিওয়ায়াত শ্রবণ করেছেন, ঠিক সেরূপই লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা কোন রিওয়ায়াত সহীহ, কোনটি বাতিল সেসব বিচার-বিবেচনা করার ও পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। অপর পক্ষে সত্যনিষ্ঠ মুহাক্কিক মুহাদ্দিসগণ কখনই এরূপ করতেন না। তারা হাদীস পরীক্ষা করে

www.pathagar.com

দেখতেন এবং তাঁদের বিচারে যেগুলো মাওযূ, জাল এবং বাতিল বলে সাব্যস্ত হতো তা রিওয়ায়াত করতেন না। কারণ তাঁরা সহীহ বুখারীতে রসূলের এ হাদীস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন যাতে বলা হয়েছে :

من حدث عنى بحديث وهو يرى أنه كذب فهو احد الكاذبين

"যে ব্যক্তি এমন এক হাদীস রেওয়ায়াত করে যে হাদীস সম্পর্কে তার ধারণা এই যে, তা মিথ্যা, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম" মোটকথা প্রত্যেক মুসলিমই জানে যে, বাঞ্ছিত কোন বস্তুর জন্য একমাত্র আল্লাহর কাছে আবেদন জানাতে হয় অথবা আসমানী কোন বালা মুসীবত যখন নাযিল হয়, তখনই সেই ভয় ও বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহর নিকট নিবেদন করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়, বৃষ্টির যখন একান্ত প্রয়োজন তখন বৃষ্টি না হলে তারা ইসতিস্কার সলাত পড়ে (সময়মত শষ্য উৎপাদনের জন্য) পানি বর্ষণের প্রার্থনা জানায়। আর চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ, সাইক্লোন, ভূমিকম্প, কুজঝটিকায় (অথবা ট্রেন, বাস জাহাজ, নৌকা প্রভৃতির দুর্ঘটনায়) বিপদ থেকে উত্তরণের জন্য মুসলিম একমাত্র একক লা-শারীক আল্লাহর শরণাপন্ন হয়ে থাকে। তাকেই তারা একমাত্র বিপত্তারণকারী বলে বিশ্বাস করে। জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা রেখে তাঁকেই আকুল হৃদয়ে কাতর স্বরে ডাকতে থাকে। তখন তারা অপর কাউকেই ডাকে না। আর প্রকৃত কথা এই যে, কোন মুসলিমের জন্য এটা সিদ্ধ নয় যে, নিজের কোন অভাব মিটান ও প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে মাধ্যম রূপে পাওয়ার নিমিত্ত এদিক সেদিক ধর্ণা দেয়। তার পক্ষে এটাও মোটেই কাম্য নয় যে, ইসলাম গ্রহণ ও তাওহীদ বরণের পর এ ধারণা পোষণ করে যে, কোন নির্দিষ্ট মাধ্যম ছাড়া (কুরআন ও হাদীসে যার কোনই দলিল নেই) তাদের দু'আ কবুল হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ﴾

www.pathagar.com

"যখন মানুষের উপর কোন ক্ষতিকর কিছু আপতিত হয়, তখন সে শায়িত উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় আমার নিকট আহ্বান জানায়। (কিন্তু) যখন আমি তার উপর আপতিত ক্ষতিকর বস্তুটি অপসারিত করে দিই, তখন সে এমনভাবে চলাফেরা করে যেন তার উপর আপতিত ক্ষতিকর বস্তুর আপসারণের জন্য আমার নিকট কোন আহ্বানই সে জানায়নি। (সূরা ইউনুস ১২, বানী ইসরাঈল ৬৭)

রুহুল বয়ানে আবদুল্লাহ বিন ওমর (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুর (ছঃ) বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে সব সময় পাঁচ শত বিশিষ্ট অলী ও চল্লিশ জন আবদাল থাকেন। তন্মধ্যে কেউ মারা গেলে অন্য একজন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ছাহাবারা তাদের বিশিষ্ট আমালের কথা জিজ্ঞাসা করিলে হুজুর (ছঃ) বলেন, তাহারা অত্যাচারীকে ক্ষমা করিয়া দেয়, দুর্ব্যবহারকারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে ও আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক দ্বারা অন্যের সহিত সহানুভূতি করে। (তাবলীগী নিসাব, ফাজায়েলে রমজান ১৭ পৃঃ, সংশোধিত সংস্করণ, ১৮ মার্চ , ২০০৩ইং তাবলীগী কুতুবখানা চকবাজার ঢাকা- ১২১১)

মুসলিম ভাই ও বোনেরা! উল্লিখিত হাদীসটি য'ঈফই নয় বরং মাওযু, অর্থাৎ রসূলের নামে বানানো জাল হাদীস। লেখক ও অনুবাদক সংশোধিত সংস্করণেও বিনা তাহক্বীকে বর্ণনা করেছেন, আল্লামাহ ইবনুল জাওযী (রহ.) স্বীয় কিতাব আল মাওযূয়াতে ৩য় খণ্ডে ১৫১ ও ১৫২ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত হাদীস এবং এজাতীয় অন্য হাদীসের উল্লেখ করে লিখেছেন :

فكثير من رجال مجاهيل ليس فيهم معروف و كذلك حديث

অর্থাৎ এ হাদীস সমূহের বেশীর ভাগ অপ্রসিদ্ধ এবং মাযহুল রাবী আর ঐ একই অবস্থা ইবনে ওমর এর হাদীসেরও।

(কিতাবুল মওযুয়াত ৩য় খণ্ড ১৫১- ১৫২)

আল্লামাহ ইবনুল কাইয়ুম (রহ.) বলেন :

احاديث الابدال ولا قطاب الاغواث و لنقباء ونجبا و لاوتاد كلها باطلة على رسول الله ﷺ.

অর্থাৎ আবদাল, কুতুব, গওস, নকীব, নাযিব এবং আওতাদওয়ালা সমস্ত বর্ণনা বাতিল এবং নাবী ﷺ'র উপর মিথ্যাআরোপ।

www.pathagar.com

(المنار المنيف في الصحيح والضعيف ٣٠٧-١٣٦)

হাদীসটি এ দৃষ্টিকোণেও বানাওয়াট প্রমাণিত হয় যে, নাবী ﷺ'র সাহাবাগণ এর সংখ্যা পাঁচশ থেকেও অনেক বেশি ছিল যারা সকলেই আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা ছিলেন। হুদাইবিয়ার সময় চৌদ্দ পনেরশ' সাহাবা কিরাম (রাযি.) নাবী ﷺ'র সঙ্গে ছিল। যাদের উপর আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা আল-কুরআনে আল্লাহ নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন,

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

"আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল।" (আল ফাতহ্ : ১৮)

তাবলীগী ভাইয়েরা! যদি এই হাদীসকে সহীহ মেনে নেয়া হয় তাহলে এ (যামানায়) যুগে পাঁচশত বিশিষ্ট বান্দা হবে এবং সাহাবাদের যুগেও পাঁচশত আল্লাহর বিশেষ বান্দা ছিল। তাহলে সাহাবদের যুগে যে সমস্ত সাহাবীগণ (রাযি.) ছিলেন ঐ পাঁচশত বিশিষ্ট বান্দাদের হিসেবের বাহিরে ছিলেন। তাহলে আজকের যুগের পাঁচশত বিশিষ্ট লোক সেই হাজার সাহাবায়ে কেরাম যারা বিশিষ্ট বান্দাদের হিসাবের বাহিরে ছিল তারা উত্তম। বরং মুসলিমদের তো আক্বীদাহ এই যে আজকের যুগের বড় বড় মুত্তাকীও নিম্ন দরজার সাহাবীর মর্যাদায় পৌঁছাতে পারে না। উত্তম বা বিশিষ্ট হওয়া তো দূরের কথা। আজকে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মুসলিমদের মধ্যে শুধুমাত্র পাঁচশতই বিশিষ্ট বান্দা যারা মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করে? এবং আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক দ্বারা অন্যের সহিত সহানুভূতি করে? মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করার মত লোক হিন্দুস্থানেই হাজার হাজার হবে। এ জাতীয় মিথ্যা হাদীস শুধুমাত্র পীর-মুরিদীর ব্যবসা চমকানোর জন্য বলা হয়ে থাকে। অতএব তাবলীগী ভাইদের প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ যে, মিথ্যা হাদীসের তাবলীগ করে নিজে এবং সাধারণ মুসলিমদেরকে জাহান্নামের দিকে না নিয়ে বরং সহীহ হাদীসের ভাণ্ডার বহুত বড় এবং তাবলীগ ও তা'লিমের জন্য যথেষ্ট ভাবুন। আর ইসলাম বিরোধী কিচ্ছা কাহিনী নিসাব থেকে বের করে দিন। ঐ সমস্ত গ্রন্থ থেকে ইসলাম বা আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র ওয়াহী ভিত্তিক মিশন ব্যবস্থা কি

www.pathagar.com

আমাদের নিকট প্রিয় নয়? আল্লাহ আমাদের মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আল্লাহ ওয়ালাদের ছোহবত

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

"হে বিশ্বাসী বান্দাগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (তাওবাহ : ১১৯)

মোফাচ্ছেরীনগণ সত্যবাদীদের অর্থ এখানে মাশায়েখ ও ছুফিয়ায়ে কেরাম দ্বারা করিয়াছেন। যখন কোন ব্যক্তি তাঁহাদের সাহচর্য লাভ করেন তখন তাঁহাদের তরবিয়াত ও আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির বদৌলতে সে তারাক্কীর উচ্চ শিখরে আরোহন করিয়া যায়। হযরত শায়েখ আকবর (রঃ) লিখিয়াছেন, তুমি যদি নিজের আমিত্বকে অন্যের আদেশের সম্মুখে বিলীন করতে না পার তবে আজীবন সাধনা করিয়াও নিজের নফসের গোলামী হইতে নিস্কৃতি পাইবে না। অতএব যখনই তোমার সম্মুখে এমন ব্যক্তির আবির্ভাব হয় যাঁহার ইজ্জত তোমার অন্তরে রহিয়াছে তখনই তাঁহার খেদমতে লিপ্ত হও, তাঁহার সম্মুখে মুর্দার মত হইয়া থাক, তোমার সমস্ত খাহেশাতকে মিটাইয়া তাহার আদেশ পালনে ব্রতী হও। তাঁহার নিষেধ থেকে বিরত থাক। তিনি যেই ব্যবস্থা করতে বলেন তাহাই কর। নিজের খাহেশে নয় বরং তাঁহার হুকুমে। তিনি বসিতে বলিলে বসিয়া পড়। অতএব কামেল মোর্শেদ তালাশ করিতে সচেষ্ট হও, তিনি তোমাকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিবেন। উর্দুতে বলা হয়েছে

تاکہ تیری ذات کو اللہ کی ذات سے ملا دے

(তাবলীগী নিছাব, ফাজায়েলে আ'মালের ফাজায়েলে তাবলীগ বাংলাদেশ ৪৬ পৃষ্ঠা, সংশোধিত সংস্করণ- ১৮ মার্চ, ২০০৩ইং তাবলীগী কুতুবখানা, চকবাজার, ঢাকা- ১২১১)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! আল-কুরআনে আল্লাহ মুসলিমদের জন্য রসূল ﷺ'র পবিত্র সত্তাকে আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ বানিয়েছেন। আর তাঁরই আদর্শকে গ্রহণ করার জন্য গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

তিনি ﷺ ছাড়া অন্য কোন সত্তা বা ব্যক্তি উম্মাতে মুসলিমার জন্য কামেল অর্থাৎ পরিপূর্ণ অনুসরণীয় নয়, আর হতেও পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

১. {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

"(হে মু'মিনগণ!) তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের (জীবনের) মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে। (আহযাব : ২১)

২. {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}

রসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। (হাশর ৫৯ : ৭)

৩.

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না, যে পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ-বিসম্বাদের মীমাংসার ভার তোমার উপর ন্যস্ত না করে, অতঃপর তোমার ফয়সালার ব্যাপারে তাদের মনে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ না থাকে, আর তারা তার সামনে নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সমর্পণ করে। (আন-নিসা-৪:৬৫)

৪.

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴾

যে রসূলের হুকুম মানল, সে তো আল্লাহ্‌রই হুকুম মানল, কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে (জোরপূর্বক তাকে সৎপথে আনার জন্য) আমি তোমাকে তাদের প্রতি পাহারাদার করে পাঠাইনি। (আন-নিসা ৪:৮০)

আল কুরআনের উল্লিখিত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আনুগত্য এবং ফরমাবারদারীর উপযুক্ত যদি কেউ থাকে তাহলে তিনি হলেন

www.pathagar.com

একমাত্র রসূলের সত্তা, এ মর্মে কুরআন মাজীদের অগণিত আয়াত আছে। কিন্তু কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সামান্য উদ্ধৃতি দেয়া হল, নাবী ﷺ ছাড়া অন্য কাউকে উম্মাতে মুসলিমার জন্য আল্লাহ তা'আলা নমুনা বানাননি। কোন আমল বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হল আমলটি নাবী ﷺ'র তরীকা মুতাবেক হতে হবে। যদি কোন আমল তাঁর তরীকা বহির্ভূত হয় তা আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, এই বৈশিষ্ট আল্লাহ অন্য কারো জন্য নির্ধারণ করেননি। এ জন্য মুসিলম হওয়ার জন্য শর্ত হল ব্যক্তি তার স্বীয় তামাম খাহেশাত অর্থাৎ তার প্রবৃত্তিকে নাবী ﷺ এর তাবে বা অনুগত করে দিবে।

নাবী ﷺ বলেন,

لا يومن احدكم حتى يكون هوا ه تبعا لما جئت به (ذكره النووي في الاربعين وعزاه إلى كتاب الحجة وصحح اسناده)

"তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত বিষয়ের অনুগত হবে।" (ইমাম নব্বী ৪০ হাদীসের উল্লেখ করে কিতাবুল হুজ্জাহর উদ্ধৃতি দিয়ে তার সনদকে সহীহ বলেছেন)

সম্মানিত পাঠক! আল্লাহ রসূলের উল্লেখিত নির্দেশ সামনে রেখে ফাযায়েলে তাবলীগের উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর প্রতি একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন আর ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন। এবং অন্তরের সঙ্কির্ণতা দূর করে বলুন, রসূলের উত্তম আদর্শের উপস্থিতিতে পুনরায় অন্য কোন শায়খে কামেলের অনুসন্ধান করা কি উচিত যিনি আল্লাহর সঙ্গে মিলিয়ে দেবার দাবি করে । তারই তাবলীগ করা হচ্ছে। তাহলে রসূলের তরীকা কি যথেষ্ট নয়? তিনি কি আমাদের জন্য রাস্তা দেখিয়ে যাননি? এটা আবার কোন শায়খে কামেল যাকে নিজের উপর তাছারফের (অন্যায় হস্তক্ষেপের) পরিপূর্ণ ক্ষমতা দেয়ার তাবলীগ হচ্ছে? এটা আবার কোন শায়খ যাকে রিসালাতের আসনে আসীন করা হচ্ছে? সে যে জিনিসের নির্দেশ দিবে তা বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে। আর যা নিষেধ করবে তা থেকে বিরত থাকতে হবে যখন এ অধিকার আল্লাহ তা'আলা শুধু নাবী ﷺ-কে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

প্রিয় মাহবুব (ছঃ) কর্তৃক হজরত জামী (রঃ) কে মদীনায় যাইতে নিষেধ করার কেচ্ছা

হযরত জামী (রহঃ) এই কাছীদা লেখার পর একবার হজ্জে রওয়ানা হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল মদীনায়ে মোনাওয়ারা পৌঁছিয়া হুজুরে পাক (ছঃ)-এর দরবারে এই কাছিদা পাঠ করিবে। হজ্জ আদায় করার পর তিনি যখন মদীনা শরীফ জিয়ারতের এরাদা করিলেন। তখন মক্কা শরীফের আমীর হুজুরে আকরাম (ছঃ) এর জিয়ারত লাভ করিলেন।.......... ইহার পর আমীর তাহাকে জেল হইতে বাহির করিয়া বহুত ইজ্জত ও সম্মান প্রদর্শন করিলেন। (ফাজায়েলে দরূদ শরীফ ১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠা সংশোধিত সংস্করণ ১৭ই জানুয়ারী ১৯৯২ ইং, তাবলীগী কুতুব খানা, চকবাজার ঢাকা-১২১১)

পাঠকবৃন্দ ও তাবলীগী ভাইয়েরা! ফাযায়েলে দরূদ এর উল্লিখিত ঘটনাকে আবারও পড়ে দেখুন এবং খুজে দেখুন এর কোন সনদ আছে কিনা। অথবা কোন গ্রহণযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতি আছে কিনা। দেখবেন উল্লিখিত ঘটনার কোন সনদ ও হাওয়ালা পাবেন না। তবে হ্যাঁ এটা অবশ্যই পাবেন। শাইখ জাকারিয়া সাহেব লেখেন :

"এই কেচ্ছা, আমার শোনা এবং স্মরণ থাকার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। তবে বর্তমানে আমরা দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা আর অসুস্থ্যতার জন্য কোন কিতাব দেখিয়া হাওয়ালা দিবার সামর্থ নাই? হ্যাঁ পাঠকদের মধ্যে যদি কেহ কোন কিতাবে এই ঘটনা পাইয়া থাকেন তবে আমার জীবিতাবস্থায় আমাকে নিশ্চয় জানাইবেন আমার মৃত্যুর পর হইলে কিতাবের টিকায় লিখিয়া দিবেন। এই কিচ্ছার কারণেই এই অধমের খেয়াল সেই কাছীদার দিকে যাইতেছে। এই ঘটনা কিছুটা অসম্ভবও নয়।"

(ফাজায়েলে দরূদ ১৩৮ পৃঃ প্রাগুক্ত)

এমনিভাবে শায়খ জাকারিয়া সাহেব ফাজায়েলে দরূদ ১৩৭ পৃষ্ঠায় লেখেন :

"এই অধমের বয়স যখন দশ এগার বৎসর তখন গঙ্গুহ নামক গ্রামে আমার পিতার নিকট ঐ কিতাবখানি পাড়িয়াছিলাম, তখন আব্বাজান হজরত জামী সম্পর্কে মুখে মুখে আমাকে কেচ্ছা শুনাইয়াছিলেন।" (প্রাগুক্ত ১৩৭)

উল্লিখিত উভয় বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে তাবলীগী নিসাবের লেখক শাইখ সাহেব এই কিচ্ছাটিকে কোন কিতাবে পড়েন নাই

www.pathagar.com

স্বীয় পিতার নিকট থেকে যবানী শ্রবণ করেছন। আর এটাও জানা গেল যে, শাইখ লেখক, দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতার কারণে কিতাবের মধ্যে এই কিচ্ছাকে তালাশও করতে পারেননি। আর আজ পর্যন্ততাবলীগী জামা'আতের কোন আলেমে দ্বীনেরও কোন কিতাবে এই কিচ্ছা মিলেনি। যদি মিলত তাহলে শাইখ যাকারিয়া অর্থাৎ লেখকের ওসীয়াত মুতাবেক তাকে হাওয়ালা হিসাবে পেশ করা হত যখন এই কিতাবের অসংখ্য সংস্করণ বাজারে এসেছে এবং মুদ্রিত হয়েছে। এমনকি আমরা যে মুদ্রণের উদ্ধৃতি দিচ্ছি তাও সংশোধিত সংস্করণ, অথচ কোন সংস্করণে এর কোন হাওয়ালা দেয়া হয়নি। প্রমাণিত হল এ কিচ্ছার কোন সনদসূত্র নেই। এটা মুখে মুখে শোনা সুনাভানের পুঁথির তুল্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাছাড়া এই কিচ্ছা গলদ এবং ভ্রষ্ট হওয়ার সব থেকে বড় কারণ। এর দ্বারা আক্বীদায়ে তাওহীদ এবং শরিয়াতের মৌলিক শিক্ষার বিরোধী শিক্ষা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করুন :

১. জনাব জামী যে 'কাছীদা বা নায়াত বলেছিলেন, তার জ্ঞান নাবী ﷺ মৃত্যুর পর কবরে কেমনে হল? আর নাবী ﷺ মৃত্যুর পর কবরে থেকে কি করে জানলেন জনাব জামী মদিনা তৈয়েবার আসিতেছে আর তার কবরের নিকট দাঁড়িয়ে কাসীদা পড়বে? এই কিচ্ছা দ্বারা কি নাবী ﷺ মৃত্যুর পরেও গায়েব জানেন তাই প্রমাণিত হয় না? অথচ তিনি জীবিতাবস্থায়ও গায়েব জানতেন না। মহান আল্লাহ বলেন :

﴿قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللّٰهُ﴾

"(হে রসূল ﷺ আপনি বলুন) আল্লাহ ব্যতীত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেহই অদৃশ্য (গায়েব) বিষয়ের জ্ঞান রাখে না। (নামল ২৭ : ৬৭)

আরো দেখুন : আল-আনআম ৪৯-৫০, আল বাক্বারাহ- ২৫৫, মুদ্দাসসির- ৩১।

﴿لَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾

"আমি যদি গায়েব জানতাম, তাহলে কল্যাণ সঞ্চয় করে নিতাম এবং অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করত না।"

www.pathagar.com

এর অর্থ হচ্ছে, যেহেতু আমি গায়েব জানি না, সেহেতু অধিক কল্যাণ সঞ্চয় করতে পারিনি, ফলে অমঙ্গল আমাকে স্পর্শ করেছে।

নাবী ﷺ'র জীবদ্দশায় মা আয়িশাহ رضي الله عنها'র উপর মিথ্যা তোহমত আরোপ করা হয়ে ছিল। এ কারণে মুহাম্মাদ ﷺ দীর্ঘ ৩০ দিন যাবৎ চিন্তিত অবস্থায় কালাতিপাত করেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে মা আয়িশাহ رضي الله عنها এর পবিত্রতার পক্ষে আয়াত নাযিল করেন, তখন বিষয়টি পরিষ্কার হয় এবং নাবী ﷺ নিশ্চিন্তহন (সহীহ্ বুখারী)। বলুন, একাধারে এক মাস পর্যন্তমদিনায় এ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিষিকাময় অবস্থা হয়েছিল, যতক্ষণ পর্যন্তআল্লাহ তা'আলা ওয়াহীর মাধ্যমে জানিয়ে না দিয়েছেন ততক্ষণ তিনি তার যথার্থতা জানতে সক্ষম হননি। অথচ তাবলীগী নিসাবের ঘটনা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে মৃত্যুর পরেও নাবী ﷺ উপলব্ধি করেছেন বা জানছেন যে, জামী কাছীদা পাঠ করার জন্য মাদীনার অভিমুখে রওয়ানা হয়ে আসছে। (আসতাগ ফিরুল্লাহ)

উনপঞ্চাশ কোটি ফযীলতের হাক্বীকাত

আমাদের প্রচলিত তাবলীগী ভাইদের ৬নং এর শেষ নাম্বার হ'ল 'দাওয়াত ও তাবলীগ' যার ফাযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে তাবলীগী ভাইদের মুখ থেকে শোনা যায়, এ রাস্তায় বের হয়ে অর্থাৎ তাবলীগী জামা'আতের সহিত বের হলে প্রতিটি আমলের বিনিময় নাকি উনপঞ্চাশ কোটি সওয়াব পাওয়া যায় যেমন তারা বলে যদি কেউ তাবলীগে বের হয়ে এক রাক'আত সলাত আদায় করে তাহলে সে উনপঞ্চাশ কোটি সলাত আদায় করার সওয়াব পায়। একবার 'সুবহান আল্লাহ' বললেও নাকি উনপঞ্চাশ কোটি বার 'সুবহান আল্লাহ' বলার সওয়াব পাওয়া যায়। অথচ আমরা দেখতে পাই সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বায়তুল্লাহ অর্থাৎ কাবায় এক রাক'আত সলাত আদায় করলে লক্ষ রাক'আত সলাতের সওয়াব পাওয়া যায় আর মাসজিদে নাব্বীতে সলাত আদায় করলে একশ হাজার রাক'আত সলাতের সওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু উপরের উনপঞ্চশ কোটি ফযীলতের কোন সহীহ্ দলীল খুজে পাওয়া যায় না। তাবলীগী মুরব্বীদের নিকট দলীল চাইলে তারা বলেন, এটা দু'টি হাদীসের গুণ ফলের সমষ্টিকে বুঝান হয়। আমরা উল্লিখিত দু'টি হাদীস যাচাই করে দেখলাম হাদীস দু'টি বিশুদ্ধ নয় বরং য'ঈফ বা দুর্বল হাদীস। দ্বিতীয়তঃ দু' হাদীসে দু'রকম ফযীলাত বর্ণিত হয়েছে।

www.pathagar.com

অতএব পাঠক ভাই ও বোনদের জ্ঞাতার্থে হাদীস দু'টিকে তার মানসহ তুলে ধরা হল :

১। 'সলাত, সিয়াম ও যিকিরকে আল্লাহ রাস্তায় খরচ করার উপরে সাত শ' গুণ নেকী বৃদ্ধি করা হয়। (আবূ দাউদ, হা/ ২৪৭৮ 'জিহাদ অধ্যায়' অনুচ্ছেদ ১৪)

২। 'যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় টাকা প্রেরণ করল এবং নিজে বাড়ীতে অবস্থান করল সে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে সাত দিরহামের নেকী পেল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করল এবং তাঁর পথে খরচ করল সে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে সাত লক্ষ নেকী পেল।

(ইবনু মাজাহ হা/ ২৭৬১ জিহাদ অদ্যায়, অনুচ্ছেদ- ৪; মিশকাত হা/৩৮৫৭ জিহাদ অধ্যায়)

উক্ত হাদীস দু'টি দ্বারা প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতের লোকেরা তাদের সাথে চিল্লায় বের হয়ে যেকোন সৎ আমলের নেকী গুণ করে (৭০০ x ৭,০০০০০) ৪৯,০০০০০০০ (ঊনপঞ্চাশ কোটি) বলে প্রচার করে। (তাবলীগের প্রশ্ন-উত্তর, পৃঃ ১৯, এস এম সালেহীন, ইসলামী গবেষণাগার, আল জামেয়াতুল আরাবীয় মাজেদুল উলুম দিগরাজ, মংলা, বাগের হাট- প্রকাশ ২০০৪)

অথচ উল্লিখিত উভয় হাদীসই য'ঈফ (য'ঈফ আবূ দাঊদ হা/২৪৯৮, যঈফ ইবনু মাযাহ হাঃ ২৭৬১, মিশকাত হাঃ ৩৮৫৭ -এর টীকা দ্রঃ)

দ্বিতীয়তঃ হাদীস গ্রন্থে তা 'জিহাদ' অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যা আমরা উপরে দেখিয়েছি। অথচ তা তাবলীগের ফাযিলতে ব্যবহার করে অনধিকারীর চর্চা করার মত ধৃষ্টতা দেখানো হয়েছে যার একটি মাত্র উদাহারণ আমরা এখানে তুলে ধরলাম। বিজ্ঞ পাঠক যদি তাবলীগে নিসাব বা ফাযায়েলে আমল অধ্যয়ন করেন তবে এমন অনেক উদাহারণ দেখতে পাবেন। তৃতীয়তঃ দুই হাদীসে দুই রকম ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একত্রিত করে গুণ করার এখতিয়ার তাবলীগী মুরব্বীদের কে দিল? তারা কি ইয়াহূদী পণ্ডিতদের মত 'আরবাব' হয়ে রবের স্থান দখল করল নাকি! উপরন্তুঃ প্রতি নেকীর বিনিময়ে ঊনপঞ্চাশ কোটি নেকী পেলে তো রসূল ﷺ-ই বলে যেতেন, মনে হচ্ছে তারা নাবীর চেয়ে উত্তম কিছু দিতে চায়। দ্বীনের দাওয়াতের নামে এরূপ নোংরা বাড়াবাড়ি মহা অন্যায়। এ ধরণের মিথ্যা বয়ান দিয়ে মুর্খ মানুষকে বাগে আনার অন্ধ অপচেষ্টা মাত্র। এ সমস্ত উদ্ভট ফযীলতের ধোঁকা থেকে বেঁচে সহীহ হাদীস ভিত্তিক ফযীলতের উপর আমল করার জন্য প্রত্যেক মুসলিম ভাই ও বোনকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

www.pathagar.com

সলাতুল হাজাতের তাহক্বীক

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তির কোন প্রয়োজন দেখা দেয় বা যে কোন অভাবের সম্মুখীন হয় তা দ্বীন সংক্রান্ত হোক বা দুনিয়া সংক্রান্ত এবং উক্ত কাজের সম্পর্কে আল্লাহর সঙ্গে হোক বা বান্দার সঙ্গে হোক তার উচিত এই যে, সে যেন খুব ভাল করে অযু করে তারপর দু' রাকআত নামায পড়ে অতঃপর আল্লাহ তা'আলার প্রশংসামূলক দু'আ পাঠ করে ও হুজুরের (ছঃ) উপর দরূদ পড়ে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করে। ইনশা-আল্লাহ তার হাজাত নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।

দোয়া এই- لا اله الا الله الحليم الكريم.........يا ارحم الراحمين

(তাবলীগী নিসাব ফাজায়েলে নামাজ, ৫৫-৫৬ পৃষ্ঠা)

তাবলীগী নিসাবের লেখক উক্ত হাদীসটির কোন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেননি। তথাপিও তাহক্বীক করে উক্ত হাদীস খানা কোন কোন গ্রন্থে আছে এবং তার মানও পাঠকের সামনে তুলে ধরা হল।

হাদীসটি খুবই দুর্বল : মিশকাত- ৩২৫৩, তা'লীকুর রাগীব- ১/২৪২-২৪৩, তিরমিযী, নাসাঈ- ৩২৫৩, আবূ দাউদ- ১৫৩৮, আহমাদ- ১৪২৯৭। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। এর সনদের ব্যাপারে সমালোচনা আছে। সনদে ফায়িদ ইবনু আবদুর রহমান হাদীসে দুর্বল। মূলতঃ সে খুবই দুর্বল। ইমাম হাকিম বলেছেন, সে ইবনু আবী আওফা সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করে। মিশকাত : তাহক্বীক্ব আলবানী : ডঃ মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন বলেন, ফায়িদ ইবনু আব্দুর রহমান মাতরূক। তাখরীজ ডঃ মুস্তফা মুহাম্মাদ হুসাইন। গৃহীত যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ ১৩৫ পৃষ্ঠা ও ২৪৫ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী! তাবলীগী নিসাবের উল্লিখিত দু'আ সম্বলিত হাদীসটি দুর্বল হলেও এ সংক্রান্তসহীহ হাদীসও আছে। আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের ﷺ নির্দেশনায় আমরা দেখতে পাই কোন অবৈধ বা হারাম পথের দ্বার রুদ্ধ করতে চাইলে হালাল ও বৈধ পথটি বলে দিতেন। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা 'রাঈনা' বলো না, বরং 'উনযুরনা' বলো। (বাক্বারাহ : ১০৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অত্র আয়াতে একটি শব্দ বলতে নিষেধ করার সাথে সাথে তার পরিবর্তে অন্য আরেকটি শব্দ ব্যবহারের দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করে দিলেন, রসূলের সুন্নাতেও এ ধরনের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে উল্লেখ করলাম না। হাদীসের পাঠকগণ এ বিষয় ওয়াকিফহাল। অতএব উল্লিখিত মূলনীতির আলোকে আমরা পাঠকের সামনে صلاة الحاجة সলাতুল হাজাত বা প্রয়োজন পূরণের সলাত সংক্রান্তসহীহ হাদীসটি তুলে ধরলাম।

"সঙ্গত কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য বান্দা স্বীয় প্রভুর নিকটে নিম্নের তরীকায় সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করবে। ইমাম আহমাদ (রহ.) সহীহ সনদে আবুদ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন,

من توضأ فاسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطا الله ما سأه معجلا او مؤخرا (رواه احمد)

"যে ব্যক্তি ভালভাবে ওযূ করল। অতঃপর পূর্ণভাবে দু' রাক'আত সলাত আদায় করল। আল্লাহ তাকে দান করবেন যা সে প্রার্থনা করবে, দ্রুত অথবা দেরীতে। (মুসনাদে আহমাদ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৫৯, গৃহীত সলাতুর রসূল (ﷺ) ১৩৫ পৃষ্ঠা)

মুখস্থ শক্তি বাড়ানোর দু'আ সংক্রান্ত একটি জাল হাদীস

তাবলীগী নিসাবের ফাযায়েলে আ'মালের ফাযায়েলে কুরআনের ১০৫ পৃষ্ঠা থেকে ১০৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত "কুরআন শরীফ হেফজ করিবার দু'আ" অধ্যায়ে একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করিয়াছে যাহা সম্পূর্ণ উল্লেখ করিলে কলেবর বৃদ্ধি পাইবে তাই হাদীসটির প্রথম ও শেষ অংশ থেকে কিয়দংশ তুলে ধরা হল। (উল্লেখ্য পাঠকদের যাতে খুঁজতে অসুবিধা না হয় তার জন্য আরো একটু সহজ বিষয় হ'ল উল্লিখিত হাদীসটি ফাযায়েলে কুরআনের 'উপসংহার' এর পূর্বের হাদীসটি। হাদীসটি নিম্নরূপ।

"একদিন হযরত আলী (রাঃ) আসিয়া আরজ করিলেন- ইয়া রাছুলুল্লাহ! আমার মাত-পিতা আপনার উপর কোরবান, কোরআন শরীফ যাহা মুখস্ত করি তাহাই ভূলিয়া যাই। হুজুর (ছঃ) বলেন, হে আলী!

www.pathagar.com

তোমাকে একটি আমল শিখাইতেছি, ইহা দ্বারা উপকৃত হইবে এবং তুমি যাহা শিখিবে তাহা অন্তরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। তারপর হুজুর (ছঃ) বলেন,...............পাঁচ,সাত জুমা যাইতেই হযরত আলী (রাঃ) হুজুরে পাক (ছঃ) এর দরবারে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাছূলাল্লাহ! প্রথম প্রথম আমার চার আয়াত পড়লেও মনে থাকিত না অথচ বর্তমানে চল্লিশ আয়াত পড়লেও উহা এইভাবে মুখস্থ হইয়া যায় যেমন নাকি কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতেছি এবং প্রথমে হাদীস শুনিতাম কিন্তু উহা স্মরণ থাকিত না, আর বর্তমানে হাদীস শুনিয়া অন্যের নিকট বর্ণনা করিতে একটি অক্ষরও এদিক ওদিক হয় না।”

(তাবলীগী নিসাব, ফায়ায়েলে কুরআন- ১০৫ ১০৯ পৃঃ, সংশোধিত সংস্করণ ঃ ১৮ মার্চ, ২০০৩ইং)

[উল্লিখিত হাদীসটি মাওযূ বা জাল, ত’লীকুর রাগীব (২/২১৪), আরো দেখুন, আল্লাম্মা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة এর (৩৩৭৪), বাংলা যঈফ আত-তিরমিযী ২য় খণ্ড ৩০৩-৩০৮ পৃঃ আল মাদানী প্রকাশনী ঢাকা- ১১০০]

সলাত এবং ঢোলের শব্দ

আমের বিন্ আব্দুল্লাহ বলেন, নামাজ পড়া কালে (ঘরের লোকদের) তো দূরের কথা ঢোলের শব্দও আমি শুনিতে পাই না। (তাবলীগী নিসাবের ফাযায়েলে আমলের ফাযায়েলে নামাযের ১২১ পৃঃ তাবলীগী কুতুবখানা ৬০, চক বাজার ঢাকা-১২১১, সংশোধির সংস্করণ ৫ই সেপ্টেম্বর ২০০১ ইং, মূল উর্দু ফাযায়েলে নামাজ আকস ৮৪ পৃঃ, দারুল ইশাআত, উর্দু বাজার করাচী- ১)

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা এতো ছিল তাবলীগী নিসাবের সূফি বুজুরগের সলাতের অবস্থা এখন লক্ষ্য করুন, সকল মুসলিম নর নারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একমাত্র অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব আল্লাহর সর্বশেষ নাবী রহমাতুল্লিল আলামীন জনাবে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ এর সলাতের অবস্থা। সহীহুল বুখারীর কিতাবুল আযান باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي শিশুর কান্নাকাটির কারণে সলাত সংক্ষেপ করা অধ্যায় ১০/৬৫, হাদীসটি নিম্নরূপ : আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, আমি অনেক সময় দীর্ঘ করে সলাত আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াই। পরে শিশুর কান্নাকাটি শুনে সলাত সংক্ষেপ করি। কারণ শিশুর মাকে কষ্টে ফেলা আমি পছন্দ করি না।

(সহীহুল বুখারী হা/ ৭০৭, তাওহীদ প্র. পৃঃ ৩৪১, মুসলিম ৪/৩৭, হাঃ ৪৭ আহমাদ ১২০৬৭)

www.pathagar.com

উল্লেখ্য যে, বুখারীতে একই মর্মে পর পর চারটি হাদীস উল্লেখ আছে মুসলিম ভাইদের উল্লিখিত বুখারীর অধ্যায় দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল।

সাহাবী উবাদাহ বিন সামিত (رضي الله عنه) বলেন, একদা আমরা নাবী ﷺ'র পিছনে ফজরের সলাত পড়লাম। সলাতে তাঁর কিরাআত ভারী মনে হল, সলাত হতে অবসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, মনে হয় তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে থাকা অবস্থায় কিরাআত পাঠ কর? আমরা বললাম : হাঁ পাঠ করি। নাবী ﷺ বললেন তোমার সূরা ফাতিহা ব্যতীত আর অন্য কিছু পাঠ কর না, কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না তার সলাত হয় না। (আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ ইবনে হিব্বান, (হাসান) বুলূগুল মারাম ৭৩ পৃঃ, মিশকাত ৮১ পৃঃ)

আবূ দাউদের হাদীসে এসেছে : নাফে বলেন, একদা হযরত উবাদা ইবনুস সামিত (رضي الله عنه) বিলম্বে ফজরের সলাতের জামাআতে উপস্থিত হন। এমতাবস্থায় মুআযযিন আবূ নুআয়েম (রহ) তাকবীর বলে লোকদের নিয়ে সলাত আরম্ভ করেন। তখন আমি এবং উবাদা ইবনুস সামিত (رضي الله عنه) উপস্থিত হয়ে আব নুআয়েমের পিছনে ইকতিদা করি। এই সময় আবূ নুআয়েম উচ্চস্বরে কিরআত পাঠ করছিলেন এবং উবাদা (رضي الله عنه) সূরা ফাতিহা পাঠ করেন। সলাতান্তে আমি উবাদা (رضي الله عنه)-কে বলি : ইমাম আবূ নুআয়েম যখন উচ্চস্বরে কিরআত পাঠ করছিলেন, তখন আমি আপনাকে সূরা ফাতিহা পড়তে শুনি এর- এর হেতু কি? তিনি বলেন : হাঁ, আমি সূরা ফাতিহা পাঠ করেছি। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক ওয়াক্তে সলাতে আমাদের ইমামতি করেন, যার মধ্যে উচ্চস্বরে কিরআত পাঠ করতে হয়। রাবী বলেন : রসূলুলল্লাহ ﷺ কিরাআত পাঠের সময় আটকে যান। অতঃপর সলাতান্তেতিনি সমবেত মুসল্লীদের লক্ষ করে বলেন : আমি যখন উচ্চস্বরে কিরআত পাঠ করছিলাম, তখন তোমরাও কি কিরাআত পাঠ করেছ? জবাবে আমাদের কেউ বলেন, হ্যাঁ আমরাও কিরাআত পাঠ করেছি। তখন তিনি বলেন, এরূপ আর কখনও করবে না। তিনি আরো বলেন, কিরাআত পাঠের সময় যখন আমি আটকে যাই তখন আমি এরূপ চিন্তা করি যে, আমার কুরআন পাঠে কিসে বা কে বাধার সৃষ্টি করছে? অতএব আমি সলাতের মধ্যে উচ্চস্বরে যখন কিরাআত পাঠ করি, তখন তোমার সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করবে না।

(আবূ দাউদ ই. ফা. বা. হা/ ৮২৪ পৃঃ ৪৪৫-৪৪৬)

www.pathagar.com

একই মর্মে উল্লিখিত হাদিসটি তিরমিযী, নাসাঈ, জুযউল ক্বিরাআত বুখারী, জুযউল কিরাআত-বাইহাক্বীসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও হাদীসটি বর্ণিত আছে)

সম্মানিত পাঠক! মুসলিম ভাই ও বোনেরা উল্লিখিত সহীহ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শিশুর কান্নার আওয়াজ এবং সাহাবাদের কুরআনের কিরাআত পড়ার শব্দ রসূল ﷺ সলাতরত অবস্থায় শুনতে পেতেন। এমন কি সাহাবারাও একে অপরের সলাতের কিরাআত শুনার প্রমাণ উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কিন্তু তাবলীগী নিসাবের সূফি বুজর্গ নাবী ﷺ ও তার সাহাবী (رضي الله عنهم) এর থেকে সলাতের খুশু ও বুজর্গীতে কতটা অগ্রসর হয়েছে যে, ঢোলের শব্দও তাদের কানে যায় না। একেই বলা হয় আকাবীরিন পূজা, আর মুরব্বী পূজা, আর একেই বলা হয় দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। আল-কুরআন ভাষায় এটাকেই غلو বলা হয়। যা সাধারণতঃ বিদ'আতী আমল দ্বারা শুরু হয়, আর মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির ফলে শিরকে পরিণত হয়, এজন্যই غلو শব্দের ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে Exceeding of proper bounds. সম্মান, মর্যাদা এবং ভক্তি শ্রদ্ধায় সীমা লঙ্ঘন শিরকের দিকে ঠেলে দেয়ার অন্যতম কারণ। বলা বাহুল্য এ জাতীয় বুজর্গদের নিয়ে অতি ভক্তিতে বাড়াবাড়ী করার নমুনা তাবলীগী নিসাব গ্রন্থে ভরপুর। যার সত্যতা বিশুদ্ধ আক্বীদা বিশিষ্ট কোন পাঠক পড়লেই ধরা পড়বে। তাবলীগী নিসাবে দেখা যায় অতি ভক্তির কারণে কখনও ইমাম ও বুজর্গ আকাবীরিনদেরকে নাবীর উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আবার নাবীর অতিভক্তিতে তাঁকে আল্লাহর আসনে আসীনঃ করা হয়েছে। যা মানুষকে শিরকের দিকে নিয়ে যায় এবং যার থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও নাবী ﷺ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

(দেখুন সূরা নিসা-১৭১, সূরা মায়েদা-৭৭)

আল্লাহর নাবী ﷺ বলেন :

إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو

তোমরা বাড়াবাড়ির ব্যাপারে সতর্ক ও সাবধানতা অবলম্বন করবে। কেননা এ বাড়াবাড়িই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে।'

(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

www.pathagar.com

সম্মানিত পাঠক এ জাতীয় বাড়াবাড়িমূলক আক্বীদায় তাবলীগী নিসাবে ভরপুর যা দেখে বিখ্যাত উর্দু কবি হালীর একটি কবিতাংশের কথা মনে পড়ে গেল যার মধ্যে বর্তমান প্রচলিত তাবলীগী নিসাবের আক্বীদায় বিশ্বাসী সমাজের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ইবলিসের ধোঁকায় ও আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে অনেক নির্বোধ তাবলীগী এসব কাজ করছে যা সুস্পষ্ট শিরক। যা তাদেরকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দিচ্ছে, অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন অনুভূতিই নেই। শিরকে লিপ্ত থেকেও তারা নিজেদেরকে ভাবছে খাটি মুসলিম মুবাল্লিগ ও সাচ্চা ঈমানদার। এই বিষয়ের দিকে ইশারা করেই কবি বলেছেন,

اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے

اور نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے

قبروں پہ جا جا کے نذریں چڑھائے

اور میتوں سے جا کے مانگے دعائیں

پھر اس سے نہ ایمان بگڑے اور نہ اسلام جائے

"নাবীর চেয়ে বেশি দেয়া হয় ইমামদের মর্যাদা, নাবীকে যে চায় বানিয়ে দেয় ইলাহ, মৃতদের কাছে গিয়ে জানানো হয় প্রার্থনা। এত কিছুর পরও ঈমান নষ্ট হয় না, আর ইসলামেরও কিছু আসে যায় না।

সম্মানিত পাঠক! এজাতীয় বাড়াবাড়িমূলক ঘটনা দ্বারা তাবলীগ নিসাব গ্রন্থ ভরপুর। যার মধ্যে বুজুর্গের মর্যাদা নাবীর থেকেও বাড়ানো হয়েছে। যা লিখলে কলেবর বৃদ্ধি পাবে তাই উদাহারণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করেই শেষ করছি।

"জনৈক বুজুর্গের পায়ে বিষাক্ত ফোঁড়া হইয়া ছিল। চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিল, পা কাটিয়া না ফেলিলে তাহার জীবন নাশের আশংকা রহিয়াছে। তাহার আম্মা বলিল, আপনারা অপেক্ষা করুন নামাজে দাঁড়াইলে তাহার পা কাটা আছান হইবে, ঐরূপ করা হইল অথচ সে টেরও পাইল না। (তাবলীগী নিসাবের ফাযায়েলে আ'মালের ফাযায়েলে নামাজ ৯৩ পৃঃ ৯ নম্বর কাহীনি, তাবলীগী কুতুবখানা-৬০, চকবাজার, ঢাকা-১২১১ সংশোধিত সংস্করণ)

www.pathagar.com

সাহাবাগণের অনুসরণ সংক্রান্ত যঈফ হাদীস

"অন্য হাদীছে আছে আমার ছাহাবারা নক্ষত্রের সমতুল্য। তোমরা যাহারই অনুসরণ করিবে হেদায়াত প্রাপ্ত হইবে।"

মোহাদ্দেছীনগণ এই হাদীছে কিছুটা আপত্তি করিয়াছেন। এবং হাদীসের তালিকাভূক্ত করিতে কাজী আয়াজের উপর অভিযোগও করিয়াছেন। কিন্তু মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, বিভিন্ন সূত্রে রেওয়ায়েত হওয়ার দরুন হয়ত ইহা কাজী সাহেবের নিকট গ্রহণযোগ্য অথবা ফাজায়েলে আ'মলের ব্যপারে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হাদীস ও সর্ব সম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য তাই তিনি জিকির করিয়াছেন।"

(তাবলীগী নিসাব হেকায়াতে সাহাবার নাবী প্রেমের বিভিন্ন কাহিনী অধ্যায়-২৭০ পৃষ্ঠা)

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা! তাবলীগী নিসাবের স্বনামধন্য লেখক শাইখ যাকারিয়া উদ্ধৃতিহীনভাবে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, এই বলে যে, 'অন্য হাদীসে আছে' এটা কি হাদীস বর্ণনার রীতি! কোন হাদীসের কত নং পৃষ্ঠায় তার কিছুই বর্ণনা না করে তিনি একটি জাল হাদীসকে যঈফ বলে মোল্লাহ আলী কারীর নামে চালিয়ে দিয়েছেন। এবং ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস চলে বলে ইজমা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। অথচ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীসগণের মধ্যে অধিকাংশ মুহাদ্দীস ফজিলতসহ অন্যন্য সকল ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তম্মধ্যে হাদীস সম্রাট ইমাম বুখারী মুসলিম অন্যতম। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য এই বইয়ের ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস চলে না বিষয়টি ভাল করে দেখে নিবেন। এবার লক্ষ্য করুন তাবলীগী নিসাবের বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসটি 'যঈফ' না 'জাল'!

أصحابي كالنجوم، بأيهم إقتديتم، إهتديتم

আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যে কোন একজনের অনুসরণ করলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।"

হাদীসটি জাল। হাদীসটি সম্পর্কে ইবনু আব্দিল বার বলেন :

هذا إسناد لاتقوم به حجة لأن الحارث بن غصين مجهول

www.pathagar.com

এ সনদটি দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না, কারণ এই সনদের বর্ণনাকারী হারিস ইবনু হোসাইন 'মাজহূল'।

(নোট : যে বর্ণনা কারীর সত্তা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকেই বলা হয় 'মাজহূল'। এইরূপ বর্ণনা কারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।- লেখক)

ইবনু হাযম বলেন : এই বর্ণনাটি নিম্ন পর্যায়ের। তাতে আবূ সুফিয়ান রয়েছে তিনি দুর্বল এবং হারিস হোসাইন হচ্ছেন 'মাযহূল'। আর সালাম ইবনু সুলাইম কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে সেগুলোর একটি।

আল্লামা আলবানী বলেন : সালাম ইবনু সুলাইমকে বলা হয় ইবনু সুলাইমান আত-তাবীল, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। এমনকি তার সম্পর্কে ইবনু খারবাশ বলেন : তিনি মিথ্যুক।

ইবনু হিব্বান বলেন : "روى أحاديث موضــوعة" তিনি কতিপয় জাল হাদীস বর্ণনা করেছেন। হারিস মাজহূল হলেও সুফিয়ান দুর্বল নয় যেমনভাবে ইবনু হাযম বলেছেন। তিনি বরং সত্যবাদী যেরূপ ইবনু হাজার "আত-তাকবীর" গ্রন্থে বলেছেন।

ইমাম আহম্মাদ বলেন: হাদীসটি সহীহ নয়। যেমনভাবে ইবনু কুদামার "আল-মুনতাখাব" গ্রন্থে (১০/১৯৯/২) এসেছে।

তবে হাদীসটি জাল হওয়ার জন্য সালামই যথেষ্ট।

(আল্লামাহ আলবানী, যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ১/১০৮ পৃঃ ৫৮ নাং হাদীস)

সম্মানিত পাঠক! তাবলীগী নিসাবের নাম 'ফাযায়েলে আ'মাল' লিখে ফযিলতের ক্ষেত্রে যঈফ বা দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য বলে যঈফের নামে জাল হাদীস চালিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র দেখলেন তো?

অথচ ইমাম মুসলিম কর্তৃক তার সহীহ গ্রন্থের মুকদ্দিমাতে উল্লিখিত ভাষ্যগুলোর (যা আমরা এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছি পাঠক যথাস্থানে দেখে নিবেন) বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, যাদের থেকে আহকামের হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়ে তাকে তাদের ন্যায় ব্যক্তিদের নিকট ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে তারগীব (উৎসাহমূলক) অর্থাৎ ফযিলত সংক্রান্তহাদীস এবং তারহীবের (ভীতিমূলক) হাদীসগুলোও বর্ণনা করা যাবে না।

www.pathagar.com

আল্লামাহ আলবানী (রহ.) বলেন : আমি লোকদেরকে যে দিকে আহবান করছি তা এই যে, দুর্বল হাদীসের উপর কোন অবস্থাতেই আমল করা যাবে না, চাই ফাযায়েলের ক্ষেত্রে হোক বা মুস্তাহাবগুলোর ক্ষেত্রে হোক কিংবা অন্য কিছুর ক্ষেত্রে হোক।

কারণ বিনা মতভেদে আলেমদের নিকট দুর্বল হাদীস ধারনা বা অনুমানের অর্থ বহন করে। যেখানে আল্লাহ তা'আলা একাধিক আয়াতে অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমল করাকে অপছন্দ করেছেন সেখানে কিভাবে বলা যায় দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যাবে?

﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾

"এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের উপর চলে। অথচ সত্যের ব্যাপারে অনুমান মোটেই ফলপ্রসু নয়।"

(সূরা আন-নাজম- ৫৩:২৮)

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ﴾

"তারা কেবল মাত্র অনুমান এবং প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে।"

(সূরা আন নাজম ৫৩:২৩)

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"তোমরা অনুমান করা হতে নিজেদের রক্ষা কর, কারণ অনুমানই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মিথ্যা (হাদীস) কথা।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলি লক্ষ করেছেন তাবলীগী নিসাবের লেখক শায়খ যাকারিয়া ফাযায়েলের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত যঈফ বা দুর্বল হাদীসও মুহাদ্দীসগণের নিকট সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। অপরদিকে আমরা বিষয়টি যে ভিত্তিহীন ও মিথ্যা সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা, রাসূল ﷺ ও মুহাদ্দীসগণের ইজমা বা ঐক্যমত দেখালাম। এতো ছিল যঈফ হাদীসের ক্ষেত্রে। আর জাল হাদীসের ব্যাপারতো আরো ভায়াবহ।

হাফেযে কুরআনের ফযিলতে দুর্বল হাদীস

"হজরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক (ছঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করিয়াছে ও উহাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছে উহার হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানিয়াছে আল্লাহ পাক তাহাকে বেহেশতে দাখিল করিবেন এবং তাহার পরিবারস্থ এমন বিশজন লোকের জন্য সুপারিশ কবূল করিবেন যাহাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত ছিল।"

(তিরমিজির উদ্ধৃতিতে ফাজায়েলে কুরআন ১৮১ পৃষ্ঠা)

উল্লেখ করার পর তাবলীগী নিসাবের লেখক জনাব যাকারীয়া হাদীসটিকে যঈফ উল্লেখ করেছেন আরবীতে, যেমন হাদীসটির শেষে দুই বন্ধনীর মধ্যে আরবীতে তিনি লিখেছেন

(رواه احمد والترمذي وقال هذا حديث غريب وحفص بن سليمان الراوي ليس هو بالقوي يضعف في الحديث ورواه ابن ماجة والدارمي)

কিন্তু উর্দুতে তিনি তার অনুবাদ উল্লেখ করেননি এবং বাংলায় সাখাওয়াত উল্লাহও অনুবাদ করেননি। অথচ হাদীসটি অনুরূপ সংকলন করার পরে ইমাম তিরমিযী হাদীসটির দুর্বলতা ও অগ্রণযোগ্যতার কথা এভাবে উল্লেখ করেন :

هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس اسناده بصحيح وحفص بن سليمان يضعف في الحديث

"এ হাদীসটি গরিব (দুর্বল বা অনির্ভরযোগ্য)। এই একটি মাত্র সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি জানা যায় না। এর সনদ সহীহ নয়। হাফস ইবনু সুলাইমান (১৮০ হিঃ) হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল।" (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীব ২/৩৪৫; তাকরীবুত তাহযীব পৃঃ ১৭২; হাদীসের নামে জালিয়াত ১০৪-১০৫ পৃষ্ঠা।)

তাবলীগী নিসাবের সলাত সংক্রান্ত জাল হাদীস

আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ হল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাত। যা যথাসময়ে আদায় করা প্রত্যেক আকেল বালেগ মু'মিনের সর্বপ্রথম

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। সলাতই মু'মিন-মুসলিমের পরিচয় এবং ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পাথর্ক্য। সলাত পরিত্যাগকারী "কাফির ও মুশরিকদের দলভুক্ত" বলে গণ্য হবে। কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম সলাতেরই হিসাব গ্রহণ করা হবে। এভাবে অগণিত দলীল প্রমাণ আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসে ফরয সলাতের গুরুত্ব ও সলাতে অবহেলার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল তাবলীগী নিসাবের লিখক জনাব যাকারিয়া কান্দালভী তার ফাজায়েলে আমল গ্রন্থের কলেবর বাড়ানোর জন্য কেন যে জাল হাদীসের আশ্রয় নিয়েছেন তা আমাদের বুঝে আসে না। প্রমাণ স্বরূপ আমরা পাঠকের জ্ঞাতার্থে একটি জাল হাদীস তাবলীগী নিসাবের ফাজায়েলে নামাজ থেকে তুলে দিচ্ছি।

"একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি এহতেসাবের সহীত ও গুরুত্ব সহকারে নামাজ আদায় করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাঁচ প্রকারে সম্মানিত করিবেন। প্রথমতঃ রুজী রোজগার ও জীবনের সংকীর্ণতা হইতে তাহাকে মুক্ত করিবেন। দ্বিতীয়তঃ তাহার উপর হইতে কবরের আজাব হটাইয়া দিবেন। তৃতীয়তঃ ক্বেয়ামতের দিন তাহার আমলনামা তাহার ডান হাতে দান করিবেন। চতুর্থ ঃ সে ব্যক্তি পুলছেরাতের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত পার হইয়া যাইবে। পঞ্চমতঃ বিনা হিসাবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাজে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, আল্লাহ পাক তাহাকে পনের প্রকার শাস্তি প্রদান করিবেন। পাঁচ প্রকার দুনিয়াতে, তিন প্রকার মৃত্যুর সময়, তিন প্রকার কবরের ভিতর তিন প্রকার, কবর হইতে পুনরুত্থানের পর। পৃথিবীতে যে পাঁচ প্রকার শাস্তি দেওয়া হইবে তাহা এইরূপ : ১। তাহার জিন্দেগীর বরকত কাড়িয়া নেওয়া হয়। ২। তাহার মুখমণ্ডল হইতে নেককারদের জ্যোতি মুছিয়া ফেলা হয়। ৩। যে আমলই সে করুক না কেন আল্লাহ পাক উহার কোন প্রতিদান দেন না। ৪। তাহার কোন দোয়া আছমানে উঠে না অর্থাৎ কবূল হয় না। ৫। নেক বান্দাদের দোয়া হইতেও সে কোন ফল লাভ করে না। মৃত্যুর সময়ে তিন প্রকার আজাব এইরূপ : ১। সে বেইজ্জতের সহিত মৃত্যু বরণ করবে ২। সে ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যায়। ৩। পিপাসিত অবস্থায় সে মৃত্যুর মুখে পতিত হয় যদি সমুদ্রের পানিও তাকে পান করানো হয় তবুও তাহার তৃষ্ণা মিটে না। কবরের তিন প্রকার এইরূপ : ১। তাহার জন্য কবর এত সংকীর্ণ হয়

www.pathagar.com

যে, বুকের হাড়গুলো একের মধ্যে অপরটি ঢুকিয়া যাইবে। ২। তাহার কবরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়। ৩। তাহার কবরে এমন একটি সর্প প্রেরিত হয় যাহার চক্ষুদ্বয় আগুনের মত এবং নখরগুলো লোহার। এত বড় দীর্ঘ যে একদিনের রাস্তা অপেক্ষা বড়। তাহার আওয়াজ বজ্রের মত। সাপটি বলিতে থাকিবে যে, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, ফজরের নামাজ নষ্ট করার দরুন সূর্যোদয় পর্যন্তএবং জোহরের নামাজ নষ্ট করার দরুন আছর পর্যন্ত, আছরের নামাজ নষ্ট করার দরুন সূর্যাস্ত পর্যন্ত, মাগরিবের নামাজ নামাজ নষ্ট করার দরুন এশা পর্যন্ত ও এশার নামাজ নষ্ট করার দরুন ভোর পর্যন্ততোমাকে দংশন করিতে থাকিব। এই সর্প যখন তাহাকে এক একবার দংশন করিবে তখন সে সত্তর হাত মাটির নীচে ঢুকিয়া যাইবে। কেয়ামত পর্যন্তএইভাবে সে আজাবে গ্রেফতার থাকিবে। পুনরুত্থানের পর যে তিনটি আজাব হইবে তাহা এই ঃ ১। হিসাবে কাঠোরতা ২। আল্লাহর অসন্তুষ্টি ৩। জাহান্নামে প্রবেশ। এখানে সর্বমোট চৌদ্দটা আজাবের উল্লেখ রহিয়াছে, সম্ভবতঃ ১৫ নং ভুলবশতঃ রহিয়া গিয়াছে। (তাবলীগী নিসাব ফাযায়েলে নামাজ ৮০-৮১ পৃষ্ঠা)

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলী উল্লিখিত সুদীর্ঘ হাদীসটি পুরোটিই ভিত্তিহীন ও জাল। কোন হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি পাওয়া যায় না। সে কথা স্বয়ং লেখক যাকারিয়া সাহেবও তার বইয়ের ফায়দার মধ্যে এবং হাদীসের শুরুতে (قال بعضهم) বলেছেন, "কেউ কেউ বলেছেন, এই কথাটি নাকি হাদীসে আছে" এবং হাদীসটি উল্লেখ করার পরে তিনি সংক্ষেপে বলেছেন যে, ইমাম যাহাবী, ইমাম সুয়ূতী প্রমুখ মুহাদ্দিস এই হাদীসটি জাল ও বাতিল হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। এ সনদের জালিয়াতদের পরিচয়ও তারা তুলে ধরেছেন। এভাবে জনাব যাকারিয়া তার গ্রন্থে আরবীতে হাদীসটি জাল উল্লেখ করলেও তার অনুবাদ উর্দূতে করেননি জনাব সাখাওয়াত উল্লাহও বাংলায় 'জাল' উল্লেখ করেননি। বরং তার ফায়দা উল্লেখ করেছেন। আমাদের বুঝে আসে না যে, জনাব যাকারিয়ার মত একজন স্বনামধন্য মুহাদ্দিস কেমন করে ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে জাল হাদীস উল্লেখ করলেন, অথচ তিনি যে কথা তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তা হল ফাযায়েলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীস চলে, যা পরবর্তী যুগের

www.pathagar.com

কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিস বললেও তা শর্ত সাপেক্ষে। যে শর্তগুলো আমরা এ বইয়ের মধ্যে উল্লেখ করেছি। যাই হোক জাল হাদীসকে জাল উল্লেখ না করে বর্ণনা করা কবিরা গুনাহ। সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! লক্ষ করেছেন একটা সনদবিহীন জাল হাদীসের জালিয়াতের কথা গোপন করে রসূলে ﷺ র নামে চালিয়ে তার ফায়দা বর্ণনা করা হয়েছে অত্যন্তসন্তর্পণে সুকৌশলে যা শায়খ যাকারিয়ার মত সূফীদের কাজ। আমরা হাদীস বিশেষজ্ঞদের থেকে জেনেছি যে, এ জাতীয় সূফীরাই ফাযীলাতের ক্ষেত্রে নেক নিয়াতে মানুষকে দ্বীনের দিকে আনার জন্য হাদীস তৈরী করত এবং যঈফ হাদীস বর্ণনা করত। জনাব যাকারিয়া সেই নীতি অবলম্বন করেননি তো?

যাইহোক, এবার লক্ষ করুন। উল্লিখিত হাদীসটি জাল হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বিশারদের মতামত :

এই দীর্ঘ হাদীসটি পুরোটাই ভিত্তিহীন ও জাল কোন হাদীসগ্রন্থে এ হাদীসটি পাওয়া যায় না। পরবর্তী যুগের কোন কোন আলিম তাদের ওয়ায নসীহাতমূলক গ্রন্থে অন্য সকল প্রচলিত কথার সাথে এই কথাগুলোও হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন। হাদীসের ইমামগণ স্পষ্টরূপে উল্লেখ করেছেন যে, একথাগুলো বাতিল ও জাল কথা। কোন ব্যক্তি এ জালিয়াতি করেছে তাও তারা উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার আসকালানী, সুয়ূতী, ইবনু ইরাক প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। (যাহাবী, মিযানুল ই'তিদাল ৬/২৬৪; লাআলী- পৃঃ ৯৯, ইবনু ইরাক- তানযীহ ২/১১৩-১১৪। গৃহীত- হাদীসের নামে জালিয়াতি- ৩৭০-৩৭১)

৮০ হুকবার জাল হাদীস

"হুজুরে পাক (ছঃ) ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি নামাজ এমনিভাবে ছাড়িয়া দেয় যে, উহার সময় চলিয়া যায়। অতঃপর কাজা পড়ায়ে লয়, জাহান্নামের অগ্নিতে সে এক হোকবা পরিমাণ দগ্ধ হইবে। আশি বৎসরে এক হোকবা। প্রতি বৎসর তিনশত ষাট দিনে ও প্রতিদিন দুনিয়ার একহাজার বৎসরের সমতুল্য হইবে সুতরাং এক হোকবার পরিমাণ দুই কোটি আষ্টাশি লক্ষ বৎসর।" (মাজালেছুর আবরারের উদ্ধৃতিতে ফাজায়েলে নামাজ ৮৯ পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

সম্মানিত পাঠক! এখানেও পূর্বের ন্যায় ঐ একই কাণ্ড ঘটিয়েছেন শাইখ যাকারিয়া কান্দাভী। হাদীসটি যে জাল তা নিজের গ্রন্থটীকের ভিত্তিতে আরবীতে লিখলেও উর্দু এবং বাংলায় তার অনুবাদ করা হয়নি। হাদীসটি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন

...كذا في مجالس الابرار قلت لم اجده فيما عندي من كتب الحديث

অর্থাৎ "মাজালিসুল আবরার নামক গ্রন্থে এভাবে, লিখা হয়েছে। আমার বক্তব্য হলো, আমার নিকটে যত হাদীসের পুস্তক রয়েছে সেগুলোর কোন পুস্তকেই আমি এই হাদীসটি দেখতে পাইনি......।

(শাইখুল হাদীস যাকারীয়া কান্ধালভী, ফাযায়েল নামায ৮৮-৮৯ পৃঃ। গৃহীত হাদীসের নামে জালিয়াতি ৩৭২-৩৭৩ পৃঃ)

তাবলীগী নিসাব সম্পর্কে বাহরাইন প্রবাসী এক মুসলিম ভাই'র তিক্ত অভিজ্ঞতা

"সঊদী আরবে পার্থিব উপার্জনের লক্ষ্যে এসে আল্লাহপাকের অশেষ রহমতে সঠিক দ্বীনের সন্ধান পেয়েছি। পীরতন্ত্র আর তথাকথিত বুযুর্গ ও মুরব্বীদের পথই সঠিক পথ বলে যে ভ্রান্তবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলাম, উনাইযা ইসলামিক সেন্টার-এর মুহতারাম উস্তায অধ্যাপক রশীদ আব্দুল ক্বাইয়ূম-এর দা'ওয়াত ও একান্তপ্রচেষ্টায় ভ্রান্তবিশ্বাসের সেই বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেয়েছি। আল-হামদুলিল্লাহ। মুহতারাম ওস্তাদের সহীহ দলীলভিত্তিক আলোচনায় আমার মত শত শত যুবক পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের ছত্রছায়ায় এসে ধন্য হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে প্রচলিত কয়েকটি বাতিল ফের্কা ও জামা'আত সম্বন্ধে আলোচনার নিমিত্তেই আজকের এ কলামের অবতারণা।

আদি পিতা আদম (আ)-এর একমাত্র শত্রু ছিল ইবলীস শয়তান। সেই থেকে সে ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে শত্রুতা করে আসছে বিভিন্ন যুগে বিভিন্নরূপে। এই ইবলীস-এর দোসর ইহুদী, নাছারা, মুশরিকরা ইসলামের যত ক্ষতি সাধন করেছে, তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে ইসলামের নামে প্রচলিত বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী জামা'আত ও সংগঠন।

www.pathagar.com

আমাদের সমাজে শিরকী ও বিদ'আতী বিভিন্ন জামা'আত রয়েছে। কবর পূজারী, মাজার পূজারী, পীর পূজারী, মুরুব্বী পূজারী, আর মীলাদপন্থীদের মত অসংখ্য দল আমাদের গোটা সমাজকে করছে কলুষিত। এসব ফের্কাবন্দী মুশরিক একে অপরকে দেখতে পারে না। নিজে শিরকে নিমজ্জমান অথচ অপরকে মুশরিক বলতে দ্বিধা নেই, নিজে বিদ'আতে লিপ্ত অথচ অন্যকে বিদ'আতী বলতে কার্পণ্য নেই। অপ্রিয় হ'লেও বলতে হচ্ছে যে, এসব জামা'আতের মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি জামা'আত হচ্ছে তাবলীগ জামা'আত। এরা মুখে তাওহীদের দাওয়াতের বুলি আওড়ালেও বস্তুত এদের দা'ওআত ও প্রশিক্ষণে শিরকে ভরপুর। আমার মতের স্বপক্ষে পাঠকবৃন্দের সামনে প্রমাণাদি উপস্থাপনার পূর্বে এ জামা'আতের একটি ধোঁকাবাজির কথা উল্লেখ করতে চাই। সাউদী আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশে তাবলীগী কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। সাউদী আরবের কতিপয় তাবলীগী ভাইয়ের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় আমি তাদেরকে যখন আমাদের দেশের তাবলীগী মুরব্বীদের শিরকী আক্বীদার কথা বললাম, তখন তারা আশ্চর্য হয়ে আমাকে জানালেন, সাউদীসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর তাবলীগের তা'লীমী কিতাব হচ্ছে ইমাম নব্বী সংকলিত 'রিয়াযুছ ছালেহীন' (হাদীছের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ)। অথচ আমাদের দেশের তাবলীগ জামা'আতের তা'লীমী গ্রন্থ হচ্ছে মাওলানা যাকারিয়া প্রণীত 'তাবলীগী নিসাব' বা ফাযায়েলে আমল'। যার কথা তারা কোনদিন শোনেননি। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে মনগড়া হাদীছ ও সূফীদের গল্প-কাহিনীতে ভরপুর 'ফাযায়েলে আমল' নামক গ্রন্থকে নেছাবকরণের কথা কয়েকজন সউদী তাবলীগপন্থীর নিকট বললে তারা এ শিরকী জামা'আতের সাথে সম্পর্ক না রাখার কথা জানিয়েছেন। ফালিল্লা-হিল হামদ।

তাবলীগ জামা'আতের প্রশিক্ষণের কিতাব হচ্ছে 'তাবলীগী নেছাব' নামে খ্যাত মাওলানা যাকারিয়া সাহারানপুরী প্রণীত কয়েক খণ্ড সমৃদ্ধ গ্রন্থ 'ফাযায়েলে আমল'। খালেছ তাওহীদে বিশ্বাসী, পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসে সঠিক জ্ঞানী ব্যক্তি এ কিতাবগুলি পড়লে তাবলীগীদের আসল চেহারা তারা নিকটে উন্মোচিত হবে। আমি পাঠকবৃন্দের খেদমতে দু'একটি নমুনা পেশ করছি : তাবলীগীদের মুরুব্বী মাওলানা যাকারিয়া স্বীয় পীর রশীদ আহমাদ গাংগুহীর একটি পত্র 'ফাযায়েল-এ সাদাকাত'

www.pathagar.com

নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সে পত্রে মাওলানা গাংগুহী স্বীয় পীর এমদাদ উল্লাহ মক্কীকে সম্বোধন করেছেন, **'হে আমার দুই জাহানের আশ্রয়স্থল'** (ফাযায়েল-এ সাদাকাত ২/১৮৫) পূর্বসূরী ও মুরব্বীদের যাদের উভয় জগতের আশ্রয়স্থল (!) তারা কিরূপ মুসলিম পাঠকই চিন্তা করুন। 'ফাযায়েল-এ সাদাকাতে' মালেক বিন দিনার নামক এক বুযুর্গের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এতে মালেক বিন দিনার কর্তৃক এক ব্যক্তিকে দুনিয়াতেই বেহেশতের লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান এবং পরবর্তীতে ঐ ব্যক্তির জান্নাত লাভের ঘটনা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

(দেখুন : ফাযায়েলে-এ সাদাকাত ২/৩৪৫-৪৬ পৃঃ)

যে কোন খালেস তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলমান এ ঘটনা পড়লে গা শিউরে উঠবে। যেখানে স্বয়ং আমাদের নাবী (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কাউকে জান্নাতের সু-সংবাদ দেননি, অথচ তাবলীগীদের পূর্বসূরী মালেক বিন দিনার অনায়াসেই জান্নাতের সার্টিফিকেট প্রদান করলেন (নাউযুবিল্লাহ)। তাইতো তাবলীগীদের মুখে মুখে মুরব্বীর কথা, কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কথা নেই। কারণ মুরব্বীরাই তো তাদের জান্নাতের সার্টিফিকেট (!)। তাবলীগীদের এসব মনগড়া হাদীছ বর্ণনা, মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী দিয়ে লোকদের তাবলীগে উৎসাহ প্রদান, বিশ্ব ইজতেমাকে হজ্জের সমপর্যায়ভুক্ত করণ, তাবলীগই নাজাতের পথ ঘোষণা ইত্যাদি কার্যকলাপ সচেতন সকল মুসলমানের জানা। তাই তাদের শিরকী ও বিদ'আতী আগ্রাসন থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করতে খাঁটি তাওহীদে বিশ্বাসী কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর নিঃস্বার্থ অনুসারীদের এগিয়ে আসা একান্ত যরূরী। (মাসিক আত্-তাহরীক)

www.pathagar.com

বিশ্ব বরেণ্য আলিমগণের দৃষ্টিতে তাবলীগ জামা'আত ও তার নিসাব

সম্মানিত মুসলিম ভ্রাতাগণ! এ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব বিশ্বের সকল মুসলিমের নিকট সমাদৃত আলিম উলামার মতামত, বিশেষ করে আরব বিশ্বের আলিমগণের অভিমত। কারণ আমি এ গ্রন্থের শুরুতে বলেছি যে, আরব বিশ্বের উলামায়ে কেরাম তাবলীগী জামা'আত ও তার নিসাবকে বাতিল বলে প্রত্যাখান করেছেন। তারই প্রমাণ স্বরূপ এখানে বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কিছু আলিমের মতামত সংক্ষেপে তুলে ধরছি। **যাঁদের মতামত তুলে ধরছি তাঁরা হলেন :**

১. মুহাম্মাদ বিন ইবরহীম আলে শায়খ- সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী, সৌদি আরব।

২. আব্দুল 'আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহ.) সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী, সৌদি আরব।

৩. মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন- সদস্য সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদি আরব।

৪. বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ- মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-বানী।

৫. আবদুর রাযযাক আফিকী- সদস্য, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদি আরব।

৬. ড. সালেহ্ বিন ফাওযান আল-ফাওযান- সদস্য, সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ, সৌদি আরব।

৭. ড. সালেহ বিন আবদুল্লাহ আল-উবুদ- চ্যান্সেলর, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

৮. হামুদ বিন আবদুল্লাহ আত-তুওয়াইজেরী- বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক ও আলিমে দ্বীন, রিয়াদ, সৌদি আরব।

৯ ড. সালেহ বিন সা'দ আস-সুহায়মী- ডীন, আক্বীদাহ অনুষদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

১০. সা'দ বিন আবদুর রহমান আল-হুসাইন- সৌদি ধর্মীয় উপদেষ্টা, জর্দান।

www.pathagar.com

১১. আহমাদ বিন ইয়াহইয়া আন্ নাজমী- বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলিমে দ্বীন।

১২. আব্দুল কাদের আরনাউত- খাদেমুস সুন্নাহ, দামেশ্ক, সিরিয়া।

এবার লক্ষ্য করুন তাবলীগ জামা'আত সম্পর্কে এ সকল বিশ্বস্বীকৃত আলিমের মতামত :

আর শারী'আতের বিভিন্ন বিষয়ে এ সমস্ত আলিমের অভিমত গ্রহণ করার জন্যে মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾

"তোমরা জ্ঞানবানদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা তা না জান।"

(সূরা আম্বিয়া ৭)

১. শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আল শাইখ (রহ.)- সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী, সৌদী আরব, তাঁর রাজকীয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রধানকে লেখা পত্রে তাবলীগ জামা'আত সম্পর্কে বলেন,

আমি মহোদয়ের নিকট এ প্রতিবেদন পেশ করছি যে, এই জামা'আতের কোনই ফায়দা নেই, এটি একটি বিদ'আতী এবং গোমরাহ সংগঠন। তাদের নিসাব গ্রন্থ পড়ে দেখলাম, তা গোমরাহী এবং বিদ'আতে ভরপুর। এতে কবর পূজা এবং শিরকের দিকে আহ্বান করা হয়েছে। বিষয়টি এমনই যে, এ ব্যাপারে চুপ থাকা যায় না। এজন্য অবশ্যই আল্লাহ চাহেন তো আমি এর প্রতিবাদলিপি পাঠাব যেন এর বিভ্রান্তিও বাতিল প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যেন, তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করেন এবং কালিমাকে সুউচ্চে রাখেন-আমীন! তারিখ : ২৯/০১/১৩৮২ হিজরী (তথ্য সূত্র : ফতওয়া ও চিঠিপত্র, শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শাইখ, খণ্ড ১, পৃঃ ২৬৭-১৬৮)

২. শাইখ আবদুল 'আযীয বিন বায (রহ.)'র নিকট তাবলীগ জামা'আতের সঙ্গে চিল্লায় বের হওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বলেন, "আল্লাহর নামে শুরু করছি এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। অতঃপর তাবলীগ জামা'আতের নিকট আক্বীদাহর ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ধারণা নেই। সুতরাং তাদের সাথে বের হওয়া উচিত নয়। একমাত্র যার

www.pathagar.com

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা সম্পর্কে জ্ঞান ও স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে সে বের হতে পারে, এজন্য যে তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতে এবং প্রয়োজনীয় নাসীহাত করতে পারে এবং তাদেরকে কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা করতে পারে। কেননা, তারা তাদের কাজের ব্যাপারে খুবই তৎপর। কিন্তু তারা আরো অধিক জ্ঞানের মুখাপেক্ষী এবং উলামায়ে কেরামের মুখাপেক্ষী, যারা তাদেরকে তাওহীদ ও সুন্নাহর জ্ঞানে আলোকিত করবে। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে দ্বীনের জ্ঞান দান করুন এবং এর উপর সাবেত রাখুন। আমীন!

৩. শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাবলীগ জামা'আত ও এর সাথে সংশ্রব রাখার ব্যাপারে এবং তাদের নির্দিষ্ট তরীকার যিকর ও ছয় উসূল সম্পর্কে। উত্তরে বলেন, "ইবাদাত হল 'তাওকিফী' অর্থাৎ শারী'আত নির্ধারিত। এজন্য কোন মুসলিমই কোন 'ইবাদাত করতে পারবে না যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ﷺ নির্দিষ্ট করেননি। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অস্বীকার করেছেন তাদেরকে যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ﷺ ব্যতীত অন্য কারো তৈরী করা 'ইবাদাত করবে।

মহান আল্লাহ্ বলেন :

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾

"তাদের কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য রয়েছে, তাদের জন্য যারা বিধান তৈরী করছে যার অনুমতি আল্লাহ্ দেননি? যদি চূড়ান্তফায়সালা না থাকত তবে তাদের মাঝে এখনই সিদ্ধান্ত হয়ে যেত।"

(সূরা আশ-শুরা ২১)

'ইবাদাত হল 'তাওকিফী' তার ধরণ, পরিমাণ , গুণাবলী, সময় এবং স্থানের দিক দিয়ে। সুতরাং 'ইবাদত অবশ্যই শারী'আত মোতাবেক হতে হবে। প্রশ্নকারী যা উল্লেখ করেছেন, এভাবে ক্রমধারায় বিদ'আতী তরীকায় আল্লাহর যিক্র ও তাদের ছয় উসূল দেখতে হবে যে, শারী'আতে এভাবে সাব্যস্ত রয়েছে কিনা? যদি রসূল ﷺ থেকে এভাবে সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে মাথা পেতে নিতে হবে। আর যদি সাব্যস্ত না হয়ে থাকে তাহলে যা রসূল ﷺ থেকে সাব্যস্ত রয়েছে তাই যথেষ্ট। আমি জানি না যে, রসূল

www.pathagar.com

ﷺ থেকে এভাবে যিকর তিলাওয়াত ও উসূল সাব্যস্ত রয়েছে কিনা। এজন্য আমার ভাইদের অনুরোধ করছি যারা এর সাথে জড়িত তারা যেন তা পরিত্যাগ করেন এবং রসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত সে অনুযায়ী 'আমাল করেন। সেটাই তাদের জন্য উত্তম এবং প্রতিফলও ভাল হবে।

ছয় উসূল সম্পর্কে শাইখকে প্রশ্ন করা হয় যে, এ উসূল বা মূলনীতি কি দ্বীনের সবকিছুকে শামিল করে, নাকি দ্বীনের কিছু ঘাটতি রয়েছে। ঘাটতি থাকলে সেটা কি? উত্তরে শাইখ উসাইমীন বলেন, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সর্বোত্তম বাক্য হল আল্লাহর কালাম বা কথা, সর্বোত্তম হিদায়াত হলো মুহাম্মাদ ﷺ'র হিদায়াত। পূর্ণ কালাম, উত্তম কালাম, স্পষ্ট কালাম, ব্যাপ্ত কালাম হলো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের কালাম। নাবী ﷺ দ্বীনের পূর্ণ বর্ণনা করেছেন যা 'উমার (রضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীসে পাওয়া যায়। এর দ্বারা তিনি মুসলিমে হাদীসে জিবরীলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যা আমরা কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে বর্ণনা করলাম না পাঠককে যথা স্থানে দেখে নেয়ার অনুরোধ করছি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এ বান্দার লেখা **"ঈমান ও তা বিনষ্টের কারণগুলি আপনি জানেন কি?"** নামক বইটি সংগ্রহ করে পড়ার অনুরোধ রইল। এরপর শাইখ বলেন, প্রশ্নকারী যে ছয় উসূলের কথা উল্লেখ করেছেন তা ভাল, এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তা অপূর্ণ। অপূর্ণতার কারণ হল, রসূল ﷺ যে দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন তা উল্লিখিত হাদীসে জিবরীলে বলা হয়েছে। সেখানে রসূল ﷺ বলেছেন, "তিনি (জিবরাঈল) তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন।" (সহীহ মুসলিম)।

অতএব আমার ভাইদের জন্য নসীহাত, যারা এই ছয় উসূলকে নিজের চলার জন্য মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা যেন এ চিন্তাধারা পরিবর্তন করে এ মহান হাদীসে যা এসেছে সেদিকে ফিরে আসে। যাকে নাবী ﷺ দ্বীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব প্রথমেই ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ বা আরকানকে ভালভাবে জানতে হবে। অতঃপর জানতে হবে ইমানের ছয় আরকানকে। তারপর ইহ্সানকে, এভাবেই তারা পূর্ণ দ্বীনকে জানতে ও শিখতে পারবে।

শাইখকে তৃতীয় আর একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, তাবলীগীদের "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ব্যাখ্যা সম্পর্কে। এর ব্যাখ্যায় তারা বলে যে, তা হল অন্তর থেকে ভ্রান্তবিশ্বাস বের করে আল্লাহর জাতের উপর সঠিক বিশ্বাস

www.pathagar.com

স্থাপন করা। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন রিযিকদাতা নেই এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কার্যপরিচালনাকারী কেউ নেই। এই ব্যাখ্যাটি কি সঠিক? উত্তরে তিনি বলেন, এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কেননা, এ ব্যাখ্যা দ্বারা কেবল তাওহীদের রুবুবিয়্যআত বুঝায়, যা দ্বারা কোন মানুষ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। (অবশ্য এ বিশ্বাস একজন ব্যক্তির ঈমানদার হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত বটে কিন্তু যথেষ্ট নয়)।

যদি প্রবেশ করতে পারত এবং নিজেদের সম্পদ ও রক্তকে হেফাজত করতে পারত তাহলে মুশরিকরা যাদের মাঝে নাবী ﷺ প্রেরিত হয়েছিলেন তারা মুসলিম বলে গণ্য হত, তাদের রক্ত বৈধ হত না। কেননা তারা পূর্ণ ঈমান রাখত এবং স্বীকার করত যে, আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, সর্বকাজের পরিচালনাকারী। এতদসত্ত্বেও তারা ইসলামের মাঝে প্রবেশ করেনি বরং নাবী ﷺ তাদের রক্ত ও সম্পদ বৈধ করে দিয়েছিলেন এবং তাদের সন্তান ও স্ত্রীদেরকে ক্রীতদাস বানিয়ে ছিলেন। আর তারা যে রুবুবিয়্যাহ বা প্রভুত্বের তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহ্র কৃতকর্মে তাঁকে একক বলে বিশ্বাস করা যেমন সৃষ্টি, রিযিক দান, জীবন দান, মৃত্যু দান, সমগ্র রাজ্য ও বিষয়াদি পরিচালনা করা ইত্যাদি (যে সব বিষয়ে তাবলীগী ভাইয়েরা তাদের কালিমার ব্যাখ্যায় দিয়ে থাকে) তা আল্লাহ্র রাসূল ﷺ -এর যুগের কাফির মুশরিকরা স্বীকার করত তার প্রমাণ মহান আল্লাহ্র বাণী,

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾

"বল, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করে। শ্রবণ ও দর্শনের মালিক কে? কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করে? আর কে বিষয়ের তদারকি করে? তখন

www.pathagar.com

তারা (মুশরিকরা) অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। অতএব বল, তোমরা কি সংযমী হবে না? (সূরা ইউনুস-৩১)

অতএব বুঝা গেল, কালিমায়ে তাওহীদের ব্যাখ্যা ওটা নয়, যা তাবলীগীরা দিয়ে থাকে। বরং কালিমায়ে তাওহীদের সঠিক অর্থ হল 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার মাবূদ নেই'। আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব ইলাহ বা মাবূদ বাতিল। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

"এটাই প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য এবং তারা যাদের ইবাদত করে সব মিথ্যা। তিনি সর্বোচ্চ, মহান"। (সূরাহ লুকমান-৩০)

মুসলিমরা এই মহান কালিমা থেকে এই অর্থই বুঝেছে। এজন্যই মুশরিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ - وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ﴾

"তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত এবং বলত, আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব?" (সূরাহ সফ্ফাত- ৩৫-৩৬)

এ আয়াত দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, মুশরিকরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ এদের চেয়ে ভাল করে জেনেছিল। অতঃপর শাইখ উসাইমিন (রহঃ) কে তাবলীগী জামা'আতের বয়ানের পর এবং গাস্তে বের হওয়ার সময় সম্মিলিতভাবে দু'আ করা সম্পর্কে এবং সপ্তাহে বৃহস্পতিবার তাদের মারকাজসমূহে শবগুজারী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তারা এই দলীল দেয় যে, হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কোন ঘরে একরাতে এতেকাফ করবে আল্লাহ তা'আলা তার মাঝে এবং জাহান্নামের মাঝে তিন খন্দক দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। এক খন্দক থেকে

www.pathagar.com

আর এক খন্দকের দূরত্ব হল আসমান-যমীনের মাঝের দূরত্বের সমান। এর উত্তরে শাইখ বলেন, সম্মিলিতভবে দু'আ করা নাসীহাতের পর অথবা মাসজিদ থেকে দা'ওয়াতে বের হবার সময়, এর কোন ভিত্তি বা দলীল নেই, এটি এক প্রকার বিদ'আত এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাতে সাপ্তাহিক শবগুজারী ও ই'তিকাফ করা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। নাবী ﷺ হতে এ কথা সাব্যস্ত হয়নি যে, তিনি প্রতি বৃহস্পতিবারকে ই'তিকাফের জন্য নির্দিষ্ট করে দিতেন। বরং এ কথাই প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি প্রথমে রমাযানের প্রথম দশদিন এতেকাফ করেন। এর পরের বছর দ্বিতীয় দশ দিন এতেকাফে বসেন এরপর তাঁকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, লাইলাতুল ক্বদর শেষ দশকে। এরপর থেকে তিনি মৃত্যু অবধি রমাযানের শেষ দশকে এতেকাফ করেন। শুধুমাত্র একবার বিশেষ কারণে রমাযানে এতেকাফ করতে পারেন নি বিধায় শওয়াল মাসে এতেকাফ করেন। তিনি উমার (রাঃ) কে কাবা ঘরে তাঁর একদিনের এতেকাফের মানত পুরা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। প্রশ্নকারী যে হাদীসের উল্লেখ করেছে তার কোন ভিত্তি রয়েছে বলে জানি না।

(তথ্যসূত্র : মুহাম্মাদ বিন সালেহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত ফাতওয়া)

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)'র নিকট প্রশ্ন করা হয় :

তাবলীগ জামা'আত সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? এদের সাথে কোন তালিবে 'ইলম বা অন্য কেউ আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে বের হতে পারে কি?

উত্তর : তাবলীগ জামা'আত আল্লাহর কুরআন এবং রসূলের হাদীসের তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং আমাদের সালাফ সালিহীনদের পন্থার উপর নয়। অবস্থা যখন এই, তখন তাদের সাথে বের হওয়া জায়িয হবে না। কেননা এটা আমাদের সালাফ সালিহীনের তাবলীগের পন্থার পরিপন্থী। দা'ওয়াতের কাজে বের হবেন আলিম বা বিদ্বান ব্যক্তি। আর এরা যারা বের হচ্ছে তাদের উপর অবশ্য করণীয় হল নিজের দেশে জ্ঞান

www.pathagar.com

শিক্ষা করা, মাসজিদে মাসজিদে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করা, যারা দা'ওয়াতের কাজ করবে তারা যেন আলিম হয়। এ অবস্থায় তালিবে 'ইলমদের উচিত যেন এদেরকে তাদের দেশেই কুরআন-হাদীস শিক্ষার জন্য আহ্বান জানায়। মানুষকে আল্লাহর পথে দা'ওয়াতে তাবলীগীরা কুরআন ও সুন্নাহকে তাদের মূলনীতি হিসাবে গণ্য করে না। বরং তারা এই দা'ওয়াতকে বিভক্ত করে ফেলেছে। এরা যদিও মুখে বলে যে, তাদের দা'ওয়াত কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক তা নিছক তাদের মুখের কথা, এদের কোন একক আক্বীদা বিশ্বাস নেই যা তাদেকে একত্রিত করতে পারে। এজন্যই দেখা যায়- এরা হল সূফী ও মাতুরিদী, আশায়িরীর আর এরা তো কোন মাযহাবেই নেই। আর এর কারণ হল তাদের আক্বীদাহ-বিশ্বাস জটপাকানো। এদের রয়েছে স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাব। এদের জামা'আত প্রতিষ্ঠার প্রায় অর্ধশত বছর পার হয়ে গেল কিন্তু এত লম্বা সময়ের পরও তাদের মাঝে কোন আলিম তৈরী হলো না। আমরা এজন্যই বলি আগে জ্ঞানার্জন কর, এরপর একত্রিত হও, যেন একত্রিত হওয়া যায় নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর, যাতে কোন মতভেদ থাকবে না।

তাবলীগ জামা'আত বর্তমানে সূফী মতবাদের ধারক বাহক জামা'আত। এরা চরিত্র সংশোধনের ডাক দেয় কিন্তু আক্বীদা-বিশ্বাসের সংস্কার ও সংশোধনের ডাক দেয় না। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। কেননা তাদের ধারণা মতে এর দ্বারা বিভক্তি সৃষ্টি হবে। জনাব সা'দ আল হুসাইন এবং ভারত-পাকিস্তানের তাবলীগের মুরব্বীদের সাথে বেশ কিছু পত্র যোগাযোগ হয়। এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তারা ওয়াসীলা, উদ্ধারকারী (ইস্তিগাসা) এবং এ ধরণের অনেক ধারণাই সমর্থন করে। প্রত্যেক তাবলীগীকে এই চার তরীকার ভিত্তিতে বাই'আত গ্রহণ করতে হয়। কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে এদের প্রচেষ্টায় অনেক মানুষই আল্লাহর পথে ফিরে এসেছে। বরং এদের সাথে বের হবার জন্য কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য কি এটা যথেষ্ট নয়? এ ব্যাপারে বলছি যে, এটা আমরা অনেক শুনেছি এবং জানি, সূফীদের কাছ থেকে অনেক ঘটনাই জানি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি শাইখের আক্বীদাহ ফাসিদ হয়, হাদীস জানে না বরং

www.pathagar.com

লোকজনের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে এতদ্বসত্ত্বেও অনেক ফাসিক লোক তার হাতে তাওবাহ্ করে। যে দলই ভাল বা কল্যাণের দিকে ডাকবে অবশ্যই তার অনুসারী পাওয়া যাবে। কিন্তু আমরা দৃষ্টি দিবো যে, সে কিসের দিকে আহ্বান করছে? সেকি কুরআন হাদীস এবং সালফে সালিহীনের আক্বীদার দিকে ডাকছে এবং কোন মাযহাবের ব্যাপারে কোন রকম গোঁড়ামী করে না এবং যেখানেই পায় সুন্নাতের অনুসরণ করে। তাবলীগ জামা'আতের কোন 'ইলমী তরীকা বা পন্থা নেই। তাদের পন্থা হল স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে তার জন্ম হয়েছে। এরা সব রঙেই রঙিণ হয়। (ইমারাতী ফতওয়া, আলবানী পৃঃ ৩৮)

সম্মানিত পাঠক! যে ১২ জন আলিমের নাম আমরা উল্লেখ করেছি এদের সকলেই তাবলীগী জামা'আতকে ভ্রান্ত ও তাদের নিসাবকে ভ্রান্ত নিসাব বলেছেন এবং এদের সাথে সংশ্লিষ্ট হতেও সতর্ক করেছেন। সকলের মতামত তুলে ধরতে গেলে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবে তাই শুধু এদের নাম উল্লেখ করা হল। যাতে এতটুকু বুঝা যাবে যে, মুসলিমদের প্রাণকেন্দ্র সৌদী আরবসহ আরব বিশ্বের সকল উলামা তাবলীগীদের ভ্রান্ত আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদেরকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন- এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য বিজ্ঞ পাঠকদের মূল কিতাব كشف الستار عما تحمله الدعوة من أخطاء (লেখক- মুহাম্মাদ বিন নাসের আল-উরাইনী) দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। আর বাংলায় দেখুন এরই অনুবাদ "বিশ্ববরেণ্য আলিমদের দৃষ্টিতে তাবলীগী জামা'আত' এই বইটি পড়লে আমাদের কথার সত্যতা জানা যাবে। ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থেকে সঠিক পদ্ধতিতে তাবলীগের ফরযিয়াত আদায় করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

www.pathagar.com

তথ্য পঞ্জি

১। আল-কুরআনুল কারীম- ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

২। তাফসীরে ইবনে কাসীর- হাফেজ আল্লামাহ ইমাদুদ্দিন ইবনু কাসীর (রহ.) (৭৭৪ হি:) অনুবাদ ডঃ মুজীবুর রহমান প্রকাশ কাল ঃ জুলাই ১৯৯৮ ইং রবিউল আউয়াল ১৪১৯ হি: শ্রাবণ-১৪০৫ বাং)

৩। তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন- মুফতী মুহাম্মদ শাকী (রহ.) অনুবাদ ; মহিউদ্দিন খান বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশা ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, পো : বক্স নং-৩৫৬১ মদীনা মোনাওয়ারা।

৪। রুহুল মাআনী- মাহমূদ আলূসী (১২৭০ হিঃ) এমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান।

৫। তাফসীরে কাবীর- ফখর উদ্দীন রাযী

৬। তাফসীরে তাবারী- আল্লামাহ তাবারী

৭। তাফসীরে কুরআনে আযীযী- মাসউদ আহমাদ, করাচী

হাদীস, শরূহ ও উসূলে হাদীস

৮। সহীহুল বুখারী- মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (রহ.) (২৫৬ হিঃ)

৯। সহীহ মুসলিম- ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.) (২৬১ হিঃ)

১০। সুনানে আবু দাউদ- ইমাম আবূ দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আস আস্- সিজিসস্তানী (রহ.) (২৭৫ হিঃ)

১১। জামে' তিরমিযী- ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবনু ঈসা আত-তিরমিযী (রহ.) (২৭৯ হিঃ)

১২। সুনানে নাসাঈ- ইমাম নাসাঈ (রহ.) (৩০২ হিঃ)

১৩। সুনানু ইবনু মাজাহ- আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াজীদ ইবনু মাজাহ্ আল- কাযবীনী (রহ.) (২৭৫ হিঃ)

১৪। মুআত্তা ইমাম মালেক- আবূ আবদুল্লাহ ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহ.) (১৭৯ হিঃ)

১৫। মিশকাতুল মাসাবীহ- মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-খাতীব আত-তিবরিযী (রহ.) (৭৩৭ হিঃ)

www.pathagar.com

১৬। বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম- হাদীস শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতম হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহ.) (৭৭৩-৮৫২ হিঃ)
১৭। শারহু মুসলিম লিন্নাববী- মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া ইবনু শরফ আন-নাব্বী (রহ.) (৬৩১-৬৭৬ হিঃ)
১৮। রিয়াদুস সালেহীন- ইমাম মুহীউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নাব্বী (রহ.) (৬৩১-৬৭৬ হিঃ)
১৯। যঈফ আত-তিরমিযী- তাহক্বীক, আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.)
২০। যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ- মূল : আল্লামা মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ.) অনুবাদ : আবূ শিফা মুহাম্মাদ আকমাল হুসাইন
২১। প্রচলিত জাল হাদীস- মারকাযুদ্দা'ওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা।
২২। মাযমুয়ায়ে ফাতওয়া ইবনু তাইমিয়্যা
২৩। সহীহ ইবনু খুযাইমাহ
২৪। যাদুল মা'আদ- হাফিয ইবনু কাইয়্যুম।
২৫। কিমিয়ায়ে সাআদাত- ইমাম গাজালী
২৬। ফিকহুস সুন্নাহ
২৭। নাসবুর রাইয়াহ- ইমাম যাইলায়ী
২৮। আল-মাউযুআতুল কাবীর আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রহ.)
২৯। মাসীক আত-তাহরীক
৩০। তারীখে মাশায়িখে চিশ্‌ত
৩১। ইসলামী বিশ্বকোষ (ই.ফা. বা)
৩২। আল-ফিকরুস সূফী- কুয়েত মাকতাবা ইবনু তাইমিয়্যাহ ২য় সংস্করণ
৩৩। হাক্বীকাতুস সূফীয়অ- মাদখালী
৩৪। ফাজায়েদুস সূফীয়াহ
৩৫। আন-নক্‌সবন্দিয়াহ
৩৬। রিয়াউল কুলুব- মূলঃ উর্দু, বাংলা- ই.ফা.বা)
৩৭। ফিরোযুল লগাত- মূল : উর্দু
৩৮। কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইবাদত
৩৯। তাবলীগী জামাআত-আব্দুর রহমান উমরি
৪০। হাদীসের প্রমাণিকতা -ড. আসাদুল্লাহ গালিব
৪১। মালফুজাত মৌঃ ইলিয়াস
৪২। বুলুগুল আমানী
৪৩। আয-যু'আফা- ইবনু হিব্বান
৪৪। আন্‌নিয়াহায়াহ

www.pathagar.com

৪৫। ক্বামুসূল মুহীত্ব
৪৬। ফাতহুল বারী
৪৭। ওয়াসীলাহ ও তার মর্ম বিধান
৪৮। সহীহ ও যঈফ হাদীসের আলোকে সিয়াম ও রমাযান
৪৯। যঈফ ইবনু মাজাহ- তাহক্বীক আলবানী
৫০। মওযু ও যঈফ হাদীসের পচলন
৫১। সহীহুল জামে
৫২। মুস্তাদরাক হাকিম
৫৩। তাহযীবুত তাহযীব
৫৪। কিতাবুল কাবায়ের- ইমাম আয-যাহাবী
৫৫। মাযহাবের স্বরূপ- মুরাদ বিন আমজাদ
৫৬। মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পথ নির্দেশিকা- মুহাম্মাদ জামীল যাইনু
৫৭। বেহেশতী জেওর- আশরাফ আলী থানবী, অনুবাদ শামসুল হক ফরিদপুরী
৫৮। ইসলামে নাম করণের পদ্ধতি- আল মা'সুমী
৫৯। তারীখুল কাবীর বুখারী
৬০। আল ইসাবা- ইবনু হাজার আল আসকালানী
৬১। তা'লীমুদ্দীন- আশরাফ আলী থানবী
৬২। আল হিদায়া- ই,ফা.বা বাংলা
৬৩। আল মুখতাসারুল কুদুরী
৬৪। ফাওয়ায়ে আল মগীরী
৬৫। জামিউল লুগাত
৬৬। ফিরকাবন্দীর মূল উৎস
৬৭। ইসলাম ও তাসাওউফ
৬৮। সত্যের পথে পতিবন্ধকর্তা
৬৯। ইসলামে ইবাদতের পরিধি- ড. আল্লামাহ ইউসূফ আল কারযাভী
৭০। লিসানুল আরব
৭১। সংশয় ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুনাজাত
৭২। বিশ্ববরেণ্য আলিমদের দৃষ্টিতে তাবলীগী জামাআত
৭৩। মুসনাদে আহমাদ
৭৪। দ্বীনে ইসলামের তাবলীগ
৭৫। ওয়াসিলার শিরক্- মাসউদ উদ্দীন ওসমানী, ফাযেলে উলুমে দ্বীনিয়া ওফাকুল মাদারেস, মুলতান।

www.pathagar.com

৭৬। তাবলীগী জামাআত, তাহক্বীক্বী যায়েযাহ উবায়দুর রহমান মুহাম্মদী, করাচী পাকিস্তান।
৭৭। তাবলীগী জামাআত কা নিছাব- আবূ মুহাম্মদ সাকীল আহমাদ মিরিঠি।
৭৮। তাওহীদ জিজ্ঞাসার জবাব- কাজী মুহাম্মদ ইবরাহীম।
৭৯। ফারহাঙ্গে জাদীদ
৮০। আল-মু'জামুল ওয়াফী- ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান।
৮১। বাংলা একাডেমীর সংক্ষিপ্ত আভিধান।
৮২। তাবলীগী জামাআত আর শির্‌ক- মাসুদ আহমাদ, করাচী।
৮৩। তাবলীগী জামাত ও তাবলীগে দ্বীন।
৮৪। রাসূলুল্লাহ যেভাবে তাবলীগ করেছেন।
৮৫। ইসলাম ধংসের ষড়যন্ত্রে তাবলীগ জামাআত।
৮৬। কিসের প্রচার জমজমাট
৮৭। কাফেলা
৮৮। শরীআতের দৃষ্টিতে তাবলীগী নিসাব- তাবীশ মাহদী
৮৯। তাবলীগের প্রশ্ন উত্তর এস, এম, সালেহীন
৯০। আল কুরআনের রশ্মি- আ,ন,ম, রশীদ আহমাদ্
৯১। আল্লাহর পথে দাওয়াত- শাইখ বিন বায।
৯২। ইলমে গায়েব- আঃ নূর সালাফী।
৯৩। হাদীসের নামে জালিয়াতী।
৯৪। মীযানুল ই'তিদাল- ইমাম যাহাবী।
৯৫। তাহযীবুত তাহযীব- ইবনু হাজার আল-আস্‌কালানী।
৯৬। তাকবীবুত তাহযীব।
৯৭। যিয়াউল কুলূব
৯৮। আল্লাহ্ অবয়ব বিশিষ্ট।
৯৯। ফাজায়েলে আমল।
১০০। ফাযায়েলে সাদাকাত।
১০১। যাইলুল লাঅলী
১০২। তানযীহ।

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বই

১. সহীহ্ আক্বীদার মানদণ্ডে তাবলীগী নিসাব (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে)

২. মাযহাবের স্বরূপ (প্রকাশিত)

৩. প্রচলিত ভূল বনাম রসুলুল্লাহ্ (স) এর সলাত আদয়ের পদ্ধতি (প্রকাশিত)

৪. হাদীস অমান্যকারীদের ফিতনা (যন্ত্রস্থ)

৫. মুরাদুল মুসলিমীন (যন্ত্রস্থ)

৬. মুসলিমের দু'আ (প্রকাশিত)

৭. সুন্নাতের গুরুত্ব ও মাহাত্য (মাসিক আত-তাহ্রীক পত্রিকায় প্রকাশিত)

৮. আমীরের আনুগত্য (মাসিক আত-তাহ্রীক পত্রিকায় প্রকাশিত)

৯. ঈমান ও তা বিনষ্টের কারণগুলো আপনি জানেন কি?

১০. তাহক্বীকে বেহেশতী জেওর (যন্ত্রস্থ)

১১. আল কুরআনের পরিচয় আল কুরআনের ভাষায় (যন্ত্রস্থ)

১২. শিয়া কি সত্যিই কাফের? (করাচীতে প্রকাশিত)

১৩. সলাতুল মুসলিমীন (যন্ত্রস্থ)

১৪. কুরআন সুন্নাহর আলোকে পীরতন্ত্র (যন্ত্রস্থ)

১৫. তাহক্বীকে পর্দা (প্রকাশের পথে)

www.pathagar.com

মক্বিদুল মুসলিম একাডেমীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ভেজাল মুক্ত তাওহীদেও দাওয়াত ও বাস্তবায়ন এবং শিরক, বিদাআত ও কুসংস্কার এবং বিজাতীয় শিক্ষা , সংস্কৃতির মূল উৎপাটনের উদ্দেশ্যে আল কুরআন ও সহীহ সন্নাহর আলোকে দ্বীনি বই পুস্তক ও প্রেক্ষাপটে লিফলেট ছাফিয়ে বিতরন করত শিরক , বিদাআত ও বিজাতীয় সংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসমান মুসলিম উম্মাহকে সত্যিকারে ইসলামের সমুজ্জল জীবন ধারায় ফিরিয়ে আনার লক্ষে যুগোপযোগী কর্মসূচী গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা ।

আল্লাহর অভ্রান্ত দ্বীনের দরদী ও শুভাকাঙ্ক্ষিদের প্রতি একাডেমীর উদাত্ত আহবান

হে মুসলিম ভাই ও বোন ! উল্লেখিত লক্ষ্যে , উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যদি আপনারা আমাদের সঙ্গে একমত হন, তাহলে আমাদের প্রকাশিত অপ্রকাশিত সকল বই ও পাণ্ডুলিপি প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনার আখেরাতের মঙ্গলময় জীবনের স্বার্থে ও আপনার পিতামহ ও স্বজনদের সদকায়ে জারীয়ার জন্য জান , মাল , ফিকর দ্বারা সর্বাত্বক সহযোগিতার উদাত্ব আহবান রইল ।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে সাধ্যানুযায়ী তাঁর দ্বীনের জন্য সর্বাত্বক ত্যাগ করার তাওফীদ দান করুন। আমিন।

মুরাদ বিন আমজাদ
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক,
মক্বিদুল মুসলিম একাডেমী, বাংলাদেশ
মোবা ঃ ০১৭১২-৫১৫৭৫০

www.pathagar.com

যাঁদের জন্য এই বই

- যাঁরা সত্যিকারের দা'ওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে চান–
- যাঁরা প্রচলিত তাবলীগের সাথে একনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ পদ্ধতিকে কাজ করার মনোভাব রাখেন-
- যাঁরা একটি বৃহৎ দলের ভুলকে সংশোধন করে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করতে চান–
- যাঁরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে দা'ওয়াত ও তাবলীগের আসল পাথেয় খুঁজছেন–
- যাঁরা সংশোধনের মন নিয়ে প্রচলিত তাবলীগী দলের মৌলিক ভ্রান্তিগুলোকে জানতে চান–
- যাঁরা যাবতীয় ফিরকাবন্দীর বেড়াজাল ছিন্ন করে সত্যিকারের ইসলামী তরীকায় চলতে চান এবং অন্যকেও একই পথের পথিক বানাতে চান–

www.pathagar.com